# তারকনাথ-গ্রন্থাবলী।

## প্রথম ভাগ।

---

# অমলা।

(প্রথম খণ্ড।)

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### ধর্ম্মানুরাগ।

ভাবরে অবোধ মন সদা সেই ব্রহ্মময়।
অভ্রভেদী হিমাচল, সৃজিলা যে ভূমণ্ডল,
পরিভ্রমে যাঁরাদেশে রবি শশী তারাচয়।
পাখি বুঝি ক'রে গান, করে তাঁর যশোগান,
শীতল সমীর কহে, বিভু কত দয়াময়।
বল নর তবে কেন, তাঁরে ভুলে আছ হেন,
মায়াতে মজিয়ে হায়, এ জীবন কর ক্ষয়।

একটী পুষ্করণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া হারমোনিয়মের মধুর স্বরের সহিত এই গীতটী গাহিয়া গায়িকা চক্ষু নিমীলিত করিলেন এবং সেই চিন্ময় মূর্ত্তির ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। সম্মুখে সরোবর, তাহাতে না আছে কমল, না আছে কুমুদ, কিন্তু আকাশে কুমুদিনী-কান্ত উদয় হইয়া সেই নির্ম্মল সলিল মধ্যে বুঝি বা তাহারা লুকাইয়াছে ভাবিয়া, যেন সেই জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দ্বারা তাহার গুপ্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছেন। ঘাটের পশ্চাতে সুন্দর একতালা ক্লোর ওয়ালা বাটী। সরোবরের চতুর্দ্দিকে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষ। পশ্চাৎ ভাগে ক্ষুদ্রাকারের বৃক্ষবাটীকা, গ্রোটো প্রভৃতি মনোরম সামগ্রী ... তাহার সৌন্দর্য্যই আদরণীয়। বাটীর

চতুর্দ্দিকে, ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত ; কিন্তু প্রাচীর উচ্চ নয়। প্রাচীরের পার্শ্ব দিয়া গমন করিলে গৃহ মধ্যস্থ লোক জন বেশ দেখা যায়। আমরা মধ্যে মধ্যে পথিককে স্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নিভৃতে যুবতীর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়াছি। যুবতীর লজ্জা কম বলিয়াই হউক, বা তাঁহার চক্ষু কখন সে দিকে পতিত হয় না বলিয়াই হউক ; তিনি প্রাচীর উচ্চ করিবার কোন ব্যবস্থা করেন নাই।

নবীন পাগল তাই বলিয়াছেন "গম্ভীরা ব্রাহ্মিকা মূর্ত্তি"—আহা সে রূপের কি সীমা আছে! প্রাবৃটে বিজলীর ন্যায়, অন্ধকার নিশীথিনীতে দূরস্থ জোনাকির আলোকের ন্যায়, সে রূপ বড় সুন্দর। সে গাম্ভীর্য্যে মাধুরী আছে, চক্ষে কটাক্ষ আছে, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, প্রেমের প্রস্রবণ আছে। তবে নাই কি?—নাই বুঝি অভিমান, নাই বুঝি বিচ্ছেদ, আর বুঝি হৃদয়ে হলাহল নাই। নীলকণ্ঠ বিষপানে কাতর জানিয়া বুঝি বিধাতা বিষকে কোন সুদূর প্রান্তরে লুকাইয়া রাখিয়া, কেবল সেই চাপা চাপা হাসি মাখা মুখ সুধামাখা করিয়াছেন। যাঁহার তাপিত প্রাণ যন্ত্রণায় অস্থির, তিনিই সুধা প্রত্যাশী, তিনিই বুঝি সেই ভুবনমোহিনী ভাব, সেই স্নেহময় হৃদয় ভাল বাসেন। জিব্ কাটিয়া ঘোমটা টানা লজ্জার এক টানায়, প্রাণ জ্বালাতন, তাই এখন ব্রীড়াজনিত মুখ ভাব, সেই আধ লজ্জা আর আধ কি এক ভাব মাখান মুখশ্রী ভাল লাগে।

কালে কি রুচির পরিবর্ত্তন হয়। ঢেঁড়ি কাণে পৈঁচে হাতে ঠাকুরমা অনেক কাল গত হইয়াছেন। কল্সীর কানার মত বাউটীর বাহারেরও অন্তর্জ্জলী হইয়াছে। আজ কাল বাউটীর বাহার দিয়া যদি স্বয়ং ক্লীওপেট্রাও আসেন, তা হইলে তাঁহাকেও হয়ত পাঁচ কথা শুনিতে হয়। অলঙ্কারের আমূল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের আবার সৌন্দর্য্য জ্ঞানেরও পরিবর্ত্তন হয়। অনেকে আজ কাল বিড়াল চক্ষু, বকের মত গলা, সাঁক্ আলুর মত ধপ্ ধপে দাঁত ভাল বাসেন। ছোট কপালের পরিবর্ত্তে ঘোড় দৌড়ে গড়ের মাঠে বিমুগ্ধ, কিন্তু আমার চক্ষে যদি সে সৌন্দর্য্য আসিয়া যাইত, তাহা হইলে হয়ত লেখক পাঠক উভয়েরই সুবিধা হইত। সে যাহাই হউক, আজি আমায় দায়ে পড়িয়া শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই মার্জ্জারাক্ষী মনোমোহিনীদের পান বাড়াইতে অগ্রসর হইতে হইল।

# সূচিপত্র।

# প্রচার নির্দ্দেশ।

১। অমলা।—এই বৎসর বৈশাখে প্রথম প্রচারিত হয়। শ্রাবণ মাসে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়।

২। মহামায়া।—মাসিক পত্রিকা "নবজীবনে" প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পর প্রথমবারের "গ্রন্থাবলী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তদ্‌পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এবার ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

৩। তরুবালা।—এই বৎসর ইহা প্রথম প্রকাশিত হইল।

৪। কমলা।—ইহা প্রথমে মাসিক পত্রিকা "আদরিণী"তে প্রকাশিত হয়। তাহার পর পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তৎপরে "তারকনাথ গ্রন্থাবলী"তে প্রচারিত হইয়াছিল। এইবার ইহা চতুর্থবার প্রকাশিত হইল।

৫। কুসুমকুমারী।—ইহা প্রথমে "উপন্যাসলহরী"তে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার পর পুস্তকাকারে প্রচারিত হয়। এবার ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইল।

# বিজ্ঞাপন।

প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু তারকন
"তারকনাথ-গ্রন্থাবলী" নামে প্রথম প্রচারিত হয়।
আর আদৌ নাই, কিন্তু পুস্তকের জন্য প্রায়ই পত্র
"গ্রন্থাবলী"র প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইতে সাহসী হইয়াছি।

এক এক ভাগ প্রকাশ করিয়া আবার আর একভাগ
নানাপ্রকার অসুবিধা। প্রথম অনেক ব্যয়, তাহার উপর
বিজ্ঞাপন দিতে হয়; তাহার উপর যাঁহারা প্রথমভাগ লইবে
দ্বিতীয় ভাগ যে কবে প্রকাশ হইবে তাহা জানিতে পারেন না
সকল নানা কারণে আমরা ইহা মাসিক আকারে প্র
প্রথমে ভয় পাইয়াছিলাম, এই তুমুল উপহারের বাজারে তারক বাবুর পুস্তক বিনা উপহারে কেমন করিয়া বিক্রয় হইবে। কিন্তু কে বলে বাঙ্গালায় পাঠক নাই, কে বলে বাঙ্গালির, গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ ও সহানুভূতি দিবার প্রবৃত্তি নাই? এক বৎসরে যে চারি সহস্র গ্রন্থাবলী ছাপা হইল ইহা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

আমরা সকৃতজ্ঞ চিত্তে গ্রাহকগণকে ধন্যবাদ দিতেছি এবং তাঁহাদের উৎসাহে আমরা সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া যে ইহা নিয়মিতরূপে প্রকাশ করিতে পারিব তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গ্রন্থাবলীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১॥০ টাকা, কিন্তু বৎসরান্তে মূল্য হইল ২৲ টাকা। এখন যাঁহারা এই পুস্তক ক্রয় করিবেন তাঁহাদিগকে মায় ডাকমাশুল ২৲ টাকা দিতে হইবে। তাহার কমে দিতে পারিব না, কেহ দিতে অনুরোধও করিবেন না।

আমাকে বা প্রকাশকদিগকে পত্র লিখিলে তৎক্ষণাৎ পুস্তক পাইবেন।

শ্রীহেমগিরি চন্দ্র।
বদনগঞ্জ পোষ্ট,—হুগলী।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বন্ধু-সম্মিলন।

শান্তির চক্ষু নিমীলিত, এমত সময়ে একটী যুবতী আসিয়া পশ্চাদ্দেশ হইতে স্বীয় হস্তদ্বারা তাহার নয়নদ্বয় আবরণ করিলেন। শান্তি তপোভঙ্গের কথা ভাবিলেন না, উপাসনার সময় রহস্য করা অযুক্তি, ইহা তাঁহার মনে উদয় হইল না। সেই অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন "ছি, চোক্ ছেড়ে দাও, এ সময়ও রঙ্গ।"

যুবতী কিন্তু চক্ষু ছাড়িলেন না, অধর টিপিয়া মৃদু মধুর হাসিতে লাগিলেন।

শান্তি তখন বলিলেন "বল্‌ব কে?—বিপ্রদাস,—না, মোহন,—রাধা-মাধব—নিশ্চয়। তাও নয়?—তবে রজনী।"

রমণী চক্ষু ছাড়িলেন, সেই সুন্দর অধর প্রান্তে মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন "দেখ দেখি কে?"

শান্তি যেন বিস্মিত হইলেন, সাহ্লাদে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "সুরবালা, কোথা থেকে?"

সুরবালা সহাস্যে বলিলেন "আকাশ থেকে।"

সুরবালা যুবতী, তায় সুন্দরী। যে সকলের সমাবেশে রমণী সুন্দরী পদবাচ্য হন, সুরবালার তাহার অভাব নাই। সুরবালার বর্ণ, মুখভাব, গঠন পারিপাট্য প্রভৃতি সুন্দর। সুরবালা আসিয়া যেন শান্তিকে অতি কুৎসিতা করিলেন, শান্তির যে সৌন্দর্য্য টুকু ছিল তাহাও যেন বিলোপ পাইল। তবে সুরবালা, যেন লজ্জাবতী লতা,—সুরবালা, যেন বায়ু স্পর্শে সঙ্কুচিতা হন কিন্তু শান্তি বনচণ্ডাল,—তাহার পাতা টুসি দিলে নাচে। যিনি নম্রতা ভাল বাসেন তিনি সুরবালাকে দেখুন, আর যিনি চপলার চাঞ্চল্য দেখিয়া বিমোহিত হন, তিনি শান্তিকে দেখিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করুন।

সুরবালার পিতা কলিকাতায় চাকরী করিতেন। অকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাতা অনাথিনী কন্যা লইয়া নিরাশ্রয় হইলে তাঁহার স্বামীর এক ব্রাহ্ম বন্ধু তাহাদিগকে আশ্রয় দেন। মাতাও অতি সত্বর স্বামীর সহগামিনী

তাঁর মুখ পদ্মপাতের মত নয়, কতকটা লম্বাকৃতি। নাকটী অল্প খাঁদা। তমন খাঁদা কত আছেন। আবার হয়ত কত লোক সেই খাঁদা নাকেই বলে। আর যাঁহার গৃহিনী খাঁদা, তিনি খাঁদাকেই দুনিয়াজাদা বলিয়া াবেন। কপালখানি বেশ প্রশস্ত কিন্তু সুগোল। চক্ষু দুইটী বেশ টানা নয়, অথচ ভাঁটার মত গোলও নয়। তারা দুটী কিছু কটা, আর বাম চক্ষুটী অল্প টেরা। কিন্তু সহসা তুমি তাহা টের পাইবে না। আমি বেহায়ার মত অনেকক্ষণ সেই চক্ষু দুটীর পানে তাকাইয়া ছিলাম বলিযাই জানি। কিন্তু হলফ্ করিয়া বলিতে পারি যে বিড়ালের চক্ষের সহিত সে নয়ন তারার তুলনায় সমালোচনা করি নাই। তুমি যদি জ্যোতিষশাস্ত্র ...া থাক তাহা হইলে বলিবে স্ত্রীলোকটী বিধবা, কিন্তু আমি জানি যে তাঁহার বিবাহ হয় নাই, আর তাহা হইবে কি না তদ্বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। ওষ্ঠ দুটীর কোনও গুণও দেখি না, দোষও দেখি না। তাহা যেমন হইয়া থাকে তেমনি, তবে কুঁচের মত লাল টুক্‌টুকে নয়। দাঁতগুলি মুক্তার মত নয়, কিছু সাদা আর একটু লম্বা লম্বা, কিন্তু সুশ্রেণী বদ্ধ। গায়ে জ্যাকেট আঁটা, সুতরাং বক্ষ শোভার বর্ণনা করা আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে, যখন স্ত্রীলোক, তায় যৌবন কাল, আর শরীরও সবল ও সুস্থ, তখন মনে মনে তাহা ভাবিয়া লইলেই হইতে পারে।

হাতের আঙ্গুল গুলি বেশ গোল গোল কিন্তু কিছু লম্বা, বিধাতা বুঝি পিওনো বাজাইবার জন্যই সে গুলিকে লম্বা করিয়াছেন। ভারত মাটীর মেদিনীকে নিতম্ব দেখাইয়া মাটী করিয়াছেন, কাজটায় বাহাদুরী নাই, কিন্তু আমরা তেমন একটা কোন উদ্‌ভট্ উপমা দিব না। কিন্তু শুনিয়াছি কেহ কেহ ঐ নিতম্ব দেখিয়াই নাকি মাটী হন্।

এখন কেশদাম আর বয়স মাত্র বাকি,—চুল একটু কটা, কিন্তু কুঞ্চিত। আর বয়স বলা বৃথা। মুখ দেখিয়া তুমি স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিতে পার। না পার, তোমায় বলা না বলা সমান কথা। যুবতীর নাম—"শান্তি সু...বী।"

হইয়া সুরবালাকে সংসারে একাকিনী রাখিয়া যান। সুরবালা সেই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া লালিতা পালিতা ও শিক্ষিতা হন।

সুরবালা এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পড়িয়া আর পড়েন নাই। পুরুষের সঙ্গে মিশিতে বড় ভাল বাসিতেন না, যেন কিছু বিমর্ষ ভাবে দিনযাপন করিতেন। অবলা-বাবিকে অনেক অবলা বাস করিতেন সুরবালাও তাহাদের মধ্যে একজন।

সুরবালার বয়ঃক্রম এই সপ্তদশ বৎসর মাত্র। সুরবালা পূর্ণযৌবনে পূর্ণা যুবতী। শান্তি সুরবালাকে বলিলেন "আমি কাল শুনলাম তুমি এটর্ণী নন্দবাবুকে বিবাহ করেছ, কথাটা কি সত্যি ?"

সুর। সত্যি বই আর কি।

শান্তি। কই আমরা ত সংবাদ পাই নি।

সুর। সংবাদ দেবার সময় ছিল না, বড় তাড়াতাড়ি বিবাহ হয়।

শান্তি ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন "তাড়াতাড়ি কেন কেউ কেড়ে নিত নাকি ?"

কে জানে এই কথা বলিতে কেন শান্তির বক্ষস্থল ক্ষণতরে স্ফীত হইল,—ধীরে ধীরে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বহিল, কিন্তু সুরবালা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। শান্তি আবার বলিলেন "নন্দ বাবু এখন কোথায় ?"

সুর। কলকাতাতেই আছেন।

শান্তি। কই আমার সঙ্গে ত দেখা হয় না। তুমি বুঝি আর তাকে বেরুতে দাও না।

সুরবালা তাহার আর কোন উত্তর দিলেন না।

শান্তি বলিলেন "উত্তর দাও না ?"

সুর। ও কথার আর উত্তর কি।

শান্তি। আচ্ছা সুর, তবে তুমি এখন সুখী হয়েছ ?

সুর। সুখী!—সুখের কি সীমা আছে ভাই, তবে আমার মনে হয়, তাঁর অগাধ ভালবাসা, যত্ন, স্নেহ, মমতার প্রতিশোধ দেওয়ার সাধ্য বুঝি আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে নাই।

শান্তি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ছাই পাঁস ভালবাসা,—liking,—ওটা love নয়। love যে কি তা বোধ হয় তুমি জান না, জানবেও না।"

সুরবালা কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "কেন ?"

শান্তি। তা হ'লে এত শীঘ্র বিবাহ করতে না। পছন্দ করতে সময় যেতো। 'প্রাণের মিলন first sightএ হয় বটে,—কিন্তু সেই দেখাটা কার ভাগ্যে যে কখন হয় তা কে জানে।

সুর। ও সব তোমার বিলাতি ভাব।

শান্তি। Ideaর আর ইংরাজি বাঙ্গলা নেই,—আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি তোমার love যে কি পরম বস্তু, তা জানা নেই ;—তুমি charmed হয়েছ—homage, esteem, admiration, affection কি তা জান্‌তে পার, কিন্তু সেই— that mysterious passion called by the name of love যে কি, তা জান না।

সুরবালার মুখ শুকাইল, চক্ষে জল আসিল, ভাবিলেন "এত ভালবাসিয়াও আমি love যে কি তা জানি না। আমি যাহাকে জীবন অপেক্ষাও ভালবাসি,—তাকে love করি না।" কিন্তু প্রকাশ্যে সাগ্রহে বলিলেন "শান্তি, সে ভালবাসাটা আমায় বুঝিয়ে দিতে পার ?"

শান্তি। সে স্বর্গীয় ভাব বুঝান যায় না। তাহা কেবল মন বুঝে। আমি ত অবিবাহিতা, আমি ঠিক কি ক'রে জান্‌বো তবে—

সুরবালা সাগ্রহে বলিলেন, "বলনা শান্তি কি বলছিলে। আমার মন কেমন অস্থির হচ্চে।"

শান্তি। কিছু নয়।—তুমি যদি সে চিত্র প্রকৃতই দেখতে চাও তবে Ruskin's Modern Painters ব'লে একটা বই আছে পড়ো। আগে সৌন্দর্য্য কি তা দেখ, তার পর তার ধারণা করো।

সুরবালা আর কোন কথা বলিলেন না। ক্ষণেক পরে বলিলেন "তুমি আমাদের বাড়ী চলনা ?"

শান্তি। যাব।

সুর। কবে ?

শান্তি। কাল বৈকালে।

সুর। নিশ্চয় ? দেখো, আমি আশা ক'রে বসে থাকবো।

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "যাব, কিন্তু নন্দ বাবুর সঙ্গে কথা কইলে তোমার jealousy হবেনা ত ?"

সুরবালা তদুত্তরে কেবল একটু মৃদু হাসিলেন, পরে বলিলেন "আচ্ছা শান্তি, তুমি বিবাহ কর না কেন?"

শান্তি। বিবাহ ত গাছের ফল নয়। যার সঙ্গে জীবনে মরণে সম্বন্ধ, তা কি সহজে পাওয়া যায়। পাই—হবে, না পাই চির কুমারী থাক্‌বো, তবু বিবাহ কর্‌তে হয় ব'লে বিবাহ কর্‌বো না।

সুর। তা না করো, কিন্তু অত পুরুষের সঙ্গে মেসা ভাল দেখায় না।

শান্তি হাসিয়া কহিলেন "তুমি আমায় বল্‌চো গোলাপ তুল্‌তে, কিন্তু আবার বল্‌চো গোলাপের বাগানে যেও না। তোমার কোন্‌টা শুন্‌বো? আর তোমার মনই বা এত সঙ্কীর্ণ হলো কেন? বিবাহ হয়ে courage নষ্ট করেছ না কি?"

সুর। ভাই, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু, তাই মনে করি তোমার দোষ দেখ্‌লে আমার বলা উচিত, তাই বল্‌লাম। এটা শুধু আমার কথা নয়—কাল্‌ তোমার দাদা আমাদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন, তিনি কত দুঃখ করতে লাগ্‌লেন।

শান্তি। দুঃখের কাজ ত আমি কিছু করিনি।

সুর। সে কথা আমি ত জানিনে।

শান্তি। তাঁর ইচ্ছা এ বাড়ীতে আর কেউ না আসে। কিন্তু তা আমি পারি না। আমি কি ক'রে আমার বন্ধু বান্ধবদের আসা নিষেধ কর্‌বো। তাঁরা বল্‌বেন কি?

সুর। দাদা বড়, না বন্ধু বান্ধব বড়?

শান্তি। এক senseএ দাদা বড়, আর এক senseএ বন্ধু বড়।

সুর। তোমার sense আমি বুঝি না।

শান্তি হাসিয়া কহিলেন "এখন আমি nonsense, নইলে দাদার মুখে ঐ কথা। আর সুর, তোমায় বল্‌তে কি, আমি তাঁর বিরক্তির জন্যই এই বাগানে আছি।

সুর। এতে তাঁকে আরও বিরক্ত করেছ,—আরও অশান্তি দিয়েছ।

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমি নিজে শান্তি, অশান্তি কি তা জানি না। কিন্তু সে যা হোক আমি একদিন জগৎকে দেখাব, পুরুষ সংসর্গে স্ত্রী চরিত্র নষ্ট হয় না, মনের দৃঢ়তা যায় না।"

এমত সময় দূরে দেখা গেল কে একটী বাবু আসিতেছেন। সুরবালা বলিলেন "তবে এখন আসি।"

শান্তি। কেন, লোক দেখে ভয় হচ্চে না কি?

সুরবালা কুণ্ঠিতা হইয়া বলিলেন "তা নয়, বেলা গেছে।"

শান্তি। তবে এস।

সুরবালা বাবুটীর এক পাশ ঘেঁসিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া মৃদু ভাবে চলিয়া গেলেন; কিন্তু বাবুটী তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে ছাড়িলেন না। সুরবালার সে দৃষ্টি অসহ্য বোধ হইল, কিন্তু উপায় কি, মানুষের চক্ষু ত ধরিয়া রাখিবার নয়। বাটীর বাহিরে সুরবালার গাড়ি ছিল, তিনি তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় গাড়ির দরজা আংশিক বন্ধ করিয়া দিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### বাঙ্গালী সাহেব।

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ওর্‌ফে মিষ্টার বি, ব্যানার্জি, ব্রাহ্মণ সন্তান, তবে অনেক দিন হইল উপবীত নাকি ৩নং জেটিতে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাই একথা বলিলাম। মিষ্টার ব্যানার্জি বাল্যকালে বড় বুদ্ধিমান ছিলেন না। পাশ টাশ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই বলিয়া বিলাত হইতে মার্কা মারা হইতে যান। পিতা ধনী ও ঘোর হিন্দু, তায় একটী ছেলে, জাতিচ্যুত হইবার ভয়ে বিলাত পাঠাইতে অনিচ্ছুক; কিন্তু মিষ্টার ব্যানার্জি ভাবিলেন "where there is will, there is way" পিতামহীর বাক্স ভাঙ্গিয়া দুই হাজার টাকার গহনা চুরি করিয়া P. & O. কোম্পানীর জাহাজে পলায়ন দিলেন। পিতা দুইবার তাঁহাকে ধরিয়া আনেন, একবার মান্দ্রাজ ও আর একবার বোম্বাই হইতে; কিন্তু শেষবার আর কোন ফল দর্শিল না। বাড়ুয্যে সাহেব বিলাতে তিন বৎসর থাকিয়া কৌন্সলি হইয়া ভারত মাতার মুখোজ্জ্বল করিতে স্বদেশ প্রত্যাগত হইলেন। পিতার এক পুত্র, সুতরাং নিরুপায়,—পুত্রকে ঘরে স্থান দিলেন, তবে স্বতন্ত্র পাত্রে পান ভোজনের ব্যবস্থা করা হইল।

সাহেব বাটীর একাংশ আপন মনোমত করিয়া সজ্জিত করিয়া লইলেন। সে দিকে বাটীর অপর কেহ বড় একটা যাইত না।

তিন বৎসর বিলাতি হাওয়া গায়ে লাগাইয়া সাহেব বাঙ্গলা ভুলিলেন, কথা কহিতে কত আট্‌কাইয়া যায়। বাকি আর কিছু নাই, তবে পূর্ব্ব বন্ধু বান্ধবগণ দিন কতক প্রাণ ভরিয়া বিলাতের অতি রঞ্জিত গল্প শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

সাহেবের চোখে চশ্‌মা, পিরামিডের মত লম্বা দাড়ি, সাহেবি কায়দা, ইংরাজি টোন্, ইংরাজি হাসি, ইংরাজি হাঁচি, ইংরাজি চলন দেখিয়া অনেকের হাড় জর জর হইল। বিশেষতঃ তাঁর ঠাকুরমার, সাহেব এক দিন বলিয়াছিলেন—"ঠাকুরমা, আমার নামটা কোন্ ডেব্‌টা রাখিয়াছিলো।"

ঠাকু। ডেবটা কিরে আপদ।

সা। ডেবটা—ডেব্‌টা।

ঠাকু। ওমা কোথা যাব সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে বিদ্যে শিখে শেষে কি পাঁচি ঝি হলি। বাটীর একটী ঝির নাম পাঁচি। পাঁচির "দ"র পরিবর্ত্তে 'ড' উচ্চারণ হইত।

সাহেব কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "আমার এমন বদ নাম কে রাখ্‌লে ?"

ঠাকু। নাম বাপ্‌মায় রেখেছে, আবার কে রাখ্‌বে।

সা। fie fie to them—দাস slave, আমি ব্রাহ্মণের slave!

ঠাকু। কি বল্‌চিস্।

সা। আমি ব্রহ্মণের দাস, ছি।

ঠাকু। সেত ভাগ্যির কথা।

সা। Damn to your ভাগ্যি।

ঠাকু। আমায় গাল দিচ্চিস্?

সা। Shame!

ঠাকু। তাই বল, হে-এম, ও আবার কি, বউ বল যে বুঝি—ও পাঁচি নাৎ বউকে ডেকে দেত।

সা। Nonesense আমি তা বলিনি।

ঠাকু! তবে কি বলচিস আমায় জ্বালাসনে ভাই, হরিনাম কর্‌তে দে।

সা। হরি কে?

ঠাকু। নে ন্যাকাম রাখ্‌।

এমন সময় বউ আসিলেন বধের নাম হেমাঙ্গিনী। ঠাকুর মা বলিলেন "দেখ্‌ ভাই, তোর সাহেব কি কিচির মিচির করে, আমি কিছু বুঝি না।"

হেমাঙ্গিনী আধ ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে কহিলেন "আমিও তোমারই জুড়ি।"

ঠাকু। সে কিলো তা হলে নাগর ভুল্‌বে কেন?

সা। দেখ ঠাক্‌ মা, আমি ওর জন্যে বড় feel কর্‌চি। বাঙ্গালা লেখা পড়া, that nasty gibberish, I hate with all my heart, ওকে ইংরাজি শিখ্‌তে বল, জুতো গাউন পর্‌তে বল, আমার সঙ্গে ballএ নাচ্‌তে হবে।

ঠাকু। তা নাচ্‌লেই বা। আয় লো নাৎ বউ তোর কোমোর বেঁধে দিই। কিন্তু ভাই জুতো পায়ে দেবে কি বলে?

সা। তা চাই।

"তবে আর আমায় ওর হাতের জল টুকু পর্য্যন্ত খেতে দিবিনে বুঝি?"

এই বলিয়া ঠাকুর মা তুলসী তলায় সন্ধ্যা দিতে উঠিয়া গেলেন, সাহেব বলিলেন "হেম, my love."

হেম। ও আবার কি?

সা। প্রেম সম্ভাষণ।

হেম। তা রাস্তার মাঝে কেন?

সা। আমি এবার সকলের সাম্‌নে তোমায় প্রেম সম্ভাষণ কর্‌বো, kiss কর্‌বো।

হেম। আর কারো সাম্‌নে না হোক ঠাকুরঝির সাম্‌নে করো।

সা। তা তো কর্‌বোই।

হেম। সাহেবি কায়দায় তাকেও কি কিস্‌ করবে?

সা। নিশ্চয়—তবে দেবি আছে।

"দেরি আর কেন, এখনি হোগনা," এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী ডাকিলেন "ঠাকুর ঝি—ও ঠাকুর ঝি"—

নেপথ্যে উত্তর দিল "কেন ?"

হেম। একবার এদিকে আয়্ না ভাই।

ঠাকুর ঝি আসিলেন। হেমাঙ্গিনী বলিলেন "তোর দাদা ভাই তোর চুমো খাবে, একটু সরে যা।"

ঠাকুরঝি গোপনে হেমাঙ্গিনীর গাল টিপিয়া "দুব্ চোক্ থাকি" বলিয়া লজ্জায় ভোঁ ভোঁ করিয়া দৌড় দিলেন।

সাহেব নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন "বাঙ্গালি বাঙ্গালিই থাক্‌বে। They shall ever be in the dark."

হেম। আমি আর কি কর্‌বো বল ? যোগাড় তো করে দিলাম, কিন্তু তুমি পার্‌লে কই।

সাহেব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "তবে আমি এখন চল্‌লাম।"

হেম। কোথায় ?

সা। To ramble.

সাহেব চলিয়া গেলে হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এটা কি বল্লে, গুড় আম্বল্ না মাছের ঝোল্ ?"

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### পরিচয়।

এক দিন সন্ধ্যার সময় শান্তি সুন্দরীর সেই বাঁধা ঘাটে মিষ্টার ব্যানার্জ্জি আসিয়া উপস্থিত। শান্তি তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। চক্ষু নিমীলিত করিয়া ব্রহ্মরূপধ্যানে নিমগ্না হইলেন। হায় মহা মহা যোগী ঋষিগণ হৃদয়ে যে রূপের ধারণা করিতে পারেন না, আজি সেই বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীর চক্ষে তাহা পরিদৃশ্যমান!

ঝামাপুকুরের বামনিধি সরকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পদ নিতান্ত খাট নয়, আমলা পেয়াদার যম, আহেলি মামলাকারীদের যম, বড় সহজ ব্যাপার নহে। যাঁহার কথায় জেল, কথায় মুক্তি, কথায় শাস্তি, কথায় অশান্তি, তিনি কি কম লোক! গোলাম বটে, তবে বংএর, ২০ ফোঁটা,—মহকুমায় থাকিলে আর পায় কে? খেলোযাড় হইলে সোজা কথা নয়,—তবে কখন কখন সাত ক্রপ্ট হইয়া যায় এই দুঃখ, নইলে এক হাতে ছক্কা হইবার কথা বটে। বামনিধি বাবু বড় সহজ ডেপুটী ছিলেন না। তিনি কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতেন না। মোক্তারদিগের কীটানুকীট বলিয়া ভাবিতেন। পেয়াদার পায়ে জুতা দেখিলে তাহাকে ডিস্‌মিস্‌ করিতেন, বলিতেন "বেটা ঘুস খায়, নইলে এমন জুতা।" ডেপুটী বাবু ঘোর ব্রাহ্ম—সহজ নয়—অনেক দিনের ব্রাহ্ম। কেহ মিথ্যা কথা বলিলে মহা চটিয়া যাইতেন, আসামী সত্য জবাব দিলে কম সাজা পাইত। সত্যের এমনি আদর করিতেন। প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়—তখনও তিনি চাকরি করিতেছিলেন। বয়স দেখান ছিল ৫৪ বৎসর, এটা কিন্তু ধর্ম্মে বাধে নাই।

মৃত্যুকালে তিনি প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া যান। দুষ্ট লোকে বলিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল হইবার জমি সংগ্রহের ভার তাঁহার হাতে থাকায় বেশ দু পয়সা পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। তাঁহার এক কন্যা ও একটী মাত্র পুত্র। পুত্রটী গ্রাজুয়েট—আর কন্যাটী ফার্ষ্ট আর্টস পাশ দিয়া নাকি ডাক্তারি শিখিবেন। পাঠককে আমরা যে শান্তি সুন্দরিকে দেখাইয়াছি, তিনি বামনিধি বাবুর কন্যা, শান্তি সেই বাগান বাটীতে দাস দাসী লইয়া বাস করেন, তাঁহার ভ্রাতা অন্যত্র থাকেন।

শান্তি নূতন কন্‌ভার্ট নয়, পিতৃধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁহাকে আমরা প্রকৃত ব্রাহ্মিকা না বলিয়া থাকিতে পারি না। সন্ধ্যা কালে একবার বিভুগুণ গান না করিলেই নয়। "দয়াময়" নাম মুখে লাগিয়াই আছে। শান্তি কনসারভেটিব ব্রাহ্মিকা। কেশব বাবুর হরিনাম সংকীর্ত্তনের তিনি ঘোরতর নিন্দা করিতেন, তিনি কেবল সেই চিণ্ময় সচ্চিদানন্দ, ব্রহ্মরূপের প্রভায় হৃদয়-রাজ্য আলোকিত করিয়া ছিলেন।

শান্তি হরিনাম শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতেন। কালি দুর্গার নাম করিয়া বিদ্রুপ করিতেন। শিবকে কুঁচ্‌নী পাড়ার কালাচাঁদ বলিতেন। পৌত্তলিকদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। প্রশংসা করিতেন দ্রৌপদীর। শ্রীকৃষ্ণের কথা পড়িলে তিনি তাঁহাকে দণ্ডবিধি আইনের সকল ধারাতেই আনিতে পারেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেন। আর বলিতেন "হিন্দুর হৃদয় নাই, যদি অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা, মন্দোদরী প্রভৃতি সতী ও নিত্য প্রণম্য হইলেন, তবে জগতে অসতী কে? সামাজিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে সতীত্বের এতাদৃশ অর্থ ও ভাবপার্থক্য দেখা যায়, সে জাতি নিতান্ত অপদার্থ—সে সতীত্ব গৌরবহীন।"

শান্তির পায়ে জুতা। এলবার্ট কাটা সিঁতি, মাথায় ব্রাহ্মিকা ক্যাপ। গায়ে সেমিজ, তদুপরে পার্সী সাটী,—এই বেশই সচরাচর থাকিত। তিনি কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। ভ্রাতার নিকট ভগ্নীর আবার লজ্জা কি? লজ্জাটা কাপুরুষত্ব বলিয়া ভাবিতেন। হিন্দুকে ঘৃণা করিতেন। তাঁহারা পৌত্তলিক বলিয়া ভ্রাতা হইবার যোগ্য নয় বলিয়া ভাবিতেন।

শান্তি পান খাইতেন না। অহিংসা পরমোধর্ম্ম; একথা মুখে বলিলেও গোপনে বামপাখী খাইতেন। আরও কিছু চলিত কি না, কি করিয়া বলিব। তবে medicinal doseএ ব্রাণ্ডি খাইতেন। এটার বেলায় সেরী ভাল লাগিত না। নিতান্ত আত্মীয় কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "শরীর দুর্ব্বল বলিয়া মাংস খাই নতুবা খাইতাম না।" কিন্তু শরীরে আমরা ত কস্মিনকালে কোন দৌর্ব্বল্যের লক্ষণ দেখি নাই।

বাঁড়ুয্যে সাহেব নিমীলিত-নেত্রা শান্তিকে দেখিয়া তন্ময়চিত্তে স্থির ভাবে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন "It is the east, and Juliet is the sun! Arise, fair sun, and kill the envious moon."

শান্তির ধ্যান ভঙ্গ হইল, বলিলেন "কে বিপ্রদাস?"

সা। She speaks :—

O, speak again, bright angel!

শান্তি। You have commenced already.

সা। What my dear?

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "your flattery sir."

শান্তি তখন বেহারাকে ডাকিয়া আর একটী চেয়ার আনিতে বলিলেন,—বেহারা চেয়ার দিয়া গেল। তাঁহারা উপবেশন করিলেন। শান্তি রুমালে মুখ খানি ভাল করিয়া মুছিয়া, ভুবনমোহন ভঙ্গিতে বলিলেন, "তবে—ভাল ত?"

সাহেব ভাবের ঘোরে সে কথা শুনিতে পাইলেন না বলিলেন,

"O, that I were thy handkerchief.

That I might touch that cheek."

শান্তি "fool you" বলিয়া সাহেবের জানুটী টিপিলেন সাহেব, "হা হা" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### প্রাণের কথা।

কিছুক্ষণ নানাবিধ কথা বার্ত্তার পর সাহেব বলিলেন "I am sorry to hear that you are going to leave us Miss Sarkar. Still more sorry for the cause,—your health has suffered much I hear.

শান্তি। না, এখন অনেক ভাল আছি, তবে একটা change আবশ্যক। অতি অল্প দিনের জন্য একবার বম্বে যাব।

সাহেব। তুমিই আমাদের দেহ—আমাদের দেহের প্রাণ, শরীরের বল, তুমি গেলে আর এখানে কি থাক্‌বে? কি নিয়ে আমরা বাঁচ্‌বো?

শান্তি। সে কথা কি মনে হয়?

সাহেব। খুব হয়।

শান্তি। তা হলে একথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে না, জিজ্ঞাসা কর্‌তে তোমার চখে জল আস্‌ত।

সাহেব। কেন শান্তি?

শান্তি। কেন?—তাই বলি তোমরা পুরুষ, তোমরা পাষাণ।

সাহেব সাগ্রহে বলিলেন "শান্তি আজ এমন কথা কেন?"

শান্তি। তুমি কি জাননা যে আমি তোমায় কত ভালবাসি। তুমি কি জাননা যে আমি দিবানিশি কেবল তোমায় ভাবি।

সাহেব। আমার কি সৌভাগ্য, আর তোমার কি অসীম দয়া।

শান্তি। কিন্তু তুমি কি আমায় ভালবাস?

সাহেব। শান্তি? এ কথা কি তোমার মনে হয় যে আমি তোমায় ভালবাসি না? প্রাণ যদি দেখাবার হ'ত, তাহলে দেখাতাম যে শান্তি ভিন্ন সেখানে আর কিছু নাই। আমার হৃদয় শান্তিময় হয়ে গেছে, আমি দিবানিশি কেবল শান্তিময়, শান্তিসাগরে ডুবে আছি।

শান্তি। তুমি আমায় তোমার স্ত্রীর চেযে ভালবাস?

সাহেব। ঢের, সহস্রগুণ—লক্ষগুণ।

শান্তি তখন সোহাগ ভরে বিপ্রদাসের বক্ষে আপন মস্তক ভার রক্ষিত করিয়া যেন কত ভাবে বিভোর হইয়া, যেন কত সোহাগে মাতিয়া বলিলেন, "বিপ্রদাস, সত্য বল্‌চ?"

সাহেব। সম্পূর্ণ সত্য।

শান্তি। তবে আমায় বিবাহ কর।

সাহেব। বিবাহ!

শান্তি মাথা তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "কেন সেটাকি বড় আশ্চর্য্য কথা।"

সাহেব। না তা নয়, তবে ধর্‌তে গেলে আমি ত এক প্রকারে তোমার স্বামীই বটে।"

শান্তি। প্রকার চাইনা—আমি সম্পূর্ণ ভাবে তোমায় স্বামী বল্‌তে চাই। আমি জগৎকে জানাতে চাই যে বিপ্রদাস আমার স্বামী।

সাহেব। তা কি করে হবে, তুমিত জান যে আমি বিধি বিড়ম্বনায় বিবাহ করে বিড়ম্বিত হয়েছি। উপায় থাক্‌লে করতাম, কিন্তু উপায় ত নেই।

শান্তি। কে বল্‌চে উপায় নেই, মনে কর আমরা হিন্দু। বহু বিবাহ আমাদের আছে।

সাহেব। তা হলেও আমি ব্রাহ্মণ, তুমি কায়স্থ।

শান্তি। Fie to your religious hypocracy.

সাহেব। শান্তি এ বিদ্রূপ কেন, বিবাহের প্রস্তাব কেন?

শান্তি। আমি বিদ্রূপ করিনি।

সাহেব। উপায় থাক্‌লে তোমায় এত করে বল্‌তে হত না, তোমার মত গুণবতী শিক্ষিতা স্ত্রী পাওয়া বহু তপস্যার ফল।

শান্তি। উপায় নেই কেন?

সাহেব। খৃষ্টান ব্রাহ্মের বহুবিবাহ নাই, হিন্দুর জাতিভেদ আছে।

শান্তি। উপায় থাক্‌লে কর্‌তে?

সাহেব। নিশ্চয়।

শান্তি। তবে এস আমরা মুসলমান হই।

সাহেবের মুখ শুকাইল, বলিলেন "সে ধর্ম্মে বিশ্বাস কই।"

শান্তি ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "আমাদের আবার religion."

সা। you know Miss Sarkar, clever women are much better acquaintances than wives.

শান্তি। you insult me.

সা। আচ্ছা আজ এ সকল কথা থাক, আর এক দিন হবে।

শান্তি। গম্ভীরভাবে বলিলেন "বেশ।"

শান্তি আর কোন কথা কহিলেন না। মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। সাহেব তখন সোহাগ ভরে তাঁহার কর যুগলে হস্তার্পণ করিয়া আপনার দিকে টানিলেন। শান্তি বলিলেন "ও কি? তুমি আমায় বিবাহ কর্‌তে যত দিন না প্রতিশ্রুত হবে, তত দিন আমার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না।"

সাহেব। A penalty indeed.

শান্তি। আমি আর যাতনা সইতে পারিনে, তোমাকে স্বামী বল্‌তে না পেলে আমার জীবনই বৃথা।

এই বলিয়া শান্তি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সাহেব তখন শশব্যস্তে পকেট হইতে সুগন্ধি মাখান রেশমী রুমাল বাহির করিয়া কত যত্নে, কত সোহাগে সেই নয়ননীর মুছাইয়া দিয়া নানা কথায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির বড় মিঠে কথা। এক মুখ মিছরির রসের চেয়ে ঠাকুরঝির শব্দ মিষ্ট—একথা যাঁর রসের ঠাকুরঝি আছেন তিনি নিঃসন্দেহ স্বীকার করবেন। ঠাকুরঝির কথা মিষ্টি, চাউনি মিষ্টি, চলন মিষ্টি, আর পানের ত কথাই নাই। কিন্তু কথা হচ্ছে পুরুষের ঠাকুরঝি মিষ্টি—কি স্ত্রীলোকের ঠাকুরঝি মিষ্টি? এ কথায় অনেক মত ভেদ আছে। রামমণির ঠাকুরঝির কথা বড় কট্‌কটে, মানদার ঠাকুরঝি কোন্দল নিয়েই আছে। হিরণের ঠাকুরঝি কিছু ঠেকারে, গায়ে তাত সয়না। হরিমতীর ঠাকুরঝি বড় পুরুষ ঘেঁষা, তবু কথা কবার যো নেই, তা হলেই আগুণ লাগবে। তাই বলি স্ত্রীলোকের ঠাকুরঝি বড় ভাল হয়না। বাপের মেয়ে বৌয়ের চেয়ে আদর পায়, তাই আদর বাড়ায়। কিন্তু পুরুষের ঠাকুরঝির দোষ পাই না। রাগ নাই, মান নাই, কেবল সোহাগ। বিচ্ছেদের জ্বালা সইতে হয় না, কিন্তু অনন্ত আদর। সেই ঘোমটা খোলা ফিরিঙ্গি খোঁপা বাঁধা, অনন্ত হাতে, (আর নোলক নাকের ত কথাই নাই) ঠাকুরঝি যখন পান চিবাইতে চিবাইতে সেই প্রদীপ্ত নয়নের বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, তখন পুরুষ! বল দেখি তুমি তাহা কত মিষ্ট বলিয়া ভাব। "হ্যাঁ ভাই এক দিন আমাদের কুসুমকে পাঠিয়ে দিও না" বলে যখন আব্দার করে, তখন কত মধুর শুনায়। শ্রীকৃষ্ণের বংশিধ্বনিও বুঝি তত মধুর নয়।

অর্দ্ধেন্দুর এক্‌টিংএর চেয়ে ঠাকুরঝির এক্‌টিং ভাল লাগে। গোলাপীর গানের চেয়ে ঠাকুরঝির কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। সেলির কবিতার চেয়ে ঠাকুরঝির কথার গাথনি ভাল বোধ হয়। কেতাবের রোমান্সের চেয়ে ঠাকুরঝি

রোম্যাণ্টিক। বায়রণের রসতরঙ্গের চেয়ে ঠাকুরঝির ছুটা চাউনির দাম বেশি। ভিক্টোরিয়া পর্দ্মের চেয়ে, ঠাকুরঝির মুখখানি ভাল দেখায়। আক্যর্শের তারার চেয়ে ঠাকুরঝির খোঁপার সোনার ফুলের জোলুস বেশি। ঠাকুরঝি বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি। হেমাঙ্গিনী রমণী হইলেও, তাঁহার ঠাকুরঝি পুরুষের ঠাকুরঝিকে হারাইয়াছেন।

হেমাঙ্গিনীর, ঠাকুরঝির মতন ঠাকুরঝি। আজি হেমাঙ্গিনী বলিলেন "ঠাকুরঝি, কাল না গেলেই কি নয়?"

ঠাকু। তোমার ঠাকুর জামাই ছাড়ে না যে ভাই।

হেমা। আর এক হপ্তা থাক না?

ঠাকু। আমার বদলি হতে পারবে?

হেমা। তা না হয় খুঁজে দবো।

ঠাকু। তাতে ভাই রাজি হবে না।

হেমা। তাই না হয় হবে, তুমি ত আমার বদলি হবে?

ঠাকু। এ অভ্যাসটা কি বাপের বাড়ীর?

হেমা। তা কেন?

ঠাকু। নইলে বল্‌বে কেন ভাই।

হেমা। আমাব ভাইরে তেমন নয়।

ঠাকু। রাত বেড়ান ত আছে?

হেমা। তা থাক, কিন্তু তোমার দাদার মত ব'নের চুমো খেতে চায় না।

ঠাকু। যারা না চাইতে পায়, তারা চাবে কেন বল।

হেমা। তা হলে ভাই তোমারই জিৎ।

ঠাকু। কেন?

হেমা। তোমার আদর বেশি।

ঠাকু। কিসে?

হেমা। তোমাকে চাচ্চে কিনা, সেই উট্‌তি যৌবনে একবার ঠাকুর জামায়ের আদর পেয়েছ এখন আবার ভেয়ের আদর পাও। আদরে আদরে কাট্‌বে ভাল।

ঠাকু। বোন্ আর ভাইয়েব্ আদবের নয় কবে?

হেমা। এ যে জুদো আদর।

ঠাকু। তুমিই তার কদর জান।

হেমা। আর পারিনে ভাই, এখন ও সব্ কথা থাক্, বলি কাল না গেলেই নয়?

ঠাকু। তাইত শুন্‌চি।

হেমা। আমি বলে দেখ্‌বো।

ঠাকু। মিছে বল্‌বে। যখন জেদ্ ধরেছে, তখন আর রক্ষা নেই।

হেমা। ঠাকুর জামায়ের সব ভাল কেবল এইটী খারাপ।

এমত সময়ে ঠাকুর মা আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর মা সর্ব্ব ঘটেই আছেন, বলিলেন "কিলো নাৎনি নাৎবৌ কি বল্‌চিস্?"

হেমা। এই ঠাকুর জামায়ের গোঁর কথা।

ঠাকু মা। ও ভাই বাঙ্গালে গোঁ।

হেমা। না ঠাকু মা।

ঠাকু মা। তবে কি?

হেমা। শুয়ারে।

ঠাকু মা। ঠিক্ বল্‌চিস্ ভাই।

ঠাকু মা "ঠিক্" কথাটার উপর একটু জোর দিয়া বলিলেন।

ঠাকুরঝির নাম "কিরণবালা।" আর ঠাকুর জামায়ের নাম অমরেন্দ্র।

কিরণ বলিলেন "হাঁা ঠাকুর মা, ঠাকুরদাদামশায় তোমায় কেমন ভাল বাসতেন?"

ঠাকু মা। আর ভাই সে কথা আর তুলিস্‌নে।

কিরণ। হোগ—বলই না।

ঠাকু মা। সে কি আর একেলে ভালবাসা, সে ভালবাসা আর কি বল্‌বো বল্। তোরা এখন নেচে নেচে দিনরাত কাছে কাছে বেড়াস্, আমাদের তা ছিল না। সেই নিশুতি রেতে চুপি চুপি ঘরে যেতাম। জোরে কথা কবার যো নেই। কিন্তু তাতেই রক্ষে ছেল না। তোর ঠাকুরদাদা একদিন না দেখ্‌লে চোকে শর্‌সে ফুল দেখ্‌তেন। এই আমি মোটা সোঁটা ছিলাম, বড় নড়তে চড়তে পার্‌তাম না, তা গরমী কালে তিনি সারারাত

পাখা নাড়্‌তেন। গলার ঘাম মুছিয়ে দিতেন, সিঁতির চুল সরিয়ে দিতেন; কত রসের ছড়া বল্‌তেন। তোদের ছড়াও নেই কাব্যিও নেই, আছে কেবল ছেব্‌লামি।

কিরণ। হ্যাঁ ঠাকুমা, ঠাকুরদাদা নাকি তোমায় আল্‌তা পরিয়ে দিতেন।

ঠাকু মা। দূর ছুঁড়ী।

কিরণ। না বল্‌তো মাথা খাও।

ঠাকু মা। বালাই,—ও কিলা।

কিরণ। তবে বল।

ঠাকু মা। তার আর কি বল্‌বো?

হেমা। বলনা ঠাকমা।

ঠাকু মা। মিথ্যে কেন বল্‌বো, এক দিন দিয়ে ছিলেন। আমি অম্‌নি ঘেন্নায় মরি, তারপর গড় করলাম। পায়ের ধুলো নিলাম।

কিরণ। সে কি ঠাকু মা।

ঠাকু মা। সে কিলো—স্বোয়ামী বলিস্‌ কি, দেবতা যে! অত বাড়াবাড়ি করিস্‌ নে, অকল্যাণ হবে।

হেমা। তবে ঠাকু মা তোমার পা বাড়িয়ে দেওয়া ভাল হয় নি।

ঠাকু মা। কি অরাগ্যি—আমি কি আর দিয়ে ছিলাম,—সে যে ভারি নকুলে ছেল, সে কি ছাড়্‌বার লোক। টপ্‌ করে টেনে নিলে, আমি হেসে মরি তা পা টান্‌বো কি। আর কথায় কথায় কাব্যি বল্‌তো।

কিরণ। একটা বল না।

ঠাকু মা। তা কি আর মনে আছে।

হেমা। যা আছে।

ঠাকু মা। তোরা বল্‌না শুনি,—তোর 'কর্ত্তা আবার কত বিলিতি কাব্যি জানে। মাগো আমি ঘেন্নায় মরি বলে ঠাকুমা আমি তোমার সাম্‌নে হেমার হাত ধরে নাচ্‌বো।

হেমাঙ্গিনী লজ্জাবনতমুখী হইয়া বলিলেন "আমি পান সাজিগে।"

ঠাকু। বোস্‌ বোস্‌—দুটো কথা কই।

কিরণ। বস্‌বে আর কি করে, তুমি যে ঘাঁতে ঘা দিচ্চো।

এমন সময় ঠাকুর মা দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ঐ দেখ নাত্ জামাই আস্‌চে।"

কিরণ ও হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। অমরেন্দ্র বাবু সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### ঠাকুর মা।

আমার মফঃস্বলের পাঠক ভাবিবেন না যে বিপ্রদাস ব্যারিষ্টার সাহেবের বাড়ী "চৌদিকে প্রাচীর আঁটা" গোছ একটা প্রকাণ্ড ব্যাপারের। ইহা লম্বে এক ক্রোশ চৌড়া, আধ ক্রোশ নয়। কলিকাতা বিষম স্থান। এখানকার স্থান বিশেষের এক কাঠা জায়গায় পল্লিগ্রামে বড় জমিদারি খরিদ হয়। রাবণের স্বর্ণলঙ্কা ছিল, কলিকাতা বুঝি তদপেক্ষাও কোন মূল্যবান ধাতুতে নির্ম্মিত, নতুবা ইহার দাম এত বেশী কেন?

রাবণ রাজা বড় জবর ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ রাজের অপেক্ষা বড় কিনা তদ্বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। বরুণ রাবণ রাজাকে জল যোগাইত, কিন্তু এখন বরুণকে ইংরাজ রাজের প্রত্যেক প্রজার ঘরে ঘরে জল যোগাইতে হয়। কল্‌টী টেপ আর কথা নাই—বরুণ আপন নির্ম্মল দেহ হুড় হুড় শব্দে বহির্গত করিয়া সর্ব্বদা তোমার মান রক্ষা করিবে। অগ্নি ঘরে ঘরে আলো যোগাইতেছে। চপলার আর চাঞ্চল্য নাই, স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; মেঘের কোল ছাড়িয়া লোহার তারে খেলা করিতেছে। আমরা যেন বেদেনীর রং তামাসা দেখি। জলে আগুণে সদ্ভাব করিতে হইয়াছে। উভয়ে মিলিয়া জলে স্থলে অনিলে রাজকীয় শকট টানিয়া বেড়াইতেছে। তাই বলি রাবণ রাজার কি প্রতাপ ছিল, ইংরেজের তদপেক্ষা প্রতাপ অধিক। সেই প্রতাপান্বিত ইংরাজের রাজধানীতে ছয় কাঠা জমীর উপর একটী তৃতল বাটীতে ব্যারিষ্টার সাহেবের বাসভবন।

বাহিরের ঘরগুলি বেশ ইংরাজি কায়দায় সাজান কিন্তু ভিতরে সেই খয়েরের দাগ, সেই বসুধারার দাগ, সেই নারিকেল পাতার ঝাঁটা, সেই হাতা বেড়ী কলসী প্রদীপ সকলি আছে। শুধু তাই নয়, সাড়ী পরা আল্তা পায়ে গৃহিণীও বর্ত্তমান। সাহেব প্রথমে প্রথমে হাতে করিয়া ভাত খাইতে পারিতেন না। অঙ্গুল বেঁকিত না, কিন্তু এখন কাঁটা চামচে ফেলিয়াছেন। কাঁটায় কুমড়ো ডাঁটা আর পুঁই শাক চচ্চড়ি খাইবার নাকি তত সুবিধা হয় না।

এখন বাজে কথা থাক, অমরেন্দ্র আসিয়া বাম হস্তে কোঁচান চাদরটা একটু কোলের দিকে টানিয়া, সোণার চেনটা টক্ করিয়া মেজেয় ঠেকাইয়া, সিঁতিটাকে ভূমির সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া, একটী প্রণাম করিলেন।

ঠাকুর মা "এস ভাই এস, বেঁচে থাক।" বলিয়া অমরেন্দ্র বাবুকে বসিতে একখানি আসন পাতিয়া দিলেন।

তখন অমরেন্দ্র বাবু খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুটী রুমাল দিয়া মুছিতে ছিলেন।

ঠাকু মা বলিলেন "হাতে কি ধুলো লাগলো?"

অম। না।

ঠাকু মা। তা হয়তো বল্লো কিরণকে ডাকি ঝেড়ে দিয়ে যাগ।

অম। তা আর দিতে হবে না।

ঠাকু মা। আর আমায় দিলে চলে ত বলো।

নাত্জামাই চটপটে না হলে যেন কেমন ভাল লাগে না। অমরেন্দ্রবাবু ঠাণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিলেন সুতরাং রমণী মহলে লাজুক বলিয়া গণ্য। কিন্তু বস্তুতঃ অমরেন্দ্র লাজুক ছিলেন না, তবে বদ রসিকি, যাহা ছেবলা নারীর প্রিয়বস্তু, তাহা তাঁহাতে ছিল না।

ঠাকু মা। কি বলো?

অম। কি আর বল্বো।

ঠাকু মা। আমি কথা শিখিয়ে দেবো নাকি?

অম। শেখাতে হবে কেন।

ঠাকুমা। নাত্‌নি সব শিকিয়েছে।

অম। তাত জানেনই।

ঠাকুমা। তা আর জানিনে—তোমার ঠাকুর দাদা আমার কাছে কত শিখ্‌তেন।

অম। শ্রীরাধা নাকি শ্রীকৃষ্ণকে পায়ে ধর্‌তে শিখিয়েছিলেন।

ঠাকুমা। তোমার কি সেটা ভাল অভ্যাস নেই নাকি?

অম। না।

ঠাকুমা। তবে আমার কাছে শেখ, নাত্‌নির পায়ে হাত দিতে আল্‌তা উঠলে আর বাকি থাক্‌বে না।

অম। তায় রাজি আছি।

ঠাকুমা। আমি কিন্তু নাৎনিকে বে-দখল কর্‌বো।

অম। আমি তবে বলে থালাম্‌ যে আমার ঠাকুর মাতে উঁচু নজর নেই।

ঠাকুমা। তবে যাও,—তুমি কোন কাযের নও। সেকালে যার বার্‌ ফট্‌কা রোগ ছিলনা তাকে লোকে মানুষই বল্‌তনা।

অম। ঠাকুর দাদা মশায়ের কি রকম ছিল।

ঠাকুমা। আঃ, সে কথা আর কয়ওনা। আর তা শুনেই বা তোমার কি হবে বলো।

অম। আমিও না হয় শিখি।

ঠাকুমা। বাপ্‌রে, তা হলে কি আর নাৎনি আমায় জেন্ত রাখ্‌বে। আর তার গুরু মশায়গিরি কর্‌তেও পারবো না। ওমা কি অবাগ্যি। নাৎবৌ—ও কিরণ,—সব কোথায় গেল এখনও জল খেতে দিলে না।

অম। খাব এখন তাড়াতাড়ি কেন?

ঠাকুমা। না ভাই, সে কিঁ, মুখ শুকিয়ে গেছে। তোমার গিন্নি আমার উপর হয়ত কত রাগ করচে। মনে কর্‌বে, খাওয়ান দাওয়ান গেল, কেবল বাজে বকচে।

অম। তা হোগ।

ঠাকুমা। আর ভাই—কাল ত নিয়ে যাবে। তোমার ধন আমার জোর কি বল।

অম। সে কি?

ঠাকুর মা। আর দিন কতক রাখ্‌লে হত না। নাৎ বৌ ত সারা হলো।

অম। আবার আসবে।

ঠাকুর মা। আস্‌বে বই কি, ওদেরি ঘর দোর।

অম। আর আমার?

ঠাকুর মা। তুমিই আগে। হ্যাঁ ভাই তোমার খুড়ো নাকি তোমার সঙ্গে ভারি মামলা কর্‌চে?

অম। কর্‌চেন বইকি।

ঠাকুর মা। তাইত ও যে বড় থারাপ।

অম। উপায় ত নেই।

ঠাকুর মা। সে নাকি ভারি হারামজাদা।

অমরেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমার কাকা, আমি আর কি করে বলি। তবে লোকে বলে বটে।"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া বলিল "ঠাকুর মা, জামাই বাবুকে নিয়ে এস, মাঝের ঘরে জল খাবার দেওয়া হয়েছে।"

ঠাকুর মা। ঐ দেখ, যেথানে ব্যথা সেইথানেই হাত,—দেখ্‌লে।

উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### রমণী হৃদয়।

সে কালে ছিল একালে আছে, কোমল হৃদয়ের কোমলতা যায় নাই, বোধ হয় এ সোণার ভারত হইতে কথন যাইবেও না। আজি মধ্যাহ্নে একটী থাটের উপর হেমাঙ্গিনী ও কিরণবালা উপবিষ্ট। কিরণ অঞ্চলের কোণ দিয়া অধরোষ্ঠের উভয় কোণে যে অতিরিক্ত তাম্বুল রাগ রঞ্জিত হইয়াছিল তাহা মুছিতে ছিলেন, হেমাঙ্গিনী ত্রস্ত হস্তে মোজা বুনিতে ছিলেন, কিন্তু বুনন কোথাও ঢিলা হইতেছিল, কোথাও বা টান হইতে ছিল। মনের মত হইতে ছিল না। তিনি "দূর হগ্‌গে আর বুনব

না” বলিয়া সে গুলিকে দূরে রাখিয়া কিরণবালার ক্রোড়ে মস্তক দিয়া শুইয়া পড়িলেন। দুইটী বাহু উত্তোলন করিয়া বাম হস্তের অঙ্গুলি চতুষ্টয় ধরিয়া একবার আলস্য ত্যাগ করিলেন। কিরণ বলিলেন “গায়ে আর আলিস্যি ভাঙ্গিস্ নে।”

হেমা। কেন কুঁড়ে হবে, তার আর ভয় কি, ঠাকুর জামাই তোমায় পাশ ফিরিয়ে শোয়াতে পার্‌বে।

কিরণ। আমার ভাই কিছু ভাল লাগচে না, মন বড় কেমন কর্‌চে।

হেমা। তোমার কেমন এক কথা।

কিরণ। তা বই কি লো।

কিরণ বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিলেন।

হেমা। ও আবার কি ?

কিরণ। হ্যাঁ বউ, তোর ভাই কেমন প্রাণ কে জানে।

হেমা। কেন ?

কিরণ। তোর মনে কষ্ট হয় না ? আবার কত দিন হয়ত দেখা হবে না।

হেমা। তা নাই বা হলো, তাতে আর দুঃখ কি ?

কিরণ। তোমার যেমন মন।

হেমা। আমার মন যেমনই হোগ, তুমি যদি চোখের জল ফেলবে তো দেখ্‌বে।

কিরণ। চোখ যে মানে না।

হেমা। বুড় বয়সে ও আবার কি, আমি বাপের বাড়ী থেকে আস্‌বার সময়ও কাঁদিনে।

কিরণ। জানি গো জানি। বিবিদের বেশ, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যায়। আমি যদি বিবি হতাম তা হলে রোজ তোমায় একবার করে দেখে যেতাম।

হেমা। পোড়া কপাল বিবি হওয়ার, বডি আঁটা ঘোমটা খোলা ছুঁড়ি গুলকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বালা করে।

কিরণ। তুমি আব ও কথা বলোনা, দাদা তোমায় বিবি সাজাবে।

হেমা। এমন ঢের দাদা দেখছি।

কিরণ। বলিস্ কিলো, গোণা যায়না নাকি?

হেমা। মরণ আর কি।

কিরণ। তুমিইত ভাই বল্‌লে।

হেমা। আমার ঝকমারি হয়েছে।

কিরণ। তবে নাকখৎ দাও।

হেমা। তোমার কাছে?

কিরণ। হলই বা।

হেমা। তোমার বংশিধারী হলে পার্‌তাম।

কিরণ। না হয়, হও।

হেমা। ঠাকুর জামাই রাজি হবেনত?

কিরণ। এখনি।

হেমা। পায়ে ধর্‌তে ত পারবোনা।

কিরণ। নেলো নে—তবু যদি না হাত ক্ষয় যেত।

হেম। আর কি আমি পায়ে ধরা কুলের নারি, এখন যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি।

কিরণ। ঢেঁকিকে স্বর্গেও ধান ভানতে হয়। ও নামের মিসেস্ কাজের নয়।

হেমা। ঠিক বলছিস ভাই, মেমের মান রাখতে সাহেবি থাকে না। আমাদের মন যোগান আর ঘুচ্‌বে না।

কিরণ। একবারে ঘুচবে, সেই নিমতলায়। বেলা কারও হাত ধরা নয়, ক্রমে তাহা আপন ইচ্ছার অবসান হইয়া আসিতে লাগিল হেমাঙ্গিনীর চক্ষু ঘড়ির দিকে পড়িল, মন কেমন করিয়া উঠিল লাগিল। বলিলেন "চল কাপড় চোপড় কাচিগে, বেলা আরবেশি নেই।"

কিরণ। তখন সকল ভুলিলেন সেই বিস্তৃত চক্ষের একটী পূর্ণ চাহনি চাহিয়া হেমাঙ্গিনীর গলদেশ জড়াইয়া ধরিলেন। সেই স্ফুরিত বিম্বাধর চুম্বণ করিয়া তাঁহার বাহুমূলে আপন মস্তক সমর্পন করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন—"আবার"

কিরণ হেমাঙ্গিনীকে ছাড়িয়া, শয্যায় মুখ লুকাইলেন, প্রাণ পুরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হেমা। তবে তুই ভাই কাঁদ, আমি যাই।

হেমাঙ্গিনী দ্রুতপদে কক্ষান্তরে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। মনের আবেগে রোদন-পরায়ণা হইলেন। তাই বলি নারীহৃদয়ের কোমলতা বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

### বিদায়।

বাড়ীর দরজায় একটী ব্রুহাম আসিয়া লাগিয়াছে, ঘোড়া দুটী ওয়েলার, ধপ ধপে সাদা। ঘোড়ার পাশে দুইটী মোক্তাবি-পোষাক-পরা সহিস—শ্বেতচামর নাড়িয়া সেই জীবদ্বয়ের মন্দের মাছি তাড়াইয়া তাহাদিগকে আদর করিতেছে। বামের ঘোটকটী থাকিয়া থাকিয়া পশ্চাতের বাম পদটী ছুড়িতেছে আর দক্ষিণের ঘোড়াটী দক্ষিণ পদে রাস্তার মাটী টানিতেছে—কোচমান্ কোচবাক্সে বসিয়া দাড়ি চোমড়াইতে চোমরাইতে ভাবিতেছিল "এ জানোয়ার বড়া, না ইস্‌কা খিদ্‌মদদার লোক বড়া?" এই ভাবিয়া এক একবার ঘোড়া দুটীকে দেখিতেছিল, আর এক একবার তাহাদের ভৃত্য ও সহিসদ্বয়ের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার, উচ্চাসন, আপনার পদ গৌরবও ভাবিতেছিল। কিন্তু সহিস কোচমান সাহেবকে তত বড় ভাবে না। আপনি এক দিন কোচমান হইব এ স্পর্দ্ধা রাখে, এবং উভয়ের বেতনে কিছু বেশি বিভিন্নতা নাই ভাবিয়া আপনাকে সমান বলিয়াই জানে। অর্থেই আজ কাল মান সম্ভ্রম, সুতরাং সহিসকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করা যায়না। ১৫৲ টাকার কেরাণী ও ৮৲ টাকার চাপরাসীতে বনিবনতা হয় না। চাপ্‌রাসী আপনাকে হাফ্ কেরাণী বলিয়া জানে এবং সেই হাফ্ সম্মান পাইবার অভিলাষ রাখে। আবার ছোট কেরাণী বড় কেরাণীতে বনিবনতা হয় না। ছোট

পাস-করা হইলে সেই ওমরে দেখিতে পায়না। বড় আপনার বেতনের গুরুত্ব ভাবিয়া দেশাকে মট্ মট্ করে। কোচমান আপনাকে বড় ভাবিয়া সহিসকে ঘৃণা করে।—ভাবে ঘোড়াত আমার হাতে। সহিস কেবল নাদি সাফ্ করে বইত নয়। চাকরী রহস্যে ডেপুটী সব-ডেপুটীতে ভাল বনি বনতা হয় না, খানসামায় আর সরকারে বনে না। খানসামা বাবুর প্রিয় পাত্র। বড় আফিসের হেড বাবু বলিয়া ভাবে সরকার ত বাজে লোক। কিন্তু আপনাকে যে তামাকু সাজিয়া খাইতে হয় না এই ভাবিয়া সরকার গর্ব্বিত; খানসামার উপর তাঁহার আসন বলিয়া বিবেচনা করেন।

ষ্টেসানমাষ্টার আর তার বাবুতে বনে না। ষ্টেসানমাষ্টার ভাবেন I am monarch of all I survey—তার বাবু, আপনাকে তার ঘরের কর্ত্তা বলিয়া জানেন, ভাবেন তাঁহার কাছে লাইন-ক্লিয়ার জানিতে তিনি যেমনই কেন বড় বাবু হন না, একবার আসিতেই হইবে।

উকিল বাবু মনে মনে হাকিমকে আপনার ছোট বলিয়াই ভাবেন। মুখচোরা পশারহীন উকিল ভিন্ন কে হাকিম হয়? কিন্তু তিনি যে এক কালে সে যোগাড়ও করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া ছিলেন তাহা আর ভাবেন না।

হাকিম মানুষ, চরবার যো নাই, বাঁধা ঘাস জল পাইয়া থাকেন, তাই ভাবেন—উকীলের খোলা মাঠ। কিন্তু মুখে বলেন আজ কাল উকিলীতে জুত নাই। টাকায় জোড়া! এই ভাওই সর্ব্বত্র।

বাজে কথায় অনেকটা কাটিয়া গেল, এখন কাজের কথাই ভাল। কিরণ ঠাকুরমা ও দাদাকে প্রণাম করিয়া হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন "এস তুমি বাকি থাক কেন?"

হেমাঙ্গিনী একটু মৃদু হাসিলেন। কিরণ সেই অলক্তকরঞ্জিত চরণ প্রান্তে প্রণতা হইলেন। হেমাঙ্গিনী তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া বাহিরে লইয়া চলিলেন।

কবিশ্রেষ্ঠ সেক্সপিয়ার বলিয়াছেন "পাকা সোনাকে গিল্টী করা বৃথা" প্রিয় পাঠক, তুমি কি বল? যদি একমত হইতে না পার তবে এস একবার

তোমায় ভাল করিয়া কিরণ বালাকে দেখাই। কিরণের বয়স কি, এই ত আঠার। এই ত গহনা পরিবার সময়। কিন্তু কই অলঙ্কারে সে সৌন্দর্য্যের ত কোন বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। সেই-হেম অঙ্গে সুবর্ণ কারু কার্য্য সম্বলিত মথমলের জ্যাকেট শোভা পাইতেছে, কিন্তু পাঠক এ কি সৌন্দর্য্য—যে অগাধ সৌন্দর্য্যরাশি সেই যুবতীর অঙ্গায়তনে বিধাতা ঢালিয়া দিয়াছেন ইহা তাহার কাছে অতি তুচ্ছ। যে অধরে গোলাপ ফুটিয়া থাকে, যে ওষ্ঠে মোগকের অতি মূল্যবান চুন্নি জ্বলিতে থাকে। যে চারু দন্তশ্রেণী পারস্যের অতি বিরল মুক্তাকেও লজ্জা দেয়। তাহার অঙ্গে আর রত্নালঙ্কার কেন? কিরণের সেই শোভাময় অঙ্গে একটী মূল্যবান চায়না সিল্কের সাটী শোভা পাইতেছিল। অনেকে পোষাকের উৎকর্ষে স্বীয় স্বীয় রূপবিভা নিষ্প্রভ করিয়া ফেলেন। কিন্তু কিরণের তাহা হইবার উপায় নাই। ইচ্ছা করিলেও তাহা হয় না। পরিচ্ছদ সে দেহে নিজ শোভা বাড়াইতে পারে না। আপনার শোভা বিকাশ করিতে গিয়া পরের শোভা বিকাশ করে। মোর চক্ষু পোষাক দেখেনা যাহার অঙ্গে তাহা বিরাজমান তাহাতেই দৃষ্টি পড়ে। কিরণের সেই তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ, সেই সুকৃষ্ণ, সুকুঞ্চিত জানুস্পর্শী কেশদাম, ক্ষীণা কটিতট, সেই ভ্রমরসমকৃষ্ণ নয়ন তারা, সুবিস্তৃত নয়ন যুগল,—যে দেখিবে সেই বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। সে মুখশ্রী অতুল্য. সে অঙ্গায়তন অপূর্ব্ব। কিরণবালা মস্তকের কাপড় ঈষৎ টানিয়া নিষ্কলঙ্ক মুখচন্দ্রকে যেন আংশিক রূপে রাহুগ্রস্থ করিয়া স্বামীর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইয়া গাড়িতে উঠিলেন। কিন্তু গাড়িতে উঠিয়াও স্বামীর পার্শ্বদেশ হইতে একবার সুদূরে সেই বিষণ্ণ মুখী হেমাঙ্গিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। কে বলে বাবু কথা কহেনা? কিরণের বাবু মুহূর্ত্ত মধ্য কত কথা কহিয়া ফেলিল, হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে কত ভাবের উদয় হইল। সে কথা হেমাঙ্গিনী বেশ বুঝিলেন। সহিস দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ঘোটকদ্বয় উল্লাসে ছুটিল। গাড়ির শব্দে যেন দূরে মেঘ ডাকিয়া উঠিল।

ঠাকুরমা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন, হেমাঙ্গিনী গোপনে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "যাগ—আমিও আমার সাহেবের কাছে যাই।"

## দশম পরিচ্ছেদ।

### দম্পতি-প্রেম।

সাহেব তখন একটী পাথরের গোল টেবিলে সবুট চরণ উত্তোলন করিয়া চেয়ারে বসিয়া বায়রণের ডনজুয়ান পড়িতেছিলেন। মনে মনে জুয়ানের অদৃষ্টের প্রশংসা করিতেছিলেন। হেইডীর প্রেমকে প্লেটোনিক বলিয়া মনে করিতেছিলেন। আবার ভাবিতেছিলেন "ছি, ভালবাসা কি? মনে মজা কিছু নয়। জুনিয়া ভুলিয়া যাও, হেইডিতে মজ, আবার তাহাকে ভুলিয়া অপরকে প্রাণ ভরিয়া দেখ। শান্তিকে ভুলিয়া আবার নূতন খোঁজ—Men are undoubtedly made of quick silver clay. এমত সময়ে হেমাঙ্গিণী একবার সেই দরজা দিয়া উঁকি মারিলেন, চারি চক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল। সাহেব বলিলেন "Hallow" তখন সাহেব সকল ভুলিলেন। বায়রণ ফেলিলেন। একদৃষ্টে হেমাঙ্গিণীর সেই অনিন্দনীয় মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

হেমাঙ্গিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কি শেয়ালে রস পাড়াও, হালো হোলো" আমার ভাল লাগেনা।

সাহেব হাসিয়া বলিল "ক্রমে লাগবে।"

হেমা। বলি সাহেব আজ গোচার ঘ্যাণ্ট কেমন লাগ্‌লো।

সাহেব। বেশ। But dont joke with me in that way

হেমা। জানত আমি চিরকালই ছিনে জোঁক।

সাহেব। আমি জোঁকের কথা বলিনি, Joke অর্থাৎ বিদ্রূপ।

হেমা। তবে আর বিদ্রূপ করবোনা, এবার থেকে তোমার সামনে এসেই চক্ষু বুজে "বিভু বিভু" বলে ভেউ ভেউ করে কাঁদ্‌বো—কি বলো।

সাহেব। সে সহজ কথা নয়।

হেমা। তোমার সে বন্ধুটী যে বড় আসেন না।

সাহেব। কে?

হেমা। সেই শান্তিসুন্দরী।

সাহেব। হেম My love তুমি তাকে জানবা, তার মন খুব উন্নত।

হেমা। তা খুব জানি, উন্নত মন না হলে অমন অবারিত ভালবাসা দান করতে পারা যায় না।

সাহেব। সে পবিত্র ভালবাসা।

হেমা। সকলি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাধীন, তবে দেশে এখনও একটা অভাব রয়েচে বলে একটু সাম্‌লে চলতে হয়।

সাহেব। কি?

হেমা। ফাউণ্ডলিং হাসপাতাল।

সাহেব। দেশে দরিদ্রবন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে সে সৎকার্য্য করে কে?

হেমা। তোমার সি (She) বন্ধুর, হি (He) বন্ধুগণ।

সাহেব। ছি ছি ও কথা বলোনা, পেনাল কোডের ৫০০ ধারায় এরূপ ভাবের কথাবার্ত্তা বড় নিষিদ্ধ।

হেমা। তুমি কি ব্রিফ নেবে নাকি?

সাহেব। তা না হোক কিন্তু আমাদের প্রোফেসন্ খারাপ বটে।

হেমা। সে যাহোক Miss সরকারের সঙ্গে নাকি তোমার কোর্ট-সিপ্ চল্‌বে।

সাহেব। তাও কি হয়।

হেমা। দোষ কি?

সাহেব। বিয়ে কি ছুটো হয়।

হেমা। ঠিকে ঠাকা চলেত?

সাহেব। ছি, ছি।

হেমা। সাহেব হয়ে যে সব বদলে গেল, আগে হেম তারিণী, রঙ্গিণী, সৌদামিনীর যে কত কথা বল্‌তে—এখন সব থামলো কেন?

সাহেব। বল্‌লে কি হবে, সইতে পার কই?

হেমা। সে কথা বলো না, আমার চেয়ে আবার সয় কে?

সাহেব। চোখের জল দেখেছি।

হেমা। সে তোমার দোষে। নিতান্ত বাড়াবাড়ি করলে সকলেরই পড়ে। কতক চেপে কতকটা বল্‌লে বেশ সইতে পারি।

সাহেব। সে যাহোক সে সব দিন আর নাই।

হেমা। ওঃ—এখন বাহিরে যেতে হয় না, এই কথা বল্‌চে।

হেমাঙ্গিনী এতক্ষণ স্বামীর বামদিকে চেয়ারের ধারে দাড়াইয়াছিলেন এখন ঠিক সামনে আসিলেন, সাহেব একবার সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। হেমাঙ্গিনীর পরণে সেই ফিন্ ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, কেমন তাহার ভিতর দিয়া স্বর্ণোজ্জ্বল বিভা বাহির হইতেছে, বাঁড়ুয্যে সতৃষ্ণ নয়নে তাহাই দেখিতেছিলেন, আর মনে মনে বলিতেছিলেন "মেমেদের চেয়ে এ পোষাক ভাল। এতে গলদঘর্ম্ম নেই, অথচ যার সৌন্দর্য্য আছে, তার সে সৌন্দর্য্য বিকাশের অভাব নাই। কিন্তু আমরা ফ্যাসনের দাস।" বিপ্রদাস হেমাঙ্গিনীর সেই সুন্দর বদন প্রতি আবার তাকাইলেন, ভাবিলেন এ সৌন্দর্য্যের কি আর সীমা আছে, হেমাঙ্গিনীর প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য যেন তখন উছলিয়া উঠিতে ছিল। সাহেব ভাবিলেন "পুরুষ কি অপদার্থ—যার ঘরে সুধা ঝরে, সে মধুলালসায় ঘুরে বেড়ায়—যার শিয়রে মন্দাকিনী প্রবাহিত, সে দূরে কূপোদক প্রত্যাশায় ধাবিত হয়।" এটা ভাবিবার কথা বটে—তবে লোকে যে কেন ভাবে না, ইহাই বিচিত্র। যৌবনের কথা ছাড়িয়া দাও—সৌন্দর্য্যের কথা ছাড়িয়া দাও—তবু প্রণয়ী একবার তোমার প্রাণ প্রতিমা প্রিয়তমার দিকে তাকাও দেখি, দেখিবে তাহাতে কত শোভা দেদীপ্যমান। সে সৌন্দর্য্য সংসারে আর কোথাও পাইবে না—সে সৌন্দর্য্য গন্ধর্ব্ব কিন্নরীতে নাই—বুঝি স্বর্গেও নাই। যে রত্ন পৃথিবীর সিংহাসনের বিনিময়ে বিসর্জ্জন দিতে পারা যায়না সেই অমূল্য রত্নের কি আর তুলনা আছে? সাহেব আর থাকিতে পারিলেন না। যুবতীর চিবুক দেশ ঈষৎ স্পন্দিত করিলেন। যুবতী তদ্বিনিময়ে গম্ভীর ভাবে সাহেবের চসমাটী খুলিয়া কত সোহাগে, কত যত্নে, যেন কত প্রেম ভরে সেই লম্বিত শ্মশ্রু রাশি স্পন্দিত করিলেন। সাহেব মেম এবার প্রাণ খুলিয়া হাসিলেন। তখন হেমাঙ্গিনী স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার বক্ষে ঢলিয়া পড়িলেন। সাহেব প্রেমভরে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন, চক্ষে চক্ষে মিলিত হইল, বিপ্রদাসের দক্ষিণ হস্তের মৃদুস্পন্দনে প্রিয়তমার কমনীয় দেহ মৃদু স্পন্দিত হইল। যেন হৃদয় মধ্যে কি এক বৈদ্যুতিক প্রবাহ হইল,

যেন তাহাতে বুকের মধ্যে কি একটী সুখ শান্তি জাগিয়া উঠিল, সে সুখ প্রণয়ী জানে, প্রণয়ী বুঝে। দম্পতি বুঝিলেন; তখন বিপ্রদাস মস্তক ঈষৎ অবনত করিয়া প্রিয়তমার বদন প্রতি চাহিলেন। হেমাঙ্গিনীর সেই সুন্দর মস্তকটী তখন তাঁহার দক্ষিণ হস্তে ঈষৎ ঝুলিয়া পড়িয়াছে, বিপ্রদাস নির্নিমেষ লোচনে সেই বদন—যে বদনে যেন সুবর্ণ মাখান, যে অধরে যেন অমিয় মিশান, যে নয়নে যেন কারুণ্য জড়ান, সেই অধর প্রতি প্রেমভরে দৃষ্টিপাত করিলেন, ধীরে ধীরে সেই বিম্বাধরে আপন অধর আসিয়া মিলিত হইল,—বিপ্রদাস সে স্বর্গীয় সুধাস্বাদন করিয়া বলিলেন "Ah! this is heavenly!"

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### নব-প্রণয়ী।

নন্দ বাবু নূতন এটর্নী, আবক্ষবিলম্বী দাড়ী; মাথার চুল গুলিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সিঁতি ছুটিয়াছে। চক্ষে চশমা—শোভার জন্য নহে, চক্ষু দোষে। পরণে পেণ্টুলান, অঙ্গে কাল চাপকান, গলদেশে কলার পরিদৃশ্যমান। কোঁচান চাদর বগল বেষ্টন করিয়া কাঁধে ফেলা। মাথায় শাম্লা। বুকে সোণার চেনে সোণার ঘড়ি, পায়ে কাটবাবসন্ হার-পারের বাড়ির জুতা। একখানি বেশ সজীব বাবু মূর্ত্তি। বাবুর চেহারাটী কালর ছাঁচে ঢালা হইলেও দেখিতে মন্দ নয়। নাসা কর্ণ চক্ষুর গঠন বেশ।

নন্দ বাবুর পৈতৃক সম্পত্তি কিছু ছিলনা। পরের বাসায় থাকিয়া কোন গতিকে লেখাপড়া শিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অর্থ ভাগ্য মন্দ নহে। ক্লায়েন্ট দুটী একটী করিয়া জুটিতেছে। পশার ধীরে ধীরে বাড়িতেছে। নন্দবাবু এখন বাড়ী করিয়াছেন, গাড়ী করিয়াছেন, আর করিয়াছেন বিবাহ—সুরবালাকে।

রাস্তায় গ্যাস জ্বালিতেছে। নন্দ বাবুর বাটীর চাকরেরা আলোক জ্বালিবার ব্যবস্থা করিতেছে, তবু এখনও নন্দ বাবু বাটী আসেন নাই।

পাঁচটা বাজিবার পূর্ব্ব হইতে সুরবালা সকল কার্য্য ফেলিয়া কেবল পথের দিকে চাহিয়া থাকেন। যদিও শ্রান্ত হইয়া দুই একবার শয়ন করেন, তাহাও ক্ষণিকের জন্য। তখনই মনে হয় যেন দরজায় গাড়ি আসিয়া লাগিল। ত্রস্তভাবে উঠিয়া দেখেন, কিন্তু তখনই মন বিষণ্ণ হয়। দেখেন ওযে অপরের গাড়ি। দাঁড়ায় নিত চলিয়া গিয়াছে। আজ সুরবালার সেইভাব। কতবার মনে হইতেছে, ঐ তাঁর গাড়ি আসিতেছে, ঐ তাঁর পদশব্দ। ঐ যেন তাঁর গলার আওয়াজ শোনা গেল, কিন্তু কই কিছু-ইত নয়।

অভাগিনী সুরবালা আজীবন অশান্তি ভোগের পর দৈবানুগ্রহে আজ ছয় মাস মাত্র মনের মত স্বামী পাইয়াছে। যাহাকে ভাল বাসিয়া আশা মিটেনা, যাহার বাক্য সুধাপানে হৃদয়ের পরিতৃপ্তির শেষ হয় না, যাহাকে নয়ন ভরিয়া দেখিয়া সাধ ফুরায় না, তেমন স্বামী পাইয়াছে। সে স্বামীকে কতক্ষণ না দেখিয়া থাকা যায়। সুরবালা থাকিতে পারিবে কেন? সুরবালা বিষণ্ণা, এমন সময় নন্দ বাবু আসিয়া উপস্থিত। নন্দবাবু সহাস্য বদনে বলিলেন "সুরা, মুখটী শুক্‌নো কেন?" সুরবালা "কইনা" বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু চক্ষুদিয়া টস্‌ করিয়া যে এক ফোঁটা জল পড়িল, তাহা নন্দবাবুর দৃষ্টিশক্তিকে পরাভূত করিতে পারিল না। নন্দবাবু সাদরে প্রিয়তমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, সেই নিহার-সিক্ত মুখ কমল চুম্বন করিয়া বলিলেন "ছি সুর তুমি কাঁদলে?"

সুর। আমার বড় মন কেমন করছিল। তুমি একটু সকাল সকাল আসতে পারনা।

নন্দ। অনেক কাজ ছিল, নইলে কি আমার আসতে অসাধ।

নন্দবাবু কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন। সুরবালা ভাবিলেন "কাজ ছিল তবে কাজ আমার চেয়ে বড়। আমি ত স্বামীর কাছে সব চেয়ে বড় নই।" ভাবিলেন "ভগবান যদি প্রচুর অর্থ দিতেন তাহলে এ যাতনা থাকিত না। [illegible] নিশি দুজনে একত্রে থাকিতাম। যৌবনের সেই স্বভাব সুলভ-বাসনা [illegible]লার যাবে কেন? সুরবালা এখনও জানেন না যে সংসারে কত বাধা, কত বিপত্তি, কত দুঃখ আছে। সুরবালা এখনও জানেন না যে মানব

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন কত। আজ আমরা কাতর ভাবে যাহার জন্য লালায়িত, কাল আর তাহা চাইনা, একথা বর্ষীয়সী বুঝেন না, সুরবালা কোন ছার!

নন্দবাবু সুরবালার নিকট আসিয়া বসিলেন। নব দম্পতির প্রথম মিলনের, প্রথম অনুরাগ বড় মধুর। চিরদিন সে ভাব থাকেনা কেন? কে বলে থাকেনা,—থাকে কিন্তু অন্যভাবে। বাল্যের ছেলে খেলা, যৌবনের মত্ততা, প্রৌঢ়ের প্রগাঢ়তা, মনুষ্য জীবনে ধীরে ধীরে আপন আপন ক্ষমতা বিস্তার করে। মানব আত্মহারা হইয়া সেই সমস্ত অমানুষিক ক্ষমতার নিকট আত্ম বিক্রয় করে। কিন্তু মন ত সেই এক। যেখানে মনের প্রগাঢ় মিলন, সে প্রগাঢ়তা যায় না। দিনে দিনে তাহার বৃদ্ধিই সাধিত হয়।

মনুষ্য হৃদয়ে মরিচীকা আছে বলিয়াই মরুভূমে মরিচীকা দেখে, কিন্তু হৃদয়েও তাই বর্ত্তমান। আজ পাখির গান শুনি, নির্ঝরের ললিত সঙ্গীতে মন বিমোহিত হয়, তরঙ্গিনীকে রঙ্গভরে নৃত্য করিতে দেখি। কিন্তু আবার হৃদয়ের পরিবর্ত্তনে সেই পাখির গান বিষাদ মাখা বোধ হয়। নির্ঝরিণী রোদন পরায়ণা বলিয়া মনে হয়, তরঙ্গিনী যেন বিষাদে মাথা কুটিতেছে, যেন শোকে আলু থালু হইয়া উদাস প্রাণে কোথাও উধাও হইয়া যাইতেছে বলিয়া অনুমিত হয়। এ সব মনুষ্য হৃদয়ের গতি, প্রকৃতির গতি নয়। যার যে সময় যেমন অনুভব শক্তি সে তেমনি বুঝে। তাই বলি মানব হৃদয় মরিচীকা ভরা।

নন্দবাবুর হৃদয়ে আজ সুখের পূর্ণ প্রবাহ বহিতেছে। কিন্তু হায় এমনি সুখের দিন চিরদিন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে বহিয়া যায় না কেন? তাহা যাইবার নয়, যায়ও না, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে অতি সামান্য সূত্রে মানব জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন হয়। রামায়ণ দেখুন, মহাভারত দেখুন, পুরাণ দেখুন, ইতিহাস দেখুন এ ঘটনা কত দেখিবেন। অতি সামান্য—অতি তুচ্ছ বস্তু হইতে এক একটা মহান রাজ্য গিয়াছে, সংসার ধ্বংশ হইয়াছে। মুখের একটী কথা, মনের একটী ধোঁকা প্রকাশ করিয়া, কখন বা না করিয়া, কত সময় কত সর্ব্বনাশ হয়, কত সংসার অধঃপাতে যায়। একটী ফলের ছোট বড়র, একটী মাছের তারতম্যে কত সংসার যে উচ্ছিন্ন গিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে? পণ্ডিতেও তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন নাই। কৌতুহলাক্রান্ত

রমণীর হয়ত অপরকে দুই একবার দেখার দোষে, দুটা কথা কাহার অসাবধানতায় কত স্বামীর হৃদয় চিরদিনের জন্য সন্দেহ বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে। সে সকল হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও, যখন মনে হয় তখন হৃদয় কি যেন করিয়া উঠে। কেন তাহা কে জানে। ধোঁকাত ভাঙ্গেনা।

এই নব দম্পতির অতুল প্রণয়ের অন্তরায় শান্তি। সুরবালার প্রতি নন্দ বাবুর প্রগাঢ় ভালবাসা তাঁহাব চক্ষু শূল কেন? তাহা কে জানে। শান্তি ভাবে নন্দ আমার স্বামী হইলনা কেন? নন্দ আমায় আদর না করিয়া সুরবালাকে আদর করে কেন? নন্দ বাবুর প্রতি আন্তরিক আনুরক্তি যে তাহার কারণ, তাহা নয়। নন্দবাবু সুরবালার স্বামী না হইয়া যদি অপর কেহ হইতেন, তাহা হইলেও শান্তি তাহার জন্য শান্তি হারাইত। শান্তির এটী স্বভাবের দোষ। শান্তির পরিচিতা অনেক রমণী ছিলেন, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুরবালা তাঁহার ভালবাসার পাত্রী, পূর্ব্বে মনে হইত সুরবালা মনের মত স্বামী পায়, সুরবালা সুখী হয় ত বড় আহ্লাদ হইবে, কিন্তু আজ আর সে ভাবে নাই, কেননা নন্দ বাবু সুরবালাকে বড় ভাল বাসেন, বড় আদর করেন। নন্দবাবু যদি সুরবালার প্রতি এতাদৃশ অনুরক্ত না হইতেন, সুরবালাকে হতাদর করিতেন, তাহা হইলে সুরবালা হয়ত শান্তির আন্তরিক সহানুভূতি পাইতেন। পত্নীর প্রতি অনুরাগ বস্তুতঃ অনেকের অসহ্য। আধিক্যের প্রকাশ দেখিলে অনেক আপনার লোকেরও চক্ষু টাটায়। পরের ততটা হয়না। দুঃখ আহ্লাদ করিলেও প্রাণের ভিতর কি যেন করিতে থাকে। যাহাকে প্রয়োজন আছে তাহার উপর আধিপত্য রাখিতে সকলে চায়। সকলেই শীর্ষ স্থান চায়। কে বলে আপনার লোক আমার অপেক্ষা অপরের বাধ্য হউক, অপরকে ভাল বলুক, যত্ন করুক, ভক্তি করুক।

আমাদের দেশে দৃষ্টি লাগার একটা কথা আছে। ভাল খাবার জিনিষ লোক আড়ালে খায়। দুগ্ধবতী গাভিকে গোপনে দোহন করে, সকল ভাল কার্য্যেই তাই—স্বামী স্ত্রীর প্রেম সম্ভাষণ আদর আহ্লাদ তাই বুঝি এত গোপন। নন্দ বাবুর প্রকৃতি উন্নত বা অন্যভাবের, যাহা বলিতে হয় বলুন, কিন্তু তিনি সুরবালাকে বড় আদর করিতেন, আদর করিয়া বলিতেন "সুর,—সুরা—মদিরা"

আরও কত কি, বস্তুত সে সুরা, যে তাঁহার হৃদয়কে প্রমত্ত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ কি ?

নন্দবাবু বন্ধু বান্ধবের সাক্ষাতে স্ত্রীকে "my love" "my darling" বলিতেন। কত আদর করিতেন, সোহাগ করিতেন প্রেমপূর্ণ চাহনীতে দৃষ্টিপাত করিতেন। সে দর্শনে সুরবালার নয়ন মুগ্ধ হইত, মন উছলিয়া উঠিত, সুখের তরঙ্গ ছুটিত। কিন্তু শান্তির তাহা সহ্য হইত না। শান্তি ভাবিত আমি শুধু নন্দর-নয়—জগতের "my love" "my darling"—আমা ছাড়া আবার কে সে মধুর সম্বোধনের উপযোগিনী।

এখন সুরবালাকে দেখিলে শান্তির কষ্ট হয়। সুরবালা ভাল কাপড়, ভাল গহনা পরিলে শান্তি কষ্ট পায়। সুরবালার মুখে স্বামীর প্রেমালাপনের কথা শুনিয়া শান্তির প্রাণ অস্থির হয়। মুখে সে বিষাদের চিহ্ন ভাসিয়া উঠে, কিন্তু তাহা দেখিতে পায় সংসারে এমন চক্ষু কয় জনের ?

স্বামী স্ত্রী বসিয়া আছেন, এমন সময় শান্তি আসিয়া উপস্থিত, সুরবালা শান্তিকে কত আদর করিলেন, কত যত্ন করিলেন, নন্দ বাবুর ত কথাই নাই। তিনি জানেন যে শান্তি সুরবালার প্রাণসম বন্ধু। ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে শান্তিও নন্দ বাবুর বন্ধু হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার কথার কায়দা, ভাবের গাঁথনি, অঙ্গের মধুর ভঙ্গি, ইংরাজির বুকনি, কত লোকের মাথা খারাপ করিতে পারে, তাহা কে জানে ? শান্তি নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর বলিলেন্ "নন্দ বাবু আপনার অনেক Client আমি ঠিক করিয়া দিব। ইহার মধ্যে ২।১টী ঠিক হইয়াছে।"

নন্দ। বেশত ! আপনার Sympathey ত আমার পাইবার কথা।

শান্তি। আপনার দেশ জোড়া পশার দেখিলে তবে আমার প্রাণ পুলকিত হবে। আপনি আমার পরম আত্মীয় আমার প্রাণাধিকা ভগ্নী সুরবালার স্বামী।

সুরবালা এই সময় কার্য্যানুরোধে কক্ষান্তরে গেলে, শান্তি বলিলেন "আমার একটী বন্ধুর একটী কাজ আপনাকে করিতে হইবে।"

নন্দ। তার আর বিচিত্র কি ?

শান্তি। একটী স্ত্রীলোক আপনার কাছে legal advice লইবেন, কত

গোপনে। আপনার বাটীর পূর্ব্বদিকের বাটীটি তিনি ভাড়া লইয়াছেন। কাল হইতে ঐ স্থানে আসিবেন। কিন্তু কথা এই যে আপনাকে তাঁহার বাটীতে যাইয়া advice লইতে হইবে এবং যতদিন না মোকর্দ্দমা রুজু হয়, ততদিন কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

নন্দ। তার আর বিচিত্র কি?

শান্তি। শান্তিকেও কোন কথা বলা না হয়, কি জানি যদি দৈবাৎ প্রকাশ করিয়া ফেলে; business matters are always confidential বাপ ছেলেকে জানায় না। আপনাকে বেশী বলা বৃথা।

নন্দ বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তা আমি বেশ জানি।"

শান্তি। Thank you.

নন্দ। মোকর্দ্দমাটী কি?

শান্তি। Partition—অনেক দিন চল্‌বে। Big case and a big bargain too.

এই কথা বলিয়া শান্তি একটু মৃদু মধুর হাসিলেন। এমত সময় সুরবালা কক্ষ মধ্যে আসিলেন। শান্তি উভয়ের নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দ বাবু ভাবিলেন ব্যাপার কি, একবার মনে করিলেন সুরবালাকে বলি, কিন্তু বলিলেন না। শান্তি যে বলিয়াছিল "business matters are always confidential" সেইটী তাঁহার মাথা খারাপ করিল। মনের কথা আর সুরবালাকে বলা হইল না। এ অতি তুচ্ছ কথা মনের একটা কৌতূহলের কথা, সুরবালাকে না বলিলে দোষ কি? কিন্তু যে দোষ হইল তাহা রাজ্য বিপ্লবে হয়না, অস্ত্রাঘাতে হয়না, হয়ত প্রাণ বিসর্জ্জনেও হয়না। আজি প্রকৃতই নন্দ বাবু বিষবৃক্ষ রোপন করিলেন। তাঁহার সুখের জীবন আপনার অজ্ঞাতসারে বিষাদের ঘোর কালিমা ঢালিবা দিলেন। হৃদয়ের সুখ-জ্যোৎস্না প্রগাঢ় অন্ধকারে আবরিত হইবার কারণ হইল। সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ হইবার ভীষণ উপাদান সৃজিত হইল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### সর্ব্বনাশের সূত্র।

একদিন নন্দ বাবু আফিস গিয়াছেন, এমত সময় শান্তি তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তির আজ কাল আনাগোনা বাড়িয়াছে। সুরবালাকে ভাল বাসার জন্য কি? সে পরিচয় পরে দিব।

শান্তির আজ দক্ষিণ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সুরবালা সাগ্রহে জিজ্ঞাসিলেন "হাতে কি?"

শান্তি কাতর ভাবে কহিলেন "সে কথা আর বলোনা।" আজ তিন রাত্রি নিদ্রা নাই, যাতনার আর অবধি নাই। whitlow হয়েছে। আজ সকালে operation করেছি।

সুর। সে যে বড় খারাপ ব্যায়রাম। বড় কষ্ট পেতে হয়।

শান্তি। কষ্টের আর বাকি কি?

শান্তি তখন সে কথা চাপা দিয়া কত কথা পাড়িলেন, কত হাসি কত আমোদ হইতে লাগিল। শেষ বলিলেন "সুর আমার একখানা পত্র লিখে দেনা ভাই, আমার ত আর লেখ্‌বার সামর্থ্য নাই।

সুর। কাকে?

শান্তি। আমার একটী বন্ধুকে।

সুর। পুরুষ?

শান্তি। তা হলেই বা।

সুর। তা আমি পারব না, যদি আমার লেখা টের পায়।

শান্তি। সে জ্যোতিষ জানে কিনা।

সুর। না ভাই, ওটী আমায় ক্ষমা কর, আর তোমায় বিনয় করি, ও স্বভাব ত্যাগ কর।

শান্তি। সে স্বভাব আর নাই, আমি এখন আমার মনের মত লোক পেয়েছি, শীঘ্র বিবাহ হবে।

সুরবালা সাহ্লাদে বলিলেন "কই, এতদিন ত আমায় বলনি।"

শান্তি। ঠিক না হলে বলবো কেন?

সুর। লোকটী কে ?

শান্তি। তা এখন তোমার শুনে কাজ নেই, তবে এই পর্য্যন্ত জেনে রাখ তিনি আমার উপযুক্ত।

সুর। শুনে বড় সুখী হলাম।

শান্তি। তাকেই পত্র লিখ্‌তে হবে, তাতে তোমার আপত্তি আছে কি ? ছিঃ! তোমার মন এমন ? আমায় তোমার এত অবিশ্বাস।

সুরবালা লজ্জিতা হইলেন, তখন শান্তি বলিলেন "এখন লিখবে কিনা বল। না লেখ আমি যেমন করে পাবি লিখ্‌ব। তবে ডাক্তারে লিখ্‌তে বারণ করেছে। আর অপর কাকেও দিয়েত লেখান যায় না।"

সুর। কি লিখ্‌তে হবে।

শান্তি। তা আমি বল্‌চি। কিন্তু তা বলে আমার পত্রের কথা যেন নন্দ বাবুকে বলোনা।

সুর। তা বল্লেই বা।

শান্তি। না তবে তোমার লিখে কায নেই, ছিঃ—বিবাহের পর বলো।

সুর। তাই হবে।

শান্তি। বলো ত আমার মাথা খাও।

সুরবালা হাসিয়া বলিলেন "না বলবো না।"

আজি এই সামান্য কথা গোপন করিয়া সুরবালাও আপনার মাথা আপনি খাইল।

সুরবালা তখন লেখনি হাতে করিয়া বসিলেন। শান্তি বলিতে লাগিলেন।

প্রাণ প্রতিম !

ভাল বাসিলেই কি কাঁদাইতে হয় ? নারীজাতির উপর এই কঠোর শাস্তি বিধান কি তোমাদের পৌরুষ ? প্রাণের মত লোক অনেক খুঁজিয়া পাওয়া যায়; যদিও পাইলাম, তবে যেমন চাই তেমন ভাবে পাইনা কেন ? আমি বন্দিনী তাই চকিতের ন্যায় একবার দেখিয়া, দেখা দিয়া তৃপ্তি পাই। অন্তরায় না ঘুচিলে কি করিয়া একবারে তোমার হইব ?

শনিবারে বেলা দুইটার সময় একবার ক্ষণেকের জন্য তোমার সঙ্গে জুল-জিকেল গার্ডেন বেড়াইতে যাইবার বাসনা। আশাকরি সে সুখে বঞ্চিত হইতে

হইবে না। বাটীর নিকটে আসিওনা, আমি সেই—সেইখানে মিলিত হইব। গাড়োয়ানকে যেন বলা থাকে যে গাড়ি ইডেন গার্ডেনের পশ্চিম রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া যায়। মনের তরঙ্গ ও গঙ্গা তরঙ্গের বিভিন্নতা কি একবার তোমায় বুঝাইব। ভালবাসিয়া মানুষ সকল ভুলিয়া কি করিয়া পরের হয়, কি করিয়া পরকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়া সংসারে জলাঞ্জলী দেয়, তাহার সুন্দর চিত্র দেখাইব; আজ এই পর্য্যন্ত।

কেবল তোমারই।

সুর। নামটা লিখ্‌বো নাকি?

শান্তি। না না, সেটা আমি লিখবো।

সুর। তবে লেখ।

শান্তি পত্রখানি লইয়া ভাল করিয়া পড়িয়া পকেটে রাখিলেন। বলিলেন "নাম লেখবার তাড়াতাড়ি কেন। আমি লিখে পাঠিয়ে দেবো।"

সুর। তোমার পত্র লেখাব মুখে আগুন।

শান্তি। কেন?

সুর। অমনি করে পর পুরুষকে পত্র লেখে? ওতে যে তুমি আপনাকে ধরা দিচ্চ।

শান্তি। যে দুদিন বাদে স্বামী হবে সে পরপুরুষ! আর ধরা ত দিয়েছি।

সুর। বিবাহত হোক।

শান্তি। হলো বলে,—তবে ভাই এখন আমি। আঙ্গুলের বড় যাতনা হচ্চে, একবার ডাক্তারের বাড়ি ঘুরে যাব।

সুর। তবে এস।

শান্তি বাহিরে আসিয়া গাড়িতে উঠিলেন, গাড়ি চলিল। শান্তি তখন অঙ্গুলীর ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিলেন, গাড়ি একটী দোকানের সম্মুখে থামাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দোকানটী "Watson & Summers" কোম্পানীর। শান্তি সেখানে একটী দাড়ি গোঁপ ১০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিলেন।

তাহার দুই তিন খানি দোকানের পরেই চশমাওয়ালা Solomon কোম্পা-

নীর দোকান। শান্তি সেখান হইতে একখানি নীলবর্ণের চশমা ক্রয় করিয়া Whiteway Laidlawর দোকানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে সার্ট, কলার, টুপি, পেণ্টুলেন, ওয়েষ্টকোট, কোট প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আপন গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। যাইবার সময় Watts কোম্পানীর দোকান হইতে এক জোড়া বুট কিনিতেও ভুলিলেন না।

শান্তির এ সকল পুরুষ বেশের কারণ কি? কারণ না থাকিলে কিনিবে কেন। সে সকল পাঠক পরে জানিতে পারিবেন।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### সর্ব্বনাশ।

বেলা আন্দাজ ৪ ঘটিকার সময় নন্দবাবু তাঁহার বাটীর পূর্ব্বদিকস্থ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। ইতিপূর্ব্বে একদিন শান্তি নন্দবাবুকে তাঁহার Client নিস্তারিনী বসুর সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছেন। নিস্তারিনীর প্রকৃত নাম কামিনী। কামিনী রাধামাধব বাবুর রক্ষিতা বারবিলাসিনী। রাধামাধব বাবু অমরেন্দ্র বাবুর খুল্লতাত। পাঠক তাঁহার পরিচয় পরে ভাল করিয়াই পাইবেন। রাধামাধব বাবু শান্তিকে ভালবাসেন, সেই ভালবাসার প্রভাবে— শান্তির প্ররোচনায় আজি এই নূতন বাসা ভাড়া করিয়া কামিনীকে নিস্তারিনী বসু জমীদার সাজাইয়া, তাঁহার স্বামী ত্যজ্য বিষয় দেবরদের সহিত বণ্টন করিয়া লইবার ভাণ হইতেছে। নন্দ বাবু তাহাই বিশ্বাস করিয়া আসা যাওয়া করিতেছেন, কিন্তু গোপনে। কেন, তাহা তিনি নিজেও ভাল বুঝেন না।

রাধামাধব বাবু যে কেবল শান্তিকে তুষ্ট করিতেছেন তাহা নয়। তিনি সুরবালাকে দেখিয়াছেন, সুরবালার রূপবিভা তাঁহার নয়ন ঝলসিত করিয়াছে, তাই তাঁহাকে পাইতে তাঁহার বড় আশা। শান্তি সুরবালাকে তাঁহার অঙ্কগত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। এই সকল তাহারই উদ্যোগ। পাপীরা পাপ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক কায করে।

নন্দবাবু আসিলে কামিনী সেই বাটীর একটী পশ্চিমদিকের কক্ষে বসিয়া তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীকে ডাকিলেন। কর্ম্মচারী সাঁজিয়াছেন—রাধামাধব। রাধামাধব কাগজ পত্র বুঝায়; আর মধ্যে মধ্যে কামিনী নন্দ বাবুকে পশ্চিমদিকের উন্মুক্ত বাতায়নের কাছে ডাকিয়া গোপনে যেন কত কি পরামর্শ করে। এইরূপই হইতেছে, কিন্তু সে পরামর্শের মাথামুণ্ড নাই।

নন্দ বাবু কামিনীর নূতন বাসায় যাইবার পূর্ব্বেই শান্তি সুরবালার নিকট আসিয়াছেন। সুরবালা শান্তিকে পাইয়া প্রকৃতই সুখানুভব করেন, কিন্তু শান্তি তাহার বিনিময়ে তাহার কি সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত তাহা জানেন না। আমরা যাহাকে তুষারকণা বলিয়া মনে করি, বিধি বিপাকে তাহার মধ্যে কখন কখন অগ্নিকণা লুকান থাকে। যাহাকে সুধা বলিয়া পান করি তাহার মধ্যে হলাহল থাকে; তাহা না হইলে মনুষ্যের সুখ ব্যতীত দুঃখ থাকিত না। ধরাধামে পূর্ণিমা ব্যতীত অমাবস্যা হইত না; হাসি ব্যতীত রোদন ধ্বনি শুনা যাইত না। ধরাধামই অমরাবতী বলিয়া গণ্য হইত, তাহা কবি-কল্পনার অন্তর্ভূত হইত না।

হিংসা, দ্বেষ, মানব হৃদয়ের এক একটী পৈশাচিক ভাব। ইহা কাহারও হৃদয়ে কম, কাহারও বেশী। যে হৃদয়ে একবারে নাই—তিনি দেবতা। তেমন হৃদয় সংসারে বড়ই কম। সুরবালার অনিষ্ট হইলে শান্তির কোন সুখ আছে কি? না থাকিলে, সুরবালার হাসি ভরা মুখ, স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা, স্বামীর আদর, তাহার চক্ষে শেল বিঁধিবে কেন? শান্তি পরের সুখ দেখিতে নারাজ, বিশেষতঃ পরিচিতের। সুরবালার সুখ তাহার মর্ম্ম-ব্যথার প্রধান কারণ।

শান্তিকে দেখিয়া সুরবালা সাহ্লাদে বলিলেন "কি, আজ বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে নাকি?"

শান্তি। আবার বিয়ে!

সুর। কেন?

শান্তি তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন।

ঔষধ ধরিল। সুরবালা সাগ্রহে বলিলেন "কেন ভাই, অমন করলে কেন?"

শান্তি। যাক্ ও সব কথা যাক্।

সুর। কেন শান্তি, তোমার মনোভাব আজ এমন কেন ?

শান্তি। সে সব তোমার শোনবার নয়।

সুর। না আমায় বলতেই হবে।

শান্তি। বল্‌তাম, যদি তোমার চিত্তের দৃঢ়তা থাক্‌তো।

সুর। আমার চিত্ত খুব দৃঢ়।

শান্তি। বল্‌তে পারি যদি তুমি সহ্য করতে পার।

সুর। পার্‌বো, তুমি বল।

শান্তি। দেখ সুর, তোমার সঙ্গে যেন আমার প্রাণের কি এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। নইলে তোমার সুখ দেখ্‌লে আমার হৃদয় নেচে ওঠে কেন ? কিন্তু বল্‌তে কি তোমার কোন মন্দ দেখ্‌লে, আবার তেমনি দুঃখ হয়। তোমার সুখ দেখে আমার বিবাহ বাসনা জন্মেছিল, কিন্তু এখন দেখি সংসারে সব ছায়া বাজি, প্রবঞ্চনা ভিন্ন কথা নেই।

সুরবালার মুখ শুকাইল, বিষণ্ণভাবে বলিল "কেন শান্তি।"

শান্তি। কেন ? কারণ আছে বলে।

সুর। কি আমায় বল।

শান্তি। বলি, যদি প্রকাশ না কর।

সুর। কখন কর্‌বোনা।

শান্তি। শপথ কর।

সুর। তাই করলাম।

শান্তি। তবে শোন,—সুর, তোমার সুখস্বপ্ন ভেঙ্গেছে।

সুর। নন্দর কি কোন অসুখ হয়েছে ?

শান্তি। না সুখই হয়েছে। তোমার অসুখ হয়েছে।

সুর। শান্তি, আমায় সব স্পষ্ট করে বল, আমি আর থাক্‌তে পারিনা।

শান্তি। সুর, তোমার স্বামীচরিত্রে তুমি বিশ্বাস কর ?

সুর। সম্পূর্ণ।

শান্তি। যদি তাঁর অসচ্চরিত্রতা দেখ, তা হ'লে কি কর ?

সুরবালার মাথা ঘুরিল, কথা ফুটিল না।

শান্তি। দেখ সুর, আমরা মানুষ, দেবতা নই, আমি ত সহ্য করতে পারি না। তুমি পার কি?

সুর। না।

শান্তি। তবে এস।

এই বলিয়া সুরবালাকে পূর্ব্বদিকের বাটীটির বাতায়নের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিল। সুরবালা দেখিল নন্দবাবু অপর রমণীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আর সন্দেহ কি?—নন্দও অবিশ্বাসী। সুরবালার মাথা ঘুরিয়া গেল, তালু শুষ্ক হইল, ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল!

শান্তি। স্বধু ঐ নয়, আরও আছে। তুমি এখন কোন কথা প্রকাশ করিও না, সব দেখাইব।

সুরবালার মনে হইল যে, কি যেন একটা সর্ব্বনাশ হয়েছে। সুরবালা শিক্ষিতা। সুরবালার শিক্ষা, স্বামী অবিশ্বাসী হইলে তিনিও বুঝি ত্যজ্য। স্বামী সতীর গতি এ ভাব নাই। সে ভাব থাকিলে সুরবালা এত মর্ম্মব্যথা পাইতেন না। দুফোঁটা চক্ষের জল পড়িয়া সকল যাতনার শেষ হইত। মনে করিত, কি করিয়া স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিব; কি করিয়া তাঁহাকে আমার করিয়া তুলিব। না হয় একটু কলহ হইত, একটু অভিমান হইত, শেষ স্বামীর প্রিয় সম্ভাষণে আর নয়নের ধারা বহনে তাহার পরিসমাপ্তি হইত। এ ক্ষেত্রে তাহাও হইত না, একবার জিজ্ঞাসা করিলেই হইত—মনের ধোঁকা মিটিয়া যাইত। ভবিষ্যৎ সুখের পথে কাটা পড়িত না, শান্তির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইত না, সয়তানির মনস্কামনা সিদ্ধ হইত না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি একটী সামান্য সূত্রে সংসার উচ্ছিন্ন যায়। মানব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতাই তাহার কারণ। সে সঙ্কীর্ণতা সুরবালার হৃদয়ে জন্মিয়াছে। তাহার প্রতিফল ত পাইতে হইবে। সুরবালা হৃদয়ে তুষানল পুষিলেন, নন্দকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। স্বামী স্ত্রীর কেমন একটা মনের, যত্নের, স্নেহের পার্থক্য হইয়া গেল। নন্দ বাবু ইহার অর্থ বুঝিলেন না। সুরবালা বুকে পাষাণ বাঁধিয়া রাখিল, আশা, শান্তি স্বামীর আরও কত কি দোষ দেখাইবে।

শিক্ষায় রমণী-হৃদয় উন্নত হয়, স্বামীর অধিকারের আর বিশেষত্ব থাকেনা,

তখন আর ত সহ্য হইবার কথা নয়,—তবে শিক্ষিতা সুরবালার তাহা সহ্য হইবে কেন?—আর সহ্য যদিও হইত শাস্তির আহুতিতে তাহা আরও অসহ্য হইয়া উঠিল।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### রাধামাধব বসু।

দরজায় তিনজন ডাক্তারের গাড়ি। একখানি বাঙ্গালী ও দুইখানি সাহেব ডাক্তারের। রোগী নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিয়া "বাপ্‌রে, গেলামরে, আঃ—উঃ—" করিয়া চিৎকার করিতেছে ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ঘর লোকে লোকারণ্য। আজ রাধামাধব বাবু সহসা পীড়িত।

রাধামাধব নামজাদা লোক। পণ্ডিত বলিয়া নয়, বক্তা বা সুলেখক বলিয়া নয়—রাজদ্বারে সম্মানিত বলিয়াও নয়। অমিতব্যয়ী বলিয়া, জুয়াড়ির সেরা বলিয়া, আর বাবুয়ানায় চূড়ান্ত বলিয়া। এই সকল কারণে লোকে রাধামাধকে চিনিত। রাধামাধবের নাম করিত। রাধামাধবের নাম বাহির হইবার আর একটী কারণ ছিল—রাধামাধব দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী লোক ছিলেন, কে বলিবে তিনি উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ইংরাজ রাজত্বে বাস করিতেন।

বাবুটী বনিয়াদি ঘরের বটে। আমাদের কিরণবালার খুড়-শ্বশুর। হঠাৎ গত কল্য হইতে পেটে অসহ্য বেদনা উপস্থিত হইয়াছে। কাল শুধু যন্ত্রণায় অতিবাহিত হইয়াছে, আজ আবার থাকিয়া থাকিয়া মূর্চ্ছা হইতেছে। ডাক্তারেরা কোন গতিকে তাঁহার জিহ্বাটী বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু পারিতেছেন না, তাহা কাটিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতেছে। আজ দুইদিন নিদ্রা নাই—সে যাতনা কি কম? কিন্তু উপায় কি?—অশেষ চেষ্টাতেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না। ডাক্তারেরা নিদ্রা হইবার জন্য মর্‌ফিয়া দিতেছেন, বেশী মাত্রায় দিতেছেন, কিন্তু নিদ্রা হইতেছে না।

রাধামাধব বাবুকে পাড়ার লোক বাঘের মত ভয় করিত, বাটীর লোকে-

ত কথাই নাই। আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই ভয় করিতেন। ভয় করিবার কারণও ছিল। কথায় কথায় অপমান করিতে, সামান্য রাগে ঘোরতর বিপদ্‌গ্রস্থ করিতে, রাধামাধব বাবুর তুল্য আর কেহ জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। একে দুষ্টবুদ্ধি, তাহার উপর আবার প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। বার্ষিক আয় প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা। তবে রাধামাধব বাবুকে ভয় না করিলে চলিবে কেন? বড় লাটকে ভয় না করিলেও চলে, ছোট লাটকেও চলে, কিন্তু পুলিসের জমাদারকে ভয় না করিলে ত চলে না। কারণ সে কাণ্ড-জ্ঞানশূন্য ক্ষমতাবান পুরুষ। রাধামাধব বাবুও তাই।

আজ ডাক্তার সাহেবেরা কত প্রকারেই না রাধামাধব বাবুকে পরীক্ষা করিতেছেন। কত ভাবনা, কত চিন্তা, পরীক্ষার আর শেষ হয় না। কেহ নাড়ীর গতি দেখিতেছেন, তাহার চাঞ্চল্য অনুভব করিতেছেন, সেই মন্থর গতি, হংস গতি, কত গতিই অনুভব করিতেছেন, কিন্তু বলিতে কি অধিকাংশ স্থলে দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই ছোট টিপ্‌ টিপ্‌ বড় টিপ্‌ টিপে তাঁহাদের অতি সামান্য জ্ঞানই আছে। অনেকে ডিপ্‌থিরিয়াকে সামান্য সর্দী বলিয়া চিকিৎসা করেন। হুপিংকাফকে Spasmodic Catarrh বলেন। একটুখানি অপেক্ষা করিয়া কাশির লক্ষণ দেখিতে অবকাশ হয় না। কালেজের ডিপ্লোমার দোহাই দিয়া মনে করেন ঈশ্বরকেও ফাঁকি দিতে পারিব। মরিলে দায় ত নাই—আর কি চাই! কোন জীব মরিয়া যে এই প্রকৃতির ডাক্তার হয় বলিতে পারি না।

ডাক্তারকে আসিলেই প্রেশক্রপসন লিখিতে হয়। কবে দেখিয়াছ ডাক্তার বলিয়া গেলেন যে রোগী এখন ভাল আছে, আর ঔষধ দিতে হইবে না, বা আমি রোগ ঠিক না করিতে পারিলে ঔষধ দিব না। এক কলম লিখিলেই যেন তাঁহাদের দায়িত্ব ফুরায়। কিন্তু সে দায়িত্ব ফুরাইবার অভিপ্রায়ে এখানে কোন ডাক্তার নাই। সকলেই প্রাণপণ যত্নে চিকিৎসা কার্য্য করিতেছেন। সকলেই মুহুর্মুহু রোগীর লক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু লজ্জার কথা যে কলিকাতার দুইজন গণ্যমান্য ইংরাজ-চিকিৎসক আজ দুই দিন ধরিয়া একটা উদর-বেদনার নিবৃত্তি করা দূরে থাকুক, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াও ঠিক করিতে পারিলেন না।

একজন ডাক্তারকে সমস্ত রাত্রি থাকিতে হইল। অর্থব্যয়ের ত ত্রুটি নাই। দিনে ৫।৬ বার করিয়া ইংরাজ ডাক্তার আনাগোনা করিতেছেন। আজ রাধামাধব বাবুর পালোয়ানরা নিশ্চেষ্টভাবে উপবিষ্ট; যেন কত বিমর্ষ। কুস্তির আখড়ায় লোক নাই। পাড়ায় রাষ্ট হইয়াছে 'বাবু আর বাঁচেনা।'

বাটীর দাস দাসী পথে পরিচিত লোক দেখিলেই ঐ কথা বলে। ক্রমে ক্রমে রোগের সংবাদ সকল ঘরে ভীষণ হইতে ভীষণতর অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইল। এ সংসারের অনেক বস্তুই এই ভাবে হইয়া থাকে।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### দিনে ডাকাতি।

পোর্টকমিশনাররা কলিকাতা পোর্ট-রেলওয়ে নির্ম্মাণ জন্য অনেক জমী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই সময় অমরেন্দ্র বাবুর কয়েক কাঠা জমী উক্ত রেল-রাস্তায় পতিত হওয়ায় তিনি ২৫ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। আজ সেই টাকা আদায় হইয়া আসিল। ২৫টী তোড়ায় ২৫ হাজার টাকা আসিল।

রাধামাধব, অমরেন্দ্র ও তাঁহাদের নিকট-কুটুম্বদের বাটীগুলি পরস্পর সংলগ্ন, তবে অমরেন্দ্র ও রাধামাধব বাবুর বাটী পাশাপাশি। মধ্যে ব্যবধান একটী মাত্র প্রাচীর।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। মার্ত্তণ্ডদেব আপন প্রবল প্রতাপের চূড়ান্তসীমা জগৎকে দেখাইয়া, সে প্রতাপও সে সহ্য করিতে পারে, যেন জানিতে পারিয়া বিষম রোষ কষায়িত নেত্রে তাঁহার এক-চক্র রথারোহণে রাজ্যান্তরে যাইবার বাসনা করিতেছেন। রাধামাধব বাবুর বাটীতে এ সময় বাহিরের লোক আর কেহ নাই, এমন সময় একজন পাঠান দ্বারবান আসিয়া বাবুর,—সেই মুমূর্ষু-রোগীর কানে কানে কি বলিল। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "সব প্রস্তুত?"

দ্বারবান বলিল "আজ্ঞে হাঁ, সমস্ত ঠিক।

রাধামাধব বাবু তৎক্ষণাৎ শয্যা হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক উঠিয়া একটী শাণিত তলওয়ার হাতে লইলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। প্রায় বিংশতিজন সশস্ত্র লোক অমরেন্দ্র বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ২৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইল।

এত শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হইল যে কাহারও সে কার্য্যে বাধা দিবার ক্ষমতা হইল না। অমরেন্দ্র বাবুর অন্দরে এই কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, সুতরাং সেখান হইতে বহির্ব্বাটীতে সংবাদ পাইবার পূর্ব্বে লুণ্ঠন কার্য্য সমাধা করিয়া রাধামাধব বাবু স্বগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই অসম্ভাবী অসীম-সাহসী কার্য্য সম্পন্ন হইবার সময় অমরেন্দ্র বাবু বাটীর মধ্যে ছিলেন, তিনি ত্রস্তভাবে বলিলেন "কাকা করেন কি?"

রাধামাধব বাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন "শক্রর বল হ্রাস।"

অম। আমি আপনার-ভ্রাতষ্পুত্র, আপনার সন্তান-তুল্য, আমি কি শক্র হইলাম?

রাধা। জ্ঞাতির বাড়া শক্র কে?

অম। এযে দিনে ডাকাতি।

কিছু না, তোমার চক্ষের ভ্রম। রাধামাধব বাবু এই কথা বলিয়া আবার যাইয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। লোকজন যে যেখানকার সে সেইখানে আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত হইল। কাহারও প্রাণে ভয় নাই, কোন চাঞ্চল্য নাই। যেন কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় নাই। রোগী আবার পূর্ব্ববৎ ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। এমন সময় আবার ডাক্তার সাহেব আসিলেন। রাধামাধব বাবুর আবার মূর্চ্ছা হইল।

একজন কর্ম্মচারী সোৎসুকভাবে ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গিন্নি জানিতে চান যে বাবুর জীবনের কোন ভয় আছে কি না?" ডাক্তার সাহেব ক্ষণেক ইতঃস্তত করিরা বলিলেন "সম্পূর্ণ আছে।"

লোকটী বলিল "তবে উপায়?"

ডাক্তার। চেষ্টার ক্রুটী হইতেছে না।

লোক। আর কোন ডাক্তার আনার আবশ্যক হবে কি?

ডাক্তার। কিছুমাত্র না। আমরা দুইজনে প্রত্যহই পরামর্শ করিতেছি।

এই সময় রাধামাধব বাবুর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল। তিনি ক্ষণেক নিস্তব্ধ-ভাবে থাকিয়া বলিলেন "আমি বড় দুর্ব্বল।

ডাক্তার। তা দেখিতেছি।

রাধা। বাঁচিব কি?

ডাক্তার। বাঁচিবেন বইকি?

রাধা। আর দিবারাত্র শুইয়া থাকিতে পারিনা।

ডাক্তার। বালিশে ভর দিয়া বসিতে পারেন।

রাধা। কোমরে জোর নাই, উঠিলে মাথা ঘুরিতে থাকে।

ডাক্তার। তবে উঠিয়া কায নাই।

রাধা। আমায় কি উইল করিতে পরামর্শ দেন?

ডাক্তার। এ কথা কাল বলিব।

ডাক্তার সাহেব আবার সন্ধ্যার সময় আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সন্ধ্যার সময় অনেক লোক আসিল। সকলেরই বদনে বিস্ময়ের চিহ্ন। আজ যেন সকলেরই নূতন ভাব।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### তদন্ত।

একে চায আরে পায়। আজ অনেক দিনের রামহরাদ সিং জমা-দারের দাড়িতে চিরুণি পড়িল। যতে সিং কনষ্টেবল রাত্রে এক পয়সার ছোলা খাইয়াই থাকিত, কিন্তু আজ ডাল রুটির বরাদ্দ করিল। ইন্স-পেক্টর বাবুর গৃহিণী আজ মুচকে মধুর হাসিয়া স্বামীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; একটু আড়চাউনি চাহিয়া বলিলেন "এবার জড়োয়া গহনা চাই।"

ইন্সপেক্টর বাবু প্রেমপূর্ণ চাহনিতে একবার প্রিয়তমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন "কেন কোম্পানির কাগজ কি ভাল নয়?"

"সে কে দেখ্‌তে আসবে?"

"দেখার দরকার?"

"রাম বাবুর স্ত্রীর কত জড়োয়া গহনা।"

"তারা বড়লোক।"

"তোমার শরীর ভাল থাক, ভগবানের ইচ্ছায় আমাদেরই বা কমি কি?"

"আচ্ছা তাই হবে।"

ইন্সপেক্টর বাবু পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেন, গৃহিণী আজ সেই খাঁকির কোটটী তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিলেন। বেসমের রুমাল বাহির করিয়া তাহাতে একটু নেপোলিয়ান প্রাইসের ল্যাভেণ্ডার মাখাইয়া দিলেন। ঘড়ি চেনটী বাহির করিয়া দিলেন, এবং একটী হীরক অঙ্গুরীয়ক আপনি প্রিয়তমের কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠে পরাইয়া দিয়া মাথা আঁচড়াইয়া দিতে লাগিলেন। অনেক দিনের পুরাতন প্রেম আজি ঝালাইয়া তুলিয়া বলিলেন, "একটু দাঁড়াও পান আনি।"

সুন্দর কারু কার্য্যময় রৌপ্যাধারে ছাঁচি-পান সাজিয়া আনিয়া দিলেন। ঘড়ির পকেটে একটু কাগজ মুড়িয়া তারকেশ্বরের বিল্বপত্র ও সিদ্ধি মুড়িয়া দিতে ও ভুলিলেন না।

হায় পুলিস, তোমার অঙ্গে কি মনুষ্যের চর্ম্ম আছে? যাহার পরের বিপদ দেখিলে আনন্দে হৃদয় উথলিয়া উঠে, তাহার মনুষ্যত্ব কোথায়? উদ্বন্ধনে একমাত্র উপযুক্ত সন্তান প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহা জানিয়াও যে সেই মৃত্যুকে সন্দেহ-যুক্ত বলিয়া মৃতপ্রায় পিতার নিকট হইতে দক্ষিণার ব্যবস্থা করে, তাহাকে কি করিয়া মনুষ্য বলি? বিধাতার কি অদ্ভুত সৃষ্টি, যে কার্য্যে প্রবিষ্ট হইলে যে দেবতুল্য তাঁহাকেও পশুভাবাপন্ন হইতে হয়, সে কি ভয়ঙ্কর কার্য্য! ঈশ্বর কবে সে দিন দিবেন, যে দিন পুলিসে ভাল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

অমরেন্দ্র বাবুর এজাহার মত পুলিস সরেজমিন তদারকে আসিলেন। উপস্থিত লোকের এজাহার লইয়া রাধামাধব বাবুকে চালান দেওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু রাধামাধব পুলিসের পূজা করিলেন না। তাঁহার লোক পুলিসকে অপমানিত করিল, কোন ক্রমেই উপরে উঠিতে দিলনা, কোন

ক্রমেই বাবুর কাছে যাইতে দিল না। দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয়ে ইন্‌স্পেক্টর বাবু সুপারিনটেণ্ডেণ্টের মত জানিয়া পাঠাইলেন।

এদিকে রাধামাধব বাবুর ডাক্তার পুলিস কমিশনরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, তিনি কোন ক্রমেই রোগীকে স্থানান্তরিত করিবার ব্যবস্থা দিতে পারেন না। তাঁহার জীবন সংশয়। এ সকল সম্ভবতঃ তাঁহার শত্রুপক্ষীয় লোকের কার্য্য।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও পুলিশ কমিশনার সেই খ্যাত-নামা ডাক্তার দ্বয়ের বিপক্ষে কার্য্য করিতে সাহস করিলেন না, তাঁহাকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পাড়ার লোক রাধামাধব বাবুকে বিলক্ষণ জানিতেন, তাঁহারা বলিলেন "বুদ্ধি বটে। অমরেন্দ্র বাবুকে মোকর্দ্দমায় জল দিতে হইবে। আর কিছু না হইলেই মঙ্গল।"

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### বিচারের শেষ।

এ অধম নরজাতি গাজি সাহেবের শ্রীচরণে কি এমন অপরাধ করিয়াছিল, যে তিনি বিলাসিনীকুলের প্রতি এতাদৃশ মেহেরবাণী প্রকাশ করিয়াছেন? সোঁনাগাজিকে সেই নারী-কুল অমরত্ব প্রদান করিয়া সেথানে আপনাপন রূপের আলোক ছড়াইতেছে। সোনাগাজিই আজি সোনাগাছি হইয়াছে। স্বর্ণালঙ্কৃতা বারবিলাসিনীগণকে এক একটী গাছ বিবেচনায় কোন রসিক চূড়ামণি হয়ত গাজি শব্দের বিলোপ সাধন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গাছের স্ত্রীলিঙ্গ গাছি করিয়াছেন। সেই কর্দ্দম-সমাকুল অপরিচ্ছন্ন পথের দুধারের উচ্চগৃহ গুলিতে রাশি রাশি বারবনিতা কেবল লোকের সর্ব্বনাশ করিবার আশায় আপন বেশ ভুষা হাব ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া আছে। কোথাও নূপুরের ধ্বনি, কোথাও "সৈঁইয়া সৈঁইয়া" কোথাও থিয়েটারী গানের উচ্ছ্বাস উঠিতেছে। কোথাও মত্ততা, কোথাও বচসা, কোথাও প্রেমভাণ, কোথাও মধুকান, কোথাও বিরহ, কোথাও বা সোহাগ

তরঙ্গ উঠিতেছে। বিধাতা এ ভবধামে বুঝি নরকের জীবন্ত-ছবি দেখাইতেই সোনাগাজি বা গাছির সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু পতঙ্গ অগ্নির দাহিকা-শক্তি যদি অনুভব করিতে পারিবে তবে সাধ করিয়া তাহাতে ঝাঁপ দিবে কেন? মনুষ্য তুমিও অন্ধ, তুমিও বুঝনা তাই বারবিলাসিনীর কুহকে পড়িয়া মত্ত হও। কাচকে হীরা বলিয়া ভাব। গরলকে সুধা বলিয়া পান কর।

চুরি, ডাকাতি, জালিয়াতি, হত্যা প্রভৃতি কত যে মহাপাপ এক বেশ্যার জন্য সম্পাদিত হয়, তাহার আর ইয়ত্বা নাই। কত কুলবধুর অশ্রুজল, পিতার দীর্ঘ-নিশ্বাস, মাতার মলিন মুখ-মণ্ডল যে আমরা এই ঘোর অনর্থ-কারিণীদের জন্য নয়ন গোচর করি, তাহার আর শেষ নাই। কিন্তু হায় আমাদের চক্ষু ফোটে কই? হায় বেশ্যা, তোমার জন্য কত সোনার সংসার যে শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কত সমৃদ্ধিশালী দরিদ্র ও নিঃস্ব হইয়া সামান্য উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়াছে তাহার আর শেষ নাই।

কিন্তু কারে বলি, কে শোনে। এ নরককুণ্ডে ঝাঁপ না দেয় কে? কত হাকিম, কত উকিল, কত ব্যাবিষ্টার, কত সওদাগর, কত বিদ্বান, কত মূর্খ, কত বৃদ্ধ, কত বালককে যে বেশ্যালয়ে দেখিতে পাই, তাহার শেষ নাই। মহারাজাধিরাজ হইতে পথের মুটে পর্য্যন্ত বেশ্যানুগত বা বেশ্যাপ্রিয়। শাস্ত্রবাদী পরম বক-ধার্ম্মিক মুণ্ডিত মস্তক ভট্টাচার্য্যকেও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়, এ নরক হইতে কি কাহারও অব্যা-হতি নাই? পুত্রকে উপদেশ দিয়া পিতা যদি সেই কার্য্য করেন, তবে পুত্রের সে উপদেশে আস্থা থাকে কই, আজি সমাজে সেই উপদেশই শুনিতে পাই, তাই লোকের উপদেশে এত অনাদর। বেশ্যা, তোমরাই সমাজের সর্ব্বনাশের মূল! বেশ্যা—নরক। পাপী সেই নরকযন্ত্রণা সহ্য করিতে বেশ্যাসক্ত। আপনি যন্ত্রণা পাইয়া পরকে যন্ত্রণা দেয় বেশ্যা। বেশ্যার যাতনা অনন্ত, যে বেশ্যাশক্ত তাহারও যন্ত্রণা অনন্ত।

আজি সেই সোনাগাছির একটী বেশ্যালয়ে মহা সুরাস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। মাতালে কক্ষ ভরিয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে বারবিলাসিনীর হাট বসিয়া গিয়াছে। কেহ কাহারও মুখে মাংস তুলিয়া দিতেছে, কেহ সুরাপাত্র প্রসাদী করিয়া অপরকে দিতেছে, কেহ কাহাকেও পান দিতেছে,

এ উহার ঘাড়ে পড়িয়া ও উহার গায়ে পড়িয়া এক বিজাতীয় আনন্দানুভব করিতেছে। সেই হাসির হর্‌রা, রসিকতার ছড়াছড়ি, উল্লাসের বাড়াবাড়ি প্রকৃতই স্থানটীকে এ সংসারের কোন শান্তিপ্রদ স্থান নয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে।

এই দলের প্রধান নেতা রাধামাধব বাবু, নেত্রী কামিনী। কামিনী তাঁহার রক্ষিতা বেশ্যা। রাধামাধব আপন ও পরের সর্ব্বনাশ করিয়া এই নরককুণ্ডে সে সকলের আহুতি দিয়া স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত করিতেছেন।

সেই দিনে ডাকাতি মোকর্দ্দমা অদ্যই জয় হইয়াছে। তাই আজ এখানে এত আনন্দ। আজ আর বাগানে যাইবার অবকাশ নাই। সে পাপ-স্রোত কাল হইতে বহিবে, কত দিন বহিবে তাহা কে জানে?

ডাক্তারেরা সাক্ষ্য দিলেন তাঁহাদের রোগীর অত্যন্ত সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার উত্থান শক্তি ছিলনা, মুহুর্মুহু মোহ হইত। সুদক্ষ কৌন্সলী বক্তৃতা করিলেন, যে ব্যক্তির জীবন সংশয়, উত্থান শক্তি রহিত, তাহার তলওয়ার হাতে করিয়া মাভৈ মাভৈ রবে গৃহলুণ্ঠন অতি অকাট্য সত্য। যে সকল লোক এ প্রকার অলিক মোকর্দ্দমা রুজু করিয়া একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহাদের অসাধ্য ক্রিয়া আর কি থাকিতে পারে?

ডাক্তারদের মধ্যে একজন মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল, অপর প্রোফেসার। কাহার সাধ্য তাঁহাদের সাক্ষ্য অমান্য করে? তাঁহারা সত্যই বলিলেন, কিন্তু কার্য্য গতিকে অমরেন্দ্র বাবুর সর্ব্বনাশ হইল। রাধামাধব বাবুর বুক আরও দৃঢ় হইল। ভাল করিয়া বৈরনির্য্যাতন হইল।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### কামিনী।

কামিনীর যেমন রং, তেমনি গঠন, তায় আবার পুরা যৌবন। মুখখানি ফুট্ ফুটে, গঠন সুগোল, চক্ষু দুটী টানা, ভ্রূদুটী জোড়া, নাকটী টিকল। কি পাপ,

বিধাতা কি আর রূপ দিতে লোক পাননি। বিধাতার ভাব বোঝা যায় না। একেত মানুষকে রূপবান্ করাই অন্যায়। রূপের বোঝা যখন পুড়িয়া ছাই হয়, তখন বড় দুঃখ হয়, মনে মনে ঈশ্বরের প্রতি রাগ হয়, আবার মনে করি, রাগই বা কি, ঈশ্বরের কি আর সুরূপ কুরূপ বিচার আছে। তিনি যাহার বিচার করেন, তাহার আদর আছেই আছে।

আমাদের প্রতিমা যেমন বিসর্জ্জন করিতেই পূজা করা। সংসারের অনুপম সৌন্দর্য্য-রাশিও তেমনি বিনষ্ট করা বিশ্বস্রষ্টার অভিপ্রেত। সে যাহাই হউক যাহাকে দেখিলে স্নেহ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাকে বিধাতা নরকের পূতিগন্ধময় মৃত্তিকা দিয়া কেন্ নির্ম্মাণ করেন?

কামিনীর প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সয়তানের লীলা-রঙ্গ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, পাপীকে মুগ্ধ করিতে সে এত সুন্দরী। অগ্নির ঔজ্জ্বল্যই তাহার আকর্ষণশক্তি, তাই তাহাতে পতঙ্গ ছুটে। কামিনী সুন্দরী তাই তাহাতে পাপীর চক্ষু পড়ে। মূর্খ সে রূপে মুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়।

কামিনীর চঞ্চল কটাক্ষ, হাব ভাব সকলি যেন কেমন কেমন, যেন তাহাতে কি মোহিনী-মন্ত্র মাখান আছে। চক্ষু একবার তাহা দেখিলে কষ্টে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়। কামিনীর কথার ভঙ্গী স্বতন্ত্র, তাহার পাদক্ষেপণ স্বতন্ত্র, তাহার হাসিটুকু স্বতন্ত্র, তাহার সকলই নূতনতর। এ স্বাতন্ত্র কুল-কামিনীতে নাই। পিশাচিনীতে যাহা সম্ভবে, তাহা দেবী-চরিত্রে কথনই সম্ভবে না। এ স্বাতন্ত্র সকল বিলাসিনীই অনুকরণ করে, কিন্তু কৃত-কার্য্যতার তারতম্য আছে। কেহ পথের ধারে বসিয়া মল নাড়িয়া, গলার সাড়া দিয়া বা অপরের সহিত দুটা রসালাপ করিয়া, আপন অস্তিত্ব জানাইয়া পথিককে আকর্ষণ করে; কিন্তু পথিক হাসিয়া চলিয়া যায়। আবার যে ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে, বাহিরে আসেনা, তাহারই নিকট গিয়া উপস্থিত হয়, এ সমস্তই সেই স্বাতন্ত্রতার ফল বা পরিণাম। যে যেমন পারদর্শী তাহার তেমনি ফল। যে যেমন পটু তাহার তেমনি পসার। তবে রুচি ভেদে সে গুণাগুণের বিচার হইয়া থকে। কামিনীর এখন জলন্ত যৌবন, এখন তাহাকে পাউডার মাখিতে হয় না। গণ্ডে ও ওষ্ঠপ্রান্তে আল্‌তা দিতে হয় না, চব্বিশঘণ্টা কাঁচলী আঁটিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না।

এখন কামিনীর ঘরে হিঙ্কসের ডবল উইক ল্যাম্প জ্বলে। মিট্‌মিটে আলোক পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীমুখের কুঞ্চন-রেখা ঢাকিতে হয় না। কামিনীর বয়স সপ্তদশ বৎসর মাত্র।

বেশ্যার যৌবন, জোয়ারের জলকে হারাইয়া দেয়। এই আছে এই নাই, কিন্তু কামিনীকে সে দশায় শীঘ্র পতিত হইতে হইবে না। কামিনী রাধামাধব বাবুর,—এখন ত তাঁর পোয়া বার। অর্থের স্বাচ্ছল্য থাকিলে বেশ্যা-যৌবনও কিছু দিন বাঁধা থাকিতে পারে, সে অর্থ-স্বাচ্ছল্য কামিনীর প্রচুর। কামিনীর জুড়ি চলে, দাসীতে পান সাজে, পা ধোয়ায়। চাকরে তামাক সাজে, দ্বারবানে মদ আনে। কামিনীর মাকে রাঁধিতে হয় না। ব্রাহ্মণ পাচক আছে, আহারের সুখ আছে। কামিনীকে রাত্রি জাগিতে হয় না, অতিরিক্ত মদ খাইতে হয় না। তবে কামিনীর যৌবন এখনই যাইবে কেন? তাহার উপর কামিনীর ভাবনা নাই, রাধামাধব বাবু ছাড়িলে তাহাকে শীঘ্র বাবুর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কত লোক চার খাওয়ায়, টোপ ফেলে, কিন্তু কামিনীর ন্যায় চতুরা রমণী-মীন তাহাতে ভুলেনা, কামিনী জানে বাবু ত রাধামাধব। বস্তুতঃ কামিনী লোক চিনে।

ক্রমে রাত্রির গভীরতার সহিত লোকের কোলাহলও কমিয়া আসিতে লাগিল। সুরাদেবীর প্রসাদে সকলে একে একে গড়াইল। বিলাসিনী-দল আপনাপন ঘরে গেল। দুই একটী মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তখন কামিনী আপন কোমলকণ্ঠ বাহির করিয়া মধুর ভাবভঙ্গী সহ গাইল:—

ঋতুরাজ করিছে বিহার,
আয় সবে আয় যদি দিবি উপহার।
রতি রতিপতি চিত, দেখ কিবা হরষিত,
ফুল তূণে ফুলবাণ দিতেছে বাহার।
আয় সেফালিকা, যাঁতি যুঁই, বেলা, মালতি,
সেঁউতি গোলাপ প্রিয় বিভূষণ প্রমদার;
পুরুষ প্রকৃতি সনে, মগ্ন প্রেম আলাপনে,
কচিপাতা কচিফুলে সেজেছে রমণী সার।

সেই সুরাশক্ত ইয়ার বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ কেহ জড়িত-স্বরে "বেশ

বেশ” করিয়া তান দিল। রাধামাধব তন্মধ্যে একজনকে পদাঘাত করিয়া ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন “বেশ।”

কামিনী মৃদু হাসিয়া বলিল “বেশ কোনটা? গানটা, না পদাঘাতটা?”

রাধা। উভয়ই।

রাধামাধব প্রেম করিতে জানিতেন না, দুটা প্রাণের কথা, দুটা রসের বুক্‌নি, একটু অশ্রুজল তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি সংসারকে তাঁহার পরিচারক বলিয়া জানিতেন। এ সংসারে যাহা করি সে সমস্তই আত্মসুখের জন্য। অন্য কিছুই নয়। ভালবাসা ছাইপাঁশ তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। সোহাগ তাঁহার ভাল লাগিত না। বেশ্যা—মদ খাও, গান কর, যা বলি তাই শোন, চালাকি টুকু ছাড়, দীর্ঘনিশ্বাস নিমতলার ঘাটে রাখিয়া এস, ও সব রাধামাধবের কাছে চলিবে না। ও সকলের পুরস্কার তিনি পদাঘাত ব্যতীত আর কিছুই জানিতেন না। আমার পয়সা খাও আমায় সন্তোষ কর, আমার পয়সার সদ্ব্যবহার কর, এই তিনি জানিতেন।

তাঁহার চক্ষে ধুলি দিয়া অর্থ-সংগ্রহ করা, কামিনী কোন ছার, তাহার বৃদ্ধা পিতামহী হইতে উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষেরও তাহা আয়ত্বাধীন নহে। তবে তাঁহাকে বলিতে হইত না। তাঁহার নিকট চাহিতে হইত না। তিনি যাহা দিতেন তাহা প্রচুর। তিনি আপনার গৌরব বড় বুঝিতেন। আপনাকে সংসারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, সে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিতে যাহা করিতে হয়, রাধামাধব তাহাতে কখন পশ্চাৎপদ ছিলেন না।

রাধামাধব বাবু আবার ফরমাইস করিলেন “আর একটা গা।”

কামিনী আবার বার দুই “হুঁ হুঁ উহুঁ হুঁ” করিয়া গাইল:—

ফুল আর ফুটলে রবেনা,
বাশি হলে ঝরে যাবে মানা শুন্‌বে না।
আজ্‌কে মাথায় বুকে পরি,
কালকে দূরে ফেলবো তারি,
নূতন পেলে তার পানেতে ফিরেও চাবনা।
ধরার এই ধারা—

বাসির আদর কর‍্তে জানেনা।
বাসি আমি ভালবাসি
বাসিও আর ভুল‍্ব না।

রাধা। বাসি কেরে?

কামিনী। এখন তুমি।

রাধা। পয়সায় আবার বাসি টাট‍্কা কি?

কামিনী। তুমি কেবল পয়সাই দেখাও, আমি পয়সার জন্যে এত করি কিনা।

রাধা। তোর্ বাপ্ করে।

কামিনী। কথায় কথায় বাপ্ তোল কেন?

রাধা। বাপ্ তো তোর পথে ঘাটে। এখন পা টেপ আমি ঘুমুই।

রাধামাধব বাবু পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন। কামিনী আর তর্ক না করিয়া পদ সেবায় নিযুক্ত হইল, তাই বলি কামিনী লোক চিনিত।

---

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### সুরবালার পরিণাম।

সুরবালার প্রাণ অসার করিয়াই যদি শান্তি নিশ্চিন্তা হইতেন, তাহা হইলেও ক্ষতি ছিলনা, কিন্তু তাহা পারেন নাই। শান্তি নন্দবাবুর কানে অনেক বিষ ঢালিয়া ছিলেন। নন্দবাবুকে দেবতা ভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার মত স্বামী পাইলে শান্তির জীবন কত শান্তিময়, কত সুখের হইত তাহার জলন্ত ছবি তাঁহাকে দেখাইয়া ছিলেন। নন্দর কানে শান্তির ভালবাসার কথা স্থান না পাইলেও যে বিষের জ্বালা ধরিয়াছিল তাহা অসহ্য। সুরবালা যে পত্রখানি শান্তির ভাবী স্বামীর উদ্দ্যেশে শান্তির কথা মত লিখিয়াছিলেন, তাহা আজি নন্দর করতল গত। পত্রে স্বাক্ষর আছে "সুরবালা।" কে বলিবে তাহা সুরবালার স্বাক্ষর নয়? বিশেষতঃ স্বামী কি আর স্ত্রীর লেখা চেনেন না।

শুধু তাই নয় শান্তি বলিয়াছে সুরবালা একটী ফিরিঙ্গির প্রেমাশক্ত। উপপতি সহ চিড়িয়াখানায় বেড়াইতে যায়। নন্দ একবার মাত্র তাহাই দেখিতে চায়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে সুরবালা দ্বিচারিণী, তবু সেই ফিরিঙ্গিকে দেখিতে চায়। একবার চোখের দেখা দেখিলেই সকল ধোঁকা মিটিয়া যায়।

নন্দ বাবু ভাবেন "সুরবালা দ্বিচারিণী, বিশ্বাসঘাতিনী, তাই সুরবালার আর সে ভাব নাই। সুরবালা যেন অন্যমনস্কা। সুরবালা আমাকে ত আর প্রাণ ভরিয়া ভালবাসেনা, আদর করে না।" সুরবালাও তাই ভাবে—ভাবে "স্বামীর আর ত সে ভাব নাই।" কত সংসার যে এমনি ধোঁকায় পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, কত সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কত সাধের খেলা ফুরাইয়াছে, কত নন্দন-কানন মরুভূমে পরিণত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

আজি নন্দবাবু আফিস হইতে বেলা ১টার সময় ইডেন গার্ডেনের দক্ষিণ কোণে দণ্ডায়মান। সুরবালার উপপতি দেখিবে। সকলে সন্দেহ মিটাইবে। আর ভাল লাগেনা, একবারে অতলস্পর্শী সাগরের অতল জলে আশ্রয় লইতে অভিলাষ। স্ত্রী দ্বিচারিণী, যে স্ত্রীকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, সেই স্ত্রী দ্বিচারিণী! ভালবাসা, প্রেম—আজি কবি-কল্পনা। ছি ছি! সংসার এত অসার।

শান্তি আজি সাহেব সাজিয়াছে। দাড়ি পোষাক কেনার কথা মনে আছে কি? আজি সে সমস্ত শান্তির শ্রী-অঙ্গে উঠিয়াছে। লম্বিত দাড়ি, চক্ষে চশমা, মাথায় টুপি, টুপির মধ্যে কুঞ্চিত কেশদাম লুকাইয়াছেন। শান্তিকে আজ কে রমণী বলিবে?

শান্তির কথা মত সুরবালা আজ তাহার বাড়িতে উপস্থিত। দুজনে আলিপুরের জু-লজিকেল গার্ডেন দেখিতে যাইবেন। রাধামাধব বসুর জুড়ি উপস্থিত। শান্তির সাহেব মূর্ত্তি দেখিয়া সুরবালা বলিলেন "আজ এ বেশ কেন?"

শান্তি। আর পোড়া নারী বেশ ভাল লাগে না।

সুর। ছি লোকে কি বল্‌বে?

শান্তি। চিন্‌লে ত?

সুর। আমায় ত চিনবে।

শান্তি। কেন ?

সুর। যদি কোন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। সে মনে করবে যে আমি একটা পুরুষের সঙ্গে বেড়াচ্চি।

শান্তি। তা হ'লে ভালই হয়। নন্দ দেখে ত আরও ভাল হয়। বিষের জ্বালাটা কেমন তা টের পায়।

সুরবালা কি ভাবিয়া বলিল "তা ঠিক্।"

শান্তি। তুমি তাই চুপ করে আছ, আমি হলে উত্তর গাইতাম। যে যেমন তার সঙ্গে তেমন। সতীত্ব ছাই আর পাঁশ। ভগবানের যদি বিচার থাক্‌তো তা হলে এত হতোনা।

সুর। যে যা করুক ঈশ্বর তার বিচার কর্‌বেন।

শান্তি। জীয়ন্তে নয়, মলে।

সুর। তাই না হয় হ'লো।

শান্তি। তারই বা প্রমাণ কি। এ সব দেখে শুনে আমার আর ঈশ্বরে তেমন বিশ্বাস নেই।

সুরবালা তাহার উত্তর না দিয়া একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিলেন।

উভয়ে গাড়িতে উঠিলেন। গাড়ি ছুটিল। ইডেন গার্ডেনকে পরিক্রমণ করিয়া গাড়ি উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নন্দ বাবু দেখিলেন পাপিষ্ঠা সুরবালা আর তাহার ফিরিঙ্গী উপপতি! আর ত অবিশ্বাসের কারণ নাই,—নন্দ বাবুর চক্ষে পৃথিবী ঘুরিল, দৃষ্টিলোপ পাইল, সংসার অস্তিত্ব হারাইল, ভাঙ্গা হৃদয় ভাল করিয়াই ভাঙ্গিল। শান্তির কথাই সব ঠিক। সুরবালার একটা ফিরিঙ্গী উপপতি।

নন্দ ধীরে ধীরে আফিসে ফিরিলেন। নির্জ্জনে একটী কক্ষ মধ্যে বসিয়া কতই কাঁদিলেন। আর ভাবিলেন পৃথিবীটা কি ? এখানে কি সুখ নাই ? নন্দ ভাবিলেন স্ত্রী সুন্দরী করিতে নাই। যে সুন্দর তাহার উপর সকলের লোভ হয়। আমি দরিদ্র সন্তান, আমার সুন্দরী স্ত্রী কেন ? সুরবালা তুমি যদি সুন্দরী না হতে, তা হলে আমায় হয়ত পছন্দ হ'ত। আমি তোমার সৌন্দর্য্যের কাঙ্গাল ছিলাম না। আমি তোমার ভালবাসাপূর্ণ

স্নেহময় হৃদয়টী ভাল বাসিতাম। হায় এতদিনে আমার সকল সুখ গেল। আবার তখনি হৃদয়ে দারুণ ক্রোধের উদয় হইল, ধমনী দ্রুত বহিল, চক্ষু আরক্ত হইল, ভাবিলেন "এত ছলনা—স্ত্রীলোকের এত ছলনা, এত প্রেম-ভাণ। আমি জানিতাম সুরবালা, তুমি আমা ভিন্ন আর কাহাকেও জাননা। মনে হ'ত স্বর্গ হতে যদি স্বয়ং ইন্দ্র এসে তোমার প্রেম ভিক্ষা করেন তাও তুমি প্রত্যাখ্যান কর্‌বে, কিন্তু হায় এই তোমার পত্র—আমি তোমার সুখের অন্তরায়! তুমি বন্দিনী তাই চকিতের ন্যায় দেখা দাও। ছি! ছি! আমি কালসাপিনীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ছিলাম।"

নন্দবাবু কাগজ কলম লইলেন। মনে করিলেন আর কেন রীতিমত ডাইভোর্স মোকর্দ্দমা করি। জগৎ দেখুক সুরবালা কি সয়তানী। লোকে পরীক্ষা করুক যে সুন্দরী স্ত্রী করা কি মহাপাপ। আর আমি আত্মহারা হ'য়ে, ভালবাসার প্রতিফল ভোগ করি।"

নন্দবাবু আবার কি ভাবিলেন—বলিলেন "না না ডাইভোর্স না করিলে কি চলিবেনা। চলিতে পারে।"

এই বলিয়া তখনি ইংরাজিতে একখানি পত্র লিখিয়া শান্তির বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

প্রিয় বন্ধু,

সুরবালা আমার চক্ষের শূল। সুরবালাকে একবারে ত্যাগ যতদিন না করিতে পারি, ততদিন আমার সুখ নাই। ভালবাসা ছায়া বাজি, আমি এখন বাজিকর। সংসারে যে আপনার তীব্র দৃষ্টি আছে সেজন্য আপনি ধন্যবাদার্হ।

মাস ফিরিবে না, কিন্তু দেখিবেন সুরবালার সম্বন্ধ আমি আদালতের সাহায্যে বিচ্যুত করিব। সুরবালা আজ আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃতা হইবে। দাস দাসীর সম্মুখে লাঞ্ছিতা হইবে। আমি আর না করিতে পারি কি? আমার হৃদয়ে এখন অদ্ভুত ক্ষমতার উদয় হইয়াছে।

আপনার—বিশ্বস্ত বন্ধু,

নন্দ।

---

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

### নূতন পরিচয়।

গাড়ি ইডেন্ গার্ডেন পার হইবা মাত্র শান্তি আবার স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন। সুরবালা বলিলেন "সাধ মিট্‌লো ?"

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আর কেন।" উভয়ে ক্ষণকাল জু লজিকেল গার্ডেনে ভ্রমণ করিয়া বাটী ফিরিবেন, এমন সময় তথায় রাধামাধব বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাও শান্তির কল্পনার ফল।

রাধামাধব বাবুর পরণে অতি মিহি লালবাগের কালা পেড়ে ধুতি, পায়ে শিল্কের মোজা, তায় বিলাতি বার্ণিশ করা জুতা। অঙ্গে অতি মিহি শিল্কের পাঞ্জাবী—আস্তিনদার জামা। সুবর্ণ ঘড়ি চেনের ভারে তাহা আবার নমিত ও কুঞ্চিত। সরু কোঁচান চাদর স্কন্ধদেশে সন্তর্পণে স্থাপিত, বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলে মূল্যবান হীরকাঙ্গুরী শোভা পাইতেছে। দক্ষিণ হস্তে শোভাময় যষ্টি।

মস্তকের কেশগুলি অতি পারিপাট্যের সহিত সজ্জিত। এ সকলের উপর রাধামাধব রূপবান পুরুষ। রাধামাধব বাবু সাহ্লাদে শান্তির কর-মর্দ্দন করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

শান্তি সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহার সহিত সুরবালার পরিচয় করিয়া দিলেন, কিন্তু সুরবালা যে এটর্নী নন্দ বাবুর স্ত্রী সে পরিচয় দিলেন না। কেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু সুরবালা যেন তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন।

তখন রাধামাধব বাবু সুরবালার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রাধামাধবের কথাবার্ত্তার মনোহারিত্ব ছিল। লম্পটের আর কিছু না থাকুক, স্ত্রীলোক কি ভালবাসে, কিরূপ কথা বার্ত্তায় তাহারা মোহিত হয় তাহা বেশ জানা আছে। এ কথায় না হয় অন্য কথা আছে, কিন্তু মন ভিজাইতেই হইবে। যে যেমন তাহার সহিত তেমনি করিতে হয়। কখন ছেব্‌লাম, কখন গাম্ভীর্য্য, কখন ধর্ম্মকথা যেখানে যাহা আবশ্যক তাহাই লইয়া উপস্থিত হইতে হয়। রমণী ভুলিয়া যায়, অন্য ভাবে তাহার

সংসর্গ ভালবাসিয়া শেষে আপনার সর্ব্বনাশ করে। শস্য ছড়াইয়া পাখী ধরার মত নানা প্রকারের বাক্য ছড়াইয়া দেয়, রমণী যখন বিভোর প্রাণে সে সকলের রসাস্বাদন করে, তখন ধরিয়া ফেলিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ করে। লম্পটের কাজই এই, সুতরাং রাধামাধব রমণী সহ কথা কহিতে জানি-বেনা তাহা সম্ভবেনা।

সুরবালার রাধামাধবের কথা যে সুধু ভাল লাগিল তাহা নয়, তিনি তাহাতে মোহিত হইলেন। শান্তি পরিচয় দিয়া ছিলেন রাধামাধব অবি-বাহিত ধনী ও সম্ভ্রান্ত-বংশ সম্ভূত। একজন প্রধান ব্রাহ্ম। সুরবালারও বিশ্বাস তাহাই, তাঁহার বিশ্বাস, তিনি একজন চরিত্রবান ভদ্র সন্তানের সহিত পরিচিত হইয়া সুখী হইলেন।

শান্তি বাটীতে ফিরিলেন। তখনও অনেক বেলা আছে, সুতরাং তাঁহার আহ্বানে সুরবালা ও রাধামাধব বাবুও তাঁহার বাটীতে আসিলেন। শান্তি বাটীতে আসিয়া নন্দ বাবুর পত্র খুলিলেন এবং পাঠান্তে সুরবালাকে নিভৃতে ডাকিয়া দেখাইলেন। সুরবালার মাথায় বজ্রপাত হইল।

শান্তি ভ্রূকুটীসহ কহিলেন "পুরুষ এমনই বটে। এত অত্যাচার, এত হতাদর, এত স্পর্দ্ধা, আমি হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনা।"

সুর। আদালতে কি বল্‌বে। আমার ত কোন দোষ নাই।

শান্তি। সে আর কি বল্‌বে যে আমার সুরবালাকে ভাল লাগেনা, সে বল্‌বে সুরবালা অসতী। যারা উকীল, মিথ্যা কথা যাদের অঙ্গের অভরণ, তাদের সাক্ষীর অপ্রতুল নাই।

সুর। তবে উপায়? তা হলে আমি জন-সমাজে মুখ দেখাব কি বলে।

শান্তি ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "রাধামাধব বাবুর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌বো?"

সুরবালা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

শান্তি বলিলেন "তায় দোষ কি? উনি অতি ভদ্র লোক।"

শেষ রাধামাধব বাবুকে বলা হইল। তিনি একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "মোকর্দ্দমা চলুক।"

সুর। আমার অর্থ কই।

রাধা। যত টাকা লাগে আমি দিব।

শান্তি। তাতে ফল কি?

রাধা। নন্দ বাবুকে ভরণ পোষণের ভার নিতে হবে।

সুর। সে বাসনা আমার নাই, যিনি আমাকে স্ত্রী বলে স্বীকার করতে চান না, তাঁর অর্থ আমার অস্পৃশ্য।

শান্তি। Bravo, আমারও সেই মত।

সুর। মোকর্দ্দমা যাহাতে না হয় তার উপায় করুন।

রাধা। প্রকৃত কি আপনি দোষী?

সুরবালা উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন "স্বামী আমার সর্ব্বস্ব, স্বামী ছাড়া আমি কিছু জানিনা।"

রাধামাধবের পিশাচ প্রাণও ক্ষণেক কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি সংযত হইয়া বলিলেন "তবে আপোষে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হউক।"

সুর। কি করতে হবে?

রাধা। কিছুনয়, যা করবার আমার এটর্নীরা কাল সমস্ত করবে।

সুরবালা একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, মুখে কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু মনে মনে বলিলেন "হা ঈশ্বর আমি নন্দকে না দেখিয়া কি করিয়া বাঁচিব।"

চক্ষু হইতে আপনা আপনি জল পড়িতে লাগিল। শান্তি বলিলেন "সুরবালা তুমি কাঁদচো? সে পিশাচের জন্য চক্ষে জল!"

সুরবালা চক্ষের জল মুছিলেন। মনে মনে এক একবার ভাবিতে ছিলেন "তাঁহার চরণে পড়িয়া একবার কাঁদিয়া দেখিব কি?" কিন্তু সে বাসনা শান্তির তাড়নায় হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থান পাইল না।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### দুর্দ্দশার একশেষ।

আপোষে বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইল। লেখাপড়া রেজিষ্ট্রী হইল। স্বামী স্ত্রীতে আবার দেখা হইল, কিন্তু কেহ কোন কথা কহিলেন না। সুর-

বালার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু সে জল আর গড়াইল না। হায়! এত আশা, এত ভালবাসা, এত স্নেহ, এত যত্ন এমনই করিয়া তুচ্ছ বিষয়ের জন্য কত যায় তাহার কি স্থিরতা আছে! মানুষ বুঝিবার গুণে কখন পণ্ডিত কখন মূর্খ। হিন্দু তুমি জন্ম জন্ম এক স্বামী পাইতে বাসনা কর, কিন্তু সভ্যতায় তাহা এক জন্মও ভোগ হয়না? বুদ্ধি দোষে সে সুখ সহ্য হয়না। মন্থরার অভাব সংসারে নাই। আপনার নাক কাটিয়া লোকে পরের যাত্রা ভঙ্গ করে, শান্তি ত আপনার নাসিকা অক্ষত রাখিয়াছে!

সুরবালা শান্তির বাটীতেই আছেন। সুরবালা রাধামাধবের করতল গত হইলে শান্তি তিন হাজার টাকা পাইবেন, এই লোভই তাহার প্রবল হইয়াছে। কিন্তু সুরবালা ত আত্মহারা হইয়াছে। সুরবালা ত সংসার-সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। রাধামাধব কত বিনয় কত প্রলোভনের ছলনায় সুরবালার পাণি গ্রহণ অভিলাষ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু কই তিনি ত স্বীকার হইলেন না। যার সাজান সংসার ছারখার হয়, ফল ফুল পরিশোভিত প্রেমতরু শুকাইয়া যায়, তার কাণে কি আর প্রেমকথা শীঘ্র ভাল লাগে? কিন্তু রাধামাধব বিশ্বাস করিতে পারে কই? রাধামাধবের চোখের ক্ষুধা, একবার আহারেই পরিতৃপ্তি। উপরি উপরি দুদিন এক জিনিস ভাল লাগেনা। সুরবালা একদিন আত্ম-সমর্পণ করিলে, আর রাধামাধব শান্তির শান্তি-নিকেতনে হয়ত পদার্পণ করিবে না। কিন্তু কই তাহাও ত ঘটিয়া উঠেনা।

সুরবালার শান্তি-নিবাসে থাকার অনিচ্ছা,—শান্তি পুরুষ ভালবাসে, শান্তির গৃহে কত লোক আসে, শান্তিকে শাসন করিবার কেহ নাই—এ অবস্থায় শান্তির গৃহে কি থাকিতে আছে? একথা সুরবালার হৃদয়ে কতবার উঠে, সুরবালা আপন মনে কত ব্যথিত হয়, কিন্তু তাহার ত আর কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। শান্তির আশ্রয় না পাইলে সুরবালা কোথায় থাকিতেন, সেটী ভাবিলে আর এত ভাবনা ভাবিতে হইত না।

গ্রীষ্মকাল,—শান্তির সেই পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে আজ রাধামাধব বাবু শান্তি ও সুরবালা সহ উপবিষ্ট। রাত্রি প্রায় ৮টা হইয়াছে। এমন সময় রাধামাধব বাবু বলিলেন, "শান্তি বরফ দিয়া একটু সরবৎ আনো, গরমে আর তিষ্ঠিতে পারিনা।"

শান্তি আপনিই সরবৎ আনিতে গেলেন।

বরফ মিশান সরবৎ তিনটী গেলাসে আসিল। শান্তি সকলের হাতে এক এক গ্লাস সরবৎ দিলেন, এবং আপনিও এক গ্লাস পান করিলেন। পানান্তে আবার পূর্ব্বমত নানা প্রকারের কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। এমন সময় সুরবালা বলিলেন "আমায় মার্জ্জনা করিবেন, আমার শরীরটা বড় খারাপ বোধ হইতেছে, একটু শুইগে।"

শান্তি সোৎসুকভাবে বলিলেন "অসুখ কর্‌চে নাকি ?"

সুর। কি করচে তা এখন ঠিক্ বল্‌তে পারিনা।

শান্তি। রাত্রে খাবে ত ?

সুর। তাও বল্‌তে পারিনা।

সুরবালা চলিয়া গেলে শান্তি রাধামাধব বাবুকে বলিলেন "কই, টাকা দাও ?"

রাধামাধব বাবু শান্তির হাতে তিন হাজার টাকার ৩ কেতা নোট দিলেন।

উভয়ে বাটীর মধ্যে আসিলেন, ক্ষণেক পরে উভয়ে সুরবালার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। শান্তি সুরবালাকে ডাকিলেন,—উত্তর নাই। দেখিলেন নিশ্বাসবায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, কিন্তু সুরবালার জ্ঞান নাই। শান্তি সুরবালার অঙ্গ ঠেলিলেন, তথাপি উত্তর নাই। শান্তি তখন মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন "তোমার ওস্তাদি আছে, কিন্তু ঔষধটা আমায় শিখাতে হবে।"

রাধা। কাল বলিয়া দিব।

শান্তি। তবে আমি এখন আসি।

শান্তি এই বলিয়া চলিয়া গেল, রাধামাধব সেই স্থানেই রহিলেন, কক্ষের অর্গলবদ্ধ করিয়া সুরবালার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

অতি প্রত্যুষে সুরবালার নিদ্রা বা ঘোর ভাঙ্গিল। সুরবালা অতি কষ্টে চক্ষু চাহিলেন। মাথা তখনও বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। জ্ঞান বেশ স্পষ্ট হয় নাই। দেখিলেন ঘরে আলো জ্বলিতেছে, কিন্তু শয্যার পার্শ্বে কে শুইয়া আছে। তবে কি শান্তি? না, কি সর্ব্বনাশ, এ যে রাধামাধব!

সুরবালা শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "সয়তান, এ কি ?"

রাধামাধব হাসিয়া বলিলেন "আর কেন, আমার হও।"

সুরবালা কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু কথা সরিলনা, মাথা আবার ঘুরিয়া উঠিল। সুরবালা সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া শয্যায় পতিতা হইলেন। রাধা-মাধব পলাইলেন। শান্তি আসিয়া সুরবালার সংজ্ঞাপনোদন করিলেন। সুরবালা চক্ষু চাহিয়াই চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বলিলেন "পাষণ্ড।"

কিন্তু শান্তি তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "সুরবালা স্থির হও।"

সুর। কি, স্থির হব, তোমরা আমার সর্ব্বনাশ—

শান্তি। ও কি কথা সুর। আজ সমস্ত রাত্রি কেবল ঐ কথা বল্‌চো। প্রথমে মনে করেছিলাম রোগের প্রকোপে বোক্‌চো,—এখন ত জ্ঞান হয়েছে, এখন আবার ও কথা কেন?"

সুর। সে পিশাচ কোথায়?

শান্তি। কে?

সুর। রাধামাধব।

শান্তি। তিনি ত রাত্রি ৯টার পূর্ব্বেই বাটী গিয়াছেন।

সুর। সে কি? আমার শয্যায় তবে কে ছিল?

শান্তি। সমস্ত রাত্রি আমি আছি। একটু ভোর হইলেই ডাক্তার ডাকাইব। তুমি এখন ভাল ত? রাত্রে ভারি জ্বর হইয়াছিল।

কথাটা কেমন কেমন ঠেকিল, সুরবালা বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "আমার শরীর বড় দুর্ব্বল।"

সুরবালা এই কথা বলিয়া আবার গভীর চিন্তা-নিমগ্না হইলেন। শান্তি শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

সে দিন সুরবালা আহারাদি কিছুই করিলেন না। শান্তির অনুনয় বিনয় সমস্তই ব্যর্থ হইল, সন্ধ্যার পর সুরবালা সকলের অজ্ঞাতসারে শান্তির গৃহ ত্যাগ করিলেন। কোথায় গেলেন, তাহা কেহ জানিল না।

সুরবালা,—তুমি ত কতবার ভাবিয়াছিলে শান্তির গৃহে বাস করা ভাল নয়, কিন্তু তখন তাহা ত্যাগ করিবার সামর্থ তোমার হয় নাই কেন? আজি যে অনির্দ্দিষ্ট আশ্রয় অবলম্বন করিলে, সে আশ্রয় ত বহুদিন লইতে পারিতে। মনুষ্য কখনও বিবেক হারা হয় না, কিন্তু সময়ে তাহার উপদেশ শোনে কই?

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### শান্তির কৌশল।

বঙ্গদর্শনের পাঠক অবগত আছেন যে, শূলপাণি কর্তৃক স্বুবর্ণ গোলক সম্বৃত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা দেখিতেছি তাহা হয় নাই। সংসারে নিত্যই সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার সম্পাদিত হইতেছে।

ঠাকুরদাস ব্রাহ্মণ সন্তান, বৈদিক শ্রেণী, বাড়ী রাজপুরের নিকট। বাটীতে স্ত্রী ও দুইটী সন্তান, কিন্তু তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয়না বলিয়া শান্তিস্বুন্দরীর নিকট বাজার-সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। বেতন মাসিক ১০৲ টাকা। ঠাকুরদাস শ্যামবর্ণ লম্বাকৃতি, ঠোঁট দুইটী হাব্সি প্যাটেণ্টের মত পুরু পুরু। চক্ষু ঈষৎ গোল ও আদ বসা, নাসিকার অগ্রভাগটী বেশ উন্নত, কিন্তু শরীরের আয়তন তেমন নয়, যেন কোমর ভাঙ্গা। বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। শান্তিস্বুন্দরী একখানি সোফায় বসিয়া সার্ ওয়াল্টার স্কটের রক্বী (Rokbey) পাঠ করিতেছিলেন। সম্মুখে একটী টিপাইএ হিঙ্কসের রিডিং ল্যাম্প দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, এমন সময় ঠাকুরদাস সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কে, ঠাকুরদাস?"

ঠাকুর। আজ্ঞা হাঁ।

শান্তি ভ্রকুটী করিয়া বলিলেন "আমি তোমায় কতবার বলে দিয়েছি যে, আমার কাছে যখন লোক জন না থাকবে তখন "আজ্ঞা" "আপনি" বলোনা।

ঠাকুর। তা—তা—

শান্তি। তোমার মাথা। নাও এই দিকে এস, আমার কাছে বস।

ঠাকুরদাস ধীরে ধীরে যাইয়া শান্তির পার্শ্বে সোফায় উপবিষ্ট হইল। ঠাকুরদাস বসিল বটে, তবে বড় জড়সড় হইয়া।

শান্তি। তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে।

ঠাকুর। বলুন।

শান্তি। তুমি জান আমি পোয়াতি?

ঠাকুরদাস মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে জড়িত-স্বরে বলিল, "তা—তা—"

শান্তি। তা তা কি, জান কি না?

ঠাকুর। জা—জানি।

শান্তি। সেটা কার কাজ?

ঠাকুরদাস বলিদানের পাঁঠার ন্যায় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, বলিল "আপনি যদি আমায় জোর না করিতেন, তা হলে আমার কি বাপের সাধ্য—"

শান্তি। সে কথা ছাড়।

ঠাকুর। তবে কি বল্‌ব?

শান্তি। আমার গর্ভজ সন্তানের পিতা কে?

ঠাকুরদাস কুন্ঠিতভাবে আকাশ পাতাল হাতড়াইয়া বলিল "তা কি করে বল্‌বো।"

শান্তি ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "তুমি কি না?"

ঠাকুর। তা—তা বটে।

শান্তি। আমি স্ত্রীলোক আমার জ্ঞান কি, তুমি পুরুষ মানুষ সামান্য ১০৲ টাকার সরকার, তোমার জ্ঞান নেই যে আগুণে হাত দিচ্চ, আজ দাদাকে বলে তোমার উচিত শাস্তি দেওয়াব।

ঠাকুর। আপনার পায়ে ধরি, আমি এমন কাজ আর কখনো কর্‌বো না। আমায় মার্জ্জনা করুন।

শান্তি হাসিলেন না। ব্রাহ্মণের কাকুতি মিনতিতে আরও উৎসাহিত হইয়া বলিলেন "সে সব আমি জানি না, দাদা যা করতে হয় কর্‌বেন।"

ঠাকুরদাসের চক্ষু দিয়া এইবার জল পড়িল, নয়ন মুছিয়া বলিল "বিবিসাহেব, তা হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে, গরীব ব্রাহ্মণ জেলে গেলে, আমার পরিবার ছেলে পুলে গুলি না খেতে পেয়ে মারা যাবে।"

শান্তি। তা আমার কি?

ঠাকুর। আমায় রক্ষা করুন, আমি বড় গরীব।

ঠাকুরদাস কাঁদিতে লাগিল।

শান্তি। আচ্ছা রক্ষা কর্‌তে পারি, যদি এক কাজ কর্‌তে পার।

ঠাকুর। যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো।

শান্তি। তবে শোন।

ঠাকুরদাস শান্তির মুখের নিকট কাণ সরাইয়া লইয়া গেল। শান্তি অতি ধীর-স্বরে তাহার কাণে কাণে কি বলিলেন।

ঠাকুর। তাই কর্‌বো।

শান্তি। দেখো।

ঠাকুর। কোন ভয় নাই।

ঠাকুরদাস এই বলিয়া সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিল। শান্তি তখন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। কিন্তু সম্মুখে সেই পুস্তকখানি পূর্ব্ববৎ খোলা রহিল।

---

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

### ফাঁদে পড়িল।

শান্তিসুন্দরী সেই সোফায় বসিয়া কি ভাবিতে ছিলেন, এমত সময় তথায় বাঁড়ুয্যে সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি শান্তির হাতটী ধরিয়া করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "How are you my darling ?"

শান্তি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "Thank you, I am quite well"

সাহেব। আজ চাঁদ মুখ মলিন কেন ?

শান্তি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সাহেব। শান্তি, শান্তি।

শান্তি। মন বড় ভাল নাই।

সাহেব। কেন শান্তি ?

শান্তি। কেন, তা কি জাননা ?

সাহেব। কই, আমি ত কিছুই জানিনা।

শান্তি। My pregnancy is daily advancing.

সাহেব। What of that?

শান্তি। বিপ্রদাস, তুমি পুরুষ তাই অমন কথা বলচ, আমার

প্রাণের ভিতর যে কি কর্‌ছে তা'ত জাননা। আমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু আমি অন্তঃসত্বা, দাদা শুন্‌লে কি বলবেন? লোকে শুন্‌লে কি বল্‌বে। যে সকল লোক স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার বিরোধী তাঁরাই বা কি বল্‌বেন? হায়—আমিই কি শেষে আমাদের অকলঙ্ক অবলা কুলের মহানিষ্ট সাধন কর্‌লাম। লোকে আর স্ত্রীলোককে বিশ্বাস কর্‌বে না। পিতা মাতা আর সহজে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেবেন না। একি কম দুঃখ।

সাহেব। আমার মতে তোমার শীঘ্র বিবাহ করা কর্ত্তব্য।

শান্তি। কে বিবাহ কর্‌বে?

সাহেব। Oh, there are thousands, who would be glad to marry you.

শান্তি। It being known that I am to become a mother?

সাহেব। Ofcourse that you must keep in yourself.

শান্তি। ধিক্ তোমায়।

সাহেব। কেন?

শান্তি। Do you think I would cheat one whom I shall call husband?

সাহেব। দোষ কি?

শান্তি। সম্পূর্ণ।

সাহেব। আর উপায় কি?

শান্তি। আগে তা ভাবা উচিত ছিল।

সাহেব। সে দোষ উভয়তঃ।

শান্তি। আমি তোমাকে দেবতা বলে ভাব্‌তাম।

সাহেব। আমি এখনও তোমায় দেবী বলে ভাবি।

শান্তি। Are you serious?

সাহেব। Certainly.

শান্তি সাহেবের হাত ধরিলেন, বলিলেন "বিপ্রদাস, আমায় রক্ষা কর, আমার সন্তানকে সংসারে সদর্পে মুখ দেখাতে দাও, pray, do not cover it with shame."

সাহেব। I never wish it, কিন্তু উপায় কি?

শান্তি। তুমি জান যে you are the father.

সাহেব। Am I to believe it?

শান্তি। That's insulting.

সাহেব। আমি ত আর ভাই এখানে পাহারা দিই না।

শান্তি। ঈশ্বর জানেন যে, আমি সত্য বল্‌ছি কি না।

সাহেব। হ'তে পারে, কিন্তু আমার কোন উপায় নাই, আমি তোমায় বিবাহ কর্‌তে পারিনা।

শান্তি। তবে কি আমি আত্ম-হত্যা কর্‌বো?

সাহেব। God forbid.

শান্তি। Then shall I commit a crime?

সাহেব। তা আমি বল্‌তে পারিনা।

শান্তি। কেন?

সাহেব। You are the best judge for it.

শান্তি। তবে আমায় আদালতের সাহায্য নিতে হলো।

সাহেব। কেন?

শান্তি। তোমায় পাবার জন্য।

সাহেব। আদালতে Bigamyর আইন নাই।

শান্তি। কেবল কি অবলার সর্ব্বনাশ কর্‌বার আইন আছে?

সাহেব। Compensation আছে।

শান্তি। তাতে ফল?

সাহেব। অনেকে তাতেই সন্তুষ্ট হয়।

শান্তি। উপায় না থাক্‌লে আমাকেও তাই কর্‌তে হবে।

সাহেব। তার প্রমাণ কই?

শান্তি। আছে।

সাহেব। সাক্ষী?

শান্তি। তাও আছে।

সাহেব। Impossible.

শান্তি ডাকিলেন "ঠাকুরদাস।" তাঁহাদের আসনের পশ্চাৎ হইতে ঠাকুরদাস উঠিয়া দাঁড়াইল, সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "Foul to the bottom."

---

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

### কথা মিটিল না।

ঠাকুরদাস চলিয়া গেলে শান্তি বলিলেন "আর কয়জন সাক্ষ্য আবশ্যক?"

সাহেব। তোমার অভিপ্রায় কি?

শান্তি। আমায় বিবাহ কর।

সাহেব। যদি না করি।

শান্তি। নালিশ কর্‌বো।

সাহেব। আদালতে কি ফল পাবে?

শান্তি। প্রতিহিংসা সাধন।

সাহেব। আমার কি, তোমারই লজ্জা।

শান্তি। তোমার নয়?

সাহেব। অতি সামান্য। এরূপ ঘটনা বিরল নয়।

শান্তি। অর্থ দণ্ড ত হবে।

সাহেব। নাচার। সে দণ্ড ঘরে ও কর্‌তে পার।

শান্তি। তুমি dis-bar হবে।

সাহেব। কে বল্‌লে?

শান্তি। আমার Council.

সাহেব। মিথ্যা কথা।

শান্তি। সেটা কার তা কি জানি।

সাহেব। তাতেই বা ক্ষতি কি,—আমার যথেষ্ট পৈত্রিক সম্পত্তি আছে।

শান্তি। তবে বিবেচনা মত রফা কর।

সাহেব। কি চাও?

শান্তি। ২৫ হাজার।

সাহেব। That's more than you can dream of.

শান্তি। তবে আর কথা কেন?

সাহেব। সম্ভব মত বল?

শান্তি। তুমি বল।

সাহেব। ১ হাজার।

শান্তি। Let us part. আর ও সকল কথা নয়।

সাহেব। ২ হাজার।

শান্তি। Not a farthing less than Twenty thousand.

সাহেব। শান্তি আমার কথা শোন, আড়াই হাজার টাকা নিয়ে ক্ষান্ত হও আদালতে হয়ত মিস্ পিগটের মত এক আনার ডিক্রি পাবে।

শান্তি। তাই নেবো।

সাহেব। দেখ শান্তি, তুমি বড় ill advised হয়েছ।

শান্তি। হলামই বা। তোমার উপদেশ চাইনা।

সাহেব। তুমি না চাইলেও আমায় দিতে হয়, তোমার দাদা এ সকল শুন্‌লে কি বল্‌বেন, কি মনে কর্‌বেন। এ সকল কথা প্রকাশ হ'লে লোকে আর তোমায় বিবাহ কর্‌বে না।

শান্তি। আমি শত শত গ্রন্থকারের impressions of first love পড়েছি, আমার প্রাণ থেকে তুমি সেই romance নষ্ট করচো। তুমি তস্কর, তুমি traitor,—বিশ্বাসঘাতক। যাকে দেখ্‌লে আমি সকল ভুলে যেতাম, স্বর্গ যেন হাত বাড়িয়ে পেতাম, আজ তাকে দেখে আমার প্রাণ জ্বলে যাচ্চে। তার কাছে লোক-লজ্জা আবার কি? আমার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে তার আর উপায় কি। তা ত irrepairable.

সাহেব। সভ্যজগতে এ ঘটনা বিরল নয়, তোমার অবস্থায় শত শত নারীকে পড়্‌তে হয়, কিন্তু তারা আত্মহারা হয় না।

শান্তি। আমি তোমার কথা শুন্‌বো না, তোমার উপদেশও চাই না।

সাহেব। তবে তাই হোক্।

সাহেব আর কোন কথা না বলিয়া কিছু বিরক্তভাবে চলিয়া গেলেন।

শান্তি ওষ্ঠে দন্ত স্থাপনা করিয়া মনে মনে বলিলেন "যাও, কিন্তু ফের আস্‌তে হবে।"

## পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

### সুখের পরিণাম।

বিপ্রদাস সাহেব আপন শয়নকক্ষে একটী খাটের উপর শয়ন করিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় তথায় হেমাঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিপ্রদাস হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়াও দেখিলেন না, কোন কথাও কহিলেন না। হেমাঙ্গিনী ভাবিলেন এ আবার কি? এত চিন্তা কিসের, নূতনে নজর পড়েছে না কি? যাহাহ হউক ধীরে ধীরে নিকটে যাইয়া মৃত্তিকা-সংলগ্ন-শীরে মুসলমানি কায়দায় সেলাম করিয়া বলিলেন "সেলাম পৌঁছে গরীব নেওয়াজ।"

সাহেব আর তখন থাকিতে পারিলেন না, একবার হেমাঙ্গিনীর প্রতি তাকাইলেন, দেখিলেন—হেমের মাথা খোলা, কানে ইয়ারিং, অধরে মৃদু হাসি, চক্ষে আনন্দ, বুক বেড়া সিমলার চওড়া কালাপেড়ে কাপড়, অঞ্চল দিয়া কোমর বাঁধা। কিন্তু সাহেব বদ্‌ রসিকি করিলেন,—বলিলেন "কি কর।"

হেম। এত বিরক্তি কেন?

সাহেব। আমি এখন একটা গুরুতর চিন্তায় নিমগ্ন আছি।

হেম। নব-বিধানী প্রেমের কল্পনা হচ্চে নাকি?

সাহেব। তোমার সকল সময়েই বিদ্রুপ।

হেম। কাজ না থাক্‌লে তাই বই আর কি।

সাহেব। আমি ত আর নিকেজে নই?

হেম। নবানুরাগে বড়ই ব্যস্ত বটে।

সাহেব। তুমি আমায় কেবল ঐতেই মূর্ত্তিমান দেখ।

হেম। তোমায় ভাল চিনি বলে।

সাহেব। আচ্ছা, এখন আমায় খানিক ভাব্‌তে দাও।

হেম। তুমি খুব ভাব, ররং আমি মাথায় বরফ দিযে দিচ্ছি।

সাহেব। না, তুমি এখন অন্যত্রে যাও।

হেম। তুমি বল কি ভাব্‌চো ?

সাহেব। তা বল্‌বার নয়।

হেম। তবে তোমার খারাপ ভাবনা, আমি তা কখন ভাব্‌তে দেব না।

সাহেব। খারাপ কিসে জান্‌লে ?

হেম। তোমার মুখ দেখে।

সাহেব। আচ্ছা তবে বল দেখি আমি কি ভাব্‌চি ?

হেম। তুমি একটা ফুলের নাম কর।

সাহেব। আবার চালাকি ?

হেম। তবে আমি বল্‌ব না।

সাহেব। আচ্ছা অনুমান কর দেখি।

হেম। কোন স্ত্রীলোক হয়ত অনেক টাকা চেয়েছে, কোথা থেকে দেবে তাই ভাব্‌চো।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "দূর্।"

হেম। তবে নিশ্চয়ই তাই।

সাহেব। না না, তুমি এখন যাও।

হেম। আমি ত যাব না, যদি যাই তা হলে আমিও কিন্তু একটী লোককে ভালবাস্‌বো।

সাহেব। লোকটী কে ?

হেম। আমার ছেলের বাপ।

হেমাঙ্গিনী হাসিলেন। সে হাসিতে কত মাধুরী দেখা দিল। সাহেব এবার উঠিয়া বসিলেন। হেমাঙ্গিনীও তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিলেন আকাশ রোজ দেখি, তবু আকাশের সৌন্দর্য্য ফুরায় না। চাঁদ, ফুল, লতা, পাতা, তারারাজি দেখি না কবে ? কিন্তু নিত্যই তাহা নূতন শোভায় মনকে পুলকিত করে। প্রণয়ী নিত্যই মিলিত হয়, কিন্তু নূতনত্ব ফুরায় না, পরিতৃপ্তির শেষ হয় না। বিপ্রদাস হেমাঙ্গিনীকে নিত্য দেখেন, কিন্তু নিত্য যেন তাহাতে নব-সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। তবু কেন অন্যে মন ধায়, এ কথার কেহ উত্তর দিতে পারেন কি ?

বিপ্রদাস ক্ষণেক হেমাঙ্গিনীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "হেম, আমি বড় বিপদগ্রস্থ।"

হেম। বিপদ।

সাহেব। খুব বিপদ।

হেম। কি?

সাহেব। শান্তির গর্ভ হয়েছে, সে ড্যামেজ চায।

হেমাঙ্গিনী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন সে হাসি আর থামে না। সাহেব বলিলেন "হাস কি।"

হেম। কি কর্‌বো।

সাহেব। আমি আমার চবিত্র-দোষ স্বীকার কর্‌চি, তোমার কাছে অনুতাপ কর্‌চি—

হেম। নাও নাও, তোমার বক্তিমা রাখ, আমায় আগে পেট্ পুরে হাস্‌তে দাও।

সাহেব। আমাব বিপদে তোমার হাসি।

হেম। এ আবার বিপদ কিসে, আমি না বিয়িএ কানাইএর মা হবো।

সাহেব। তোমার হিংসা হয় না, স্বামী-চরিত্রের অবনতি দেখে দুঃখ হয় না?

হেম। সে সব অনেক কাল গেছে, আমরা বাঙ্গালির মেয়ে, আমাদের কি দুঃখ ঘৃণা আছে।—তোমায় শাসন বা সংশোধন কর্‌বার মালিক ত আমি নই।

সাহেব। তবে কে?

হেম। তোমার সাধের শান্তি।

সাহেব। আর তার নাম করোনা।

হেম। বালাই ও কি কথা, তার নামে যে তুমি নেচে উট্‌তে। সে যা হোক্ বলিহারি তোমার প্রবৃত্তিকে।

সাহেব। কেন, শান্তি কি অতি কুৎসিতা।

হেম। সে যদি কুৎসিতা না হয়, তবে কুৎসিতা কে?

সাহেব। কে জানে কেমন খেয়াল।

হেম। খেয়াল না থাক্‌লে মানুষ কিসের, চিরদিন কি একজনকে ভাল লাগে।

সাহেব। এবার থেকে নাকে কাণে খৎ।

হেম। ওসব কত দেখেছি।

সাহেব। আমি সত্তি বল্‌চি।

হেম। তা ভাল, কিন্তু পরিণামটা কি বলনা।

সাহেব। টাকা চায়।

হেম। কত?

সাহেব। ৩ হাজারের কম নয়।

হেম। না দিলে?

সাহেব। নালিশ কর্‌বে।

হেম। বল কি? ছি ছি পোড়ার মুখে লজ্জা নেই। এই তোমার শিক্ষিতা সম্প্রদায়?

সাহেব। সে কথা যাক্—এখন উপায়?

হেম। টাকা দাওগে, আর যতদিন দিতে পার স্ত্রী-স্বাধীনতা আর স্বাধীন ভালবাসার গুণ গান করগে।

সাহেব। আমার কাছে মোট ১০০৲ টাকা আছে।

হেম। রোক্?

সাহেব হাসিয়া বলিলেন "না নোট।"

হেম। আচ্ছা যে টাকা উপায় কর, তা কি হয়?

সাহেব। উড়ে যায়। আমার টাকার ডানা আছে।

হেম। এখন কি কর্‌বে, বাবা শুন্‌লে যে লজ্জায় মুখ দেখান ভার হবে।

সাহেব। তাইত ভাব্‌চি।

হেম। ভেবে কি স্থির কর্‌লে?

সাহেব। কিছু না।

হেম। তোমার ত অনেক বন্ধু বান্ধব আছেন, তাঁদের কাছ থেকে নাওগে।

সাহেব। তা আমি পার্‌বোনা, আমার ইজ্জত যাবে।

হেম। আমার জলপানির টাকা থেকে ১৫০০ টাকা জমেছে, সেইটী দিতে পারি।

সাহেব সাহ্লাদে বলিলেন "আর বাকি ?"

হেম। ঠাকুরমার কাছ থেকে নেবো ?

সাহেব। ছি!

হেম। তবে এক উপায় আছে।

সাহেব। কি ?

হেম। একজন তোমার চায়, যদি যাও ত সব টাকাই দেয়।

সাহেব। আবার ঠাট্টা।

হেম সহাস্যে বলিলেন "মাইরি ঠাট্টা করিনি।"

সাহেব। কে ?

হেম। কিরণ, তার তোমার উপর বড় নেশা।

সাহেব হেমাঙ্গিনীর গাল টিপিলেন, শুধু টিপিলেন না, একটু ভাল করিয়া টিপিলেন।

হেমাঙ্গিনী ছুটিয়া গিয়া দর্পণে মুখ দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন "দেখ দেখি দাগ করে দিলে।"

সাহেব। তা একটু দাগ হলেই বা।

হেম। তা বই কি।

এই বলিয়া হেমাঙ্গিনী কেশ দ্বারা সেই স্থান ঘর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন "ইস্, কি কর্‌লে বল দেখি।"

সাহেব। ও দাগ জানা যায় না।

হেমাঙ্গিনী বঙ্কিম দৃষ্টে নয়নদ্বয়ের ঈষৎ বিস্ফারণ ও আকুঞ্চন সহ বলিলেন "না যায়না বই কি,—ঠাকুরমা কুট্ কুট্ করে কত বল্‌বেন এখন।"

সাহেব। তাঁর অত নজর নেই।

হেম। কে বলে নেই—

তখন সাহেব বলিলেন "ও সব কথা থাক, বলি বাকি টাকার কি হবে ?"

হেম। আমার মাথা আর মুণ্ডু হবে, উনি ইয়ারকি দেবেন আর আমি টাকা দবো। আমার ত কম পাপ নয়।

সাহেব। যেন কতবার দিয়েছ।

হেমাঙ্গিনী জিব কাটিয়া বলিলেন "কি বেইমানি, দিইনি—কতবার কত ছলে টাকা নিয়েছ, কিন্তু সে সব নিয়ে কি করেছ ভাব দেখি।"

সাহেব। আচ্ছা এই শেষ।

হেম। শেষ হোগ আর না হোগ, আমায় ঘেন্নার দায়ে দিতে হবে।

সাহেব। কোথা পাবে?

হেম। আমি কি রোজগার করিনে বুঝি।

সাহেব। না সত্তি বলনা?

হেম। ঠাকুরঝির টাকা আমার কাছে আছে তাই থেকে দবো, কিন্তু মাসে মাসে আমায় ২৫০্ টাকা করে শোধ দিতে হবে। আর মোটের উপর স্থদ ৫০০্ পাঁচশো।

সাহেব। স্বীকার।

হেম। এখন হবে, কিন্তু পরে নয়।

সাহেব। তুমি দেখো।

তখন হেমাঙ্গিনী "দেখা যাবে" বলিয়া স্বামীপার্শ্বে যাইয়া আলুলায়িত কেশদাম বালিশের উপর ছড়াইয়া শয়ন করিলেন। বিপ্রদাস সাহেব তখন হেমাঙ্গিনীর সেই পবিত্র ভালবাসামাখা বদন প্রতি অনিমিষলোচনে চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন, সেই বদনপ্রান্তে যেন কত কি লুকান সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন। হেমাঙ্গিনী বঙ্কিমদৃষ্টে স্বামীর প্রতি চাহিয়া বিভোর প্রাণে আরও কত কথা কহিতে লাগিলেন। পাঠক, সে সকল আর তোমার শুনিয়া কাজ নাই।

---

## ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

### স্বামী স্ত্রী।

মানুষের মধুর কথায় না হয় কি? যে কথায় বিচারপতির মতিভ্রম হয়, বনের পাখি কথা কয়, পাষণ্ডের হৃদয়ে ঈশ্বর-ভক্তি জাগিয়া উঠে, মানুষ মানুষের

দাস হয়, সে কথায় নন্দ বাবুই বা না ভুলিবেন কেন? শান্তি নন্দ বাবুর মন বেশ ভিজাইয়াছে। নন্দ বাবু প্রাণের দাগা ভুলিয়াছেন, স্থরব্যালার অসচ্চরিত্রতা ভুলিয়াছেন, আর ভুলিয়াছেন স্ত্রী চরিত্রে অবিশ্বাস। এখন শান্তিকে রমণীকুল-রত্ন বলিয়া ভাবিয়াছেন। শান্তি ভিন্ন যেন সংসারে সুখ নাই বলিয়া মনে হইতেছে। মানব মাত্রেরই এই গতি, নন্দ বাবুর না হইবে কেন? যে যায়—সেই যায়, হৃদয় সে জন্য বিকল হয়, কিন্তু তাহার চিরানুসরণ করেনা। আজ যাহা ঘৃণা করি, কাল তাহা ভালবাসি, মানব হৃদয় এমনি চঞ্চল! শান্তি আপন কাজ বাগাইল, তাহার সাধনাব সিদ্ধি হইল। কেহ শাঁকও বাজায় নাই, কেহ হুলুও দেয় নাই, কিন্তু শান্তি সুন্দরীর সহিত নন্দ বাবুর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শান্তির আশার অর্দ্ধেক না হউক কতক ফল ফলিয়াছে, তিন হাজার টাকা বাড়ুয্যে সাহেবের নিকট আদায় হইয়াছে।

এখন স্বামী স্ত্রীতে বড় ভাব। যদি থাকে তবে কখনই বা কম। আজি নবদম্পতি নন্দ বাবুর গৃহমধ্যস্থ একটী সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে উপবিষ্ট। কক্ষটী অতি পারিপাট্যেব সহিত সজ্জিত। ঘরটীতে টার্কির মূল্যবান কার্পেট বিস্তৃত, তদুপরি ভাল ভাল শোফা, চেয়ার প্রভৃতি শোভা পাইতেছে। মেহগ্নির সুন্দর আলমারি, সুন্দর মুকুর ও চিত্রসমূহে গৃহের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। নন্দ বাবু ও শান্তি একখানি শোফায় উপবিষ্ট হইয়া কত কি কথা কহিতেছিলেন। হায় অভাগিনী সুরবালা! আজ তুমি কোথায়? যে কক্ষ তুমি কত সাধে সাজাইয়াছিলে সেই কক্ষের অধিষ্ঠাত্রী আজি তোমার বাল্যবন্ধু শান্তি; আজি সেই শান্তি তোমার প্রাণাধিক প্রিয়তমের আবার প্রাণাধিক প্রিয় হইয়াছে। ধন্য মনুষ্যের প্রাণ আর তাহার সেই প্রেম। নন্দ বাবু বলিলেন "শান্তি তুমি রেনল্ডস্ পড়েছ?"

শান্তি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন "তোমাকে বলতে কি, পড়েচি বইকি?"

নন্দ। Reynolds সম্বন্ধে তোমার মত কি?

শান্তি। লেখা বড় এক ঘেয়ে। যারা বাঙ্গালের মত শুধু মিষ্টি খেতে ভালবাসে, তাদের পক্ষে ভাল হতে পারে, কিন্তু যারা মাঝে মাঝে ঝাল অম্ল চায়, তাদের পক্ষে ভাল নয়। Immorality যদি বল, তা আমি

তার দোষ দিই না, সমাজ-চিত্র দেখাতে সকলই আবশ্যক। কিন্তু কোনও বিষয়ের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। যাই হোক Reynolds যে defender of women kind ছিলেন, তাতে সন্দেহ নাই।

নন্দ। তার চরিত্র সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

শান্তি। Agreeable ছিল, আর বেশি কিছু বলতে ইচ্ছা করি না; তা ছাড়া কোন author যে of a less or more corrupted character নয় তাও ত জানিনা।

নন্দ। মন্দ চরিত্র না হলে কি ভাল author হওয়া যায় না।

শান্তি। চৌকোশ হয় না, যে সাগর দেখেনি তার পক্ষে সাগরের চিত্র আঁকা যেমন কঠিন। আর যে রমণীব সঙ্গে ভাল করে মেশেনি, তার পক্ষে রমণী চরিত্র জানাও তেমনি অসম্ভব।

নন্দ। তুমি গীতগোবিন্দ পড়েছ ?

শান্তি। Shame, shame, সেটা নাকি হিন্দুদের উপাদেয় গ্রন্থ। আচ্ছা নন্দ তুমি বল্‌তে পার যে গীত-গোবিন্দের যদি এত আদর, চরিত্রবান হিন্দুর মুখে তাহা যদি গীত হয়, তবে বিদ্যাস্থন্দর দোষ কর্‌লে কি ?

নন্দ। ওটা দেব চরিত্র নিয়ে লেখা বলে পূজ্য। হিন্দুদের ওরূপ ভাবে স্তুতি পদ্ধতি আছে। জয়দেব অবশ্য ভাল লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখাব অত রস বলে কি তাঁর চরিত্র মন্দ ছিল বলে স্বীকার কর্‌বে।

শান্তি। জযদেবী গ্রন্থে তিনি কামশাস্ত্রের পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন, আর *লেখার লালিত্য দেখিয়েছেন, তা ছাড়া আর কিছু নহে।*

নন্দ। সে কথা থাক, আচ্ছা অন্য লোকের চরিত্র দেখে ত শেখা যায়।

শান্তি। যায়, কিন্তু ভাল ফোটেনা। বাইরণের চরিত্র খারাপ ছিল, তাই বাইরণের লেখার অত রস। আর অমন bold confession of one's own character আর আমি দেখি নাই।

নন্দ। খারাপ চরিত্রই তাঁর ভাল ফুটেছে, ভাল নয়।

শান্তি। তুমি কাকে ভাল আর কাকে মন্দ বল তা বুঝিনা। তুমি হয়ত বল্‌বে আমার চরিত্র মন্দ, কেননা, আমি বিবাহের পূর্ব্বেই গর্ভবতী

হয়েছি। কিন্তু আমার মত guilty কুন্তি প্রাতঃস্মরণীয়া। মানুষের মনের ঠিক নাই, বিচার বিভ্রম পদে পদে। আমি ভাই বলে যাকে ভাব্‌তাম সে কিনা নিদ্রিতাবস্থায় আমায় cloroform করে আমার ধর্ম্ম নাশ কর্‌লে। আর দেখ ঈশ্বরের কি অভিপ্রায়, তিনি কেমন মন্দ থেকে ভাল ফল দেন। আমার সাধারণ পুরুষে অবিশ্বাস হল, তাই স্বর্গীয় চরিত্র খুঁজ্‌তে লাগ্‌লাম। তোমার মত মনের মত স্বামী পেলাম। পুরুষকে দেবভাবে পূজা কর্‌তে শিখলাম, কিন্তু আমার চরিত্রে কি কেবল দোষই আছে গুণ নাই? আমি তেমন পাষণ্ডকেও ক্ষমা করেছি। তোমার সঙ্গে বিবাহের পর যে দিন সে আত্মদোষ তোমার কাছে স্বীকার করে, চক্ষের জল ফেলেছে, সেই দিনই তাকে ভাই বলে মনে করেছি, তার সকল দোষ ক্ষমা করেছি। ক্ষমাই মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। যিশুর ক্ষমা গুণ ছিল, তাই তিনি মহান, চৈতন্যের ক্ষমা গুণ ছিল, তাই তিনি পূজ্য। দয়াময়! আমার দুর্ব্বল হৃদয়ে ক্ষমা গুণ শিক্ষা দাও। আমাকে মানুষ হতে দাও। পশু হৃদয় প্রতিহিংসায় জ্বলে, কিন্তু মানব হৃদয়েরও যদি সেই ভাব হয়, তবে পশু ও মানবে প্রভেদ কি?

নন্দ। শান্তি, তোমার হৃদয়ে বিভু প্রকৃত শান্তিই দিয়াছেন। দয়াময়কে ধন্যবাদ দিই।

শান্তি। নন্দ বল দেখি আমার চরিত্রে শিক্ষার উপযোগী কিছু আছে কি না। হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ার ন্যায় হৃদয়ের প্রশান্ত ভাব আছে কি না?

নন্দ। আছে বই কি।

শান্তি। তবে তুমি বাইরণের দোষ দাও কেন ভাই? মন্দর মধ্যে যা ভাল তাই লোককে যে চ'খে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে, সেই ধন্য।

নন্দ। নিঃসন্দেহ।

শান্তি। প্রকৃত বল্‌তে কি, তোমার হৃদয়ে এখনও শান্তি নাই। আমি বিপ্রদাস বা আমার অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইলে যেন তুমি বিমনা হও, যেন হৃদয়ে ব্যথা পাও। এখনও জগৎ আপনার কর-বার ক্ষমতা তোমার হয়নি। কই আমার হৃদয়ে ত তোমায় অবিশ্বাস কর-

বার কারণ হয় না। আমার মনে তেজ আছে, তোমার নেই। এটী শোচনীয় অভাব। তবে তোমার নিতান্ত দোষ দিই না. তুমি দাগা পেয়েছ। পিশাচিনী দেখেছ বলে, যে তুমি দেবী দেখ্‌বে না, একথা মনে করোনা।

নন্দ। তুমি কি বল নারী হৃদয়ে দুর্ব্বলতা নেই।

শান্তি। আছে, অশিক্ষিতা দুর্ব্বলা নারীতে আছে, কিন্তু যে সকল নারী শিক্ষায় দেবী-ভাবাপন্ন তাদের নাই।

এমন সময় বাহির হইতে কে বলিলেন "May I come in ?"

শান্তি সাগ্রহে বলিলেন "Oh yes, you are always welcome here."

বিপ্রদাস সাহেব একটু সাহেবী হাসি হাসিয়া ঘাড়টী অল্প নত করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নন্দ বাবু গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সাহেব শান্তির করমর্দ্দন করিয়া নন্দ বাবুর করমর্দ্দন করিলেন। সকলে আবার উপবিষ্ট হইলেন।

---

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

### আবার বিপ্রদাস।

বিপ্রদাস সাহেব নন্দ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "নন্দ বাবু আপনিই সুখী, যাঁর এমন সাধ্বী সতী শিক্ষিতা ও উন্নতমনা স্ত্রী, তাঁর চেয়ে আর সুখী কে ? Would to God that I were blessed with a wife like you."

শান্তি একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া বলিলেন "আপনি আপনার স্ত্রীর নিন্দা কর্‌ছেন ? আমি নারী হয়ে নারীনিন্দা শুন্‌বো না।"

সাহেব। নিন্দা নয়, দুঃখ।

শান্তি। দুঃখ কিসের, তাঁকে education দিন, enlightened companyতে move করান, দেখ্‌বেন তিনি আবার ভাল হয়েছেন।

সাহেব। Education tolerable গোছ্ হয়েছে।

শান্তি। সেলি, বাইরণ বুঝ্‌তে পারেন ?

সাহেব। বুঝিয়ে দিলে পারেন; কতক কতক নিজেও পারেন।

শান্তি। তাতে রসাস্বাদন হয় না। কই আমরা ত কখন তাঁকে দেখ্‌লাম না ?

সাহেব। তিনি ঘর থেকে বেরুতে চান না।

শান্তি। আপনার বাড়িতে গেলেও ত আমাদের দেখা দেন না।

সাহেব। বড় shy.

শান্তি। Shame !

শান্তি তখন নন্দ বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "প্রিয়তম, তোমায় আজ আর ব্রিফ লিখ্‌তে হবে না ?"

নন্দ। আজ কোন কাজ নাই।

শান্তি। নূতন এটর্ণীকে কাজ না থাক্‌লেও false ব্রিফ লেখা অভ্যাস কর্‌তে হয়।

সাহেব। Excellent suggestion, এমন না হলে স্ত্রী। নন্দ বাবু আমি predict কর্‌ছি যে আপনার স্ত্রীর উপদেশই একদিন আপনাকে গণেশচন্দ্র বা নিমাই বাবুর উপর আসন দেবে।

শান্তি। Husband must be docile. স্ত্রীর company রেখে, তাঁকে সুখী কর্‌তে হয়, কিন্তু তিনি যখন অন্য company পাবেন, তখন সেই অবসরে self-improvementএর পথ দেখ্‌তে হবে। নন্দ, you must always catch opportunity by its forelock. সময় নষ্ট কর্‌বেনা।

নন্দ বাবু "I see" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। কিন্তু বাহিরে যাইবা মাত্র তাঁহার একটী দীর্ঘনিশ্বাস আপনা হইতে প্রবাহিত হইল। নন্দ বাবুর জীবনের যে একটী ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। সুরবালা স্বামীর মন যোগাইত, কিন্তু নন্দ বাবুকে এখন শান্তির মন যোগাইতে হয়। কিন্তু নন্দ বাবুর গত্যন্তর নাই, নন্দ বাবুকে দায়ে পড়িয়া তাহাই করিতে হইতেছে।

নন্দ বাবু চলিয়া গেলে সাহেব বলিলেন "আমার লজ্জা নেই।"

শান্তি। কেন ?

সাহেব। এবার হয়ত adulteryতে পড়্‌বো।

শান্তি। Shame, shame to you. আমার conception না হলে তোমার বিপদ ছিলনা। তোমায় টাকা দিতে হতোনা। কিন্তু কত গোপনে নিয়েছি দেখ, কেউ জানেনা।

সাহেব। নন্দ বাবু বোধ হয় ভাবেন, আমি প্রকৃতই cloroform করে তোমায় নষ্ট করি। But it was you who spoilt me.

শান্তি। Yes, because I loved you. But beware, the walls have ears.

সাহেব দরজার বাহিরে যাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন কেহ নাই। আবার আসিয়া বসিলেন। এবার শান্তি তাঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িলেন, যেন বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। সাহেব আদর করিয়া উঠাইয়া বসাইয়া বলিলেন "Your hnsband may come."

শান্তি। Husband by name. I am always playing hide & seek with him. ভালবাসা কি অমনি হয়, অত সন্দিগ্ধ মন, ছি! সে হয়ত কত কি ভাব্‌চে। কিন্তু আমি ঠিক আছি। তোমায় ভালবাসি, প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, তা বলে আমি treachery কর্‌বোনা। I will never polute his bed. তোমায় ভালবাসা দেখাতে হয় অনেক স্থান আছে। Polution of bed, English novelistরা বড় নিন্দা করেন।

সাহেব। তা ঠিক। কিন্তু—

শান্তি। কাল বেলা একটার সময় বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সাম্‌নে I will wait in a hack, perhaps you have no important case tomorrow?

সাহেব। কিছু না।

শান্তি। Thanks.

সাহেব। Then we part.

শান্তি। So soon?

সাহেব। Yes,—Ta-Ta.

সাহেব চলিয়া গেলেন। শান্তি উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর কক্ষে গেলেন।

## অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

### হৃদয়ের পরিবর্ত্তন।

শান্তি দেখিলেন নন্দ বাবু চিন্তামগ্ন। বলিলেন "কি ভাব্‌চো?"

নন্দ বাবু সাশ্রুলোচনে বলিলেন "শান্তি কি ভাব্‌চি। আমার ভাব্বার বস্তু অনেক।"

শান্তি। Tut.

নন্দ। রহস্য নয় তুমি বসো, তোমায় গোটা কতক কথা বল্‌বো।

শান্তি উপবেশন করিলে বলিলেন "দেখ শান্তি, আমি তোমায় ভালবাস্‌বো বলে বিবাহ করেছি; আমায় সে আশা পূর্ণ কর্‌তে দাও। তুমি সুন্দরী নও, কিন্তু আশা করেছিলাম তোমার হৃদয় সুন্দর হবে, আমি সেই সৌন্দর্য্যেরই প্রার্থী। আমি অনেক দাগা পেয়েছি—আমার প্রাণ বড় চিন্তা সঙ্কুল।

শান্তি। আজ এ কথা কেন?

নন্দ। কথার কারণ না থাক্‌লে কথা উঠবে কেন?—আমি গোপনে তোমাদের কথাবার্ত্তা সব শুনেছি,—আমায় আর গোপন করোনা।

শান্তির মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। নন্দ বাবু বলিতে লাগিলেন, "শান্তি, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমার মনে ক্লেশ দিওনা। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তুমি দুষ্ট লোকের অত্যাচারে ধর্ম্মে পতিতা, কিন্তু এখন দেখিতেছি ওটী তোমার স্বভাবের দোষ। তুমি ও স্বভাব ত্যাগ কর্‌তে চেষ্টা কর।"

শান্তি। তুমি আমায় অন্যায় দোষ দিচ্চ।

নন্দ। কিছু নয়। আমার মনে দারুণ ব্যথা না পেলে আজ একথা বল্‌তাম না, আরও অপেক্ষা কর্‌তাম। আমার অনেক দিন হতে মনে সন্দেহ হয়েচে, কিন্তু কই এক দিনও ত তোমায় বলিনি। আমি প্রাণের আগুণ প্রাণে চেপে ছিলাম, কিন্তু আর পারি না, স্ত্রীর জন্য লোকে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দেয়। মনুষ্যের স্ত্রী এত প্রিয়। আমি আমার অতি সাধের স্ত্রী হারিয়ে বড় সাধে তোমায় বিবাহ করেছি। আর যেন আমার মাথা কাটা যায় না।

শান্তি ভ্রূকুটী করিয়া কহিলেন "অত সাধেরই যদি স্ত্রী, তবে ছাড়া ত ভাল হয় নি।

নন্দ। ভাল কি মন্দ হয়েছে তা এখন কি করে বলবো। মনে এখন কত কথা আসে। আমি তাকে তার মনের কথা প্রকাশ করবার অবসর দিই নি।

শান্তি। এখন সে কথা যাক তুমি আমায় কি করতে বল?

নন্দ। তুমি পরপুরুষের সঙ্গ ছাড়।

শান্তি। তাতে আমি প্রস্তুত আছি।

নন্দ। তা হলেই আমি সুখী হবো।

শান্তি। তুমি তাদের সঙ্গে আমায় কথা কইতে নিষেধ কর?

নন্দ। আমার সাক্ষাতে কথা কয়ও।

শান্তি। তাই হবে।

নন্দ। আর একা বাড়ীথেকে বেরুতে পাবে না।

শান্তি। এটা ভয়ঙ্কর restriction.

নন্দ। এটা তোমায় সহ্য করতে হবে।

শান্তি। ইংরাজ-রাজত্বে দাসত্ব নাই।

নন্দ। না থাকুক, স্ত্রীর স্বামীর আনুগত্য করার প্রথা আছে।

শান্তি। নন্দ, আমি তা পারবোনা, আমি Zoo ভালবাসি, মিউজিয়ম ভালবাসি, আমি তা দেখতে যাব।

নন্দ। আমাকে বলো আমি সঙ্গে নিয়ে যাব।

শান্তি। আমি অত পারবোনা।

নন্দ। তবে বল তুমি আমায় ভালবাসবে না, ভালবাসতে দেবেনা;

শান্তি। কেন দোবোনা। তুমি আমায় ভালবাসনা, তাতে দোষ কি, তবে ভালবাসলেই যে সঙ্গে সঙ্গে বেড়াতে হয়, like a dog at her ladies' heels তার মানে নেই।

নন্দ। তা হলে তুমি আমায় সুখী হতে দিলে না।

শান্তি। কেন দোবোনা।

নন্দ। দিলে আমার কথা শুনতে।

শান্তি। আমি কি তোমার কথা শুনিনে?

নন্দ। আর কই।

শান্তি। তোমার এ সব অত্যাচারের কথা, নিষ্ঠুরতার কথা, ও সব সাঁওতালদের মুখে শোভা পায়, তোমার মুখে নয়।

নন্দ। ঈশ্বর যদি আমায় সাঁওতাল কর্‌তেন তাহলে আজ তোমার কাছে দুঃখ কর্‌তে হতোনা।

শান্তি। দুঃখ করা তোমার অভ্যাস।

নন্দ। পূর্ব্বে ছিলনা, কিন্তু এখন হয়েছে।

শান্তি। আচ্ছা, তুমি আমায় কি কর্‌তে বলো?

নন্দ। যা পূর্ব্বে বলেছি।

শান্তি। ঘরের বাহির না হওয়া?

নন্দ। হাঁ।

শান্তি। আমি আবার বল্‌চি, তা পারবোনা।

নন্দ। কেন?

শান্তি। তোমার কথা reasonable নয় বলে। তুমি কি বল্‌তে চাও যে অন্তঃপুরবর্ত্তিনী রমণী মাত্রেই সতী?—না, তা কখন নয়। সেখানেও সন্দেহ, সেখানেও দীর্ঘনিশ্বাস, সেখানেও অশ্রুজল পূর্ণমাত্রায় আছে। তবে যিনি সংসার জানেন, মানব হৃদয় বুঝেন, বাহিক চাক্‌চিক্যে বিমোহিত নন, তাঁর সকল স্থানে সকল অবস্থাতেই সুখ।

নন্দ। সে কথা ছাড।

শান্তি। তবে আর কি কথা কবো?

নন্দ। আমার কথার উত্তর দাও।

শান্তি। তুমি কি আমাকে বন্দী হিন্দু নারী কর্‌তে চাও। সে সতীত্বের গৌরব কি? যারা প্রলোভনে পড়েও তাতে মুগ্ধ হয়না, তারাই সতী।

নন্দ। আমি তোমার লজিক্ শুন্‌বোনা, তুমি আমার কথা না শুন সে আলাদা কথা।

শান্তি। তুমি কি শুন্‌তে কি শুনেচ, কি বুঝ্‌তে কি বুঝেছ, আর আমার সঙ্গে এম্‌নি কর্‌চো; এটা তোমার বড় ভালবাসা।

শান্তি এই বলিয়া মুখে রুমাল দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নন্দ বাবু বলিলেন "শান্তি, আমি যা বল্‌লাম তা ভাল করে বুঝে দেখ, তার পর যেমন অভিরুচি তেম্‌নি করো। আমি তোমারই উপর আমার ভবিষ্যৎ সুখ দুঃখ সঁপে দিলাম।

শান্তির গম্ভীর বদনপ্রান্তে আবার মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "আচ্ছা দেখ, যদি আর তোমার কখন কোন সন্দেহ হয়, আমায় বলো। তুমি না বল্‌লে কে বল্‌বে, কে আমায় সংসারের পদস্খলন হতে উদ্ধার কর্‌বে।"

শান্তি এই বলিয়া সোহাগ ভরে স্বামীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। নন্দ বাবু ক্ষণতরে মনোবেদনা ভুলিলেন,—শান্তির কুহকে মজিলেন।

---

# দ্বিতীয় খণ্ড।

—(*)—

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### অবস্থার পরিবর্ত্তন।

নদীর স্রোতে জোয়ার ভাঁটা আছে, মনুষ্য জীবনেও তদ্রূপ। জোয়ার পূর্ণ হইলে তবে ভাঁটা হয়, ভাঁটার সময় নির্দ্দেশ করা যায়, কিন্তু জীবনের স্রোতে তাহা হয় না। হয়ত একটু জোয়ার দেখা দিয়াই ভাঁটা হয় বা ভাঁটার উপর জোব ভাঁটা হয়। অমরেন্দ্র বাবুর পঁচিশ হাজার টাকা রাধামাধব কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তাহার উপব আবাব প্রায় ১৫ হাজার টাকা মোকর্দ্দমায় ব্যয় হয়। সুধু তাই নয়, অমরেন্দ্র বাবুর বিক্রমপুরে একটী জমিদারী ছিল, তাহাব বার্ষিক আয় প্রায় ২০ হাজার টাকা। সবমাই উপলক্ষে কালেক্টরিতে ২৫ হাজাব টাকা খাজনা যাইতে ছিল, দস্যুতে সে টাকা কাড়িয়া লইল। সময় মত টাকা দাখিল না হওয়ায় বিষয় বিক্রয় হইয়া গেল। অমরেন্দ্র বাবু অনেক কষ্টে, অনেক অর্থ ব্যয়ে বিষয় পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ঋণজালে জড়ীভূত হইলেন। লোকে বলে যে খাজনার টাকা দস্যুতে লুটিয়া লয়, তাহা রাধামাধবের কার্য্য, কিন্তু কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না। তবে বিষয় যখন লাটে বিক্রয় হয় তখন রাধামাধব তাহা কিনিয়াছিলেন। বাখরগঞ্জ জেলায় তালুক কিনিবার জন্য রাধামাধব কেন সেখানে যান ইহাই জিজ্ঞাস্য। রাধামাধব যে কয়দিন তালুকটী দখল করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে মনের মত জন কতক লোক বাছিয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের দ্বারা অমরেন্দ্র বাবুর খাজনা আদায়ের বাধা জন্মিতে লাগিল। প্রতি বারই তাঁহাকে ঘর হইতে কিছু কিছু দিয়া বিষয় রক্ষা করিতে হইল, আয় ত দূরের কথা। এইরূপ সময়ে এক দিন

অমরেন্দ্র বাবুর কাছারীতে রাত্রি ১২ টার সময় পুলিশের দারগা বাবু আসিয়া উপস্থিত। কাছারীর নায়েব প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মচারীরা তখন নিদ্রা যাইতে ছিলেন। ডাকা ডাকিতে তাঁহারা উঠিলেন, দেখিলেন পুলিশের দারগা বাবু। নায়েব মহাশয় তাঁহাকে সমাদর করিয়া বসাইবার পর তিনি বলিলেন "আপনারা কোন প্রজাকে ধরিয়া রাখিয়াছেন কি?"

নায়েব মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন "কই না।"

দারগা বাবু হাঁসিয়া বলিলেন "তবে লোকে অভিযোগ করে কেন?"

নায়েব। এ শত্রু লোকের কাজ।

দারগা। আপনাদের মত প্রবল জমিদারের বিপক্ষে মিথ্যা বলে এত সাহস কার?

নায়েব। ও কথার আর কি প্রতিবাদ করিব, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি আমারা ইহার কিছুই জানি না।

দারগা। আপনি ও সকল বাজে কথা রাখুন। এখন লোকটী কোথায় বলুন?

নায়েব। সে কি মহাশয়।

দারগা রোষকষায়িত নেত্রে বলিলেন "এখনি আপনাকে গ্রেপ্তার করিব।"

নায়েব। সে আপনার ইচ্ছা।

দারগা বাবুর হুকুমে নায়েব বাবুর হাতে হাত কড়ী দেওয়া হইল। তখন তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী একজন প্রজাকে বলিলেন "কোন্ ঘরে তোর ভাই আছে?"

সে পশ্চিমদিকের একটী ঘর দেখাইল। সকলে দেখিলেন ঘরটী চাবি বন্ধ। দারগা বাবু নায়েব মহাশয়কে বলিলেন "ইহার চাবি কোথায়?"

নায়েব। কারকুনের কাছে আছে।

কারকুন প্রভৃতি সকলেই তথায় উপস্থিত ছিলেন। কারকুন মহাশয় চাবি দিলেন; ঘর খোলা হইল। দেখা গেল, ঘরের মধ্যে একটী মৃতদেহ।

দারগা বাবু বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ, একবারে খুন! মহারাণীর রাজ্যেও এত অত্যাচার?"

ইঙ্গিত মাত্রে কাছারীতে যে যে ছিলেন, সকলেই গ্রেপ্তার হইলেন,

দারগা বাবু সাক্ষী সাবু'দের জবানবন্দী লইয়া লাস মায়না করিলেন ও আসামী-গণকে "এ" কারমে চালান দিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### পিতৃ-বিয়োগ।

ভীষণ মোকর্দ্দমা উপস্থিত। রাধামাধব অতি গোপনে প্রজার পক্ষ হইতে মোকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। বিপ্রদাস সাহেব, আর একজন ইংরাজ ব্যারিষ্টার সহ রাথরগঞ্জে ডেপুটীর কোর্ট হইতে শেসন পর্য্যন্ত মোকর্দ্দমা চালাইলেন। টাকার শ্রাদ্ধ যেমন হইতে হয় হইল। এমন কি কিরণ-বালার মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি পর্য্যন্ত এই উপলক্ষে বন্ধক দিতে হইল। অনেক কষ্টে আসামীরা খালাস পাইলেন বটে, কিন্তু অমরেন্দ্র বাবু তালুকটী আর রাখিতে পারিলেন না। ত্রিশ হাজার টাকায় তেমন মূল্যবান তালুকটী বিক্রয় হইয়া গেল। রাধামাধব বাবু কালেক্টরির নিলামে যে বিষয় দেড় লক্ষ টাকায় ক্রয় করিয়া মহা আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, আজি সেই বিষয় কেহ লইতে চায় না;—ত্রিশ হাজার টাকায় গেল! রাধামাধবও এই সকল মোকর্দ্দমা চালাইয়া অর্থহীন হইয়াছিলেন। কাজেই তালুক বিক্রয়ের সময় তাঁহারও ত্রিশ হাজার টাকা জোগাড় হইল না।

এই সময়ে বিপ্রদাস সাহেবের পিতৃ-বিয়োগ হইল। অমরেন্দ্র তাঁহার যে সকল যুক্তি পরামর্শ পাইতেছিলেন, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলেন। অমরেন্দ্র আবার নূতন করিয়া পিতৃ-শোক পাইলেন।

বিপ্রদাস সাহেব ত আর কাচা-গলায় দিবেন না, শ্রাদ্ধও করিবেন না। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর নিবন্ধনে অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও নানা বিপদ। পুরোহিত পাওয়া যায় না, নাপিত পাওয়া যায় না, নানা বিভ্রাট। তবে অমরেন্দ্র বাবুর বিশেষ চেষ্টায়, আর কাজটা কলিকাতায় হইল বলিয়া কোনরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। ঠাকুরমা বৃদ্ধ বয়সে দারুণ পুত্র-শোক পাইয়া জীবন্মৃতা হইলেন। তাঁহার হাসি খুসি আমোদ আহ্লাদ জন্মের মত ফুরাইয়া গেল।

বিপ্রদাস সাহেব বাপের টাকা হাতে পাইয়া পার্ক ষ্ট্রীটের একটী বাটীতে যাইয়া বাস করিলেন, মাসিক ৫০০৲ টাকা ভাড়া করা হইল। ৮টা ঘোড়া করিলেন। বাটীর stewardess হইলেন Mrs. Rodgers, মাসিক বেতন ২০০৲ টাকা। ব্রিফ হীন ব্যারিষ্টার সাহেব মনে করিলেন, ভড়ঙে পসার করিবেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইয়া উঠিল না। খরচ আয়ে আর কুলায় না। নগদ টাকা যাহা ছিল খরচ হইতে লাগিল, ক্রমে কোম্পানির কাগজ বিক্রয় হইতে লাগিল, তাহার পর হ্যাণ্ডনোটের সূত্রপাত হইল। কলিকাতায় কাপ্তেন ধরা লোক অনেক আছেন। তাঁহাদের ব্যবসা বড় লোকের ছেলেদের অর্থ ধার দেওযাইয়া নষ্টকরা। তাঁহারা ঝাঁকে ঝাঁকে বিপ্রদাস সাহেবকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। সাহেব ভাবিলেন—এত মন্দ নয়। টাকার জন্য বুঝি ভাবিতে হয় না। শিক্ষিত লোকও যখন এমন ভাবিতে পারেন, তখন কাপ্তেন বাবু ত কোন্ ছার!

পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যে বিপ্রদাস সাহেব ঠাকুরমাতাকেও হারাইলেন। বৃদ্ধার হাড় জুড়াইল। হেমাঙ্গিনী ঠাকুরমার প্রতি বড়ই অনুরক্তা ছিলেন, তিনি অতি কষ্টে সে শোক সম্বরণ করিলেন। সুখে দুঃখে ঠাকুরমা তাঁহার শান্তি ছিলেন। ঠাকুরমা সাদা কথায় কত উপদেশ দিতেন, কত উপকথা বলিয়া উপদেশ দিতেন, সে উপদেশ বড় মূল্যবান। বৃদ্ধার কথার যে কত সারবত্তা, বৃদ্ধার যে কত সরলতা, সে হৃদয়ে যে কি ভক্তি, কি ভালবাসা, কি স্নেহ, কি যত্ন ছিল, তাহা হেমাঙ্গিনী বেশ বুঝিয়াছিলেন, তাই ঠাকুরমার মৃত্যু তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিল। কিরণেরও ঠাকুরমার প্রতি বিশেষ আনুরক্তি ছিল। কিরণ তাঁহাব শ্রাদ্ধে কেমন করিয়া খাইবেন, কেমন করিয়া লোকজনকে খাওয়াইবেন, কতবার ঠাকুরমাব সঙ্গে বসিয়া হাসিয়া হাসিয়া তাহারই পরামর্শ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় যত নিকট হইতে লাগিল, ততই আহারের স্পৃহা দূরে গিয়া রোদনের ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। কিরণ ঠাকুরমার হরিনামের মালা ছড়াটী সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিলেন। লোকে তাহা গঙ্গায় ভাসাইয়া দিতে বলে, কিন্তু কিরণ তাহা না দিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন, নিজে হরিনাম করিবেন, বা ঠাকুরমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ, তাহা আমরা এখনও বলিতে পারি না।

কিরণের বয়স এখন প্রায় বাইশ বৎসর, কিন্তু কই তাহাকে ত জপ তপ করিতে দেখি না। তাহার সেই খলখল হাসি, সেই নয়নভরা উৎসাহ, সেই হৃদয় ভুলানি কথা, সেই জগৎপোরা ভালবাসা, সেই জ্যোৎস্নামাখা রূপের ছটা, যেন সমভাবেই বিরাজমান রহিয়াছে।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### পত্নি-বিয়োগ।

যাহার পরের কষ্টে সহানুভূতি নাই, তাহার আপনার লোকের উপর স্নেহ মমতাও কম হইয়া থাকে। রাধামাধব বাবুর তাহাই ছিল। মানুষের সুখ তাঁহার সহ্য হইত না, কষ্ট দেখিলে সুখ হইত। স্ত্রী পুত্র কাহারও প্রতি তাঁহার আন্তরিক স্নেহ মমতা ছিলনা।

দাস দাসী থাকিতেও স্ত্রীকে তাহার নিদ্রাকর্ষণ না হওয়া পর্য্যন্ত পদসেবা করিতে হইত। স্ত্রীকে তিনি কেবল মাত্র পদ সেবিকা দাসী মাত্র বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীর কষ্টের প্রতি লক্ষ্য ছিল না, নিদ্রার কথা ভাবিতেনও না, তাঁহাকে প্রত্যহ পদ সেবা করিতেই হইবে। এক দিন তাঁহার সহধর্ম্মিনী শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে ছিলেন, সে জন্য কাতরভাবে সে রাত্রের মত পদ সেবার কার্য্য স্থগিদ রাখিবার প্রার্থনা করেন, কিন্তু যম দূতের নিকট যেমন কাতরতা স্থান পায় না, সেই রূপ তিনি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ, সাধ্বী সতী তখনও ভয় বিহ্বলচিত্তে পদ-সেবায় নিযুক্তা। কোন পাঠিকা হয় ত মনে করিতে পারেন রাধামাধবের স্ত্রী বালিকা, নতুবা এত ভয় কেন? কিন্তু আমরা তদুত্তরে বলিতে পারি যে তাহা নয়। তখন রাধামাধবের স্ত্রী,—মাতা; তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রটীর নাম কামদা, বয়স নয় বৎসর, এবং কন্যাটীর নাম অমলা বয়ঃক্রম ৮ বৎসর মাত্র। মাতা হইয়াও তিনি একদিনের জন্য আহ্লাদ করিয়া স্বামীর সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে সাহস পান নাই। ভয় কখন কি কটূক্তি করে, কখন প্রহার করে।

ভদ্র বংশে স্ত্রীকে প্রহার করা অনেকে কবি-কল্পনা-সম্ভূত কোন

অলীক পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রাধামাধব বাবু যে দিন প্রহার করিতেন সে দিন তাঁহার পত্নীর দেহ আর থাকিত না। সর্ব্বাঙ্গ নীলাভ হইয়া যাইত, কত স্থানে শোণিত পাত হইত। আর প্রহারও বিরল ছিল না, সামান্য কারণেই তাহার সূত্রপাত হইত। পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে গালাগালি রমণীর পক্ষে বড়ই শ্রুতিকটু ও বেদনাপ্রদ, কিন্তু সে সমস্ত কথায় কথায় হইত।

পুত্র কন্যার পিতার কাছে আদর ছিল না। তাহারা পিতৃ মুখ দেখিলেই ভয়ে জড় সড় হইতেন। মেষ শিশু যেমন ব্যাঘ্র দেখিলে ভীত হয়, রাধা-মাধবের সন্তান-সন্ততি তাঁহাকে দেখিলে তদ্রূপ হইতেন। বস্তুতঃ এ চিত্র অতি রঞ্জিত নহে।

পদসেবা করিতে করিতে শিরঃপীড়ার যাতনায় রাধামাধবের পত্নীর নিদ্রাকর্ষণ হয়। তেজিয়ান বাবুজির তাহা সহ্য না হওয়ায় পদাঘাতে ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন, কিন্তু পদাঘাত পত্নী বক্ষে দারুণ রূপে লাগায় তিনি পড়িয়া যান। রাধামাধব তাহাতে আরও ক্রোধান্বিত হইয়া তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া উঠাইলেন, ইচ্ছা ছিল আরও প্রহার করিবেন কিন্তু সেই অভা-গিনীর শোচনীয় মুখভাব দেখিয়া কিছু ভয় হইল। ভাবিলেন আঘাত গুরুতর হওয়ায় বুঝি মূর্চ্ছা হইয়াছে। কিন্তু অন্তঃ স্বর্গে যে অনন্তদেব বিরাজমান, তিনি আর বুঝি রমণীর কষ্ট সহ্য করিতে পারিলেন না। কাতরাকে আপনার নিকট আহ্বান করিলেন। তাহার সকল জ্বালা নিবারণ করিলেন।

রাধামাধব দেখিলেন পত্নীর প্রাণ আর নাই। চক্ষে জল আসিল না, হৃদয়ে ক্লেশানুভূতি হইল না, তখনি ডাক্তার ডাকাইলেন। ডাক্তারের কাণে কাণে কি কথাবার্ত্তা হইবার পর, মৃতার উদর বেদনার (colicpain) চিকিৎসা হইল। ঔষধ আসিল, ফেলা হইল; আবার ঔষধ আসিল, আবার ফেলিয়া দেওয়া হইল। সমস্ত রাত্রি ডাক্তার বাটীতে রহিলেন। অতি প্রত্যূষে সেই মৃতার সৎকার হইল। ডাক্তার বাবু বাটী গেলেন। যে ভাবে বাটী হইতে আসিয়াছিলেন, সেইভাবেই ফিরিলেন বটে, তবে সঙ্গে দুই একখানি কাগজ বেশির ভাগ গেল!

কামদা ও অমলা মাতার মৃত্যু সংবাদে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ছুটিয়া মার বুকের উপর পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু রাধামাধব তাহাদিগকে ডাকিয়া একটী ভ্রূকুটী করিবা মাত্র চক্ষের জল চক্ষেই শুকাইল। আর কাঁদিতে পাইলেন না।

রাধামাধবের অধঃপতনের সূত্রপাত বহুদিন হইতে হইয়াছিল। কিন্তু পত্নি-বিয়োগের পর হইতে তাহা জাঁকাইয়া উঠিতে লাগিল। যেমন জোসেফাইনকে হারাইয়া নেপোলিয়ন আপন সৌভাগ্য হারাইয়াছিলেন, রাধামাধবও তদ্রূপ পত্নি-বিয়োগের পর হইতে সৌভাগ্যচ্যুত হইলেন। ত্বরিত ভাবে ভাগ্যলক্ষ্মী পাষণ্ড নরপিশাচকে ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

সময় মন্দ হইলে কাহারও কাহারও স্বভাব অত্যন্ত রুক্ষ হয়, রাধামাধবের তাহাই হইল। সন্তান সন্ততির উপর যত্ন যাহা ছিল, তাহাও আর রহিল না। বেশ্যায় আসক্তি আরও বাড়িতে লাগিল। এমন কি পত্নী বিয়োগের এক বৎসর পরে তিনি পুত্রটীকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে পুত্রটী অল্প কাল মধ্যেই সেই অনন্তধামে মাতার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়া সকল জ্বালা ভুলিয়াছিলেন। কন্যাটী বেশ্যার আশ্রয়ে প্রতিপালিতা হইতে লাগিলেন। কামিনীর এখন ভারি পড়্‌তা। কামিনী রাধামাধবকে ভাল করিয়া দোহন করিতে লাগিল। এই দোহনই যে তাহার শেষ দোহন, তাহা সে বেশ বুঝিয়াছিল।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### ভ্রাতা ভগিনী।

দ্বিজেন্দ্রনাথ শান্তির ভাই। ভাই ভগ্নিতে দুই বৎসরের ছোট বড়। দ্বিজেন্দ্রই বড়। দ্বিজেন্দ্র বি, এ, পাশ দিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। সাধু পথে থাকিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন এবং আজ কাল একটী সম্ভ্রান্ত মারচেণ্ট বলিয়া জনসমাজে গণ্য হইয়া উঠিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথের ফারম্ ষ্ট্রাণ্ড রোডে। প্রশস্ত দ্বিতল বাটী। দ্বারে পাঁচ

ছয় জন দ্বারবান। পঞ্চাশ ষাট জন কেরাণী, খুব্ ধুম ধাম। দ্বিজেন্দ্র বাবু সেই বাটীর দ্বিতলের একটী কক্ষে আপন কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। সম্মুখে একটী টেবিল, টেবিলে রাশিকৃত বাণ্ডিলবাঁধা কাগজ ও পত্রাদি রহিয়াছে। গ্রীষ্মকাল, দরজা জানেলায় খস্ খস্ দেওয়া, তায় টানা পাখা চলিতেছে। টেবিলে একটী কাচের গ্লাসে বরফ জল আছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ মধ্যে মধ্যে জল পান করিতেছেন, ও আপন কার্য্য করিতেছেন। এমন সময়ে সেই কক্ষমধ্যে একটী রমণী প্রবেশ করিলেন। রমণীটী তাঁহার এক মাত্র ভগ্নি শান্তি সুন্দরী।

দ্বিজেন্দ্র শান্তির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কলম ফেলিলেন, বাম স্কন্ধে মস্তকভার অর্পণ করিয়া স্থিরদৃষ্টে শান্তির দিকে চাহিয়া বলিলেন "শান্তি, এখানে কেন ?"

শান্তি। বাটীতে তোমার দেখা পাই কই ?

দ্বিজেন্দ্র। আমি কখন বাটীতে থাকি তাহার স্থির নাই বটে।

শান্তি। আমার ছেলেটীর অমন রোগ হলো, মারা গেল, একদিনও দেখ্‌তে গেলেনা ?

দ্বিজেন্দ্র সে কথার কোন উত্তর না দিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ঘাড়টী তুলিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তর্জ্জনীটী ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, কোন কথা কহিলেন না।

শান্তি। দাদা কাজটা কি ভাল হয়েছে ?

দ্বিজেন্দ্র হস্তদ্বয় টেবিলের উপর স্থাপন করিয়া নিম্নদৃষ্টে কহিলেন "শান্তি, ও সকল কথার প্রয়োজন কি ?"

শান্তির ভ্রূযুগল ধনুকাকৃতি ধারণ করিয়া বিস্ময় ভাব প্রকাশ করিল, বলিলেন "এ সকল কথার প্রয়োজন নাই ?"

দ্বিজেন্দ্র বাবু দক্ষিণ হস্তের করতলটী নাড়িয়া কহিলেন "না—কিছু মাত্র না।"

শান্তি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন "কেন ?"

দ্বিজেন্দ্র। আমি সকলই জানি, সকলই শুনি, আমায় ও কথা কেন।

শান্তি। তুমিও কি আমার চরিত্রে সন্দেহ কর ?

দ্বিজেন্দ্র বাবু মুখখানি ঈষৎ বাম দিকে ফিরাইয়া বলিলেন "করি,—করিবার কারণ আছে বলিয়া করি।"

শান্তি। তর্কস্থলে তাহা স্বীকার করলেও সে ত আমার পেটের ছেলে।

"পেটের ছেলে" এই কথাটায় শান্তি বড় জোর দিলেন।

দ্বিজেন্দ্র। হতে পারে, কিন্তু আমার চক্ষুশূল।

শান্তি অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন "তবে সে কথা যাক, আমার ৩ মাসের মাসহারা পাওনা আছে। সেটা পাব কি ?"

দ্বিজেন্দ্র বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া টেবিলের ড্রয়ার হইতে ৫০্ টাকা করিয়া ৩ খানি নোট শান্তির হস্তে দিলেন।

শান্তি সে গুলি লইয়া বলিলেন "আমার ছেলের চিকিৎসার জন্য ৫ শত টাকা দেনা হইয়াছে, আমায় সে টাকা দিতে হবে।"

দ্বিজেন্দ্র। এক পয়সা দিব না।

শান্তি। আমাকে ঋণ দাও।

দ্বিজেন্দ্র। বাজারে ঋণের অনেক স্থান আছে।

শান্তি। তুমি নন্দকে আমার স্বামী বলিয়া স্বীকার কর কি ?

দ্বিজেন্দ্র। না।

শান্তি। কেন ?

দ্বিজেন্দ্র। ভ্রাতার অমতে আবার ভগ্নির বিবাহ কেমন ?

শান্তি। ব্রাহ্ম মতে সম্মতির বিশেষ আবশ্যক নাই।

দ্বিজেন্দ্র। ব্রাহ্মমতে দ্বিচারিণী হবার বাধা আছে।

শান্তি। তুমি আমার অপমান করচ ?

দ্বিজেন্দ্র। কিছু না,—আমার বল্‌বার অধিকার আছে তাই বল্‌চি।

শান্তি। উপদেশ দিবার অধিকার থাক্‌তে পারে, "দ্বিচারিণী" বল্‌বার অধিকার নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

শান্তি। আমি স্বাধীনতা ভালবাসি বলে তুমি আমার চরিত্রে সন্দেহ কর।

দ্বিজেন্দ্র। করি।

শান্তি। তুমি কি আমায় পৌত্তলিক হিন্দুস্ত্রীর মত পরাধীনা দেখ্‌তে চাও?

দ্বিজেন্দ্র। হিন্দুনারী পবিত্রা, স্বর্গীয়া, তুমি যে তেমন হবে এমন কি পুণ্য করেছ।

শান্তি। তুমি কি এখন ব্রাহ্ম নও?

দ্বিজেন্দ্র। হিন্দু মাত্রেই ব্রাহ্ম।

শান্তি। তারা দেব দেবীর পূজা করে।

দ্বিজেন্দ্র। তাদের সেই দেব দেবীই ব্রহ্ম রূপের নিদর্শন।

শান্তি। নারীর পরাধীনতা?

দ্বিজেন্দ্র। পরাধীন কে বলে, যে নারী স্বামীসোহাগিনী, স্বামী যার দেবতা, স্বামী যার আরাধ্য, স্বামী যার চিন্তা, স্বামী যার নয়নের নিধি, যে স্বামীসঙ্গ স্বর্গসুখ অপেক্ষাও অধিক মনে করে, তার আবার পরাধীনতা কোথায়? তুমি গাড়ি চড়ে পরপুরুষের সঙ্গে বেড়ানকে স্বাধীনতা বল, তারা তাকে ঘৃণা করে। হিন্দু,—সমাজ জানে, মানবহৃদয় বুঝে, তাই তারা পরপুরুষের সঙ্গে রমণীকে মিশ্‌তে দেয় না। সংসারকে নরক কর্‌তে ইচ্ছা করে না। হৃদয়ের বলের স্পর্দ্ধা যে রমণী করে তার হৃদয় নাই, তার হৃদয়ে কেবল কুটিলতা আছে। দেবতাবমত চরিত্রবান লোক নারী-কুহকে মুগ্ধ হন, দুর্ব্বলা নারী-হৃদয় কি অজেয়? যারা স্বাধীনতা প্রয়াসিনী তারা পদে পদে মনোকষ্ট পায়, তোমার মত প্রবঞ্চনায় তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়।

শান্তি। তবে কি তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের নিন্দা কর?

দ্বিজেন্দ্র। ধর্ম্মের আবার নিন্দা কি, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্ম কে? তোমার কি অহিংসা, পরোপকার প্রভৃতিই প্রকৃত ধর্ম্ম? তুমি কি সাবিত্রীর স্থানাধিকারের প্রয়াসিনী?

শান্তি। হিন্দুনারী মাত্রেই কি সাবিত্রী?

দ্বিজেন্দ্র। বাল্যকাল থেকে সৎসঙ্গের গুণে, বর্ষিয়সীদের উপদেশে, স্বামীর ভালবাসার প্রভাবে, সাবিত্রীর মত হবার বাসনা জন্মে। কার্য্যতঃ সেই ভাবই এসে পড়ে।

শান্তি। বুঝ্‌লাম তুমি ধর্ম্মে পতিত, ব্রাহ্মেরা তোমায় ঘৃণার চক্ষে দেখ্‌বে।

দ্বিজেন্দ্র। কেন?

শান্তি। তুমি ব্রাহ্মমহিলার নিন্দা কর বলে।

দ্বিজেন্দ্র। আমি ব্রাহ্ম মহিলার পূজা করি, কেবল তোমার মত রমণী, যারা সমাজের কলঙ্ক তাহাদিগেরই নিন্দা করি। যারা মনে করে ব্রাহ্ম হ'লেই সাহেব মেমের মত স্বাধীনতা নিতে হয়, তারা ব্রাহ্ম নয়, বাঙ্গালির মেয়ে হয়ে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে, যারা পাশ্চাত্য ভাব্‌কে আশ্রয় করে তারা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের শত্রু।

শান্তি। তুমি সমাজের কলঙ্ক।

দ্বিজেন্দ্র। তাই যদি ভাব তাতেই বা দুঃখ কি?

শান্তি। তোমার মত ধর্ম্মজ্ঞান-বিরহিত লোক সমাজ থেকে গেলে সমাজেরও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

দ্বিজেন্দ্র। উত্তম।

শান্তি। তুমি কি মনে কর হিন্দু হতে চাইলেই হতে পার্‌বে, হিন্দুকন্যার সহিত বিবাহ হবে?

দ্বিজেন্দ্র। বিবাহে আমার স্পৃহা নাই, স্ত্রীচরিত্রে আমার বিশ্বাস নাই।

শান্তি। কিসে?

দ্বিজেন্দ্র। তোমার মত রমণীর চরিত্র দেখে।

শান্তি। তবে আর আমি আস্‌ব না। তা হলেই ত হবে?

দ্বিজেন্দ্র। আমি তা বলি না।

শান্তি। মুখে না বল, কার্য্যে কর। আমার এই পর্য্যন্ত। যদি কখন আমার চরিত্র কত নির্ম্মল, ধর্ম্মের জ্যোতিঃতে হৃদয় কত পবিত্র হয়েছে তা তোমায় বুঝাতে পারি তবে আবার আসব, নয়ত এই পর্য্যন্তই।

এই বলিয়া শান্তিসুন্দরী চলিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু আপন মনে আবার নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### স্বামী স্ত্রী।

নন্দ বাবু আপন কক্ষে বসিয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন, এমন সময় আবার শান্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন "এমন করে কি ভাবচ?"

নন্দ বাবু সে কথার কোন উত্তর দিলেন না।

শান্তি। কথা কচ্চ না যে?

নন্দ বাবু বলিলেন "হুঁ।"

শান্তি। রোজ্ই তোমার এ ভাব দেখি কেন?

নন্দ। আমি ক্ষেপেছি।

শান্তি। আমার অন্ততঃ সেই বিশ্বাস।

নন্দ। বিশ্বাসকেও ধন্য।

শান্তি। কেন?

নন্দ। তোমার হৃদয় থাক্‌লে আমায় বল্‌তে হত না।

শান্তি। দেখ নন্দ আমি সুরবালা নই,—আমি কচি খুকি নই,—আমি ভালবাসবার আগে ভালবাসাই। আমাকে যে অবিশ্বাস কর্‌বে তার ইহকালও নাই পরকালও নাই।

নন্দ। আজ কাল তোমার কথাবার্ত্তাগুলা আমার কাণে কিছু বেশী মধুর মধুর ঠেক্‌চে।

শান্তি। আমার সোজা কথা, এতে রুষ্ট হও নাচাব।

নন্দ। আমার রুষ্ট হবার দিন আর নেই,—এখন কেবল অবাক্ হয়ে তোমার স্বভাব দেখ্‌চি; আর ভাব্‌চি ঈশ্বর তোমায় কি উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার জন্য সৃজন করেছিলেন।

শান্তি। তোমার বাক্যযন্ত্রণা সহ্য কর্‌তে, তোমার কাছে কষ্ট ভোগ কর্‌তে।

নন্দ। সে কষ্ট ভোগ না কর্‌লেই ত পার?

শান্তি। আমায় হয়ত অচিরে তাই কর্‌তে হবে।

নন্দ। আমিও তাই মনে করি।

শান্তি। তা শীঘ্রই হবে।

নন্দ। আমি জানি খুব শীঘ্রই হবে। হয়ত এখনও তা তুমি জান না।

শান্তি। নন্দ, অত কথা ভাল নয়, তোমার ইচ্ছা না হয় আমায় ত্যাগ কর। তোমার মত অপদার্থ husband আঁস্তাকুড় ঝাঁট দিলে অমন দু-হাজার দশ হাজার পাওয়া যায়।

নন্দ। তাই ঝাঁট দিয়ে দুটো না হয় বেছেই নাও।

শান্তি। আশ্চর্য্য কি ?

নন্দ। আমিও তাই চাই,—দেখ শান্তি, আমার মনে ছিল তোমার হৃদয় ক্রমে পরিবর্ত্তিত হবে, কিন্তু এখন দেখ্‌চি তা নয়, তুমি বিবাহের মার্কা নিয়ে দু-চকো প্রেম বিলাচ্চ।

শান্তি। Blaspheme.

নন্দ। কিছু মাত্র না।

শান্তি। তুমি আমায় সম্মান কর না।

নন্দ। তুমি সম্মানের উপযুক্ত নও।

শান্তি। তবে ত্যাগ কর।

নন্দ। এখনি।

শান্তি। কত টাকা maintenance দেবে ?

নন্দ। এক পয়সাও নয়।

শান্তি। আমি সুরবালা নই। I can put the world topsy turvy.

নন্দ। তাই করো,—আমি তোমায় divorce কর্‌বো। জগৎসুদ্ধ লোক্‌কে তোমার চরিত্র দেখাবো।

শান্তি। জগৎ আমায় ভক্তি করে ?

নন্দ। মিথ্যা কথা, ঘৃণা করে।

শান্তি। Divorce অমনি হয় না।

নন্দ। খুব হয়।

শান্তি। কিসে ?

"তবে শোন" বলিয়া নন্দ বাবু শান্তির কাণে কাণে কি বলিলেন।

শান্তি। মিথ্যা কথা।

নন্দ। প্রমাণ আছে।

শান্তি। কি?

নন্দ। তোমার পত্র।

শান্তি। দেখাতে পার?

"তাহার নকল দেখ" বলিয়া নন্দ বাবু একখানি কাগজ শান্তিকে দিলেন। শান্তি নিবিষ্ট চিত্তে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

নন্দ। মনের অগোচর পাপ নাই, তোমার আর আমার কাছে থাকা হবে না। এই এগ্রিমেণ্টে স্বাক্ষর কর। না কর, আদালতে এই পত্র দাখিল কর্‌ব।

শান্তির মুখ শুকাইল বলিলেন "আমায় এক সপ্তাহ এখানে থাকতে দাও।"

নন্দ। কেন?

শান্তি। থাকবার স্থান ঠিক কর্‌তে হবেত।

নন্দ। অনেক বন্ধুর বাড়ী আছে।

শান্তি। আর সে কথা কেন? যা হবার হয়েছে।

নন্দ। থাক, কিন্তু আমি অন্যত্রে থাক্‌ব।

শান্তি। উত্তম।

নন্দ বাবু সপ্তাহের জন্য নিজের গৃহ ত্যাগ করিলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### শান্তির নূতন বাসা।

শান্তি সপ্তাহান্তে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের সন্নিকটে একটী ভাড়া করিলেন। সঙ্গে একটী দাসী ও একটী হিন্দুস্থানী বেহারা। ভে একটী উন্মুক্ত বাতায়নমুখে এক খানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট পনার অবস্থার কথা ভাবিতেছেন। ভাবিতেছেন "কি করিয়া মান

সম্ভব থাকে, কি করিয়া নূতনস্বামী পাই, নতুবা দাদার কাছে ত আর মুখ দেখান যাইবে না।" ইচ্ছামত অপরের সহিত প্রসক্তিতে যে দোষ আছে, তাহা ধারণা করিতে এখনও শান্তির হৃদয়ে শক্তি নাই। শান্তি ভাবেন, ঈশ্বর যখন পৃথিবী সৃজন করেন, তখন সতীত্ব বলিয়া কোন কথা থাকা অসম্ভব। তখন সমাজে পশুভাব ছিল, তাহার পর বিবাহ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এক নারী হয়ত পাঁচ সাতটী স্বামীর প্রণয়িনী হইতেন, অথচ তাঁহারা সতী মধ্যে গণ্য ছিলেন। পরে পুরুষের সেচ্ছাচারিতা, স্বার্থ ও আত্মসুখের জন্য রমণী এক স্বামী ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিলে পতিতা হইবার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়। পুরুষ পাঁচটী রমণীতে আসক্ত হইলে দোষ নাই,—অথচ রমণীর অপর কাহারও প্রতি আসক্তা হইবার উপায় নাই, ইহা পুরুষের স্বার্থপরতা মাত্র। যাহাতে পুরুষের অধিকার আছে, তাহাতে রমণীরও আছে। পুরুষ বেশ্যাসক্ত হইলে কি একেবারে স্ত্রীকে ভালবাসেনা, বাসে বই কি? তবে নারী অপর পুরুষে আসক্ত হইলে স্বামীভক্তি তাহার যাইতে পারে না। শান্তি পুরুষে ও রমণীতে পার্থক্য নাই বলিয়াই ভাবেন। আজ কাল অনেকেই তাহা ভাবিয়া থাকেন, তবে ধরা পড়িয়াছেন শান্তি।

শান্তি এইরূপ নানা চিন্তায় নিমগ্না, এমন সময়ে সেই বাতায়নের সন্মুখস্থ পথ হইতে কে ডাকিল, "শান্তি?"

শান্তি শশব্যস্তে বলিলেন "কে রাধামাধব নাকি? এস উপরে এস।"

রাধামাধব বাবু আসিলে, শান্তি বলিলেন আজ "এমন বেশ কেন?"

রাধা। সব গেছে, এখন দিন চলা ভার।

শান্তি। বল কি, কিসে গেল?

রাধা। যাবার আবার রকম আছে কি, যখন যায় তখন কত রকমে যায়। আবার যখন হয় তখন কোন দিক্ থেকে হয়।

শান্তি। তা বটে।

রাধা। গেলেও আমার আশা যায় নাই,—আমি আবার দু—দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করবো বলে মনে হয়।

শান্তি। কি করে?

রাধা। আমার এই সুন্দর চেহারাটী দেখ্‌লে কি মনে হয় না যে ঈশ্বর কষ্ট কর্‌বার জন্য ইহা কখনই সৃজন করেন নাই?

শান্তি। সেটার সত্যতা ঠিক কর্‌তে পারি না।

এই বলিয়া শান্তি একবার আপনার অদৃষ্টের কথা মনে মনে ভাবিয়া লইলেন।

রাধা। তোমার সংসার জ্ঞান কই? আমি বয়সে তত প্রবীণ না হলেও আমার জ্ঞান আছে। বস্তুতঃ বয়সে প্রবীণত্ব হয় না।

শান্তি। ওটা দাম্ভিক-যুবকদের আত্মম্ভরিতার কথা বটে।

রাধামাধব একটু বিকট হাসি হাসিয়া বলিলেন "আজ তুমিও দু কথা শুনিয়ে দিচ্চ।"

শান্তি। না, কথার উত্তর দিচ্চি মাত্র।

রাধা। সে কথা যাক্। দেখ শান্তি, আমি তোমায় এক সময় এক এক রাত্রে ৪০০, ৫০০ টাকা দিয়েছি। এখন আমার দিন চলা ভার। আমায় সামান্য দশটী টাকা দিয়ে সাহায্য কর।

শান্তি। ঈশ্বর যার প্রতি বিমুখ, তাকে সাহায্য না করাই আমার স্বভাব।

রাধা। তা বটে।

শান্তি। এখন কোথা আছ?

রাধা। সে সংবাদে আবশ্যক?

শান্তি। যদি তোমার ভাল অবস্থা করতে পারি তাই ভাব্‌চি।

রাধা। দশটী টাকা দিতে পারনা আবার অবস্থা ভাল কর্‌বে কি করে?

শান্তি। টাকাটাই কি বড়?

রাধা। সংসারীর পক্ষে বটে।

শান্তি। ভালবাসাই বড়।

রাধা। ভালবাসার রস বড় ছিলনা; নাইও।

শান্তি। আমার সঙ্গে মিলনের সময়ে?

রাধা। তখন!—না না ভালবাসা ছিলনা।

শান্তি। সে কি, না দেখ্‌লে যে অস্থির হতে?

রাধামাধব হাসিয়া বলিলেন "নূতন কাঁচা আঁবও দরে বিকোয়, খাবার জন্যে আগ্রহ হয়, তা বলে কি আর কাঁচা আঁবকে ভালবাসি।"

শান্তি। আমি কি সেই কাঁচা টোকো আঁব ?

রাধা। সেত আদরের, তুমি কাঁচা শিঁকুল।

শান্তি। বস্তুতঃ রাধামাধব, তুমিই আমার উপযুক্ত, তোমার ত স্ত্রী নাই—আমায় বিবাহ কর না। তোমার কষ্ট ঘুচ্‌বে।

রাধামাধব "দূর" বলিয়া উঠিয়া গেলেন। শান্তি ডাকিলেন,—বলিলেন "একটা কথা শুনে যাও আমার মাথা খাও, মরামুখ দেখ।" কিন্তু রাধামাধব আর ফিরিলেন না।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### রাধামাধবের অবস্থা।

রাধামাধব শান্তির বাটী হইতে বাহির হইয়া দ্রুতপদে চলিলেন। বরাবর বিডন ষ্ট্রীটে আসিয়া পড়িলেন। "কবি হোটেল" "পিরর হোটেল" দেখিতে পাইলেন। পা এবার আর ভাল উঠে না। হাতে পয়সাও নাই। শূন্যদৃষ্টে দোকানগুলির দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সেই "শকুন্তলা হাউসের" কথা মনে হইল। ভাবিলেন সেখানকার সাজসজ্জা কেমন সুন্দর ছিল। আবার ভাবিলেন তাহার অপেক্ষা "উইলসন্ হোটেল" "বেলভিউ হোটেল" "গ্রাণ্ড হোটেল"ত ভাল। "হোটেল-ডি-পারিসে" সাহেব সাজিয়া কেমন খাইতেন, ভাবিয়া মৃদু হাসিলেন। "ফ্রেডরিকো পেলিটীর" দোকানে খানা খাওয়ার পর কেমন ম্যানেজারকে ইংরাজি কায়দায় ঘুসী মারিয়া জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন, ভাবিয়া আরও হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু হাসিলেও ত মনের যাতনা যায় না,—মনের আবেগের শান্তি হয় না। রাধামাধব ভাবিতে লাগিলেন আজ যদি শান্তি ৫৲টা টাকাও দিত তা হলে হোটেলে খেতাম। লোভ বড় বিষম বস্তু, বিশেষতঃ এই প্রকৃতির লোকের। কে বলে ঈশ্বরের বিচার নাই? রাধামাধব, তোমার এই দুর্দ্দশাই সেই সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছে। তুমি অত্যাচারে, দর্পে, অহ-ঙ্কারে চূড়ান্ত ছিলে;—আজ জগৎ যদি তোমায় ঘৃণা না করিবে, তবে সেই

ঈশ্বরের নামে যে কলঙ্ক স্পর্শিবে। রাধামাধবের হোটেলে খাওয়ার দুঃখ কোন গতিকে মিটাইতে হইল, তিনি শেষে মদের দোকানের পাশে একটী বাঁধামাংসের দোকান হইতে এক পয়সার পেঁয়াজের ফুলুরি কিনিয়া খাইলেন, এবং পেট পুরিয়া জল খাইয়া ঈডন পার্কের একটী বাঁধান আসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় ৮ টা।

রাধামাধব ক্ষণেক সেই চন্দ্রহীন আকাশের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন—গ্যাসালোকে সহর প্রদীপ্ত, গগনও নক্ষত্র মালায় তেমনি প্রভাময়। অন্ধকার যেন কোথা হইতে কেমন করিয়া আপন কৃষ্ণকায় লুকাইয়া রাখিবে তাহাই ভাবিয়া আকুল। রাধামাধব মনে মনে বলিলেন—"নক্ষত্র যেমন তেমনি আছে, তবে শোভা নাই কেন? শোভা আছে, আমার বুঝি আর তেমন চক্ষু নাই। আমি যে রাধামাধব—সেই রাধামাধবই আছি, কিন্তু আমার আর সে আদর নাই কেন? বুঝি মানব হৃদয়ের বিকৃতি জন্মিয়াছে, তাই আদর করিতে জানেনা। বন্ধু বান্ধব অবজ্ঞা করে, আমারও যেন তাদের সঙ্গে সে ভাবে মিশ্‌তে হৃদয় কাঁপে। এখন আমি যেন হীন, আমি যেন নীচ। অপরের কথা কি বলিব কামিনীও আমায় কুকুর বিড়ালের মত অনাদর করে; আমি এমনি হত-ভাগ্য। আমার পদশ্রী নাই বলিয়া কি এই অবনতির কারণ? না না, তা সম্ভবেনা। আমি জগৎকে আমার পদানত রাখিতে চাই,—যদি ঈশ্বর জীবিত রাখেন তবে দেখাইব জগৎ আমার দাস, আমার পদানত অনুচর।

শান্তি,—যে শান্তি আমার মুখের একটী মিষ্টকথার জন্য লালায়িত ছিল, সেই শান্তি আমায় অনাদর করলে! বংশমর্য্যাদা, জাতিমর্য্যাদা কি এই অধঃপতিত সংসারে নাই?

টাকা যদি হয় তবে সব বুঝি, জুতো—আর জুতো,—মানুষ কেবল জুতা প্রহারেরই উপযুক্ত। সেই প্রহার ভাল করিয়া দেখাইব। টাকা কি আর হবে না? ঈশ্বর তোমার প্রতি এখন আমার প্রগাঢ় ভক্তি,—দেব দেবীতে আমার একান্ত অনুরাগ, মদনমোহনে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আমার ভাল হবে না কেন? অতি যে দুরাচার তারও ঈশ্বরের নামে কালে

পরিত্রাণ হয়, তবে আমার অর্থাগম হবেনা কেন? চাকরীর আশা নাই—করিও না। সামান্য ২।১০ টাকা উপার্জ্জনে ফল কি? দিন কতক দালালি বেশ চলেছিল কিন্তু আর্তো চল্‌লো না। কাপ্তেন ত আর মিল্‌লো না। না চলায় দুঃখই বা কি? ঈশ্বর যা করেন ভালর জন্যই করেন। ঈশ্বর মনে কর্‌লে আমার সম্মুখের এই চার আঙ্গুল মাটী খুঁড়্‌লে হয়ত ১০ হাজার মোহর পেতে পারি। তা হলে ভাবনা কি? লটারিতে ১ লক্ষ টাকাও পেতে পারি। কোন সম্পন্না বারনারী হয়ত আমার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে, আমায় সমস্ত বিষয় বিভব উইল করে দু'দিন বাদে মরে যেতে পারে। এ ঘটনা নূতন নয়। আর এ দেবদুর্লভ সৌন্দর্য্য দেখে কি কেউ ভুল্‌বেনা?

আবার ক্ষণেক ভাবিয়া বলিলেন 'মহারাণী আমায় একটা বড় চাকরী দিতে বড় লাটকে লেখেন, বা কোন রাজা স্বপ্ন দেখে আমায় ডেকে পাঠিয়ে ভাল চাকরী দেয়। এমন একটা ভূত পাই যে রাজাদের মনে সেই প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেয়। পৃথিবী বা সাগরগর্ভে যে সমস্ত অর্থ আছে তা পাই, যেখানে যা ছুঁই তাই ঘরে এসে উপস্থিত হয়। ঘর,—ঘরও ত নাই,—পরের ঘরে টাকা আসাও ত ভাল নয়। এমন বর পাই যে আমি পৃথিবীর অদ্বিতীয় চিকিৎসক হতে পারি। তা হইলেই সব চেয়ে ভাল হয়। কোন অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী আমায় পাবার জন্য তপস্যা করতে করতে মহাদেবের বর পায় যে ঐ স্থানে ৫০ লক্ষ টাকা পোঁতা আছে,—নিয়ে রামাধরের কাছে যা। তাকে দিয়ে আমার বরের কথা বলিস্ যে তোমার বিবাহ মাত্রেই সে অদ্বিতীয় ডাক্তার হবে। আমি তা হলে তাকে কত আদর করি। মরা মানুষ বাঁচাই, টাকার টাকা হয়ে যায়। রুশিয়ার জার, টার্কির সুলতান, এমন কি স্বয়ং ভারতেশ্বরী আমায় কত সমাদর করেন। আর মেয়েটীকে আমি যা বল্‌বো সে তাই কর্‌বে। সহস্র বৎসর দুজনে বাঁচবো। ঐ সব নক্ষত্রে কি প্রকারের লোক আছে বল্‌তে পার্‌বো,—তাদের ভাষা কি তা জগৎকে বল্‌বো। সকলই অদ্ভুত কাজ সাধিত হবে। তখন জগৎ দেখ্‌বে দয়া মায়া বৃথা, মানুষ মরে আবার নক্ষত্রে জন্ম নেয়। দয়া মায়া থাক না থাক, নক্ষত্রে জন্ম হয়। [illegible] আর আপন পর বিচার থাকেনা। যারা জীবিতকে [illegible]

পর ভাবতে পারে, মায়ায় মুগ্ধ নয়, তারাই প্রকৃত মানুষ। আর এই রাধা-মাধব তার জীবন্ত প্রতিকৃতি।

আর ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "যাই হোক্ মেয়েটাকে কামিনীর কাছে রাখা ভাল হয়না। অল্প দিন মধ্যে সময় না ফেরে টাকা নিয়ে তার বিবাহ দিলেও ত চল্‌বে। এখন কোথায় রাখি?"

রাধামাধব আবার নূতন চিন্তায় মগ্ন হইলেন। আবার বলিলেন "যা হয় হবে। কিন্তু ছেলেটা বড় বজ্জাৎ আর বাপ্‌ কি বেটা সেপাই কি ঘোড়া, না হবে কেন? তাকে তাড়িয়ে ভালই করেছি।"

রাধামাধব তখন রাত্রি বেশী হইয়াছে ভাবিয়া উঠিলেন। দেখিলেন তখনও পার্কের উত্তর দিকে "চাই বরফ, চাই বেলফুল" বলিয়া হাঁকিতেছে। ছোক্‌রা বাবুরা মালা কিনিতেছে, বারান্দাশোভিনী বারবিলাসিনীরা কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ তামাক খাই খাই করযাও পথের দিকে দুই একবার চাহিয়া লইতেছে। এমন সময় রাধামাধব ধীরে ধীরে সেই জনতার মধ্য দিয়া সোনাগাছিতে কামিনীর-কুঞ্জে প্রবেশ করিলেন।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### দুরবস্থার চূড়ান্ত।

কামিনীর ঘরে দুইটী বাবু সুরাপানে মত্ত, কামিনী গান গাহিতেছে, এমন সময় তথায় রাধামাধব আসিয়া উপস্থিত। রাধামাধবকে দেখিয়া তাঁহার কন্যা অমলা ছুটিয়া আসিয়া বলিল "বাবা, আজ ভাত খেতে এলনি কেন?"

রাধা। আস্‌তে পারিনি।

অমলা তখন ঘাড়টী হেঁট করিয়া বলিল "বাবা তুমি যখন কোথাও যাবে আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেও।"

রাধা। কেন অমলা?

অমলা। মার ঘরের বাবুরা আমায় বড় ঠাট্টা করে।

রাধামাধব একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

এই বুঝি তাঁহার প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস। অমলার বয়স এখন প্রায় একাদশ বৎসর। অমলা সুন্দরী বালিকা। অমলার স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ, সুন্দর মুখশ্রী।

রাধামাধব কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "তোমায় আর এখানে রাখ্‌বোনা।

জ্ঞান হওয়ার পর আজি অমলা পিতা কর্ত্তৃক সস্নেহ-মুখচুম্বন সুখানুভব করিলেন। কামিনীর গান থামিলে রাধামাধব বাবু ডাকিলেন "কামিনী।" কামিনী বিরক্তিসহ উত্তর দিল "বিরক্ত কর কেন?"

রাধা। আমি তোমায় কত দিন বলেছি যে আমার সাক্ষাতে কারও সঙ্গে ইয়ার্কি দিও না।

কামিনী। কেন, আমিত আর তোমার বাঁধা নেই।

রাধা। না থাক অনেক খেয়েছ।

কামিনী। যখন খেয়েছি তখন করেছি।

রাধা। এখনও খাবার প্রত্যাশা রাখনা কেন?

কামিনী। তোমার তো সব শেষ। আর পাবে কোথায়?

রাধা। পুরুষের ভাগ্যের কথা কে বল্‌তে পারে।

কামিনী। আর উপকথায় কাজ নেই।

বাবু দুটী এই সময় বিদায় গ্রহণ করিলেন। কামিনী তাঁহাদিগকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেও, যেন তাঁহারা আর থাকিতে সাহস পাইলেন না। বাবু দুটী গেলেন বটে, কিন্তু যেন কিছু মনঃক্ষুণ্ণ ভাবে। কামিনী তখন কর্কশভাবে বলিল "তোমায় আমি বার্ বার্ বলি যে নিজের পথ দেখ, তা তুমি শোননা। দেখ, তোমার জন্য আমি অন্য লোকেরও দু'পয়সা নিতে পাইনা।"

রাধা। আমায় আর ২ মাস সময় দাও, তার মধ্যে তোমায় টাকা দিতে না পারি আর আস্‌বো না।

কামিনী। আমি ত বলেছি যে আমি তোমায় চাইনা,—তোমার টাকাও চাইনা। আমি নাকি ভাল মানুষের মেয়ে, এক পুরুষে বেশ্যা, তাই এখনও তোমায় এখানে আসতে দি, তোমার মেয়েকে পুষি, অন্য

কেউ হলে গ্রাহ্য করতোনা। আমি যাই ভাল মানুষের মেয়ে, তাই তোমার পয়সা খেয়েছি, নইলে তোমার ঝাঁটা লাথি খেয়ে কে পয়সা নিত?

রাধা। চাঁদপানা মুখ করে লাথি খেয়েছিলে ত?

কামিনী জ্রকুঞ্চিত করিয়া বলিল "খেয়েছিলাম একদিন শোধ দেবো বলে। সাবধান না হলে সে সব তোলা আছে।"

রাধা। ভাল, আর না হয় আসবোনা। গাছতলায় শোবো।

কামিনী। গাছতলায় শোবে কি নিমতলার ঘাটে শোবে, তার আমি জানি। জ্ঞাতি ত আছে, তাদের দোরে পড়ে থাকগে। বেশ্যার ঝাঁটা খাওয়ার চেয়ে সে ভাল।

রাধা। এখন বুঝছি। যখন সামান্য ২।৫ হাজারও ছিল, তখন একথা বুঝলে আজ এত ঠকতাম না।

কামিনী। ভগবান তোমায় সামান্য দু পয়সাও রাখতে দেবেন না, তা হাজার ত পরের কথা।

রাধা। আচ্ছা আমি এখনি যাচ্চি।

কামিনী। স্বচ্ছন্দে।

রাধামাধব বাবু অমলাকে ডাকিলেন। অমলা সাহ্লাদে পিতার নিকট যাইতেছিল, এমন সময় কামিনী তাহার হাত ধরিয়া বলল "ওকে কেন?"

রাধা। আমার সঙ্গে যাবে।

কামিনী। অত সুখে বাজ কি?

রাধা। কেন?

কামিনী। কেন, তা জাননা বুঝি, আজ যে দুই বৎসর তোমায় আর ওকে খাওয়াচ্চি পরাচ্চি, তার টাকা দেবে কে?

রাধা। যখন হবে দেবো।

কামিনী। আগে রোক্ পাঁচটী শো টাকা বার করে গুণে দাও, তবে মেয়ে নিয়ে যাও।

রাধা। না দিলে কি হবে?

কামিনী। মেয়ে ছাড়বোনা।

রাধা। মেয়ে নিয়ে কি কর্‌বে?

কামিনী। আমি যা কচ্চি সেও তাই কর্‌বে, আমার ঋণ শোধ্‌বে।

রাধামাধব বাবু রোষকষায়িত-নেত্রে বলিলেন "কি তোর এত বড় কথা।"

কামিনী। ঔচ্ছিল্যভাবে কহিল "ওঃ! কি আমার শাসনকর্ত্তা রে। বেশী গোলমাল কর্‌ত পাহারাওলা ডেকে তাড়িয়ে দেবো।"

রাধা। মেয়ে আট্‌কালে পুলিশে খবর দেবোনা।

কামিনী। পুলিশ ত আর তোমার ভগ্নিপতি নয়। তোমার আর সে দিন নেই যে পুলিশ হাতধরা হবে। ওরা খাটী দুধ, অবস্থা বুঝে কারও পাতে ক্ষীর ছানা, কারও পাতে টকো ঘোল হয়।

রাধা। তবে দ্যাখ্‌ কি করি।

কামিনী। যা যা, আর ছুঁচো মুখ নাড়িস্‌ নে।

রাধামাধব চলিয়া গেলেন। অমলা সকাতরে বলিলেন "বাবা আমায় নিয়ে যাও।" কামিনী তাহার উত্তরে বলিল "চুপ্‌ করে থাক, আর অত রস পাড়াতে হবে না।"

বালিকা নিরবে কাঁদিতে লাগিল।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

### পুলিশের সহায়তা।

যে রাধামাধব আইনের বলে কত লোককে কষ্টে ফেলিতে পারিতেন, যাঁহার প্রখর বুদ্ধির কাছে অনেকে পরাভব স্বীকার করিতেন, তিনি আজি একটা সামান্য বেশ্যার নিকট পরাস্ত হইলেন। যাঁহার সাহস দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হইত, আজি তিনি হতবুদ্ধি। সংসারে এমনই হইয়া থাকে বটে। অতি বড় বুদ্ধিমানও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে হস্তিমূর্খ মধ্যে পরিগণিত হন। সময়ের ফের এমনি! নতুবা পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র মায়া মৃগে পরাভব হইলেন কেন? ইহা কে না জানে যে সোনার মৃগ হয়

কিন্তু রামচন্দ্রের কি তাহা না জানা সম্ভব? সময়গতিকে তাহাকেও সে বুদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইতে হইযাছিল, তা রাধামাধব ত? নে ছার! বটতলার ইন্সপেক্টর বাবু পূর্ব্ব হইতেই বাধামাধব বাবুকে জানিতেন, তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপের পরিচয পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তনের কথাও অবিদিত ছিলনা। বাধামাধব বাবু ইন্সপেক্টর বাবুকে সমস্ত কথা বলিলেন; তিনি শুনিয়া বলিলেন "কথা গুরুতর, unlawful detention, cognizable offence, চলুন যাইতেছি।"

বাধামাধব বাবু সাগ্রহে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কামিনীর ভবনে উপস্থিত হইলেন। ইন্সপেক্টর বাবুকে দেখিয়া কামিনী ভয়ে জড় সড় হইল না, সেই সুন্দর রক্তবর্ণ অধরে একটু মৃদু হাসি হাসিয়া, নয়ন-কোণে একটু মৃদু কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "আসুন, আজ আমার যে পরম সৌভাগ্য।"

ইন্সপেক্টর বাবু কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেও তাহার মন একটু নরম হইল, তিনি কামিনীর সুসজ্জিত বসতীর ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালনচ্ছলে কামিনীকে আড়নয়নে ভাল করি। দেখিতে লাগিলেন। কামিনী রূপার করিয়া সুগন্ধি পান দিয়া মনে মনে বলিল "আর কি, ঔষধ ধরেছে।"

ঔষধ ধরিল বটে। ইন্সপেক্টর বাবু বাবা হুঁকায় তামাকু খাইতে খাইতে একটু মুচকি মধুর হাসিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি?"

কামিনী। ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। (বাধামাধব বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আমি ওঁর রক্ষিতা ছিলাম। অনেক নিয়েছি, এখন ওঁর কিছু নেই, আমারই কাছে খান্ দান্, মেয়েটীও খায় পরে আছে। আমিত ধর্ম্মভেবে ফেলতে পারবোনা। ইচ্ছা আছে কিছু খরচ পত্র করে মেয়েটীর সৎপাত্রে বিবাহ দেবো। কিন্তু ওঁর ইচ্ছে উনি মেয়েটীকে কোন বেশ্যাকে দিয়ে ২।৫ শো টাকা নেন। এমন চাঁদপানা মেয়ে, যাকে মা ছাড়া বলিনে, তাকে জলে ফেলতে দিতে পারি? আমি যে বেশ্যা আমারও তা ভাবতে গেলে প্রাণ কাঁদে? আপনি ভদ্রলোক আপনিই কেন বিবেচনা করুন না। এমন কষ্টের জীবন আর আছে কি?

এই বলিয়া কামিনী যেন কাঁদিয়া ফেলিল। বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিল।

ইন্সপেক্টর বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন "বলেন কি রাধামাধব বাবু, তা ত কি কর্ত্তে আছে,—স্ত্রীলোকটী ত খুব উচ্চমনা।"

রাধা। আপনি ওর কথা শোনেন কেন, ও সবল স্পর্দ্ধার কথা, আমার হৃদয় কি এতই নীচ?

কামিনী সে কথায় বাধাদিয়া বলিল "আপনি জিজ্ঞাসা করুন, উনি মেয়ে নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখ্‌বেন।"

রাধা। আমি যেখানে থাক্‌বো।

কামিনী। তবু কোথায়?

রাধা। চুলোয়, সে খোঁজে তোমার আবশ্যক?

ইন্সপেক্টর বাবু বলিলেন "এটা আপনার ঠিক উত্তর হলোনা, আমি ত স্ত্রীলোকটীর কথাই ভাল বুঝ্‌ছি।"

রাধামাধব বাবু রাগ করিয়া বলিলেন "তবে বুঝুন, আমি চল্‌লাম, কাল মাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত দিব। দেখি কোন উপায় হয় কি না। আমি রাধামাধব হালদার, আমায় জানেন ত?"

রাধামাধব বাবু এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। ইন্সপেক্টর বাবু তাঁহাকে বারম্বার ফিরিতে বলিলেন, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। তখন কামিনী বলিল "যাগ্‌না তাতে ভয় কি, আমি ত আর ওর মেয়েকে নষ্ট কর্‌বার অভিপ্রায়ে রাখিনি। ভাল ভেবেই রেখেছি।"

ইন্সপেক্টর বাবু কিছু চিন্তিত ভাবে বলিলেন "তা বটে—তবে—"

কামিনী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল "ওর আজ খাবার সঙ্গতি নেই, ও মকর্দ্দমা কর্‌বে, আপনিও যেমন।"

ইন্সপেক্টর বাবু কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন "তবে এখন আসি।"

কামিনী আবার কত সোহাগে, কত আদরে, কত রঙ্গভরে বলিল এখনি!"

ইন্সপেক্টর। আবার আস্‌বো।

কামিনী। তা কি আর মনে থাক্‌বে? আপনাদের কত কাজ।

ইন্সপেক্টর। থাক্‌বে বই কি?

কামিনী। দেখ্‌বেন, আমার মাথা খাবেন।

ইন্স্পেক্টর বাবু গালভরা হাসির সহিত বলিলেন "ও আবার কি, আমি নিশ্চয় আস্‌বো।"

কামিনী তখন চাকরকে আলো ধরিতে বলিল। নিজে বাবুটীর হাত ধরিয়া সঙ্গে করিয়া সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া নামাইয়া দিল। হাতটী হাতের মধ্যে ধরিয়া দুই একবার ঈষৎ স্পন্দন করিয়া নিপীড়ন করিয়াছিল। কামিনী তখন ঘাড়টী অল্প বাঁকাইয়া, বক্ষের দক্ষিণভাগটী অল্প উচ্চ করিয়া, নিতম্ব দেশটী অল্প হেলাইয়া, সেই প্রশস্ত নয়নে একটী ভুবনমোহিনী চাহনি চাহিয়া, মৃদু হাস্যসহকারে বলিল "তবে আসি.—বন্দেগি।"

ইন্সপেক্টর বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বন্দেগি বিবি জি।"

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### অবস্থার পরিণাম।

রাধামাধব বাবু কামিনীর বাটী হইতে বাহির হইয়া মনে করিলেন, অমরের শরণাপন্ন হইব। মনে করিলেন সকল অপরাধ স্বীকার করিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিব। সেই অভিপ্রায়ে কিয়দ্দূর অগ্রসরও হইলেন। কিন্তু আর পা উঠিল না, হৃদয় মানিল না, মনে হইল "শত্রুর আশ্রয় ভিক্ষা, এই দীন বেশে! অমর আমার অবস্থা দেখিয়া অধর টিপিয়া হাসিবে, তাহা আমার কখন সহ্য হইবে না। অমরের এখনও সচ্ছল সংসার। বাবুয়ানা না থাকিলেও অন্ন চিন্তা নাই, আপনার ভিটায় বসিয়া আছে, আমি তাহার নিকট যাইব না। তবে কি করিব, কামিনীর পদাঘাত সহ্য করিব, আর দুদিন পরে আমার কন্যা বেশ্যাবৃত্তি করিবে, তাহাই স্বচক্ষে দেখিব? না না, তাহা কখন পারিব না। পুলিশ আমার সহায়তা করিবে কেন? মাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত কি দিয়াই বা করিব। পয়সা ত নেই। রাত্রে যে এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া খাইব সে সঙ্গতিরও অভাব, তবে দরখাস্ত হইবে কেমন করিয়া?"

অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিলেন, "আর এ ছার প্রাণ রাখার ফল নাই

যাই গঙ্গার জলে ডুবিয়া মরিগে।" রাধামাধব বাবু বরাবর নিমতলার ঘাটে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় ১২টা।

বৈশাখ মাস পূর্ণিমা রজনী,—ফুর ফুর করিয়া দক্ষিণ দিক হইতে মৃদু মন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। প্রশস্ত গঙ্গাবক্ষে সেই সমীরণ রঙ্গভরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার সহিত ক্রীড়ামত্ত। চন্দ্র সেই সঙ্গে যেন হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। দূরে দুই এক খানি তরণীর বহিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে সেই গঙ্গাবক্ষে এক পরম রমণীয় রজত খেলা খেলাইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। আকাশে মেঘ নাই,—তারকারাজী যেন চন্দ্রের শোভায় হিংসা পরবশ হইয়া নীল নভোমণ্ডলে আপনাপন অঙ্গ ঢাকিয়াছে, কোথাও বা দুই একটী উঁকি মারিয়া আপনাপন বিষাদভাবের পরিচয় জগৎসংসারকে দিতেছে। চাঁদ যেন তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের মনে কষ্ট দিবার অভিপ্রায়ে গঙ্গার পবিত্রসলিলে আপন শোভাময় বদনপ্রভা প্রতিবিম্বিত করিয়া হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে। রাধামাধব বাবু ক্ষণেক সেই চন্দ্রকিরণ বিভাসিত জাহ্নবী-শোভা সন্দর্শন করিয়া বলিলেন "মরিবার দিন বটে, কিন্তু মরিব কি? শত্রুতে যে হাসিবে। আত্মহত্যা পাপ বলিয়া মানিনা, কিন্তু দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচায়ক।" তখন দক্ষিণদিকে দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন নিমতলার ঘাটে মড়া পুড়িতেছে। অগ্নিশিখা থাকিয়া থাকিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে। ভাবিলেন "আহা, লোক মরিতে চায়না, কিন্তু আমি চাই কেন? মরণ নাকি গালি, কিন্তু আমি বলি আশীর্ব্বাদ। ও কোন্ মহাত্মার চিতা জ্বলিতেছে রে? মরিলে লোক যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, ভাবনা হইতে অব্যাহতি পায়, তবে মৃত্যু দুঃখের কিসে? যে লোকের কোথাও শান্তি নাই, আশ্রয় নাই, তাহার সুখ শান্তি মৃত্যুতে।—মরিলে লোক কাঁদে কেন? আমি বলি মৃত্যু দেখিলে হাসিতে হয়। সেই জন্যই কি এ হৃদয়ে স্নেহ মমতা স্থান পায় না। ঈশ্বর তুমি কি আমার হৃদয় অতি উচ্চ বলিয়া তাহাতে দয়ামায়া সৃজন কর নাই? আহা, অমলা, আজ কেন তোমায় অমনি করিয়া ভস্ম করিতে পাইলাম না, তাহা হইলে হৃদয়ে আমার হাসি ধরিত না। না অমলা, তোমায় রাখিয়া আমি মরিব না।"

রাধামাধব বাবু একটা বাঁধা ঘাটে বসিলেন। ভাবিলেন "ঈশ্বর তুমি কি

আর আমার দয়া করবেনা। এই গঙ্গা জলে যদি দশ হাজার মোহর পাই? এক হাঁটু জলে কেন বাক্স পোরা মোহর থাকুক না। থাকা কি অসম্ভব?"

রাধামাধব সত্য সত্যই জলে নামিলেন। জল খুঁজিতে লাগিলেন, দেখিলেন ঘাটে কেহ নাই, মৃদু স্বরে বলিলেন "মা ভাগীরথি প্রসন্না হও মা, আর কষ্ট সহ্য হয় না। আমায় এই খানে বাক্স পোরা মোহর দাও, আমি অমলাকে উদ্ধার করি। এ কষ্ট আর সহ্য হয় না। আমি মহাপাপী, কিন্তু আমার অনুশোচনা ত হয়েছে মা।"

রাধামাধব বাবু যেন সেখানে প্রকৃতই বাক্স ভরা মোহর আছে, এই ভাবে অনুসন্ধানে রত হইলেন। হাতে বড় ছোট ছোট পাথর ঠেকিতে লাগিল, রাধামাধব ভাবিলেন "মোহর কি ছড়ান আছে" তাহার দুই একটা জোৎস্নালোকে তুলিয়া দেখিলেন, তাহা মোহর নয় ভাঙ্গা খোলা আর ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড। তাহা বেগভরে দূরে ফেলিয়া দিলেন। এমন সময় ঘাটের উপর হইতে মৃদু অথচ গম্ভীরভাবে কে যেন বলিলেন "তুমি কে?"

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### দেব সহায়।

রাধামাধব চমকিলেন না, স্থিরভাবে উত্তর দিলেন "আমি পাপী, আপনি কে?"

উত্তর হইল "আমি ত্যাগী।"

রাধা। তবে আপনার কাছে যাই।

লোকটী বলিলেন "আসুন।"

রাধামাধব বাবু উঠিয়া গেলেন।

প্রশ্নকারী তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু চিনিতে পারিলেন না। বলিলেন "আপনি কে?"

"আর পরিচয় কেন?"

"বিশেষ আপত্তি আছে কি?"

"আছে,—নাইও।"

"তবে বলুন।"

"আমার নাম রাধামাধব হালদার। এ নাম কখন শুনিয়া ছিলেন কি?"

প্রশ্নকারী চমকিয়া উঠিলেন।

রাধামাধব বাবু বলিলেন "আপনার নাম।"

"দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার।"

রাধা। শান্তির ভাই নাকি?

দ্বিজেন্দ্র বাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "হুঁ।"

রাধা। এত রাত্রে এখানে কেন?

দ্বিজেন্দ্র। বেড়াইতে। আপনি কেন আসিয়া ছিলেন?

রাধা। মরিতে।

দ্বিজেন্দ্র। তবে মরিলেন না কেন?

রাধা। একটা কাজ বাকি আছে।

দ্বিজেন্দ্র। কি?

রাধা। অমলার উদ্ধার।

দ্বিজেন্দ্র। অমলা কে?

রাধা। আমার কন্যা।

দ্বিজেন্দ্র। জলে কি খুঁজিতেছিলেন?

রাধা। অর্থ। অর্থাভাবে অমলার উদ্ধার হইতেছে না।

দ্বিজেন্দ্র। অমলার কি হইয়াছে?

রাধা। আপনাকে আর ঘরের কথা বলি কেন?

দ্বিজেন্দ্র। যদি কোন উপায় হয়।

রাধা। কি উপায় করিবেন?

দ্বিজেন্দ্র। অঙ্গীকার করিতে পারিনা, তবে চেষ্টা করিবার যোগ্য হইলে করিব।

রাধা। আপনি ব্রাহ্ম। শুনিয়াছি পরোপকার আপনার ধর্ম্ম। আমার উপকার করা হয় বটে। তবে শুনুন।

এই বলিয়া রাধামাধব সমস্ত ঘটনা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে বলিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু

স্থিরচিত্তে সমস্ত শুনিয়া বলিলেন "যদি অমলাকে উদ্ধার করিয়া দিই তাহা হইলে কি করিবেন?"

রাধা। অমলার বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইব তাহাতে কোন ব্যবসা করিব।

দ্বিজেন্দ্র। কে বিবাহ করিবে?

রাধা। কোন ব্রাহ্মণ।

দ্বিজেন্দ্র। যে কন্যা দুই বৎসর বেশ্যা-গৃহে প্রতিপালিতা হইতেছেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণে বিবাহ করিবে?

রাধা। ব্রাহ্মণ সন্তানের বিবাহ হওয়া দায়। অর্থ দিয়া কত বৈষ্ণব কন্যাকে, কত বেশ্যা কন্যাকে বিবাহ করিয়া ফেলিতেছে।

দ্বিজেন্দ্র। অজ্ঞাতে, আর তাহা প্রকাশ হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়।

রাধা। ত্যাগ করিলে টাকা ত আর আমি ফেরত দিবনা।

দ্বিজেন্দ্র। কত টাকা পাইবার আশা করেন?

রাধা। সাত আট শত।

দ্বিজেন্দ্র। আমি যদি আপনাকে দুই হাজার টাকা দিই, তাহা হইলে কন্যাটীকে দিতে পারেন?

রাধা। আপনি কি করিবেন?

দ্বিজেন্দ্র। কন্যা নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিব।

রাধামাধব যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, বলিলেন "এখনি।"

দ্বিজেন্দ্র। কাল প্রাতে আমার বাটীতে যাইবেন, একত্রে যাইয়া অমলাকে আনিব। কামিনী কত টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিবে?

রাধা। পাঁচ শত।

দ্বিজেন্দ্র। তবে আমি চলিলাম।

রাধা। অনুমতি করিলে আমিও সঙ্গে যাই।

দ্বিজেন্দ্র। আসুন।

উভয়ে চলিলেন, কিয়দ্দূরে দ্বিজেন্দ্র বাবুর গাড়ি দাঁড়াইয়াছিল, উভয়ে তাহাতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### পাপের পরিণাম।

শান্তির আর দিন চলেনা। দ্বিজেন্দ্র বাবু ৫০৲ টাকা মাসহারা ব্যতীত আর কিছুই দেননা। যাহার মাসে ৫০০৲ টাকা হইলে কুলায় না, তাহার ৫০৲ টাকায় কি করিয়া চলিবে?

শান্তির রূপ না থাকিলেও চটক্ ছিল, তার যৌবন ছিল, এখন উভয়ই কমিয়া আসিয়াছে শান্তি যেন কেমন কদাকার হইয়া উঠিয়াছেন, শান্তির চক্ষু যেন কোটরাশ্রয় করিয়াছে, মুখ আরও লম্বা হইয়াছে। দাঁতগুলি যেন বেশী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গাল দুটী তুবড়াইয়া গিয়াছে। চুল খানিক খানিক উঠিয়া গিয়াছে। শান্তি কুৎসিতভাবে লম্বা হইয়া পড়িয়াছেন। ঘাড় যেন কিছু সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। অতি অল্প দিন মধ্যে শান্তির দেহে এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যাহারা একদিন শান্তি শান্তি করিয়া পাগল হইত, তাহারা আর শান্তিকে চায়না। শান্তির পড়া আর হয়না। ডাক্তারী পাস দেওয়া শান্তির অদৃষ্টে আর ঘটিল না। শান্তি অদ্বিতীয় মেয়ে ডাক্তার হইব বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশা আর পুরিল না।

নন্দ বাবু ত্যাগ করিলে শান্তি আশা করিয়াছিলেন লোকের আবার ভাবনা, আমায় বিবাহ করিতে কত লোক চাহিবে, কিন্তু যে দিন ভিক্ষুক রাধামাধবও তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া চলিয়া গেল, সে দিন শান্তি বুঝিলেন তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শান্তির আর দিন চলেনা। দোকানদারেরা আর ধার দেয়না, ভৃত্যেরা বেতন পায়না, বাটীভাড়ার জন্য ছোট আদালতে নালিশ হইয়াছে। বন্ধু বান্ধবদের নিকট আর টাকা চাহিলে পাওয়া যায়না। কেহ ওজর করেন, কেহ দেখা করেন না।—এ সকল শান্তির হৃদয়ে বড় বিঁধিল, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া আবার দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট উপস্থিত। সেই আফিস ঘরে আবার শান্তি যাইয়া উপস্থিত হইলেন, শান্তির সে তেজ নাই, সে অহঙ্কার নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই। শান্তি যাইয়া বলিলেন "দাদা!"

দ্বিজেন্দ্র। এস,—কি খপর?

শান্তি। আমার ত দিন যায়না।

দ্বিজেন্দ্র। কেন শান্তি ?

শান্তি। পঞ্চাশ টাকায় আমার কি হবে ?

দ্বিজেন্দ্র। একটা স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট।

শান্তি। তা হতে পারে, কিন্তু তোমার ভগ্নীর পক্ষে নয়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু একখানি কাগজ পড়িতেছিলেন। সেখানি ফেলিলেন, বলিলেন "শান্তি, কষ্ট করা তোমার স্বভাব, আমার দোষ নয়।"

শান্তি। কেন ?

দ্বিজেন্দ্র। স্বামী ত্যাগ কর্‌লে কেন ?

শান্তি। তিনি আমায় সন্দেহ করতেন।

দ্বিজেন্দ্র। সন্দেহের কি কোন কারণ ছিলনা ?

শান্তি। কিছু না।

দ্বিজেন্দ্র। আমি তোমার দাদা, আমার কাছে মিথ্যা বল্‌চ ?

শান্তি। আমি মিথ্যা বলিনি।

দ্বিজেন্দ্র। সম্পূর্ণ বল্‌চ। ছি ছি, তোমার লজ্জা করেনা। তুমি আপনাকে ব্রাহ্মিকা বলে পরিচয় দাও, ব্রাহ্মিকা বলে স্পর্দ্ধা কর, কিন্তু ব্রাহ্মিকার কি মিথ্যা কথা কহা ধর্ম্ম ?

শান্তি। কথা গুলো বড় কঠোর হচ্চে।

দ্বিজেন্দ্র। তুমি যা করেছ তার চেয়ে ?

শান্তি। আমি কোন অন্যায় করিনি।

দ্বিজেন্দ্র। তুমি তা বল্‌বে আমি জানি, নইলে আজ তোমার এদশা কেন, আমি অতুল সম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু সম্পত্তি ভোগ কর্‌বার লোক নাই। আবশ্যক না থাক্‌লেও অর্থাগমের অপ্রেতুল নাই, এ সকল অর্থ আমায় কি সুখ শান্তি দেবে। যদি বল দানধর্ম্মই অর্থের সদ্ব্যবহার, তা সাধ্য মত করি, কিন্তু তবু মনে হয় কে ভোগ কর্‌বে। কে ভবিষ্যতে এই অর্থে দরিদ্রের অভাব মোচন কর্‌বে। তুমি আমার একমাত্র ভগ্নী—আশা ছিল তুমি সৎ হবে, সৎপাত্রে তোমার বিবাহ হবে, তোমার সন্তান সন্ততি হবে,—কিন্তু ঈশ্বর রাজি না হলে কে সফল কাম হয় ?

শান্তি বাম চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বেন দাদা, শুন্‌লাম আপনার একটী পালিতা-কন্যা হয়েছে।"

দ্বিজেন্দ্র। মানুষ কিছু না পেলে একটা পাখি বা একটা বিড়াল পুষে মানুষ করে, তাদের খাওয়ায়, নাচায়, নিয়ে খেলা করে। আমার কন্যা সেই মত। তাও ভবিষ্যতে কি আছে কে জানে। শান্তি, তুমি আমার কথা শোন, আমি তোমার সব দোষ মার্জ্জনা করতে প্রস্তুত আছি, তুমি প্রকৃতিস্থা হও। আমার কাছে থাক।

শান্তি। তোমার কাছে থাকা, তোমার সেবা সুশ্রুষা করা ত সুখের, কিন্তু তোমার নিয়ম পালনকরা যে বড়ই কঠিন।

দ্বিজেন্দ্র। কেন?

শান্তি। তুমি স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করনা, তাদের স্বাধীনতা দাওনা। তোমার কাছে থাক্‌লে আমার পুরুষ বন্ধু বান্ধবেরা হয়ত তোমার বাড়ীতে আস্‌তে পারে না, হয়ত আমি ইচ্ছামত কোথাও যেতে পারবনা।

দ্বিজেন্দ্র। নিশ্চয়।

শান্তি। তবে কি করে থাক্‌বো?

দ্বিজেন্দ্র। শান্তি, তোমার কি বয়স হয় নি, তোমার কি পাপ প্রবৃত্তি এখনও মেটেনি?

শান্তি। দাদা, দাদা, আমায় অপমান করচো।

দ্বিজেন্দ্র। কেন?

শান্তি। আমি পাপী!

দ্বিজেন্দ্র। সম্পূর্ণ।

শান্তি। কিসে?

"এই পত্রখানি পড়" এই বলিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু বাক্স হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া শান্তির হাতে দিলেন। শান্তি স্থিরভাবে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন "ওঃ, এ সব নন্দর কাজ, সেই আমার সর্ব্বনাশ করেছে।"

দ্বিজেন্দ্র। আর স্ত্রী হয়ে স্বামীর নিকট বিশ্বাসঘাতিনী হওয়া কি তার সর্ব্বনাশ করা নয়?

শান্তি। আমার বুদ্ধিতে যা ভাল বুঝ্‌বো তাই কর্‌বো। এতে ভালই

হোগ্ আর মন্দই হোগ্। পরের বুদ্ধি আমি চাইনা।

দ্বিজেন্দ্র। তবে আর কেন, তোমার যেখানে ইচ্ছা যাও, যা ইচ্ছা করগে।

শান্তি। আমায় মাসে আর পঞ্চাশটী করে টাকা দাও।

দ্বিজেন্দ্র। তা কখনই দেবোনা।

শান্তি। আমি ভিক্ষা চাচ্চি।

দ্বিজেন্দ্র। ভিক্ষা সৎপাত্রে দিতে হয়। তোমায় ভিক্ষা দেওয়ায় পাপ আছে।

কথাটা শান্তির বড় প্রাণে লাগিল। শান্তি তৎক্ষণাৎ ঘর হইতে রাগভরে উঠিয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু ক্ষণেক শান্তির বিষয় ভাবিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিজের কাজ করিতে লাগিলেন।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### নবানুরাগ।

পার্ক ষ্ট্রীটে বাঁড়ুয্যে সাহেবের বাটীতে আজ কিরণবালা আসিয়াছেন। কিরণের বয়স এখন ৩০ বৎসর। কিরণের একটী ছেলে, দুইটী মেয়ে। ছেলেটী প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসরের। ছেলেটী অতি ধীর, অতি শান্ত, অতি সুবোধ, দেখিতেও তেমনি সুশ্রী। নাম প্রবোধচন্দ্র। মেয়ে দুটীও দেখিতে বেশ সুশ্রী, বড়টীর নাম সরলা, বয়স আট বৎসর এবং ছোটটীর নাম সুশীলা। সুশীলা সরলা অপেক্ষা তিন বৎসরের ছোট। হেমাঙ্গিনী কিরণবালা অপেক্ষা দুই বৎসরের বড়। হেমাঙ্গিনীর একটী মাত্র পুত্রসন্তান। সন্তানটী প্রবোধচন্দ্রের সমবয়সী। নাম নভোমোহন।

বাঁড়ুয্যে সাহেব অপরিমিত ব্যয়ী, তাহার ফল যেরূপ বিষময় হইয়া থাকে, সাহেবের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছে।

হেমাঙ্গিনী ও কিরণ একটী কক্ষমধ্যে চিন্তা নিমগ্না ছিলেন। ক্ষণেক পরে কিরণ বলিলেন "তা অত ভাব কেন?"

হেম। ভাব্না যে আপনি আসে।

কিরণ। আচ্ছা, যার গাড়ী নেই, ঘোড়া নেই, অপর্য্যাপ্ত দাস দাসী নেই, তার কি মনে সুখ হয়না ?

হেম। আমার ত তাই মনে হয়। তোমার দাদা ত তাই ভেবে সারা। আর অর্থাগমেরও উপায় নেই। বিষয় বিভব সকলি বন্ধক। আজ কাল নিলাম হবে। ঘোড়া গাড়ি ক্রোক হয়েছে। চাকররা বেতন পায় না বলে কাজ কর্‌তে চায়না। এ বাড়ী হতেও শীঘ্র উঠ্‌তে হবে, কোথায় যাব, কোথায় থাক্‌বো।

কিরণ। পৈতৃক ভদ্রাসনটা বাঁচাবার উপায় নেই ?

হেম। উঁনি বলেন সব গিয়েও দেনা শোধ হবেনা।

কিরণ। দাদা ত এখন মাসে শুনেছি ৩।৪ শো টাকা পান।

হেম। সে টাকায় কি হবে ?

কিরণ। কি না হয়। ৫০৲ টাকা দিয়ে বাড়ী ভাড়া কর, একখান কম্পান্ গাড়ি রাখ। একটা ঝি আর একটা চাকর থাক। মাসে ২০০৲ টাকায় তোমার মত সংসারীর সংসার খরচের অভাব হওয়া অন্যায়।

হেম। কিরণ তুমি কি বল, ২০০৲ টাকা আবার টাকা !

কিরণ। তুমি মাসে মাসে হাজার টাকা কোথা পা'বে দিদি। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন ভাবনা ছিল কি। একবারে এত চাল বাড়িয়ে দিয়ে যে সব গেল। একজন না হয় বুঝ্‌তে পারেনা, কিন্তু তোমাদের দুজনি সমান।

হেম। আমি ভাই অত হিসেব পত্র জানিনা।

কিরণ। তুমিই ঘরের লক্ষ্মী তুমি না জান্‌লে জান্‌বে কে ? এই মোকর্দ্দমা মাম্‌লায় আমার ত সর্ব্বস্ব গেছে, মাসে একটী মাত্র বাড়ির ভাড়া ৩০০৲ টাকা পাই, তা থেকে বাড়ি মেরামত টেক্স, কখন ভাড়া থাকে না থাকে, সে সকলের জন্য মাসে ১৫০৲ রাখি, আর বাকি ১৫০৲ টাকায় সমস্ত চালাই। কই অভাব ত কাকে বলে তা জানিনা। যে সংসারে ৮টা ঝি, ৬টা চাকর, ৪টা দরোয়ান, সেই সংসারে আমার আজ একটী মাত্র বেহারা সম্বল। কই কোন কষ্ট ত হয়না। সে তামাক দেয়, বাসন মাজে, বাজার করে, ঘর ঝাড়ে, যা না পারে, আমার রান্না সেরে তা করি। বাপের বাড়ীতে রাঁধতে জান্‌তাম না শ্বশুর বাড়িতেও শিখিনি, কিন্তু কোন কাজ ত আট্‌কায় না। এখন

বরং নিজে স্বামী পুত্রের কোলে ভাত ধরে দিয়ে মনে হয় যেন কত পবিত্র অন্ন তাদের খেতে দিলাম, মনে হয়, আমার কত যত্নে রাঁধা জিনিস কত যত্নের জিনিসদের খেতে দিচ্চি। এখন মনে হয় বামুনে রান্না সাধ্যপক্ষে আপনার লোক্‌কে খেতে দিতে নেই। তাতে যেন পবিত্রতা নেই। যে লোক বড় বড় জুড়ি করে বেড়াতেন, তাঁর আজ ট্রাম গাড়িতে বেড়াতে ত কষ্ট হয়না। মনে করেছিলাম কত কষ্ট হবে, কত দুঃখ হবে, কিন্তু কই তাঁর বদন ত কখন বিষন্ন দেখ্‌লাম না। আমি কখন তাঁকে ভাব্‌তে দিইনে। কখন চিন্তাকুল দেখ্‌লে এক মুখ হাসি নিয়ে সেখানে যাই,—হাসিতে তাঁকে হাসাই. দুঃখের কথায়ও হাসি। আমাদের কষ্টই ত তার বেশি কষ্ট, তা সে কষ্ট যদি টের না পান, যদি দেখেন আমরা সুখে আছি, তবে আর তাঁর দুঃখ কি?

হেম। তোমার মত সংসারে ক জন আছে ভাই?

কিরণ। ঢের আছে। আমি ত মাসে ১৫০৲ টাকায় সংসার চালাই, আবার কত লোক আমার মত সংসার ৫০৲ টাকায় চালায়; যে চালাতে জানে, তার চালানর ভাব্‌না কি? খরচ কমালেই হয়, এ না হলে হবেনা মনে কর্‌তে নেই। না হলে হয়না এমন বস্তু সংসারে নেই। পুত্রহারা পিতা বাঁচে, স্বামী হারা স্ত্রী বাঁচে। তবে আবার না হলে হয়না এমন বস্তু আছে কি? কেউ ছেলেকে ক্ষির ছানা খাওয়ায়, কেউ বা মুড়ি মুড়কি খাওয়ায়। আমি আহ্লাদ করে ছেলের হাতে যদি অমৃত দিচ্চি বলে মুড়ি তুলে দি, তবে আর সে মুড়ি কই, সে যে অমৃত। ধার করে ক্ষির ছানা খাওয়ানর সুখ কি? যখন মনে হয় ধারের টাকা, তখন ত সে বস্তুতে অমৃত আছে বলে মনে হয়না, তাতে যেন বিষ আছে, আমার কাছে অমৃত থাক্‌তে আমি সাধ করে বিষ দেবো কেন? সে ঋণে আমার হৃদয় শান্তি হারাবে, যারা খাবে, তারা সুখ পাবেনা, মনে হবে না খেলে হতো। সে বিষ খাওয়াব কেন? যাঁরা বলেন "ধার করেও সুখে খেতে পর্‌তে হয়" তাঁরা নাস্তিক। তাঁদের ইহ-কালও নাই, পরকালও নাই। যার জীবনে শান্তি নেই, তার আর পরকাল কোথায়? ঋণে মানুষ পশু হয়, শান্তি হারায়। যে সংসারে মাসে ৩০০৲ টাকা ঘোড়া গাড়ীর খরচ ছিল, সেই সংসারে আজ মাসিক খরচ ১৫০৲ টাকা, নিতান্ত সহজ কথা নয়। তোমার এখনও তার দ্বিগুণ আয়, তবু তুমি ভাব, এই বিচিত্র।

হেম। কি কমাব ?

কিরণ। সব।

হেম। তবে ওরা খাবে কি ?

কিরণ। যা বিনা ঋণে হয়ে ওঠে। আমি রোজ একপোয়া মাছ কোনি। আগে /৩ সের /৫ সের কিন্‌তাম, এখন মনে হয়, না হয় কিসে ? আবার দিন এক পয়সারও মাছে চালান যায়।

হেম। যায়, কিন্তু কি খেয়ে বাঁচ্‌বে ?

কিরণ। ভারতের অর্দ্ধেক লোক দিন এক পয়সারও মাছ কিন্‌তে পারেনা, আমি ত কিনি !

হেম। সে অন্য অবস্থার লোক !

কিরণ। অবস্থার আবার হাত পা আছে কি ভাই ? যে যে অবস্থায় থাকে, তার তখন সেই রূপই অবস্থা। ঈশ্বর যেমন অবস্থায় রাখ্‌বেন, তাতেই মানুষকে সন্তোষ হতে হবে। তাতেই তাঁর দয়ার প্রভাব বুঝতে হবে, তবে তিনি দয়া কর্‌বেন। বাপ ছেলেকে খেল্‌না কিন্‌তে ৫টী টাকা দিয়ে যদি বলেন "বাবা, আজ এই পাঁচটী টাকার বেশি খরচ করোনা।" কিন্তু ছেলে যদি দশ টাকা খরচ করে বলে আমার তাতে কুলোয়নি, আমার পাঁচ টাকা ধার হয়েছে, তাহলে বাপ সন্তুষ্ট হন না। খেল্‌না কেনার কমি বেশি হয়। আমাদের সংসারেও তাই,—ঋষি তপস্বীদের ব্যয় দেখ, রাজার ব্যয় দেখ, আবার দরিদ্র শ্রমজীবিদের ব্যয় দেখ। ব্যয়ের কি শেষ আছে। মনে কর্‌লেই বাড়ান কমান যায়।

হেম। আমার মনে হয়, আমিও তোমার মত হবো, কিন্তু কাজে যে পারিনা।

কিরণ। ঐটী তোমার পাপ। রাগ করোনা ভাই, তোমার বাপের বাড়ীর খরচ পত্র অযচ্ছল ছেলনা, তুমি গৃহস্থের ঘর দেখেছ, তবে কেন নবাবীতে ভুলে যাও।

হেম। সে অভ্যাস যে আর নেই।

কিরণ। তবে কর,—তুমি অবিশ্যি দশ ক্রোশ হাঁট্‌তে পারনা, কেননা তোমার অভ্যাস নেই। আবার অনেক লোক অক্লেশে পারে। মনে কর,

গঙ্গায় স্নান কর্‌তে গেছ, আর একটা বাণে তোমায় দশ ক্রোশ টেনে নিয়ে গেলা সেখানে পাল্কী বা গাড়ী নেই, বাড়ি আস্‌তে হলে হেঁটে আস্‌তে হবে। সে অবস্থায় তুমি কি বাড়ি আস্‌বেনা ?

হেম। সে যে উপায় নেই।

কিরণ। এও সেইরূপ ভাবনা।

হেম একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তা বটে।"

কিরণ হাসিয়া বলিলেন "দূর্ ভাই, আর ও সব কথায় কাজ নেই, আয় দু'জনে ছাতে বেড়াইগে।"

হেমাঙ্গিনী আর কোন কথা না বলিয়া বিষণ্ণবদনে কিরণের অনুসরণ করিলেন।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### কথার পরিণাম।

সন্ধ্যার পর বাঁড়ুয্যে সাহেব আসিলে হেমাঙ্গিনী সশঙ্কিতচিত্তে তাঁহার নিকট যাইয়া বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসিলেন "কি হলো ?"

সাহেব। হবে আর কি, বিক্রি হবে, মহাজন আর সময় দেবেনা।

হেমাঙ্গিনী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সাহেব বলিলেন "দেখ হেম, তোমার দীর্ঘনিশ্বাসে মন আমার বড় খারাপ হয়, আমার এক একটী বাড়ী বিক্রির কষ্টর চেয়ে তোমার এক একটী দীর্ঘনিশ্বাসের কষ্ট বেশি।"

হেমাঙ্গিনী বুকের নিশ্বাস বুকে চাপিয়া বলিলেন "আর ফেল্‌বোনা।"

এই বলিয়া তিনি আরও স্বামীর সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। সাহেব বলিলেন "দেখ হেম, ঋণে আমার সুখ শান্তি সকলি গেল। পূর্ব্বে তোমার মুখখানি দেখ্‌লে যে সুখ হতো, তা আর হয়না। পুত্র মুখ দর্শনে যে সুখ পেতাম, তা আর পাইনা। সংসারে যে অতি দুঃখী কিন্তু অঋণী সেই সুখী।

হেমাঙ্গিনী তখন স্বামীকে কিরণবালা প্রদত্ত উপদেশের কথা বলিলেন। এমত সময় তথায় কিরণবালা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সাহেব বলিলেন "কিরণ, তুমি কি উপদেশ দিয়েছ?"

কিরণ কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন "আমি আবার কি উপদেশ দেবো।"

সাহেব। যা শুনলাম তা অতি সুন্দর, কিন্তু আমার ৩০০ টাকায় কি করে চলবে?

হেম বলিলেন "খতাও না।"

সাহেব। আচ্ছা বল।

হেম। ধর বাড়ী ভাড়া ৫০ টাকা, দুধ ২ সের হিসাবে—

সাহেব তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন "২ সেরে হবেনা, নিদান পক্ষে ৪ সের।

হেম। দাম ২০ টাকা।—গাড়ি ঘোড়া সহিস ৪০ টাকা। চাকর ঝি ধর—

সাহেব। আমার নিদান একটা চাপরাসী ও দরবান চাই,—আর cook.

হেম। আমি নিজে রাঁধ্‌বো।

সাহেব। আমি তা দেখ্‌তে পারবোনা।

হেম। কেন, ঠাকুরঝি রাঁধে না।

সাহেব। তা হোগ তুমি পারবেনা। চাকরদের হিসাবে ধর ৩০ টাকা। আর আমার আফিসে tiffin বাবদে নিদান পক্ষে ৩০ টাকা। ছেলের স্কুলের মাহিনা ও মাষ্টার, খুব কম ২৫ টাকা, মোট হলো ১৬৫ টাকা। আর কি?

হেম। ধোবা, নাপিত, জুতো, জামা, পোষাক তোমার নিদেন কত চাই?

সাহেব। যতই কম কর মাসে ৭৫ টাকার কম নয়।

হেম। তবেই ত তোমার ২৪০ টাকা হলো, তারপর সংসার খরচ, ডাক্তার টাক্তার সবই বাকি।

সাহেব। তাইত কিরণ, কি করে হবে?

কিরণ। দাদা চেষ্টা করলেই হবে।

সাহেব। আমায় বোঝাও।

কিরণ। আমার অবস্থা দেখে বোঝ, আমি হাউ চাউ করিনে তাই, তা না হ'লে আমার অবস্থাও শোচনীয়, কিন্তু আমার ঋণ নাই। আমি মনে করলে ২ বৎসর আবার গাড়ি ঘোড়া চালাতে পারি, অশান্তি কিন্‌তে পারি।

সাহেব। কেউ কি সাধ করে ঋণ জালে জড়িত হয়?

কিরণ। অনেকে। আপনার ভাব্না ভাবেনা, লোকে কি বল্‌বে তাই ভেবে সব নষ্ট করে। কিন্তু যখন কিছু থাক্‌বে না তখন লোকে কি বল্‌বে তা ভাব্‌লে আর কিছুই ভাব্‌তে হয়না।

সাহেব। ও খরচের আর কম কি করে কর্‌বো ?

কিরণ। ঈশ্বর দিন দেন আবার সুখ কর্‌বে।

সাহেব। কিন্তু আপাততঃ চলে কিসে ?

কিরণ। ওয়াজেদালি সা মেটেবুরুজে বন্দী ছিলেন, তাঁর চল্‌তো, নেপোলিয়নের মত প্রতাপশালী রাজা পরের অনুগ্রহভাজন হয়ে বেঁচেছিলেন, তাঁর চল্‌তো। প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ রাজ্য-সুখ হারিয়ে সপরিবারে বনমধ্যে বাস কর্‌তেন, ফলমূল ঘাসের বিচি খেতেন, তাঁরও চল্‌তো; কিন্তু দীন হীন ক্লাইভ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে লর্ড হয়েও চালাতে পারেন নি,—আত্মহত্যা করেছিলেন, এ সকল ত তোমারই কাছে শুনেছি দাদা।

এমন সময় তথায় প্রবোধ ও নভোমোহন দুই ভ্রাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নভোর সাহেবি পোষাক; পরিচ্ছন্ন বেশ, আর প্রবোধের পরণে পরিস্কার বিলাতি ধুতি আর গায়ে একটী সার্ট। নভো বলিলেন "বাবা কাল নাকি আমাদের সব বিক্রি হবে ?"

সাহেব। হলেই বা, সে সকল চিন্তা তোমার কেন ? তুমি লেখা পড়া করগে। মাষ্টার মশায় আসেন নি ?

নভো। আমার পড়্‌তে ভাল লাগ্‌লো না, তাই উঠে এলাম। মা বল্‌ছিলেন আমরা ৪০৲ ৫০৲ টাকা ভাড়ার মত একটী বাসা ভাড়া করে থাক্‌বো।

সাহেব। তা হলেই বা।

নভো ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সাহেবের গণ্ডদ্বয় বহিয়া জলধারা বহিল। হেমাঙ্গিনী দ্রুতভাবে কক্ষান্তরে গেলেন। কিরণ চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "নভু, বাবা তোমার চিন্তা কি, তুমি এখনও রাজার ছেলে, তোমার ভাবনা কি ?"

কিরণবালা বসনাঞ্চলে নভোমোহনের চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন। সাহেব ভাবিলেন সংসারের অবনতি ভাবিয়া নভোমোহনের চক্ষে জল, কিন্তু কিরণ ভাবিলেন "পৈতৃক সম্পত্তি নাশই তাহার কারণ।"

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### অমলা।

অমলা আজ চারি বৎসর দ্বিজেন্দ্র বাবুর আশ্রয়ে আছেন। পাঠক, অমলাকে সেই বালিকা বয়সে দেখিয়াছেন মাত্র, এখন আব একবাব দেখুন। ভগবান যে চিত্র যত্ন সহকারে তখন চিত্রন করিতেছিলেন, আজি তাঁহার সেই চিত্রন কার্য্য অতি সুন্দরভাবে শেষ হইয়া সেই বিশ্ব-বিধাতার চিত্র-নিপুণতার সবিশেষ পরিচয় দিতেছে।

অমলা পঞ্চদশ বর্ষীয়া যুবতী। যৌবনে রমণী সৌন্দর্য্যে যে সকল শোভা সৌন্দর্য্য বিকসিত হইয়া যৌবন শোভাব বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করে, আজি সেই সমস্ত অমলা শরীরে দেদীপ্যমান। বিধাতাব সকল দ্রব্যই সৌন্দর্য্যময়,—আকাশে, চন্দ্রে, নক্ষত্রে, নদীবক্ষে, সাগর-তরঙ্গে, বৃক্ষে, ফুলে, লতায়, পাতায়, সৌন্দর্য্য নাই কোথায়? তবে রমণীর বদনসরোজে না থাকিবে কেন? সৌন্দর্য্য থাকে, যৌবনে যে কদাকার তাহারও শোভা থাকে। ঘসা মাজায় আরও বাড়ে। জড় প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাই,—সলিল-স্নাত বৃক্ষ পত্রের শোভা কিছু বেশি,—কিন্তু কাট্ মল্লিকায় গোলাপের সৌন্দর্য্য বিভাসিত হয় না। অমলা, রমণীকুলে প্রফুল্ল শতদল। শতদল একস্থানে শত শত ফুটিয়া সরোবরকে শোভাময় করে। কিন্তু এ শতদল বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি!—যেমন আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র থাকিলেও তাহার মধ্যে শুক্র তারা, সেইরূপ সংসারের শোভাময়ী রমণীকুলে বুঝি অমলা।

অমলার আর সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব? যাহাকে দেখিলে ধ্যান-নিমগ্ন যোগী ঋষিকেও পলকহীন হইতে হয়। সহস্র বর্ষের কঠোর ব্রতপরায়ণ তপস্যা-নিরত উন্নত হৃদয়ও যে রূপরাশি দর্শনে মোহিত হয়, সে রূপের আর তুলনা কোথায়? যে বর্ণ গোলাপকে হীনপ্রভ করে, যে বর্ণ চন্দ্রকিরণকে উপহাস করে, যে বর্ণ অতি দাম্ভিক শিল্পিকে তুলিকা ধারণে হতাশ করে, সে বর্ণের আর বর্ণনা করিতে আমার ক্ষমতা কোথায়? যে মুখ দেখিলে ঈশ্বরকে মনে পড়ে। ঈশ্বরের ঐশীশক্তির পরিচয় নাস্তিক হৃদয়েও বদ্ধমূল হয়। মনে হয় ভগবান, তুমি অতি সুন্দর হইতেও অতি সুন্দর. নতুবা

এত সৌন্দর্য্য-কল্পনা তোমাতে কিরূপে সম্ভবে?—সে মুখের আর তুলনা কোথায়? নাসা চক্ষু কর্ণের কি পারিপাট্য, কি সুন্দর ভাবে সে গুলি গঠিত! সেই বিধাতা শিল্পির এই বুঝি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ। কি সুললিত হস্ত পদাদির গঠন, কি সুন্দর অঙ্গুলির ভাব, কি সুন্দর করতলের বর্ণ। যে পদতল, বিধাতা স্বয়ং অলক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া মানবকে সেই সৌন্দর্য্যের অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, মানবহৃদয়কে আকাঙ্ক্ষা দগ্ধ করিতে নারীহৃদয়ের শান্তিহরণ করিয়াছেন, তাহার তুলনা দিব কি করিয়া?

অমলা একতালার বারান্দায় এক খানি শোকায় অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় একাগ্রচিত্তে গ্রাফিকের ছবি দেখিতে ছিলেন। আর, দূরে দ্বিজেন্দ্র বাবু অমলার সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য শোভায় মগ্ন হইয়া মনে মনে বলিতেছিলেন "হায়, একি সাংসারিক মানব-সৌন্দর্য্য দেখিতেছি, না কোন দেবী আমায় ছলনা করিতে আসিয়াছেন? মা অমলা, তুমিত মানবী নও, তুমি নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্টা দেবী। একি সৌন্দর্য্য? যে সৌন্দর্য্য দর্শনে আমার হৃদয়ে জগন্মাতার রূপ জাগিয়া উঠে, মনে হয় হিন্দু, তোমার সৌন্দর্য্যময় দেব দেবী গঠন কেবল হৃদয়ে সৌন্দর্য্য জ্ঞানের প্রশান্ত পথ; ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের প্রধান অবলম্বন। হিন্দু, তাই তুমি অতি সুন্দর শোভা-ময়ী দেবী মূর্ত্তি গঠিত করিয়া পূজা কর। সৌন্দর্য্য মধ্যে সেই সর্ব্ব-সুন্দর জগৎপিতাকে দেখিয়া থাক। অমলা, তুমি সেই সুন্দরী দেবী মূর্ত্তি, মানবে ত এত সৌন্দর্য্য সম্ভবেনা।"

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাণ পুরিয়া মনে মনে বলিলেন "মা,—মা আমার" তখন মনে হইল, আহা মাতৃসম্বোধন কি মধুর, মনে হইল, যার হৃদয়ে মাতৃভক্তি নাই—যে প্রাণ ভরিয়া কখন "মা" বলিয়া ডাকে নাই, যার হৃদয়ে জননী আর জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া ধারণা নাই, সে পশু, তাহার মুক্তি নাই।—সে ত সেই জগন্মাতাকে কখন তন্ময়চিত্তে প্রাণ খুলিয়া "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিবেনা।

তখন দ্বিজেন্দ্র ধীরে ধীরে অমলার নিকট আসিলেন। অমলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন "বাবা, কি সুন্দর ছবি দেখ।"

দ্বিজেন্দ্র সাশ্রুলোচনে পুলকভরে অমলার সেই আরক্তিম দুইগণ্ডে আপনার করতল প্রদান করিয়া, সেই সুন্দর মুখখানিকে ঈষৎ উত্তোলিত করিয়া কহিলেন "মা, আমি দিবানিশি অনিমেষ-লোচনে যে বিশ্ব-বিমোহিনী অসীম সৌন্দর্য্যরাশি দেখ্‌ছি, তাতেই আমার হৃদয় মন ভবে গেছে, নয়ন বিমোহিত হয়েছে, তার কাছে আবার ছবি কি মা!"

অমলার সুরঞ্জিত গণ্ডস্থল আরও উজ্জ্বল হইল। অমলা লজ্জাবনত মুখী হইলেন।

দ্বিজেন্দ্র। মা, আজ হতে আমি হিন্দু, আমি জগদ্ধাত্রী পূজা কর্‌বো, সেই সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে আমি জগৎকে দেখাব যে আমার মা অমলাই সেই বিশ্ববিমোহিনী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী। মত্ত মাতঙ্গ প্রবল পরাক্রমী কেশরীর বশ্যতা স্বীকার করে, আর সেই কেশরী আবার আদরে কোমলমতি পবিত্র সৌন্দর্য্যপূর্ণা রমণীকে বহন করে। মা, তোমারও সেই অসীম ক্ষমতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। তুমি স্বর্গীয়া, তুমি পবিত্রা, তুমি ধন গরীমায় মত্ত হও নাই,—তুমি প্রলোভনের চাটুকারিতায় ভুল নাই,—সেই প্রলোভনরূপী মত্ত মাতঙ্গ তোমার কেশরীসম পরাক্রমী অজেয় হৃদয়ের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে; কিন্তু সেই হৃদয়ের অধিষ্ঠাতৃ-দেবী অনন্ত শোভাময়ী; তাহা ফুল অপেক্ষা কোমল, চন্দ্রকিরণ অপেক্ষা স্নিগ্ধ, পবিত্র তোয়া ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিল হতেও শীতল। তাই বলি, মা, আমি সেই জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর পূজা কর্‌বো, কিন্তু প্রতিমা গড়্‌বোনা,—আমার প্রতিমা সজীব, আর তুমিই আমার সেই মূর্ত্তিমতী জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী!

অমলা বদন অবনত করিয়া রহিলেন, হাতের গ্রাফিকখানির পাতগুলি নাড়িতে লাগিলেন, কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তখন দ্বিজেন্দ্র বলিলেন "মা অমলা, আজ তোমার কথা নাই কেন মা?"

অমলা আর থাকিতে পারিলেন না, দ্বিজেন্দ্র বাবুর দক্ষিণ হস্তটী ধরিয়া বলিলেন "বাবা দেখ্‌বে এস, ছাতের টবে কত বড় গোলাপ ফুটেছে।"

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### আবার রাধামাধব।

অমলা এখন আপন পিতাকে ভুলিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে পিতৃ-সম্বোধন করিতে শিখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে দেখিলে যেন অমলার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠে। স্নেহ, তোমার কি বিচিত্র ক্ষমতা! প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিলে পরও আপনার হয়, আর তাহার অভাবে আপনও পর হয়। সভ্য জগতে দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় প্রাণাধিক পুত্র পিতাকে গুলি করিয়া হত্যা করে, আবার পরে, পরের শোকে আপনার শোকানুভব করিয়া ম্রিয়মান হয়। সংসারের লীলা রঙ্গ বুঝা ভার।

অমলা ফুলটী দ্বিজেন্দ্র বাবুকে দেখাইয়া কতই আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন, এমন সময়ে নীচে হইতে কে ডাকিল "অমলা।"

দ্বিজেন্দ্র বাবুর বদন শুকাইল, বলিলেন "রাধামাধব বাবু নয়?"

অমলা। বাবার মত গলা।

"বাবা" কথাটা যেন দ্বিজেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে শেলসম লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন "ভগবান, অমলা হেন রত্ন যদি আমায় দিলে তবে তাহাকে আমার কন্যা করিয়া নির্ম্মাণ কর নাই কেন? অমলা যে এখনও আর একজনকে "বাবা" বলে। আমার হৃদয়ে তাহা ভাল লাগেনা। যেন তাহাতে হিংসা হয়। শুনিয়াছি স্ত্রী ভ্রষ্টা হইয়া অপরকে ভালবাসিলে হিংসা হয়, হৃদয় জ্বলিয়া যায়, কিন্তু কন্যাতেও কি তাই? পুত্রবধূ শ্বশুরকে পিতা বলে তাহাতে কি তাঁহার পিতার মনোকষ্ট হয়? কে জানে সে কথা, তবে আমার মনে হয় সকল প্রকার ভালবাসা, স্নেহ, মমতার বুঝি প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রতিহিংসা হয়। আমার অমলাকে কেহ স্নেহ যত্ন করিলে ত আমার ক্লেশ হয়না। অমলাকে মা বলিয়া আদর করিলে ত আমার দুঃখ হয়না, তবে অমলা অপরকে পিতৃ-সম্বোধন করিলে কষ্ট হয় কেন? ভাবিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে পিতা বলিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, মা অমলা, তুমিও কি আমায় সেই মত করিতেছ?

এমত সময়ে বেহারা আসিয়া বলিল "একটা ভিখারী অমলা অমলা কচ্চে।"

দ্বিজেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "ডেকে আন।

ভিখারী আসিল। ভিখারী এখন রাধামাধব! রাধামাধবের পরণে ছেঁড়া কাপড়, পায়ে একপা ধূলা, অঙ্গে জামা চাদর নাই, স্কন্ধে একখানি ছেঁড়া গামছা, গায়ে ময়লা। যেন সে রাধামাধব নয়, যেন তাঁহার প্রেত-মূর্ত্তি। লোকে বলে লক্ষ্মী-শ্রী না থাকিলে মনুষ্যের সৌন্দর্য্য থাকেনা। কথাটা বড় ঠিক।

দ্বিজেন্দ্র বাবু কামিনীকে দুই হাজার টাকা দিয়া অমলাকে স্বগৃহে আনেন। শুধু তাই নয়, রাধামাধবকে পাঁচ হাজার টাকা দেন ও বলেন এই টাকার বিনিময়ে তোমার কন্যাটীকে আমায় লালন পালন করিতে দাও। তুমি কোন ব্যবসা করিয়া দিনপাত করগে। যাহার কপালে বিধাতা কষ্ট লিখিয়াছেন তাহার দুর্ম্মতি যায়না। রাধামাধব ব্যবসা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা কয়দিনের জন্য। টাকা পাইয়া মনে হইল, তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে ইহা বন্ধু বান্ধবদের জানাইতে হইবে, যাহারা উপহাস করিত, তাহাদিগকে লজ্জা দিতে হইবে। কামিনীর সম্মুখে রঙ্গিনীর বাড়ী, সেখানে যাইয়া দুই এক রাত্রি আমোদ প্রমোদ করিতে হইবে; তাহাতে কামিনী মর্ম্মে ব্যথা পাইবে। এই সব করিতে গেলে পাঁচ হাজার টাকা কয়দিন থাকে? রাধা-মাধব যেরূপ অর্থকষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহাতে টাকা পাইয়া তাঁহার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই।—রাধামাধব ভাবিয়াছিলেন টাকা ঈশ্বর তাঁহাকে দিবেনই,—টাকার ভাবনা নাই।—এইত কোথা হইতে টাকা পাইলেন, আবার এমনি কোথা হইতে পাইবেন। রাধামাধব আবার যে ভিখারী রাধামাধব সেই ভিখারী রাধামাধব হইলেন। কেহ ভাগ্য সুপ্রসন্ন-তায় এক টাকা মূলধনে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করে, আবার তাঁহারই পুত্র লক্ষ টাকা মূলধনেও ব্যবসা মাটী করিয়া পথের ভিখারী হয়। রাধামাধব তাহাই হইয়াছেন। অমলা পিতৃ অবস্থা দর্শনে রোদন করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু রাধামাধবকে বলিলেন "এ দশা কত দিন?"

রাধা। টাকা পাওয়ার এক বৎসর পরে।

দ্বিজেন্দ্র। কেন এমন হইল?

রাধা। তুমি ভাল মনে টাকা দাও নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবু সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন "এখন অভিপ্রায় কি?"

রাধা। কন্যাকে দেখিতে আসিব তাহাতে আবার অভিপ্রায় কি?

দ্বিজেন্দ্র বাবু লজ্জিত হইলেন। রাধামাধব বাবু আবার বলিলেন "অমলা ত বেশ বাইজী সাজিয়াছে, কিন্তু বিবাহের কি?"

কথা শুনিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুর হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্রোধ হইল, অমলা লজ্জায় কক্ষান্তরে গেলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "বিবাহ ঈশ্বর দিলেই হবে।"

রাধা। আমি জানি কর্তৃপক্ষ দেয়, ঈশ্বর প্রত্যক্ষ দেখা দেন না।

দ্বিজেন্দ্র। তাই হবে।

রাধা। মরণ কালে নাকি?

এই কথা বলিয়া রাধামাধব বাবু "হা হা" করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝিলেন রাধামাধবের বুদ্ধি কিছু বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে। বলিলেন "উপযুক্ত পাত্র পাইলে দিব।"

রাধা। আমার কন্যা আমায় দাও আমি উহার বিবাহ দিব।

দ্বিজেন্দ্র। যখন টাকা দি তখন কি সর্ত্ত ছিল?

রাধা। সে টাকাও নাই সর্ত্তও নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর রাগ হইল, বলিলেন "অমন কর্‌লে আর আসিতে দিবনা।"

রাধা। কন্যা নাবালিকা। আমি উহার আইন সঙ্গত অভিভাবক, তুমি কে?

কথাটায় দ্বিজেন্দ্র বাবু বড় মর্ম্ম ব্যথা পাইলেন। বলিলেন "তবে আইন আদালত করুন।"

রাধা। ছেঁড়া কাপড় দেখিয়া ভরসা করিও না। তোমার ব্রাহ্ম বন্ধুরাই আমায় টাকা দিবেন। আমি অমলাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করিতে তোমায় দিয়াছি, ভ্রষ্টা করিতে দিই নাই।

দ্বিজেন্দ্র কর্ণে হস্তপ্রদান করিয়া বলিলেন "তোমার যা ক্ষমতা করগে, আমার বাটী হইতে এখনি যাও।"

রাধামাধব হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আর কিছু দাও,—আমি তোমায় কন্যাটী দান করিতেছি। লেখাপড়া করিয়া দিব।"

দ্বিজেন্দ্র। যদি না দিই?

বাধা। মোকর্দ্দমা কবিব। আমাব কন্যাব সহিত তোমাব প্রসক্তি আছে বলিয়া প্রমাণ কবিব।

পিতৃমুখনিঃসৃত এই সকল কঠোববাক্য শ্রবণে অমলা কক্ষমধ্যে কাঁদিতেছিলেন এবং লজ্জায ও ঘৃণায তাহাব দেহ জর্জ্জবিত হইতেছিল। ভাবিতেছিলেন কতক্ষণে পাপ স্থানান্তবে যাইবে। সে পাপ আব কেহ নয, আপনাব পিতা! দ্বিজেন্দ্র বাবু ভাবিতেছিলেন—বাধামাধব জ্ঞানশূন্য, সে সকলি কবিতে পাবে। লোকে ঐ কাণ্ডজ্ঞান শূন্য লোকটাব কথা বিশ্বাস কবিয়া হয ত আমায নিন্দা কবিবে। আমি অবিবাহিত—বাটীতে কেহ নাই, এ অবস্থায অমলা যে আমাব শান্তিময়ী মা, তাও হয ত অনেকে বুঝিবে না। অগত্যা বলিলেন "কি চাও?"

বাধা। আব পাঁচ হাজাব।

দ্বিজেন্দ্র। সেটা দুবাশা।

বাধা। কি দেবে?

দ্বিজেন্দ্র। এক শ টাকা।

বাধা। আমাব অবস্থাব যোগ্য দান বটে, কিন্তু অমলাব যোগ্য নয।

দ্বিজেন্দ্র। ত'ব তুমি চলিয়া যাও।

বাধা। যাব, কিন্তু আবাব তোমায ডাকতে হবে, তাই একটু অপেক্ষা কবছি।

দ্বিজেন্দ্র। দু'শো টাকা দিতে পাবি।

বাধা। একেবাবে ডবল, চলুগ।

দ্বিজেন্দ্র। আব এক পযসাও নয।

বাধা। ছিঃ, ও কথা কি বলে, চলুগ দু'শো রূপেযা এক।

দ্বিজেন্দ্র। ও কি?

বাধা। অমলাব রূপেব নিলাম হচ্চে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আব থাকিতে পাবিলেন না, জোব কবিয়া বাধামাধবকে ঘব হইতে বহিষ্কৃত কবিয়া দিলেন। বাধামাধব তাহাব প্রতিশোধ তুলিতে প্রতিজ্ঞা কবিয়া চাকব মহলে মহা আস্ফালন কবিয়া চলিয়া গেলেন।

একদিন পাঁচ হাজাব টাকা হাতে পাইয়া বাধামাধব দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট কতই কৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন. মনে মনে ঈশ্বরকে কত ধন্যবাদ দিয়া-

ছিলেন, কিন্তু আর্জি আবার আর একদিন। রাধামাধব দ্বিজেন্দ্রনাথের নামে জ্বলিয়া উঠেন। তাহার বুকের রক্তশোষণ করিতে পাইলে সুখী হন। মনুষ্য-হৃদয়কে যে বিশ্বাস করে সে পাগল। দেবতার মত চিত্তও সময়ে পশুর মত নীচ হইয়া যায়! সংসারচক্রের চঞ্চল পরিবর্ত্তনের এমনি গুণ!

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### দুর্বৃত্ততার পরিণাম।

রাধামাধব বাবু প্রস্থান করিলে অমলা দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকটে আসিয়া বসিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। উভয়েরই চক্ষু বাষ্পাকুল, বদন বিরস। অনেকক্ষণ পরে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "মা অমলা, তুমি আমায় ছাড়িয়া যাবে?"

অমলা। সে কি বাবা।

দ্বিজেন্দ্র। তোমার বাপ ত ছাড়িবেন না।

অমলা। আমি যাব না।

দ্বিজেন্দ্র। রাজবিচারে যদি জয়লাভ করেন?

অমলা। আমার তাঁকে দেখ্‌লে মনে বড় ভয় হয়। আমি বিচারপতিকে বল্‌বো আমি তাঁর কাছে থাক্‌বোনা।

দ্বিজেন্দ্র। আমি বিবেচনা করি বিচার ফল দেখা ভাল নয়।

অমলা। কেন?

দ্বিজেন্দ্র। রাজদ্বারে তুমি যে বেশ্যা-গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলে তা ত প্রকাশ পাবে।

অমলা। ক্ষতি কি?

দ্বিজেন্দ্র। ক্ষতি আছে বই কি।

অমলা। তবে কি হবে?

দ্বিজেন্দ্র। আমি টাকা দিব। তোমার জন্য সর্ব্বস্ব গেলেও আমার দুঃখ নেই, পাঁচ হাজার টাকা ত তুচ্ছ বস্তু।

অমলা। সে টাকা তাঁর ক'দিন থাক্‌বে?

দ্বিজেন্দ্র। য'দিন থাকে—এবার লেখাপড়া করে নেন।

অমলা। সেই ভাল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু তখন ভাবিলেন এখন রাধামাধবের দেখা কোথায় পাই। দুই দিন ধরিয়া অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। তখন এক প্রকার হতাশ হইলেন। কিন্তু মনের চিন্তা বড়ই প্রবল হইল।

একদিন দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রাতঃকালে চা খাইতেছেন ও চা-য়ের চাট্‌ দৈনিক সংবাদপত্র "ষ্টেটস্‌ম্যান" পাঠ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিলেন তাহাতে লেখা রহিয়াছে—"গত রাত্রে কে নৃশংসভাবে রঙ্গিণী নাম্নী সোনাগাছির একটী বেশ্যাকে হত করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিতেছেন সত্য কিন্তু হত্যাকারী এখনও ধৃত হয় নাই।" দ্বিজেন্দ্র বাবু বেশ্যাদের অবস্থার কথা ভাবিতেছেন, নানা চিত্রে তাহাদের শোচনীয়ভাব চিত্রিত করিতেছেন, এমত সময় বেহারা "অমৃতবাজার-পত্রিকা" আনিয়া দিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু অন্যমনা হইয়া কাগজখানির এ পাত ও পাত উল্টাইতেছেন এমত সময় দেখিলেন তাহাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে যে 'আমরা পত্রিকা ছাপিতে যাইতেছি এমত সময় সংবাদ পাইলাম যে রঙ্গিণী হত্যাকারী ডিটেক্‌টিভ পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে। হত্যাকারী সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত ব্যক্তি, তবে আপাততঃ হীনদশাপন্ন। নাম রাধামাধব হালদার।'

পড়িয়াই দ্বিজেন্দ্র বাবুর মস্তক ঘুরিয়া গেল। মনে মনে ভাবিলেন মনুষ্য তুমি না করিতে পার কি? ইতর ভদ্র সকলি সমান, কেবল অর্থই সকলের মূল। হৃদয় অর্থে হয়, অর্থ হানিতে যায়।

দ্বিজেন্দ্র বাবু এ শোচনীয় সংবাদ আর অমলাকে দিলেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার এটর্ণী রবার্ট মর্‌গেনদের বাটী যাইয়া আদেশ দিলেন যে রাধামাধবকে উদ্ধারের জন্য ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হয় এবং সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী না হয়, কিন্তু রাধামাধব যেন জানিতে না পারে যে কে তাঁহার জন্য এই সমস্ত করিতেছে। রাধামাধবের ফাঁসি হইলে যে অমলার কোমল প্রাণে দারুণ ব্যথা লাগিবে তাহা দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝিয়াছিলেন এবং তাই বুঝিয়াই তাঁহার উদ্ধার চেষ্টায় সাধ্যমত তৎপর হইলেন।

দৈবের উপর কাহারও আয়ত্ত নাই। রাধামাধব পুলিশ কোর্ট হইতে দায়রা সোপরর্দ্দ হইলেন। জজ চার্জ্জ করিলেন, জুরিরা একবাক্যে গিল্টি বলিলেন, দ্বিজেন্দ্র বাবু হতাশ হইলেন। জজ সেদিন আর রায় দিলেন না। পরদিন প্রথম কাছারিতে রায় প্রকাশ হইবে বলিলেন, আসামীকে হাজতে লইয়া গেল।

পরদিবস প্রাতে একজন কনষ্টেবল আসিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সংবাদ দিল যে রাধামাধব বাবু গতরাত্রে বিসূচিকা-রোগগ্রস্ত হইয়াছেন, জীবন সংশয়। আপনাকে তাঁহার কন্যা সমভিব্যাহারে একবার যাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। বিলম্ব করিলে হয় ত দেখা হইবে না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, এভাবে যদি রাধামাধবের মৃত্যু হয় তাহা হইলে বড় সুখের বিষয়। মৃত্যুরও কত ইতর বিশেষ আছে দেখ!

দ্বিজেন্দ্র বাবু আর বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ অমলাকে সকল কথা বলিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কনষ্টেবলের সহিত হাজতে রাধামাধবকে দেখিতে গেলেন।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### মৃত্যু।

হাজত বলিলেই একটা অপবিত্র স্থান বলিয়া মনে করিতে নাই। রাজার আদেশ হইলে দোষী নির্দ্দোষী সকলকেই এই স্থানে আসিতে হয়। তবে বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলে তিনি অব্যাহতি পান, দোষী কারাগারে যায়। সংসারও রাজ রাজেশ্বরের হাজত ঘর, এখান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সাধু শান্তি নিকেতনে যান, আর পাপী নরক কুণ্ডে পতিত হয়।

হাজতে সুরেন্দ্র, কালিপ্রসন্ন, যোগেন্দ্র, কৃষ্ণধন ছিলেন; আবার তিনকড়ি, পাঁচকড়িও ছিল। কাহারও সংস্পর্শে সে স্থানে ডাকিনী প্রেতিনী অট্টহাস্যে নৃত্য করিয়াছিল, কাহারও সংস্পর্শে আবার সেই পূতি গন্ধময় স্থানেও স্বর্গের পবিত্র ছায়া প্রতিভাত হইয়াছিল। ভব-সংসার হাজতে সাধারণ সংসারীর

কুটিলতাপূর্ণ হৃদয়ের শত সহস্র বিভীষিকা দেখিতে পাই, আবার রামকৃষ্ণ তৈলঙ্গ স্বামীও দেখিতে পাই। তবে এখানে 'বিচার' বিভ্রাট নাই। আপিল আদালত নাই। বিচারে কাহারও অসন্তুষ্টি হইবার উপায় নাই।

কারাগার মধ্যস্থ হাঁসপাতালে যাইয়া দেখা গেল রাধামাধব শয্যায় শায়িত; মুখ মণ্ডল বিবর্ণ, চক্ষু কোটরাগত, স্বর ভগ্ন। তিনি অমলাকে দেখিয়া বিকৃত কণ্ঠে বলিলেন "মা এসেছ, আঃ বাঁচ লাম।"

অমলা কাঁদিয়া উঠিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "এমন কাজ কেন করিয়াছিলেন?"

রাধা। অর্থ লোভে, আর কি? দারিদ্র যাতনা বড় ভয়ানক, বিশেষতঃ আমাদের মত লোকের। দ্বিজেন্দ্র, সে কথা ছাড়িয়া দাও। এখন আমায় সুখে মরিতে দাও। তুমি যে কি মহাপুরুষ তা জেনেছি। তোমার চেষ্টার ক্রটি ছিল না। কিন্তু আমি পাপী আমার উদ্ধার হবে কেন?

দ্বিজেন্দ্র। আর সে সকল কথায় ফল কি?

রাধা। ফল আছে,—আমার হৃদয়ে শান্তি হবে। অমলা, তুমি অতি যোগ্য ব্যক্তিকে পিতৃ সম্বোধন করেছ। উনিই তোমার পিতার যোগ্য, আমি নই। আশীর্ব্বাদ করি তুমি সুখে থাক। তোমার পুণ্যে আজ আমার এই সুখময় মৃত্যু। অমলার পিতাকে ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ কর্‌তে হবে না বলে, আমায় ঈশ্বর ডেকে নিচ্চেন। কিন্তু অমলা বল্‌তে কি, মর্‌তে বড় ভয় হচ্চে। জীবনে যত পাপ করেছি সব যেন জেগে উঠ্‌চে। এইত প্রাণ, এর জন্যে এত করেছি তাই ভেবে এ সময়ও হাসি পাচ্ছে! কিন্তু অমলা তুমি একটী কথা জাননা, আজ তোমায় বলি;—তোমার জননীর রোগে মৃত্যু হয় নাই,—এই পাপিষ্ঠের পদাঘাতে মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমি তন্দ্রায় বা রোগ ঘোরে ঠিক বলিতে পারি না—দেখিতেছি সেই স্বর্গীয়া মূর্ত্তি—সেই পতি-রতা, পতিব্রতা সতী যেন আমার কাছে এসে আমার সেবা কর্‌ছেন, আর মধ্যে মধ্যে আশ্বাস দিয়ে বল্‌ছেন—ভয় কি, তোমার সকল যাতনার শেষ হবে—কিন্তু তখনি যেন কত বিনয়ে কত ভয়ে বল্‌ছেন "কিন্তু এবার আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ও, আর ক্লেশ দিওনা"—অমলা জানিনা কেন আজ মুহুঃর্মুহু কেবল তোমার মাকে মনে পড়্‌ছে, আর অনুতাপে হৃদয় ফেটে যাচ্চে। হায়, এই কি নরক?

দ্বিজেন্দ্র। আপনার এই অন্তিম কালের অনুতাপেই আপনার স্বর্গ লাভ হবে।

রাধা। স্বর্গে যদি আমি যাব তবে নরকে যাবে কে? আমার উপযুক্ত নরকও বুঝি নাই—বিধাতা নূতন নরক স্বজনে ব্যস্ত হয়েছেন, তাই আমার মৃত্যু এখনও হচ্ছেনা।

রাধামাধব বাবু একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিলেন "আমার একটী অনুরোধ আছে।"

দ্বিজেন্দ্র। আদেশ করুন।

রাধা। মৃত্যু হলে যেন অমলা আমার মুখাগ্নি করে, পাপী বলে যেন ঘৃণা করেনা।

দ্বিজেন্দ্র। আপনি সহস্র পাপে পাপী হলেও অমলার প্রত্যক্ষ দেবতা। মুখাগ্নি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকলই করবে। আর যাঁর ঔরসে এমন গুণবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন আমি তাঁকেও দেবতা বলি। আমি আপনাকে প্রণাম করি।

এই বলিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু প্রণাম করিলেন। রাধামাধব বাবু আর কথা কহিলেন না, স্থির গম্ভীর দৃষ্টে অমলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। অমলা ডাকিলেন "বাবা;" রাধামাধবের উত্তর নাই। দেখিলেন রাধামাধবের সংসার লীলা শেষ হইয়াছে। রাধামাধব সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাড়না প্রভৃতি হইতে বিরাম লাভ করিয়াছেন।

রাধামাধবের ন্যায় ঘোর পাপীও বিকট যন্ত্রণা সহ্য না করিয়া স্থির ভাবে প্রাণত্যাগ করিল, কোন্ পুণ্যে,—এ কথার কে উত্তর দিবে? অমলা, তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা না দেওয়াই বুঝি সেই সর্ব্বনিয়ন্তার অভিপ্রায়?

রাধামাধবের সাংসারিক বিচার ফুরাইল। ফাঁসির হুকুম আর হইল না। সেই বিচিত্র রাজ্যে ভ্রান্তি শূন্য বিচারকের হস্তে তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের বিচার ভারন্যস্ত হইল!

---

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### নূতন প্রণয়।

শান্তির শ্রী আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। যাহা ছিল তাহাও আর নাই। দাঁত অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মস্তকের কেশ উঠিয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরাশ্রয় করিয়াছে, বদন কুঞ্চন-রেখায় ভরিয়া গিয়াছে। দেহের সুগোল ভাব আদৌ নাই। হাড় বাহির হইয়া কেমন এক প্রকার দৃশ্য হইয়াছে। শান্তিকে আর সে শান্তি বলিয়া চিনিতে পারা যায় না।

শান্তির এখন অবস্থারও ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নন্দ বাবুকে ত্যাগ করার পর তাঁহাকে আর কেহ বিবাহ করে নাই। ভাই বাটীতে প্রবেশ করিতে দিতে অনিচ্ছুক, তবে মাসিক বৃত্তিটা পাঠাইয়া দেন। সেই পঞ্চাশটী টাকাই শান্তির একমাত্র অবলম্বন।

*একটী গলির মধ্যে মাসিক আট টাকা ভাড়ার একটী ছোট ঘরে শান্তি* বাস করে। একটী ঝি বা বৃদ্ধ-বেশ্যা বলিলেও হয় সেই কাজ কর্ম্ম ও রন্ধনাদি করেন, শান্তি তাহাই খান। শান্তি তাঁহার পূর্ব্ব বন্ধু-বান্ধবদের নিকট গেলে আর সে আদর নাই, সে যত্ন নাই। সকলেই যেন ঘৃণা করে। বিপ্রদাস সাহেব কথা পর্য্যন্ত কন না। বন্ধু গেলে যে বন্ধু হয় না তাহা নয়। তবে রকম ভেদ আছে। শান্তির ঘরে বন্ধু বান্ধব আসে, বসে, কথা কয়, আমোদ প্রমোদ করে, তবে শিক্ষিত দল নয়। কেহবা কম্পোজিটার, কেহ মুটের সর্দ্দার, কেহ মিউনিসিপালিটীর বিলসরকার এইরূপ। শান্তি এখন আবার তাহাদিগকেই ভালবাসিতে—যত্ন করিতে শিখিয়াছেন। একজন ১৫৲ টাকার কেরাণী বা সামান্য কম্পোজিটারের পক্ষে মাসিক ৫০৲ টাকা আয় সম্পন্না স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদকরা সৌভাগ্যের কথা বটে।

কিশোরী বাবুর বাটী উত্তরপাড়া, সেণ্ট্রাল প্রেসে ছয় পয়সা ঘণ্টায় কাজ করেন। প্রাতঃকালে আফিসে গিয়া কোনদিন সন্ধ্যায়, কোনদিন রাত্রি ৯টায় বাসায় আসেন। কাজ করিবার ছোট কাপড়, হাতকাটা জামা ছাড়িয়া হাত মুখের কালি ধুইয়া লম্বা কোঁচা দোলাইয়া যখন বাটী আসেন, তখন আফিসের বড় বাবু হার মানিয়া যান। বাসায় আর কিছু না থাকুক

পানের ঘটা খুব আছে। কিশোরী—পান চিবাইতে চিবাইতে শান্তির আশ্রয়ে উপস্থিত হন।

শান্তির কাছে কিশোরী বাবুর বড় আদর। শান্তি এতদিনে ফাঁদে পড়িয়াছেন, শান্তি কিশোরীকে ভালবাসিয়াছেন। শান্তি আপনি না খাইয়া কিশোরীকে খাওয়ান। মাসে ত্রিশটী টাকায় সমস্ত খরচপত্র চালাইয়া কুড়িটী করিয়া টাকা কিশোরীকে জামা কাপড় কিনিবার নাম করিয়া দেন। কিন্তু ইহাতেও কিশোরীর মন পান্‌না। কিশোরী শত অপমান শত লাঞ্ছনা করিলেও শান্তি কথাটী কহিতে পারেন না।

কিশোরী আর এখন প্রত্যহ শান্তির আলয়ে আসেনা, আসিলেও অধিক-ক্ষণ থাকেনা। শান্তির আর হৃদয়ে শান্তি নাই—চক্ষে যেন অন্ধকার দেখি-তেছে। একদিন কিশোরী আসিলে শান্তি বলিলেন—"কিশোরী তুমি কি আমায় প্রাণে বাঁচ্‌তে দেবেনা? তোমায় না দেখ্‌লে যে আমি সমস্ত সংসার অন্ধকার দেখি। আমি যে দিবানিশি তোমায় ভাবি। শয়নে স্বপনে যে তোমার ছবি হৃদয়ে জাগে। আমি যে ভাই এখন জগৎময় কিশোরী মূর্ত্তি দেখি।"

কিশোরী গম্ভীরভাবে বলিল "আর দেখোনা।"

শান্তি সাশ্রুলোচনে কহিলেন "পারিলে কর্‌তাম, কিন্তু পারি কই।"

কিশোরী। দেখ শান্তি তুমি আমায় ভুল্‌তে চেষ্টা কর।

শান্তি। কেন কিশোরী?

কিশোরী। আমি আর আস্‌তে পার্‌বোনা।

শান্তি। তবে আমার দশায় কি হবে?

কিশোরী। সে কথা তুমি জান।

শান্তি। আমি কি অপরাধ করেছি?

কিশোরী। অপরাধ আর কি, আমি তোমায় যে ভালবাসিনে তাও নয়, কিন্তু তুমি জান ত আমার কত অভাব।

শান্তি ভালবাসার কথায় গলিয়া গেলেন, সাগ্রহে বলিলেন "আমি সাধ্যপক্ষে তার কি ত্রুটি করি, কিন্তু আমার যে আর উপায় নেই। আমার সময়ে যে তোমায় পাইনি।"

কিশোরী। এখন ৩৫্ টাকা করিয়া মাসে দিতে পার ত দেখ।

শান্তি। ১৫্ টাকায় আমার চল্‌বে ?

কিশোরী। কেন চল্‌বেনা। ২্ টাকায় খোলার ঘর পাবে, সেখানে নিজে রাঁধ, নিজে খাও। মাসে ৮্ টাকায় চল্‌বে, বাকী ৭্ টাকা বরং আমি রাত্রে জল খাব।

শান্তি। বেশ্যাদের সঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে হবে ?

কিশোরী। হলেই বা তুমিত কুলবধূ নও।

শান্তি সদর্পে কহিলেন "তা হলেও বেশ্যা নই।"

কিশোরী। তাদেরও কাজ কর্ম্ম হাত পা ঠিক তোমার মত।

শান্তি। কিশোরি তুমি বড় মনে ব্যথা দাও।

কিশোরী। কাজ কি ব্যথা পেয়ে, আমি এখনি যাচ্চি।

কিশোরী গমনোদ্যত হইলে শান্তি ছুটিয়া তাহার পদদ্বয় জড়াইয়া বলিলেন "যেওনা, তুমি যেখানে রাখ্‌বে, আমি সেইখানেই থাক্‌বো।"

তাহাই হইল। শান্তি এতদিনে স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। সাধারণ বারাঙ্গনার সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলেন।

---

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

### সুখের সংসার।

কিরণবালার পুত্র প্রবোধ এল, এ, পাশ দিয়া পাটের দালালিতে প্রবৃত্ত াছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকিলে লোকের উন্নতির ভাবনা কি ? নেপো- ান অদৃষ্ট বলে ফরাসীর রাজা হইয়াছিলেন। ওয়াসিংটন্ জেনারেল হইয়া ...স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। হুমায়ুন দিল্লির সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সকলের তুলনায় প্রবোধের উন্নতি অতি সামান্য কথা। প্রবোধ বেশ দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন, ২।৩ খানি ভাড়াটিয়া বাটি কিনিয়াছেন। কিরণ বালার সূক্ষ্ম দর্শিতার ফলে সংসারে লক্ষ্মী বিরাজমানা হইয়াছেন।

প্রবোধের বিবাহ হইয়াছে। কিরণের সুন্দরী পুত্র বধূ হইয়াছেন। * কিরণের

আহ্লাদের সীমা নাই, বৌমার যত্নের শেষ নাই। শাশুড়ীর প্রতি মার অপেক্ষাও যেন অধিক স্নেহশালিনী বলিয়া মনে হয়। কিরণ পর্কে কেমন করিয়া আপনার করিয়া লইতে হয় তাহা বেশ জানিতেন। অনেক গৃহলক্ষ্মীরা তাহা না জানায়, বৌকেও কষ্ট দেন, আপনিও পান।

কিরণের আর সে কাঁচা বয়স নাই, কিরণের পুত্রবধূ শ্বশুর বাড়ীতে বাস করিতেছেন। কিন্তু কিরণ এখনও তেমনি স্বামী-সোহাগিনী, কিরণ এখনও তেমনি করিয়া, তেমনি খল খল হাসিয়া, তেমনি সোহাগে, তেমনি প্রেম ভরে, স্বামীর সহিত প্রেম-সম্ভাষণ করেন। অথচ কিরণ গৃহিণী, কিরণ গম্ভীরা, কিন্তু স্বামীর কাছে যে কিরণ সেই কিরণই আছেন, সেই চাঞ্চল্য, সেই প্রেমপূর্ণ চাহনি, সেই দিগন্তব্যাপী স্নেহ, সেই সাগরভরা ভালবাসা, সে সবই বর্ত্তমান, কিন্তু সে কথা অমরেন্দ্র জানেন, কিরণ জানেন, অপরে জানে না। সেই বাল্য ভাব বুঝি আর স্বামী স্ত্রীর ফুরায় না।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কিরণের যেমন বুদ্ধি চিকণ হইয়াছে, সংসার জ্ঞানে পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছে, তেমনি হরিপ্রেমে মন মাতোয়ারা হইয়াছে। কিরণ ভাবেন যার দেব দেবীতে ভক্তি নাই তার পরকাল চিন্তা নাই। কিরণ ভাবেন পরকাল মানে ঈশ্বর সন্নিহিত কোন মনোরম স্থান, সেখানে মানুষে দ্বেষ হিংসা করে না, সেখানে জরা মৃত্যু নাই, সেখানে গ্রীষ্ম বর্ষা নাই, কেবল অনন্ত সুখ! সেখানে মনের বিকার নাই, অভাবের তাড়না নাই, সে অতি পবিত্র স্থান। যাঁরা দেব দেবীতে ভক্তি পরায়ণ কেবল তাঁহারাই সেখানে যান। সেই পবিত্র ধামে স্বামী স্ত্রী অনন্ত কালের জন্য মিলিত হন। তবে মানুষ তুমি সামান্য দুদিনের সুখের জন্য চির সুখ হতে বঞ্চিত হও কেন?

কিরণ সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঠাকুর মার সেই মালা ছড়াটী লইয়া জপ করিতেছিলেন। স্বামীও নিকটে একটী, চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া কি একটা কাগজ পড়িতেছিলেন।

কিরণ বলিলেন "মালাটা একবার নাওনা।" অমরেন্দ্র বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন তুলসীদাস বলেছেন "মালা জপ্‌লে শালা হয়।"

কিরণবালা মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তা কোন্ নও?"

অম॰ আমি মন্‌মন্ জপি।

কিরণ। জপ্‌লে খুব ভাল বটে, কিন্তু হয় কই?

অম। আমার মালা হাতে কর্‌তে কেমন লজ্জা করে।

কিরণ। আমারও প্রথম প্রথম কর্‌তো, কই এখন ত করে না। দিন কতক চেষ্টা কর না।

অম। আচ্ছা হরিনামে হবে কি, আমি কত অখাদ্য খেয়েছি, কত অন্যায় করেছি, ও হজমি গুলিতে কি সে সব হজম হবে?

কিরণ। অনুতাপ হলেই পাপ যায়। গৌরাঙ্গের জীবন চরিত পড় দেখ্‌বে কত মহাপাপী উদ্ধার হয়েছে, তবে আর কি তোমাদের যৌবন-সুলভ চপলতা জনিত বুদ্ধি ভ্রমের পরিত্রাণ হবে না?

অম। আমার তোমার মত সকাম ধর্ম্ম নয়।

কিরণ। আমার সকাম ধর্ম্ম কে বল্‌লে? আমার পরলোক জ্ঞান যেমন, তার সুখ কল্পনাও তেমনি। তাতে যদি কামনা থাকে তবে আমার সেই কামনাই ভাল।

অম। আমি মুক্তি প্রয়াসী।

কিরণ। তুমি মুক্তি কাকে বল?

অম। ঈশ্বরে লীন হওয়া।

কিরণ। আমি সাত জন্ম নরকে থাক্‌বো তবু অমন নিষ্কাম বাসনা কর্‌বো না। আমি একটী তড়াগ হব তবু আমার জল নিয়ে সাগর মিশাব কেন? সেই মহাসাগরে আমার এই ক্ষুদ্র আত্মার অস্তিত্ব মিশাব কেন? যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু, হৃদয়ের হৃদয়, তাঁর কাছে কি কামনা কর্‌তে হয়। আমি কামনা করিনা, কিন্তু আমার পরলোকের সুখ কল্পনা ত আছে। তাঁর ত কিছুই অজানা নাই—আমার সেই কল্পনাই সফল হবে। তাতে আমার যা ভুল হবে তিনি তা সংশোধন কর্‌বেন। আমার সেই স্বর্গ—আমি ক্রমে তাঁর নিকটবর্ত্তিনী হব। আমার যে সর্ব্বস্ব তাঁকে নিজের বলে পাব। এখন যেন কত ভয়ে ভয়ে থাকি, যেন কখন কি হয় মনে করি। সংসারে কেবল ছায়াবাজি দেখি, যেন রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখি—সেখানে তা থাক্‌বে না, হৃদয়ে বল পাব, ভরসা পাব এই সুখ।—হরিনামে সেই সফলতা হয়। তাই বলি হরিনাম কর।

অম। তোমার ফলে আমার উদ্ধার হবে?

কিরণ। হতে পারে, কিন্তু তোমার হরিনামে প্রবৃত্তি দেখ্‌লে আমার আহ্লাদবৃত্তি আরও দ্বিগুণিত হবে। সে পবিত্র ভাব, সে অবাধ উন্নতি সাধ করে যেন অড়ি কেন? আমার অনেক দিনের সাধ স্বামী সঙ্গে তীর্থে যাব, কিন্তু তার করিয়াগে তোমার ভক্তি ভাব দেখ্‌তে বাসনা।

বৌ অম। ভক্তি ভাণ্‌ত পাপ?

কিরণ। খুব।

অম। তা হলে আমার তাই হবে।

কিরণ। ওটা ভুল। জগাই মাধাই যখন সাধু হয়েছিলেন তখন তুমিও হতে পার্‌বে। মন আপনি ফির্‌বে।

অম। আচ্ছা কাল থেকে মালা জপ্‌বো।

কিরণ। তবে আজ থেকে জপ, দেখ তোমার জন্যে কেমন মালা কিনে রেখেছি।

এই বলিয়া কিরণ বালিকার মত ছুটিয়া গিয়া কক্ষান্তর হইতে মালা আনিয়া স্বামীর হস্তে দিলেন। অমরেন্দ্র বাবু সহাস্যবদনে মালা ছড়াটী লইয়া বলিলেন "কি বলে জপ্‌বো?"

কিরণ মুখটী কাঁপাইয়া চক্ষে বিজলী খেলাইয়া বলিলেন তা যেন জানেন না।"

অম। তুমি বলে দাওনা।

কিরণ। সুধু "হরেকৃষ্ণ" বল, আর মালা ফেরাও।—চেয়ারে বসে নয় এই আসন পেতে দি, বোস। গঙ্গা জলে হাত ধোও।

অম। অত কর্‌তে পারি না।

কিরণ। তা হবে না। শিগ্‌গির ওঠ, বৌমা ওদিকে খাবারের জোগাড় করছে,—বল্লাম একটু দেরি কর, তা শুন্‌বেনা, বলে লুচি ঠাণ্ডা হলে খেতে পার্‌বেন না।

অম। দেখ দেখি কত টান।

কিরণ। আমারও এ এক টান।

অমরেন্দ্র বাবু তাহাই করিলেন। ক্ষণেক মাত্র মালা জপা হইবামাত্র পুত্রবধু আসিয়া সলজ্জভাবে মাথাটী হেঁট করিয়া একটু জড় সড় ভাবে দরজার পাশ

হইতে বলিলেন "বাবার খাবার দেওয়া হয়েছে।"

কিরণ। আর কি, তোমার ত জপ শেষ হল, এখন মহাজপের আয়োজন হয়েছে।

অম। আচ্ছা কাল থেকে হবে।

বৌমা শ্বশুর হস্তে মালা দেখিয়া মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন। অম মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বেটী আজ নতুন সৃষ্টি দেখে হাস্‌লে।"

অমরেন্দ্র কক্ষান্তরে গেলেন। কিরণ স্বামীর মালা ছড়াটী সযত্নে তুলিয়া রাখিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন, কিন্তু যাইবার সময় মনে মনে বলিলেন "হরি, তোমার পদে মতি দাও।"

অমরেন্দ্র বাবু যাইবার সময় ভাবিলেন—দুহিতাসম পুত্রবধুর চাঁদপানা মুখখানি, আর তাঁহাব অগাধ ভক্তি, ভালবাসা, আর যত্ন। তখন মনে হইল—ঈশ্বর, তোমার কি সকলই বিচিত্র? বাল্যের পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয়-স্বজন সেই বন-বিহঙ্গের সজীব ভাব; আবার যৌবনের সেই দাম্পত্য-প্রেমের নবীন ভাব, তাহার বিমল মাধুরী;—আবার প্রৌঢ়ের এই সমস্ত নূতন সমাবেশে সংসারের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য;—আবার বার্দ্ধক্যের পৌত্র পৌত্রীদের সহবাস জনিত আমোদ প্রমোদ না জানি কি সুখকর!—দয়াময়, তোমার দয়ার কি সীমা নাই? আমরা অল্পমতি তাই সে দয়া অহরহ অনুভব করিয়া তোমার বিশ্বরচনার অপূর্ব্ব চাতুর্য্যে বিমোহিত হইতে পারিনা;—সেই অসীম দয়ার প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারিনা।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### অনন্ত শোক।

পূরা বন্যায় নদীর বাঁধ একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে আর তাহা বান্ধা বড় কঠিন। মনুষ্যের অবস্থায় যখন দুরবস্থার জোর বন্যা দেখা দেয়, যখন সংসার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন কাহার সাধ্য তাহাতে বাধা দেয়? বিপ্রদাসের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। বিপ্রদাস আপ-

নার চাল্ বাড়াইয়া চূড়ান্ত সীমায় লইয়া গেলেন, তাহার পর যত কম করেন তাহাতেই যেন কুলায় না। সে অবস্থাতেও স্বচ্ছন্দলাভ হয় না। সেই বেরুস, সেই জুড়ী, সেই বাড়ী, সেই ষ্টুয়াডেস্ ত অনেকদিন হইতেই নাই— সামান্য ভাড়ার বাড়ী, কম্পাস্ গাড়ি, তাহাতেও আর কুলায় না। অবস্থা দিন দিন আরও অবনতিলাভ করিতেছে।

বাঁড়ুয্যে সাহেবের পরিণাম বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহার আর সে পশার নাই। গাড়ি ঘোড়া বেচিতে হইয়াছে, বাটী ভাড়া অনেক দিনের বাকী পড়িয়াছে। বড়ই চিন্তার কথা। নভোমোহন বিএ পাশ দিয়াছেন—বয়স এই ঊনিশ বৎসর। এ বয়সে বিএ পাশ দেওয়া গৌরবের কথা বটে, কিন্তু পাশ দিয়া ত কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। পিতা, পুত্রের জন্য কত চাকুরীর চেষ্টা দেখিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এদিকে চাকরী না করিলে আর চলেনা। দুর্দ্দিন হইলে এমনই হইয়া থাকে। বাঁড়ুয্যে সাহেবের এখন বড় দুর্দ্দিন, নিজের পসার নাই, ছেলের চাকরী হইতেছে না, তাহার উপর বাটি ভাড়ার জন্য বাটিতে শিল বসিয়াছে। টেবিল চেয়ার যাহা কিছু আছে বিক্রয় হইবে। পরিশোধের উপায় নাই। এমন সময় সহসা তাঁহার জ্বর হইল। জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমে তাহা ভয়ঙ্কর নিউমোনিয়ায় পরিণত হইল।

অমরেন্দ্র বাবু শ্যালকের চিকিৎসার ক্রটী করিলেন না। স্ত্রী-পুত্র সেবা শুশ্রূষার বাকি রাখিলেন না, কিন্তু কোন ফলই ত হইল না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, চিকিৎসকরা হতাশ হইলেন। হেমাঙ্গিনীর বুক ভাঙ্গিয়া গেল। একদিন রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায় বিপ্রদাস হেমাঙ্গিনীকে বলিলেন "ঘরে আর কে আছে?"

হেমা। কেহ নাই।

বিপ্রদাস একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "আমার সময় বড় নিকট।"

হেমাঙ্গিনী কাঁদিয়া উঠিলেন। বিপ্রদাস বলিলেন "কেঁদনা, আমায় আর কষ্ট দিওনা। আমি জীবনে যাতনা বই জানিনে, হয় ত এতদিনে আমার সে যাতনার লাঘব হবে। তোমার মত স্ত্রী, নভোর মত সুন্তান, কিরণের মত ভগ্নী, এমন পিতা, মাতা, পিতামহী বহু তপস্যায় পাওয়া যায়। আমি

ঈশ্বরের যে কত অনুগৃহীত তা জানিনা, আর তা না হলে এমন সব অপূর্ব্ব নিধি পাব কেন, কিন্তু কি দুঃখ যে এততেও আমি সুখী হতে পারিনি।"

হেমা। তুমি ও কথা বলোনা, ভাল হবে।

সেই বিশুষ্ক বদনে মৃদু হাসি হাসিয়া বিপ্রদাস বলিলেন "আর ভাল হবো—দেখ হেম, যদিও মনে হচ্চে মৃত্যু আমার সকল যাতনা, সকল চিন্তার অবসান কর্‌বে, তবু ভাবি তখন তোমাদের দশায় কি হবে। আমি দিবা-নিশি চিন্তা, চেষ্টা, যত্ন করেও যে সংসারের কোন সুবিধা কর্‌তে পারিনি, তার দশায় কি হবে।"

হেমা। তুমি সে সব ভেবোনা, দেখো এবার আমি ঐ আয়েই তোমার সব কুলিয়ে দেবো।

বিপ্রদাসের অধরে বিষাদের হাসি দেখা দিল, বলিলেন "চেষ্টার কি আর বাকী করেছ।"

এমত সময়ে সেই কক্ষমধ্যে নভোমোহনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা থামিয়া গেল।

সেই কালান্তক যদি মানবের সময় অসময় বুঝিত, কালাকাল বিচার করিত, তাহা হইলে হয় ত সংসারে আজ হাহাকার দেখিতে হইত না, কিন্তু তাহা ত হয়না, তবে হেমাঙ্গিনীর ভাগ্যে নূতন ব্যবস্থা হইবে কেন? যাহা হেমাঙ্গিনী কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহা আজি ঘটিল। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয় প্রাণাধিক স্বামীর আর রক্ষা হইল না, বিপ্রদাস অকালে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইলেন। হেমাঙ্গিনী—ত্রিসংসার অন্ধকার দেখিলেন। একে স্বামী শোক, তাহার উপর অন্ন চিন্তা। যে হেমাঙ্গিনী মাসে ৩০০্ টাকায় কি করিয়া সংসার চালাইব ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন, আজি তিনি সংসারে নিঃসম্বল, কাল কি খাইবেন তাহার স্থির নাই! ঈশ্বর, তোমার মহিমা বুঝা ভার!

নভোমোহন বড়ই পিতৃভক্ত পিতৃ অনুরক্ত ছিলেন। পিতার মৃত্যুতে তাহার বুক যেন দমিয়া গেল। কি করিয়া সংসার চলিবে সে চিন্তায় নয়, তবে যে সেই সৌম্যমূর্ত্তি,—সংসারের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতৃদেবকে আর দেখিতে পাইব না এই ভাবিয়া। যখন পিতার মৃতদেহ পড়িয়া আছে, তখন নভোর

মনে হইল একবার পিতৃচরণ দুটী তুলিয়া মস্তকে ধারণ করি, দেহ পবিত্র করি, আর ত চরণ স্পর্শ করিতে পাইব না। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা আসিল, বাটি লোকে লোকারণ্য, তাহাদের সম্মুখে তাহা করিতে পারিলেন না। হৃদয়ে যে অগাধ ভক্তির প্রবল-স্রোত বহিতেছিল, তাহা হৃদয় মধ্যেই গোপনভাবে বহিয়া গেল, প্রকাশ পাইল না।

নভোমোহন সাহেবি কায়দায় দীক্ষিত হইলেও মনে ঘোর হিন্দু। ইচ্ছা হইত প্রত্যহ পিতা মাতাকে প্রণাম করি, কিন্তু কেমন লজ্জা হইত। স্নানান্তে মনে মনে বলিতেন—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা॥"

তাহার পর তিনি মাতৃ প্রণাম করিতেন, সূর্য্য প্রভৃতি নবগ্রহকে প্রণাম করিতেন, তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম করিতেন, প্রণাম মনে মনে হইত, হাত কপালে ঠেকিত না। কিন্তু তাহা কি প্রণাম নয়? আজ কাল কেন, সকল কালেই যাঁহারা অন্তর অপেক্ষা বাহ্যদৃশ্যে পারগ তাঁহারাই যশস্বী। আমরা নভোমোহনের যশ করিব না। যাহা দেখিতে পাই না, যাহা দেখিয়া হৃদয় পুলকিত হয় না, তেমন ভক্তির প্রয়োজন? কিন্তু নভোমোহন আমাদের কাছে অপদার্থ হইলেও বোধ হয় ঈশ্বরের নিকট ঘৃণ্য হইবেন না।

বাঁড়ুয্যে সাহেবের শ্রাদ্ধাদি শেষ হইলে কিরণবালা হেমাঙ্গিনী ও নভো-মোহনকে আপন আবাসে লইয়া গিয়া অতি যত্নে, অতি সমাদরে রাখিলেন। কেবল চেষ্টা কিসে তাঁহারা আমার খাইতেছেন ইহা না ভাবিতে পান; আপনা-দের অদৃষ্টের জন্য দুঃখ না করেন। কিরণবালা তাহাতে অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### হেমাঙ্গিনী বিধবা।

সতীর যদি স্বামী না রহিল তবে আর কি রহিল? সেই জন্যই পূর্ব্বে সহমরণ প্রথা ছিল। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, যদি অর্দ্ধেক গেল, তবে অপরার্দ্ধ

থাকে কেন? তাই সে কালের সতীরা স্বামীর সহিত জীবন বিসর্জ্জন দিতেন। মনের বিশ্বাস ছিল এক চিতায় মরিতে পারিলে আর কখন বিচ্ছেদ হইবে না। চিরদিন স্বামীর সহচর্য্যা করিতে পারিব। এই স্বর্গীয় বিশ্বাসে স্বর্গের সেই পবিত্র দেবীরূপিণী হিন্দু-ললনারা হাস্যমুখে সহমৃতা হইতেন। কাহারও কথা মানিতেন না, কাহারও অনুরোধ শুনিতেন না। স্বামী সন্নিধানে না যাইতে যে অনুরোধ করে সে অনুরোধ কি স্ত্রীর শুনিবার যোগ্য? সতী দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও হাসিমুখে পরের কোলে তুলিয়া দিয়া নিজে সহাস্য আননে চিতারোহণ করিতেন, নয়নপুত্তলি সোনার শিশু সন্তানের জন্য চক্ষে জল দেখা দিত না। সংসারে স্বামীর তুল্য সতীর বুঝি আর কেহ নাই! চিতারোহণের সামর্থ্যের পরীক্ষা দিতে হইত। তপ্ত অঙ্গার হাতে তুলিয়া দিত, জ্বলন্ত শিখায় হস্ত দিতে কহিত। সতী তাহাই করিতেন, অগ্নি যেন তুষার-নিভ স্নিগ্ধ মনে করিতেন। অধরপ্রান্তে পুনর্ব্বার স্বামী-সন্দর্শন-সুখ-লালসার যে মৃদু হাসি দেখা দিত—তাহা অধরপ্রান্তেই খেলা করিত; বাহ্যিক যাতনা স্থান পাইত না। জগৎ একবার নয়ন ভরিয়া হিন্দু সতীদের দেখ। মনে মনে তাঁহাদের পূজা করিতে শিক্ষা কর।

বৃন্দাবনের গোপ বালকেরা একটী মধুর ফল আস্বাদন করিলে আর তাহা খাইতে পারিত না, প্রাণের কানাইকে তাহা খাওয়াইয়া হৃদয়ের তৃপ্তিলাভ করিত। সেই প্রেমে কিন্তু অনন্ত ভক্তি মাখান ছিল। হিন্দু নারীর পতিপ্রেম তেমনি। হিন্দু নারী স্বামীর আদরের, কিন্তু স্বামী হিন্দু নারীর প্রাণাপেক্ষা আদরের। স্বামী খেলার সাথী, সোহাগের ভাণ্ডার, আদরের বস্তু বটে, কিন্তু তেমনি আবার ভক্তির পাত্র। হিন্দু নারীর দেবার্চ্চনা বেশির ভাগ। স্বামীর অর্চ্চনা করিলে আর তাঁহার মোক্ষ লাভের অভাব হয় না। স্বামী-পূজায় নারায়ণ পূজা অপেক্ষা বেশি ফল হয়। সতীর স্বামীই নারায়ণ! প্রহ্লাদ সর্ব্বত্র হরি দেখিতেন; সতীর তেমনি অন্তর্বাহ্যে সেই পবিত্র স্বামীরূপ বিরাজ করে, সতীর স্বামীই সর্ব্ব দেবতার আধার। সতীকে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলে মানবের নরক ভয় থাকে না।

তবে একালে সহমৃতা হইবার উপায় নাই বলিয়া কি বলিব ভারতে সতী ই? আছে বই কি! ভারতের ঘরে ঘরে সতী, ভারতের ঘরে ঘরে সোণার

সাবিত্রী বিরাজমানা। ভারত-ললনার তুল্য এমন হৃদয়ভরা নিঃস্বার্থ ভালবাসা বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই—এমন দিগন্তব্যাপী ভক্তি বুঝি আর কোথা নাই, এমন সুধামাখা অন্তর্জগতের যুক্ত-সম্মিলনের অপূর্ব্ব বিকাশ আর কোথাও নাই। ভারত তুমিই ধন্য। জগতে সতীত্বের দম্ভ আর কে করিতে পারে? এমন কোন ইতিহাস আছে যাহাতে ভারত-সতীর সমতুল্য নারী-জীবনের স্বর্গীয় ছবি আছে?

হেমাঙ্গিনী সেই ভারত কুললক্ষ্মী সতী। হেমাঙ্গিনী আজি সকল হারাইয়াছেন, জীবন আছে কিন্তু জীবনের জীবন নাই। দেহ আছে, কিন্তু প্রাণ নাই। চক্ষে যেন কাহার মূর্ত্তি আঁকা রহিয়াছে, হৃদয়ে যেন কাহার ছবি বিরাজ করিতেছে, মনে যেন অহর্নিশি কাহার কথা মনে হইতেছে কিন্তু সে যেন নাই। বাহ্যজগৎ তাহা হারাইলেও হেমাঙ্গিনীর অন্তর্জগতে তাহা প্রতিফলিত রহিয়াছে। হেমাঙ্গিনী জাগ্রতে নিদ্রায় এখনও স্বামী-সঙ্গিনী। কিন্তু মানুষ ভ্রান্ত,—মন তাহা মানে কই? হৃদয় তাহাতে তৃপ্তি অনুভব করে কই, চক্ষু তাহাতে মজে কই, কর্ণ তাহাতে পরিতৃপ্ত হয় কই? তাই আজ হেমাঙ্গিনী কাঙ্গালিনী, তাই আজ হেমাঙ্গিনী নিরভরণা, তাই আজ হেমাঙ্গিনী বিধবা হিন্দুরমণী।

হেমাঙ্গিনীর আহারে তৃপ্তি নাই, প্রাণ আছে তাই খাইতে হয়, কিন্তু সে খাওয়াই সার। খাইতে খাইতে কাহাকে মনে পড়ে। যাঁহাকে না খাওয়াইয়া খাইতেন না, তাঁহাকে মনে পড়ে। যাঁহার তৃপ্তিতে আপনা আপনি উদর পূর্ণ হইত, আর খাইবার লালসা হইত না তাঁহাকে মনে পড়ে। চক্ষু দৃষ্টি শূন্য হয়। বারিধারা আপনা হইতে ঝরিয়া পড়ে। লোক লজ্জা হয় বটে, কিন্তু মন ত মানেনা, চক্ষুত বুঝে না।

রাত্রে যেন আরও কত ভাবনা হয়। শয়ন করিয়া নিদ্রা হয় না, শয়নের তৃপ্তি হয় না। কি যেন কোথায় হারাইয়াছে। হায়, সর্ব্বস্ব হারাইয়াছে আবার বাকি কি? শয্যা দেখিলে যেন বুক ফাটিয়া যায়! মনে হয় ঈশ্বর, এ শাস্তি কেন? পাপের ত আরও অনেক শাস্তি আছে, তবে এমন শাস্তি কেন? কিন্তু সে কথা কে শোনে। হতাশ জীবন তেমনি হতাশ রহিয়া যায়। অশ্রুধারায় উপাধান ভিজিয়া যায়। কত দিনের কত কথা পরার্দ্ধ

সোহাগ, কত যত্ন, কত ভালবাসা মনে পড়ে। তখন একবার দেখিবার সাধ হয়। যাঁহাকে দিবানিশি দেখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হইত না তাঁহাকে আর একবার দেখিয়া কি শান্তি পাইবে? কিন্তু মন যে অবোধ, তাহাকে কে বুঝাইবে?

সকল দুঃখের উপর হেমাঙ্গিনীর আর এক দুঃখ আছে। হেমাঙ্গিনীর বিশ্বাস অর্থ চিন্তাই তাঁহার স্বামীর স্বাস্থ্য ভঙ্গের এক মাত্র কারণ। যাহার কপর্দ্দক নাই—যাহার কাল কি খাইব, তাহার স্থির নাই, তাহারও সংসার চলে, তবে কেন তিনি স্বামীর সংসার স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারেন নাই, স্বামীকে সকল অবস্থায় সুখী করিতে পারেন নাই, এই দুঃখই তাঁহার দারুণ দুঃখ। হেমাঙ্গিনী মনে মনে ভাবিতেন তাঁহার দোষেই কি তিনি স্বামী রত্ন হইতে বঞ্চিতা হইয়াছেন। তাঁহারই দোষেই কি তিনি দৈনন্দিনের সুখময় দেবার্চ্চনায় বঞ্চিতা হইয়াছেন?

বিজয়ার দিন হেমাঙ্গিনী স্বামীকে প্রণাম না করিয়া জগৎমাতাকেও প্রণাম করিতেন না, ইষ্ট দেবতাকেও প্রণাম করিতেন না, আজি বঙ্গে সেই বিজয়া দশমী। হেমাঙ্গিনী সন্ধ্যা হইতে কাঁদিয়া আকুল। ভয়ঙ্কর শোকে ম্রিয়মাণা, কত ছলে কত কৌশলে চক্ষের জল গোপন করেন কিন্তু চক্ষু মানিবে কেন? মন শুনিবে কেন? বিজয়া আজি হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে বিষম শক্তিশেল বিঁধিল। হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ের স্তর গুলি যেন ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল।

---

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

### হেমাঙ্গিনীর পরিণাম।

কিরণবালা তাঁহাদের একখানি ছোট বাড়ীতে হেমাঙ্গিনীকে থাকিতে লেন। হেমাঙ্গিনী পুত্রসহ তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সংসার খরচ বদে মাসিক ৩০৲টী করিয়া টাকা নভোমোহনকে দিতেন। একটী ঝি ছিল াহার বেতন আলাহিদা দিতেন, আজ ৩০৲ টাকায় হেমাঙ্গিনীর সংসার দচ্ছল!

একদিন সন্ধ্যার সময় নভোমোহন আসিয়া বলিলেন "মা একটী ৫০্ টাকার চাকরী খালি আছে।"

হেমা। দরখাস্ত কর্‌না বাবা।

নভো। তাত করেছি, কিন্তু পাই তবে ত।

হেমা। তুমি বিএ পাস, তোমায় পাওয়া কি অসম্ভব।

নভো। পাশে কিছু হয়না মা। সদাগর্‌রা কাজের লোক চায়।

হেমা। তুমি সে কাজ পার্‌বে না?

নভো। পার্‌বো, তবে শিখ্‌তে হবে ত?

হেমা। কোন্ আফিসে কাজ খালি হয়েছে?

নভো। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলে একটী ব্রাহ্ম সদাগরের আফিসে।

হেমা। বাবু কোথায় থাকেন?

নভো। এই কল্‌কাতাতেই।

হেমা। তবে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমাদের কষ্টের কথা বলোনা। তুমি ত অনুপযুক্ত নও, অবশ্যই তাঁর দয়া হবে। মা সর্ব্বমঙ্গলা তোমার মঙ্গল কর্‌বেন।

নভো। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, আমি কাল যাবো।

হেমা। আমার আশীর্ব্বাদ ত সর্ব্বক্ষণই আছে।

নভোমোহন তৎপরদিন প্রাতঃকালে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তাঁহার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। চক্ষে আপনা হইতে বাষ্পবারি দেখা দিল, তিনি তাহা সংযত করিয়া কহিলেন "তুমি আজ আফিসে যেও, আমি তোমাকেই চাকরী দিব।"

নভোমোহন আহ্লাদে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন "আজ আমার শুভদিন, আজ হইতে উপার্জ্জন করিয়া মাতার ভরণ পোষণ করিব।"

দ্বিজেন্দ্র। তোমার আর কে আছেন?

"আর কেহ নাই।"

এই কথা বলিতে নভোমোহনের কণ্ঠ জড়াইয়া আসিল, স্বর্গীয় পিতৃদেবকে মনে পড়িল, কণ্ঠ হইতে কেমন একপ্রকার শোকসূচক শব্দ নির্গত

হইল। নভোমোহন প্রকৃতই কাঁদিতেছিলেন। এই সময় অমলা কক্ষান্তরে ছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে গোপনে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। এতক্ষণে অমলা বাহির হইলেন। নভোমোহন অমলার সেই দেবীদুর্লভ অপরূপ রূপরাশি দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, ভাবিলেন "একি, মনুষ্যে এত সৌন্দর্য্য ত সম্ভবেনা, একি দেবীমূর্ত্তি নাকি?"

অমলাও নভোমোহনের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে কেমন একপ্রকার লজ্জার আবেশ হইল, অমলা আর নভোমোহনের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না।

নভোমোহনের পরণে এখন ধুতি, গায়ে জামা, তাহা আবার চাদরে আচ্ছাদিত। সে সাহেবী ভাব নাই, তবে পারিপাট্য আছে। নভোমোহনকে সতৃপ্ত নয়নে দেখা অমলার অন্যায় কার্য্য হয় নাই। নভোর সৌন্দর্য্য, নভোর সুন্দর অঙ্গায়তন দেখিবার বস্তু বটে।

নভোমোহন চলিয়া গেলে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "ছেলেটী মৃত ব্যারিষ্টার বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান, পিতা কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই, তাই যে চাকরীটি খালি আছে তার উমেদার। নিজে কৃতবিদ্য বিএ পাশ।"

অমলা যেন কি বলি বলি করিলেন, কিন্তু মুখে কথা ফুটিল না। যেন মনে হইল তাঁহাকে চাকরী দিতে বলিলে বাবা কি মনে করিবেন। অমলা কতবার কত লোকের চাকরীর সুপারিস্ করিয়াছেন কিন্তু নভোমোহনের কি দুর্ভাগ্য যে অমলা তাঁহার জন্য সে সুপারিস্ করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না, আপনারা কেহ বলিতে পারেন কি?

মানুষ এমনই করিয়াই আপনার হৃদয় ধরা দেয়। এমনই করিয়াই আপন হৃদয়ভাব গোপন করিতে গিয়া হৃদয়ের গোপনভাব অপরকে জানায়। দ্বিজেন্দ্র বাবু বুঝিলেন, ভাবিলেন মন্দই বা কি? দ্বিজেন্দ্র বাবু আর কোন কথা কহিলেন না, অন্য কথা পাড়িলেন, কিন্তু অমলার আর যেন সে স্ফূর্ত্তি নাই—অমলা যেন কেমন কেমন উত্তর দেন। অমলা হাসেন, কিন্তু সে হাসি যেন তেমন নয়, তাহাতে যেন মাধুরী নাই। আমরা শুনিয়াছি পেট ভার আছে বলিয়া অমলা সেদিন ভাল করিয়া আহার করিতেও পারেন নাই।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আপন কথা রাখিলেন, আফিসে যাইয়া নভোমোহনকে চাকরীতে বাহাল করিলেন। নভোমোহন অতি সাবধানে অতি যত্নে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু নভোমোহনের কার্য্য-কুশলতা, উন্নতমন ও স্বভাব চরিত্র দর্শনে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। নভোমোহনকে পুত্রের ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই নভোমোহনের বেতন বৃদ্ধি হইল। হেমাঙ্গিনী পুত্রের টাকায় আবার বাসা ভাড়া করিতে সমর্থা হইলেন। হেমাঙ্গিনী এতদিন বড়ই কুণ্ঠিতভাবে ছিলেন, কিন্তু আজ যেন কতক শান্তি পাইলেন।

# তৃতীয় খণ্ড।

——( * )——

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### নভোমোহন।

নভোমোহনের মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়িয়াছে। নভোকে এখন প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত অমলাকে পড়াইতে হয়।

নভোর মুখে অমলার সুখ্যাতি ধরে না। নভো মাতার কাছে অমলার কত সুনাম করেন। অমলার যেমন কথা মিষ্ট, তেমনি মধুর হৃদয়, আবার তেমনি রূপ। হেমাঙ্গিনী সকলই শোনেন, কিন্তু মনে তাঁহার ভয় হয় যে কি জানি কি ঘটে, পাছে আবার নভোর চাকরীটী যায়। তিনি যুবকের নিকট যুবতী পাঠ করিবে এ প্রথার পক্ষপাতিনী ছিলেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবুর হৃদয়েরও সেই ভাব। শান্তি তাঁহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। নারীকুলে তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু সে ঘৃণা অমলা দূর করিয়াছেন।

নভো যখন অমলাকে পাঠ দিতেন তখন অমলার চক্ষু বড় একটা পুস্তকের দিকে থাকিত না, নভো মোহনের বদনের প্রতিই থাকিত। নভোমোহনের মনে কিছুমাত্র ভাবান্তরের উদয় হয় নাই। অমলাকে তিনি ভালবাসেন বটে, তাঁহার গুণগ্রামে তিনি বিমোহিত বটে, কিন্তু কালে অমলা আমার হইবে বা হইতে পারে এ স্পর্দ্ধা তাঁহার ছিল না। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার অন্নদাতা। দ্বিজেন্দ্র বাবুর অন্নে তিনি ও তাঁহার মাতা জীবন ধারণ করিতেছেন, সেই দ্বিজেন্দ্র বাবুর কন্যাকে প্রাপ্তি-লালসারূপ ঘোর দাম্ভিক ভাব নভোমোহনের নিষ্কলঙ্ক হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই।

দিনে দিনে কিন্তু বুঝিলেন যে অমলা তাঁহাকে ভালবাসেন, তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসেন। কিন্তু আবার ভাবিতেন

অমলা মূর্ত্তিমতী সরলতা, তাঁহার হৃদয় কি করিয়া বুঝিব? যাহাই হউক নভোমোহন হৃদয়ের শান্তি টুকু ক্রমে ক্রমে হারাইতে লাগিলেন। অমলাকে ভালবাসিয়া নয়, অমলা তাঁহাকে ভালবাসে এই ভাবিয়া। নভো ভাবিতেন কি করিয়া তাঁহার সেখানে আসা বন্ধ হইবে, কি করিয়া অমলা তাঁহাকে ভুলিবেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু জানিতে পারিলে কি বলিবেন। অমলা স্বর্গের পারিজাত, নভোমোহন আপনাকে সে পারিজাত প্রাপ্তির যোগ্য পাত্র বলিয়া কখন ভাবেন নাই।

একদিন রবিবার সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে নভোমোহন দ্বিজেন্দ্র বাবুর বাটীতে গিয়াছেন, দেখিলেন অমলা উদ্যান মধ্যে পুষ্পচয়ন করিতেছেন। নভোমোহন যখন অমলাকে পড়াইতেন সে সময় সর্ব্বদা দ্বিজেন্দ্র বাবু তথায় উপস্থিত থাকিতেন, সুতরাং অমলা একাকিনী আছেন দেখিয়া তিনি আর তাঁহার নিকট যাইতে সাহস পাইলেন না। মনে করিলেন অমলা তাঁহাকে দেখিতে পান নাই, তিনি এক স্থানে আপাততঃ বসিয়া থাকুন, পরে দেখা দিবেন, কিন্তু তাঁহার ভুল হইল, অমলার চক্ষু তাঁহার দিকে না থাকিলেও তিনি তাঁহাকে দেখিতে ছিলেন। অমলা প্রথমতঃ মনে ভাবিলেন নভোমোহন তাঁহার কাছে যাইবেন, কিন্তু তাঁহাকে বারান্দার একটী চেয়ারে উপবেশন করিতে দেখিয়া তাঁহার আর পুষ্পচয়ন করা হইল না। তিনি নিজেই নভোমোহনের নিকট আসিলেন, বলিলেন "আসুন, বাগানে বেড়াইগে।"

নভোমোহন আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিলেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তখন সূর্য্য অস্ত যাইবার আর বিলম্ব নাই। সে বাগান হইতে আর সূর্য্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু দূরে গগনপটে, বৃক্ষ শাখায় তখনও সূর্য্য-রশ্মির অস্তিত্ব দেখা যাইতেছে।

নভোমোহন আজ অমলার কি রূপ-বিভাই দেখিলেন। সূর্য্য-রশ্মির সেই সুদূর স্থিত প্রভাবের কোমল ছটা যেন অমলার বদন মণ্ডল অতি মৃদুভাবে আলোকিত করিয়াছে। মৃদুমন্দ সমীরণ কেমন কেশদাম হেলাইয়া দুলাইয়া খেলা করিতেছে। দূরে চাঁদ উঠিয়া যেন মলিন নেত্রে অমলার নির্ম্মল মুখ চন্দ্রের শোভা সন্দর্শন করিতেছেন। তারা উঠি উঠি করিতেছে, কিন্তু উঠিতে পারিতেছে না। পাখি সব যাই যাই করিয়া উড়িতেছে, কিন্তু আবার অমলাকে

দেখিতেছে, যাওয়া হইতেছে না। নভোমোহন কি করিবেন, অমলার মুখ পানে চাহিবেন, সে রূপ-বিভায় নয়ন ঝলসিত করিবেন কি না, তাই ভাবিতে ছিলেন। কিন্তু অমলা আব থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন "নভু বাবু, আপনি আজ এত অন্যমনস্ক কেন?"

নভোমোহন চমকিয়া, উঠিলেন বলিলেন "কই না।"

অমলা বালিকা-স্বভাব-সুলভ সরল হাসি হাসিয়া বলিলেন "নভু বাবু, আমাকে গোপন কেন?"

নভো। কই কিছুত গোপন কবিনি।

অমলা। অবশ্য কর্‌ছেন—আমায় বলুন না, আপনি যেন কত শঙ্কিত।

নভো। কাবণ আছে।

অমলা। কি?

নভো। সে কথা শুনিয়া কাজ নাই।

অমলা। আমায় বলিলে দোষ হবে না।

নভো। আমি একাকী আপনার কাছে থাকিতে শঙ্কিত হই।

অমলা। কেন নভু বাবু?

নভো। তা জানি না।

অমলা। আমায় একটী সত্য কথা বল্‌বেন?

নভো। আমি সত্যই বলি।

অমলা মৃদু হাসিযা যেন বালিকার কোমল ভাবে বলিলেন "আপনি কি আমায় ভালবাসেন?"

সেখানে যদ্যপি সহসা বজ্রপাত হইত তাহা হইলেও হয় ত নভোমোহন তত বিস্মিত হইতেন না। তিনি স্তম্ভিতভাবে অমলার সেই স্থিব গম্ভীর বদন প্রতি তাকাইলেন। তখন সেই যুবতী বদনের সেই প্রশান্তভাব দর্শনে আরও স্তম্ভিত হইলেন। ভাবিলেন এত বালিকার মুখভাব নয়! কষ্টে বলিলেন "এ প্রশ্ন কেন?"

অমলা। আমারও কাবণ আছে।

নভো। আপনার ন্যায় গুণবতীকে কে না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে?

অমলা সহাস্যে বলিলেন "আপনার প্রতিজ্ঞার মত উত্তর হইল না"—

নভোমোহন আবার কম্পিত কলেবরে অমলার বদন প্রতি চাহিলেন, দেখিলেন অমলার চক্ষু স্পন্দন রহিত, দেখিতে দেখিতে তাহা উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইল। অমলার চক্ষু বহিয়া বারিধারা বহিল। নভোমোহন বিস্মিত হইলেন, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, ভাবিলেন ঈশ্বর একি করিলে, আমি অমলার প্রশ্নের কি উত্তর দিব? নভোমোহন তখন সকল ভুলিলেন, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা হৃদয় হইতে দূরে গেল, সংসারের অস্তিত্ব রহিত হইল। তখন মনে হইল, তিনি যেন এ সংসারের কেহ নয়। তিনি যেখানে সে দেশে মা নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, শোক নাই, তাপ নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই। আছে কেবল জ্যোৎস্না, আছে কেবল মলয় সমীরণ, আর আছে প্রিয়জনের প্রিয় সম্ভাষণ। নভোমোহন বলিলেন "অমলা, তুমি কাঁদ্‌চো।"

এক "তুমি" কথায় সকল কথার উত্তর হইয়া গেল। "আপনি" ছাড়িয়া "তুমি" বলিতে গেলে নৈকট্য আসে, পরকে আপনি বলা যায় আপনার স্নেহ ভাজনকে "তুমি" বলাই মধুর। পত্নী পতির "তুমি" পতি পত্নীর "তুমি।" আজি নভোমোহন সেই "তুমি" বলিয়া অমলার হৃদয় বিমোহিত করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### স্বপ্ন নাকি?

নভোমোহন পুনরপি বলিলেন "অমলা তুমি কাঁদ্‌চো?"

অমলা। হ্যাঁ।

নভো। কেন?

অমলা। আমি বন-বিহঙ্গিনী ছিলাম, তুমি আমার সে স্বাধীনতা নষ্ট কর্‌লে কেন?

নভো। অমলা, আমি ত কোন দোষে দুষী নই।

অমলা। আমায় কেন ভালবাসালে, ভালবাস্‌তে শিখালে?

অমলা, বলিতে কি আমি যে কত সাবধানে চলি তা তোমায় ।ক ব । মনে কখন তোমার আশা করিনি—কর্‌তে সাহসও হয়নি। আর না কর্‌বা্‌ কারণও অনেক।

অমলা। কি?

নভো। আমি দরিদ্র, তুমি ধনী, তুমি আমার আশ্রয়দাতার এক মাত্র কন্যা। আমি কি তোমার উপযুক্ত?

অমলা। আর?

নভো। হিন্দুর পক্ষে স্বাধীন প্রণয় অসম্ভব। ইংরাজি উপন্যাসের নায়ক ভালবাসিয়া নায়িকা পায়। কিন্তু এ দেশে তাহা অসম্ভব। জাতিগত বিভিন্নতার কঠোর শাসন থাকায় তাহা এক প্রকার অসম্ভব। আর বোধ হয় সেই জন্য এ দেশে শৈশবে বিবাহ হয়, পাত্র পাত্রীর নির্ব্বাচন ভার অভিভাবকের।

অমলা। আর কিছু?

নভো। জাতিভেদে বিবাহ প্রথা জাতিগত। ধর্ম্মেরও কঠোর শাসন আছে। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, তুমি কায়স্থ কন্যা,—আমি হিন্দু সন্তান তুমি ব্রাহ্মোর কন্যা—তোমার সহিত বিবাহ কিরূপে সম্ভবে?

অমলা। তবে শোন নভু,—আমি ধনীর কন্যা নই—অতি দীন হীন দুঃখীর দুহিতা। দ্বিজেন্দ্র বাবু আমার প্রতিপালক পিতা। আর আমি কায়স্থ কন্যা নই, ব্রাহ্মণ কন্যা। আরও শোন,—আমি যদি তোমার যোগ্যা না হতাম, তা হলে তোমায় ভালবাস্‌তাম না। আমি যদি বলি আমি আকাশের চাঁদকে ভালবাসি সুতরাং তাকে ছাড়া আর কাকেও বিবাহ কর্‌বো না, তাহলে লোকে আমায় পাগল বল্‌বে আমি তোমায় ভালবেসে তেমন পাগ্‌লামী করিনি; আমি যোগ্যপাত্রে আত্মসমর্পণ করেছি। নভু, এখন বল তুমি আমায় আপনার ভেবে ভালবাস্‌তে পার কি না?

নভো। কিন্তু বাবুর মত হবে কি?

অমলা। সে ভার আমার। তোমার মার মত হবে?

নভোমোহন সজল চক্ষে বলিলেন "যদি দেব-কন্যাকে পুত্রবধু কর্‌তে তাঁর মত না হয়, তবে আর হবে কিসে?"

অমলা তখন নভোমোহনের বক্ষে আপন ক্ষুদ্র মস্তক-ভার য়া বলিলেন "আমি বড় যাতনা পাচ্ছিলাম, আজ আমার সুখের দিন।

আজ অমলা নভোমোহনের বক্ষে! একি সুখ কল্পনা, এ প্ন, না সত্য ঘটনা? নভোমোহন আজ তুমি কি পৃথিবীতে না আমরাবতীতে? কিন্তু অধিকক্ষণ তাঁহাকে এ সুখ সম্ভোগ করিতে হইল না। উপ র বাতায়ন পথ হইতে কে ডাকিলেন "অমলা?"

অমলা সসব্যস্তে সরিয়া গেলেন। নভোমোহনের বদন বিশুষ্ক হইল। সর্ব্বনাশ এযে দ্বিজেন্দ্র বাবুর কণ্ঠস্বর।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### সুখে দুঃখ।

অমলা ধীরে ধীরে দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট গেলেন। দেখিলেন তিনি যেন চিন্তামগ্ন। অমলা ভাবিলেন তবে ত বাবা রাগ করিয়াছেন।

অমলা কাতর কণ্ঠে বলিলেন "বাবা আমি কি অন্যায় করেছি?"

দ্বিজেন্দ্র বাবু সে কথায় উত্তর না দিয়া বলিলেন "নভোমোহন কোথায়?"

অমলা। নিচেয়।

দ্বিজেন্দ্র। তাঁকে ডাক।

অমলা কত ভয়ে ভয়ে নভোমোহনকে ডাকিয়া আনিলেন।

নভোমোহনের এখন আর দ্বিজেন্দ্র বাবুর মুখের দিকে তাকাইবার সাহস নাই। যেন কত কি অন্যায় কাজই করিয়াছেন। আমরা বলি এমন কথা না কহিলেই কি নয়?

দ্বিজেন্দ্র বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন "নভো, কাজ কি ভাল হয়েছে?"

নভোমোহন নিরুত্তর।

দ্বিজেন্দ্র বাবু পুনরপি বলিলেন "আমার কন্যার সহিত গোপনে কথা কহা কি ভাল হইয়াছে?"

নভো। আমরা কোন মন্দ কথা বলিনি ত।

দ্বিজেন্দ্র। বোধ হয় ঈশ্বর উপাসনাও করিতেছিলে না।

নভোমোহন আর কথা কহিতে পারিলেন না, বক্ষ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

দ্বিজেন্দ্র। আমি তোমায় সচ্চরিত্র বোধে অমলাকে শিক্ষা দিতে নিযুক্ত করি। তুমি জান আমি সর্ব্বদা তোমাদের নিকট থাকিতাম! আমি বালিকা-কেও বালকের কাছে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হই না। যুবক যুবতী ত দূরের কথা। তুমি আমার অসাক্ষাতে অমলার সহিত মিলিত হইয়াছিলে কেন?

নভো। আমায় মার্জ্জনা করুন।

দ্বিজেন্দ্র। তোমায় স্নেহ করি, হয়ত মার্জ্জনাও করিব, কিন্তু তোমার কি কর্ত্তব্য যে আমার প্রাণে ব্যথা দেওয়া। আমি জানি প্রথম সন্দর্শনেই তোমার হৃদয়ে ভালবাসার অঙ্কুর জন্মেছে। সংসারে ভালবাসা বড় অনিত্য বস্তু। আমি ভালবাসাকে বিশ্বাস করি না। যাদুকরের বাজির মত তাহা এই আছে এই নেই। কিন্তু আমি সে স্রোতে বাধা দিই নাই, কিন্তু পরীক্ষারও শেষ হয় নাই। তুমি অমলার যোগ্য পাত্র বটে কিন্তু——

নভো। তবে আমার প্রতি দয়া পরবশ হইয়া অমলা দান করুন।

দ্বিজেন্দ্র। করিবার ইচ্ছা বটে, কিন্তু একটী বাধা আছে।

নভো। শুনিতে পারি কি?

দ্বিজেন্দ্র। তুমি জানিয়াছ যে অমলা ব্রাহ্মণকন্যা, কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুকালীন আদেশ জাননা।

নভো। না।

দ্বিজেন্দ্র। হিন্দুর সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া।

নভো। আমি হিন্দু।

দ্বিজেন্দ্র। কিন্তু বিলাত প্রত্যাগত ব্রাহ্মণ তনয়।

নভোমোহনের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল। অমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া কথা-বার্ত্তা শুনিতেছিলেন, কিন্তু আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

দ্বিজেন্দ্র। নভু, এটা কি ভাব্‌বার কথা নয়?

নভোমোহন তাহার কোন উত্তর দিলেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন

"আমি সেই জন্য একপদ অগ্রসর হই, কিন্তু পাঁচপদ পশ্চাদ্গামী হই। আমি কি করিব জানিনা। অমলার পিতৃকুলের জ্ঞাতিরা এখনও বর্ত্তমান; আমার সহিত পরিচয় নাই। আমি বিবাহ দিলে সেই বাটী হইতে বিবাহ দিব। তাঁহারা যদি তোমার সহিত বিবাহ দিতে বলেন, তোমাকে জামাতা করিতে সম্মত হন, তবেই বিবাহ হইবে, নতুবা হইবে না।"

নভো। আমার সহিত অনেক ব্রাহ্মণ চলিতেছেন, কিন্তু সকলে নয়। অমলার পিতার নাম শুনিতে পারি কি? তাঁহার আর কে আছেন?

দ্বিজেন্দ্র। ঠিক জানিনা, জানিবার আবশ্যকও হয় নাই। পাছে কেহ অমলাকে দাবি করে, আমার কাছ থেকে নিয়া যায়, সেই ভয়ে অমলার পরিচয়ও কাহাকে দিই না।

নভো। আমায় বলিতে বোধ হয় আপত্তি নাই।

দ্বিজেন্দ্র। না, আর এখন বলিতেও বাধা নাই—অমলার পিতার মৃত্যু হইয়াছে।

নভো। তাঁহার কি নাম ছিল?

দ্বিজেন্দ্র। রাধামাধব হালদার।

নভোমোহন চমকিয়া উঠিলেন।

দ্বিজেন্দ্র। চিনিতে?

নভো। নাম শুনিয়াছি, তিনি আমার পিসা মহাশয়ের খুল্লতাত।

দ্বিজেন্দ্রনাথের বদন প্রফুল্ল হইল। বলিলেন "তবে আর বাধা কি। নভু আমার সাধের অমলাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করিব। অমলাকে যেন অযত্ন করিও না।"

এই বলিতে বলিতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

নভোমোহন সে কথার উত্তর না দিয়া অমলার দিকে চাহিলেন, চারি চক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল, তাহা অতি ক্ষণিকের জন্য; কিন্তু তাহাতেই যেন কত কথা হইল, কত ভাব প্রকাশ পাইল। তাহা সেই যুবক যুবতী ভিন্ন অপরে আর কে বুঝিবে।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### অবস্থার পরিবর্ত্তন।

শান্তির দুরবস্থার এক শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতেও কিশোরী বাবুর মন উঠে নাই। শান্তির পরিবার বস্ত্র নাই, আহারের পারিপাট্য নাই, দেহের যত্ন নাই, মনের সুখ নাই, আপনার বলিতে কিছুই নাই। কেবল আছে কিশোরীর মন যোগান, কিন্তু তাহাও হয় না। কিশোরী বাবু আজ ছয় দিন পরে শান্তির ঘরে আসিয়াছেন। শান্তি কিশোরীকে দেখিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

কিশোরী বাবু বিরক্তি সহ বলিলেন "ও কি ?"

শান্তি। আমার এত দুরবস্থা করে, এত শাস্তি দিয়েও কি তোমার মন ওঠেনি ?

কিশোরী। কি কর্‌বো।

শান্তি। আজ ছয় দিন তোমায় দেখিনি, আমার প্রাণ বাঁচে কিসে ?

কিশোরী হাসিয়া কহিলেন "তোমার ফোগ্‌লা মুখ আর দেখ্‌তে পারি না।"

শান্তি। এ কথায় কি আমার প্রাণে ব্যথা লাগেনা ?

কিশোরী। সত্তি কথায় দোষ কি ?

শান্তি। আর তাই না হয় হলো, তাতে কি এসে যায় ? ভালবাসায় লোক অন্ধ হয়।

কিশোরী রাগিয়া বলিলেন "আমি অন্ধ ?"

শান্তি। তোমায় অন্ধ বলিনি—আমার বলার উদ্দেশ্য Cupidএর চোক্ নাই। Shakespeare—

কিশোরী। দূর্ ছাই সেক্সপিয়ার আর গাম্বেটা।

শান্তি চুপ করিলেন। মনে করিলেন "এমন লোককেও ভাল বাসিতে হয় ? কিন্তু উপায় কি ?"

কিশোরী আবার বলিলেন "আমার এই ধারা, এতে রাজি হও আছি, না হও সোজা পথ পড়ে আছে, বল চলে যাই।"

শান্তি। আমি কি তোমায় যেতে বল্‌চি। তুমি গোলাপের ঘরে যাও কেন?

কিশোরী। একটানা আমার ভাল লাগেনা। আমি তার কাছে যাই—যাবো, এখন তোমার যা ইচ্ছা।

শান্তি। সে কি আমার চেয়ে তোমায় ভালবাসে, না তা সম্ভব?

কিশোরী মৃদু হাসিয়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া এই গীতটী গাইলেন,—

ভাল ত সে বাসেনা সে, আমারে ভালবাসেনা,
আমি ভাবি দিবানিশি সে ভুলে ত ভাবেনা।
সে যে নয়নেরি ধন, হৃদয়ের আকিঞ্চন,
আকুল সদত প্রাণ, করি তারি আরাধনা।
ভুলিব কেমনে তারে, ভালবাসিয়াছি যারে,
ভুলি বলে যায় কি ভোলা, মলেও ভোলা যাবেনা॥

শান্তি। কেন আমি কি তোমার মন যোগাতে পারিনে। হা ভগবান, এক দিন কত প্রিন্স আমার পায়ে ধরে ছিল, আর আজ আমার এই দশা? আজ কিনা আমি তোমার লাথি খাচ্চি।

কিশোরী। তোমার কপালের ফল।

শান্তি। তা আর একবার করে, দেখ কিশোরী তুমি আমায় অত অযত্ন করোনা। আমার দাদার প্রচুর সম্পত্তি, তিনি মলে আমি তাঁর সমস্ত বিষয় পাব। তখন তুমি বড় লোক হবে।

কিশোরী। সেও মরেছে আমিও পেয়েছি। টাকায় ১০ মোন তেলও হবেনা, রাধাও নাচ্‌বে না।”

শান্তি। দেখ মরে কি না।

কিশোরী শান্তির দিকে চাহিলেন। কিছু বুঝিলেন না। বলিলেন “কি সে?”

শান্তি। চেষ্টার অসাধ্য কি? তোমার প্রাণে তেজ নাই, তোমায় আর কি বল্‌বো।

কিশোরী। অমলার যে বিয়ে।

শান্তি। কবে?

কিশোরী। শিগ্‌গির। তোমার দাদা নাকি সমস্ত বিষয় বিয়ের পর অমলার নামে উইল কর্‌বেন।

শান্তি। বল কি?

কিশোরী। তাইত শুনচি।

শান্তি। উপায়?

কিশোরী। নিরুপায়।

শান্তি। তা আমি হতে দিব না। কার সঙ্গে বিয়ে হবে জান?

কিশোরী। তোমার পেয়ারের বিপ্রদাস সাহেবের ছেলের সঙ্গে।

শান্তি। তা কখন হবে না, শান্তি বেঁচে থাকতে নয়। আমি বেনামী চিঠি দেবো, "অমলা ভ্রষ্টা" তাকে বিয়ে করোনা।

কিশোরী। কেউ বিশ্বাস কর্‌বেনা।

শান্তি। যদি সত্যি ভ্রষ্টা কর্‌তে পারি?

কিশোরী। শান্তি, তা যদি পার তা হলে তোমার বাহাদুরী। আর অধিক কি বল্‌বো এক দিন যদি আমায় অমলাকে দাও তা হ'লে আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌তে পারি যে তোমা ছাড়া আর অন্য নারীর মুখ দেখ্‌বোনা।

শান্তির মুখ প্রফুল্ল হইল। বলিলেন "ও দিব্যির কর্ম্ম নয়।"

কিশোরী। কার দিব্যি কর্‌বো?

শান্তি। মা কালীর।

হায় শান্তির মুখেও আজ "মা কালী" শব্দ উচ্চারিত হইল।

কিশোরী। মা কালীর দিব্যি বল্‌ছি।

শান্তি। দেখো।

কিশোরী। ঠিক্।

শান্তি তখন গাঢ় চিন্তায় নিমগ্না হইলেন। কিশোরী তামাকু সাজিতে বসিলেন। তামাকু সেবনান্তে বলিলেন "অত কি ভাব্‌চো?"

শান্তি। ভাব্‌বার কথা নয়?

কিশোরী। আমায় ত কিছু কর্‌তে হবেনা?

শান্তি। না।

কিশোরী। তা হলেই হ'ল।

শান্তি। তবে একটী কাজ কর্‌তে হবে।

কিশোরী। কি ?

শান্তি। একটী বাগান বাড়ী ঠিক্ কর্‌তে হবে।

কিশোরী। কোথায় পাব ?

শান্তি। ঢের পাবে, বাবুদের অনেক বাগান, মালিদের কিছু দিলেই হবে।

কিশোরী। তবে চেষ্টা দেখ্‌বো।

শান্তি। চেষ্টার কর্ম্ম নয়, কালই ঠিক্ করা চাই।

কিশোরী। তা কর্‌বো। তুমি কি করে আন্‌বে ?

শান্তি। সে কথা জান্‌বার আবশ্যক নাই। তোমার পেলেই ত হ'লো।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### যোগিনী।

দ্বিজেন্দ্র বাবু আফিস গিয়াছেন। বাহিরে দ্বারবানরা নিদ্রা দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। দাস দাসীরা তাড়াতাড়ি করিয়া আহারাদি শেষ করিবার চেষ্টা করিতেছে, চৈত্রের আতপতাপ নিবারণ জন্য কক্ষমধ্যে আশ্রয় লইবার প্রত্যাশায় ব্যস্ত। এমত সময়ে একটী যোগিনী আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। যোগিনীর পরিধানে গৈরিক বসন, দক্ষিণ হস্তে কমণ্ডলু, বাম হস্তে ত্রিশূল। অঙ্গে গেরুয়া বস্ত্রের অঙ্গরাখা। কপালে সীমন্তস্পর্শী তিলক, মুখে "বম্ বম্" শব্দ।

একটী দ্বারবান বলিল "কাঁহা যাতেহে৷ মায়ি ?"

যোগিনী। বাগিচা মে।

দ্বার। ফুল নেহি মিলেগা।

যোগিনী। মিল্‌নেকা কুছ জরুরৎ ভি নেহি হ্যায়, সেরেফ্ দেখেঙ্গে।

যোগিনী বাগানে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন উদ্যানের মধ্যস্থলে একটী মস্ত বসুরাই গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। কে তাহাকে আতপতাপের

প্রচণ্ডতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার উপর পদ্মপত্রের আচ্ছাদন করিয়া দিয়াছেন। যোগিনী বুঝিলেন ফুলটী কাহারও আদরের বস্তু।

যোগিনী একটী দাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "বাছা ঐ ফুলটী আমি তুল্‌বো ?"

দাসী। বাপ্‌রে, ও দিদিমণির সাধের ফুল ও তুলোনা।

যোগিনী। আমার যে উটীতে বড় দরকার মা।

উপরের জানেলা হইতে মুখ বাড়াইয়া অমলা বলিলেন "কি ঝি ?"

দাসী বলিল "এই বেহ্মচারী ঐ ফুলটী চাচ্চে, বল্‌চে আমার বড় দরকার।"

অমলা যোগিনীকে বলিলেন "ওটী আমার সাধের ফুল, এখনও ভাল ফোটেনি, অন্য ফুল হলে হবেনা ?"

যোগিনী। ওটী তোমার সাধের কিন্তু আমার পক্ষে বহু ভাগ্যের। তুমি খেলা কর্‌বে, আমি ইষ্টদেবকে উৎসর্গ করে একটী মহৎকার্য্য সম্পন্ন কর্‌বো।

অমলা অবাক্ হইলেন। বলিলেন "ঝি, ওঁকে উপরে নিয়ে আয় ত।"

যোগিনী উপরে গেলেন। অমলা একখানি আসনে বসিতে বলিলেন। যোগিনী বলিলেন "ও আসন আমাদের উপযুক্ত নয়, ভূমিই আমাদের সুকোমল সিংহাসন।"

এই বলিয়া যোগিনী ভূমিতে উপবিষ্টা হইলেন।

অমলা। আপনি কত দিন যোগিনী হয়েছেন ?

যোগিনী। আমার পিতা সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, আমি তাঁর এক মাত্র কন্যা, সঙ্গে ছিলাম। সেই কৌমার অবস্থা হতেই আমি এই পথাবলম্বিনী।

অমলা সোৎসুকে বলিলেন "বটে !"

যোগিনী। এতে কি আশ্চর্য্য হলে মা ?

অমলা। আশ্চর্য্যের কথা বটে, সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে ক'জন আপনার মত হ'তে পারেন ?

যোগিনী। আমার মত লক্ষ লক্ষ নারী আছেন।

অমলা। কলিকাতায় কতদিন আছেন ?

যোগিনী। আজ দুদিন। কালি মাকে দর্শন কর্‌তে এসেছি।

অমলা। কোথায় থাকেন ?

যোগিনী। তীর্থ পর্য্যটনই আমার কাজ, মা তোমার কথা বড় সুমিষ্ট, তুমি যেন কোন ভাগ্যবতী।

অমলা। আমি অতি দুঃখিনী।

যোগিনী। অমন কথা কেন বল্‌লে মা; বস দেখি তোমার হাত দেখি।

অমলা। আপনি কি জ্যোতিষ জানেন?

যোগিনী। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব করকোষ্ঠি গণনায় অদ্বিতীয় ছিলেন, আমি তাঁহারই কাছে কতক কতক শিক্ষা করেছি।

অমলা যোগিনীকে আপনার বামহস্ত প্রসারণ করিয়া দিলেন। যোগিনী অনেকক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে রেখাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

অমলা বিস্মিত হইয়া বলিলেন "আপনি অমন করিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন যে।"

যোগিনী। তুমি বালিকা তোমার ও সকল জানিয়া কাজ নাই। ঐ ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করিয়া যে গোলাপটী ফুটিয়াছে তাহা আমাকে দাও।

অমলা। ওটী কি ধ্রুব তারার দিকে ফুটিয়াছে?

যোগিনী। নহিলে আমার ওটীকে লইতে অত আগ্রহ কেন? ওতে আমি একটী স্ত্রীলোকের স্বামীর প্রাণরক্ষা কর্‌বো।

অমলা। কি উপায়ে?

যোগিনী। কৌশল আছে, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে। ঐ ভাবের ফুল আমি আজ এক বৎসর ধরে খুঁজ্‌চি পাইনি। আর পাব কি না তা কে জানে।

অমলা। ওর প্রভাবে মনুষ্য জীবন বাঁচ্‌বে!

যোগিনী। নিশ্চয় বাঁচ্‌বে। ফাঁড়া বলে জান, তাই কাট্‌বে।

অমলা। আমার ত ও সবে বিশ্বাস নেই।

যোগিনী। বড় সুখের কথা, যার বিশ্বাস নেই সেই সুখী।

অমলা। আমার করে কি দেখলেন তা বল্‌তে হবে।

যোগিনী। অমলা, তা শুন্‌লে তুমিও যে শান্তি হারাবে। দৈবে বিশ্বাস কর্‌বে।

অমলা। আপনি আমার নাম জান্‌লেন কিরূপে?

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন "তুমি বালিকা তায় বড় সরলা, তবে শোন।"

অমলা ভাল করিয়া বসিলেন, যোগিনী বলিতে লাগিলেন "তুমি যাঁর আশ্রয়ে আছ, যাঁকে পিতা বলিয়া সম্বোধন কর, তিনি তোমার পিতা নন। তবে পিতার অপেক্ষাও তোমায় ভালবাসেন।"

অমলা। তাঁর নাম কি ?

যোগিনী। দ্বিজেন্দ্রনাথ সরকার।

অমলা। আমার পিতার নাম ?

যোগিনী। রাধামাধব হালদার।

অমলা অবাক্ হইলেন। যোগিনী বলিলেন "আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই। আমি তোমার সকল কথাই বলিতে পারি। একটী গোপন কথা শোন। তুমি কিছুদিন বেশ্যাগৃহে ছিলে।"

অমলা লজ্জিতা হইলেন। যোগিনী বলিলেন "লজ্জা কি মা, তুমি যে স্বর্গীয়া সেই স্বর্গীয়াই আছ। এতদিন বেশ ছিলে, আজ কিছুদিন হৃদয়ে হলাহল পুষেছ।"

অমলা কোন উত্তর দিলেন না। যোগিনী বলিলেন "হলাহল বলিলাম বলিয়া কিছু মনে করিও না, বলিবার কারণ আছে তাই বলিলাম, নতুবা তোমার কোমল প্রাণে ব্যথা দিতাম না। তুমি একটী যুবককে ভাল বাসিয়াছ, তাহার নাম নভোমোহন। অমলা তুমি উপযুক্ত পাত্রে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ। কিন্তু মা বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।"

অমলার মুখ আরও শুকাইল, চক্ষু সজল হইল। বলিলেন "মা, আমি ত কিছু বুঝিলাম না।"

যোগিনী। ভবিষ্যতের নাম অন্ধকার, তুমি অন্ধকারে ঢুকিতে চাও কেন ?

অমলা। মা আমার মন বড় অস্থির হচ্চে, আপনি ত সকলি জানিতে পারিতেছেন, আপনাকে আর কি বলিব।

যোগিনী তখন গম্ভীরভাবে বলিলেন "নভোকে তোমার বিবাহ করা হইবে না।"

অমলা বিশুষ্ক বদনে বলিলেন "কেন মা ?"

যোগিনী। নভোর ফাঁড়া আছে। নভোকে বিবাহ করিলে একমাস মধ্যে বিধবা হইবে।

অমলা। আর যদি বিবাহ না করি।

যোগিনী। বিধবা হইবে না।

অমলা। তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটিবে না?

যোগিনী। না।

অমলা। তবে আমি বিবাহ করিব না। আমিও আপনার ন্যায় চির কুমারী থাকিব।

যোগিনী। পারিবে?

অমলা। নিশ্চয়।

যোগিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "না অমলা তাহা পারিবে না। তুমি আমার কথা লোকের কাছে বলিলে তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। তুমি বিবাহ করিতে বাধ্য হইবে। তাই বলি বিধিলিপি অখণ্ডনীয়।"

অমলা। তবে উপায়?

যোগিনী। উপায় আছে, কিন্তু আমার সময় নাই। আমি কাল প্রাতে শ্রীক্ষেত্রে যাইব।

অমলা যোগিনীর চরণপ্রান্তে গড়াইয়া পড়িলেন, বলিলেন "আমার উপায় করিতেই হইবে।"

যোগিনী। ঐ গোলাপ ফুলেই প্রাণ বাঁচে। কিন্তু আর একজনার জন্যও যে আবশ্যক।

অমলা। তাঁহার পরে করিবেন।

যোগিনী। আর ফুল যদি না পাই, তবে অপরে বিধবা হইবেন।

অমলার হৃদ্‌কম্প হইল। বলিলেন "তবে আমার জন্যই ত তাঁহার অমঙ্গল হইবে।"

যোগিনী। যাহার এমন মন ঈশ্বর তাঁর সহায়। ঐযে ওরি পাশের গাছে ঠিক ঐ ভাবে আর একটী ফুল রয়েছে।

এই বলিয়া অমলাকে একটী পুষ্প বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করাইলেন। অমলা সবিস্ময়ে বলিলেন "তাই ত!"

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### যোগিনীর কল্পনা।

অমলা বলিলেন "আমায় কি করিতে হইবে?"

যোগিনী। কিছু না, কেবল মনের বিশ্বাস চাই।

অমলা। আমার খুব বিশ্বাস হয়েছে।

যোগিনী। উত্তম, কিন্তু এখনকার কথা ছাড়িয়া দাও, কার্য্য শেষ হইলেও যেন একথা প্রকাশ না পায়।

অমলা। কাহাকেও বলিব না।

যোগিনী। তোমায় একটী কাজ করিতে হইবে।

অমলা। আদেশ করুন।

যোগিনী। আমার সঙ্গে অতি গোপনে আমার আশ্রমে যেতে হবে।

অমলা। কখন?

যোগিনী। কাল এমন সময়।

অমলা। তা খুব্ পার্‌বো।

যোগিনী। সঙ্গে কেহ যাইবে না।

অমলা। আপনার সঙ্গে যাইতে ভাবনা কি?

যোগিনী। উত্তম, তবে আমি আজ আসি। ফুল দুটী লইয়া যাই?

অমলা তাহাতে সম্মতি দিয়া যোগিনীর সঙ্গে নামিয়া আসিলেন। যোগিনী ফুল দুটী তুলিয়া লইয়া গেলেন। অমলা আপন কক্ষে যাইয়া কেবল যোগিনীর অলৌকিক ক্ষমতার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন।

তাহার পর দিন ঠিক্ তেমনি সময়ে যোগিনী আসিয়া উপস্থিত। অমলা অতি গোপনে বাগানের একটী দ্বার খুলিয়া তাঁহার সহিত গমন করিলেন। কতক দুর যাইয়া যোগিনী বলিলেন "তুমি ত হাঁটিতে পারিবেন না, গাড়ি ভাড়া কর।"

সেইখানে একটী ভাড়াটিয়া গাড়ি ছিল, তাহাতে তাঁহারা উঠিলেন। গাড়োয়ান বলিল "কোথায় যাব?"

যোগিনী বলিলেন "তুমি চালাও, আমি বলিয়া দিব।"

গাড়ি চলিল, যোগিনী "বাঁয়ে—ডাইনে" বলিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অমলা বলিলেন "আপনি আর কখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন কি ?"

যোগিনী। না।

অমলা। তবে পথ এত চিনিলেন কি করিয়া ?

যোগিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "সকলি ভগবৎ কৃপা।"

গাড়ি কলিকাতা পার হইল। বেলেঘাটার পুল পার হইল। ক্রমেই চলিতে লাগিল। পরে একটী নির্জ্জন স্থানে বাগান বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগিনী অমলাকে বলিলেন "এইখানে নাব।"

অমলা নামিলেন। গাড়োয়ান ভাড়া চাহিল। অমলা সঙ্গে টাকা আনিতে ভুলিয়াছিলেন। যোগিনীর কাছেও টাকা নাই। অমলা বলিলেন "তুমি থাক, আমি আবার যাইব।"

গাড়োয়ান। আমার থাকিবার যো নাই। ভাড়া আছে।

যোগিনী। তবে অন্য সময় এসে নিযে যেও।

গাড়োয়ান উপায়ান্তর না দেখিয়া রাগভরে চলিয়া গেল। আশা, সে অমলাকে চিনে। তাঁহার বাটী হইতে ভাড়া লইবে। এই সময়ে একটী রুক্ষকেশা মলিন-বেশা রমণী দূর হইতে রমণীদ্বয়কে দেখিতেছিলেন—আর তাহার প্রাণের ভিতর যেন কি আগুণ জ্বলিতেছিল। অপরিচিতা রমণীটী কোন কথাই কহিলেন না, দূর হইতে যোগিনীকে ভাল করিয়া দেখিতেই লাগিলেন। ভাবে বোধ হইল যোগিনী তাঁহার পরিচিতা। যোগিনীকে দেখিয়াই যেন কি এক হৃদয়বিদারী পূর্ব্বস্মৃতি তাঁহার হৃদয়মধ্যে জাগিয়া উঠিল। রমণী সেই যন্ত্রণায় যেন অধীরা হইলেন।

যোগিনী অমলাকে বাগানের একটী কক্ষমধ্যে লইয়া গিয়া বলিলেন "আমি এই নির্জ্জন স্থানে থাকি। স্থানটী কি ঈশ্বরোপাসনার উপযুক্ত নয় ?"

অমলা। অতি পবিত্র ও মনোরম্য স্থান। কিন্তু গাড়ি যে চলিয়া গেল, আমি যাব কি করে ?

যোগিনী। ঈশ্বরের মহিমায় আপনি গাড়ি আস্‌বে।

অমলা ভাবিলেন যোগিনী না করিতে পারেন কি ? বলিলেন "তবে কার্য্যারম্ভ করুন, আমার আবার শীঘ্র যেতে হবে, নইলে সকলে ভাব্‌বেন।"

যোগিনী আসিবার সময় বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া ছিলেন এবার ঘরের দ্বার বন্ধ করিলেন। অমলাকে সে ঘর হইতে অন্য ঘরে লইয়া গেলেন, সে ঘরে একটী শয্যা ছিল, যোগিনী অমলাকে তাহাতে উপবেশন করিতে বলিলেন। যোগিনী তখন একটী পাত্র তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন "ইহাতে যা আছে খাও।"

অমলা। একি, এযে মদ—

যোগিনী। এ সকল তান্ত্রিক কার্য্য, ইহাতে মদ আবশ্যক। এই দেখ আমি খাইতেছি।

এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ মদিরা খাইয়া ফেলিলেন এবং আর এক পাত্র ঢালিয়া বলিলেন "তুমি খাও।"

অমলা। আমি মদ খাইনা।

যোগিনী। না খাইলে হবে না, যত টুকু পার খাও।

অমলা অগত্যা একটু খাইলেন। যোগিনী ক্রমশঃ মদ খাইতে লাগিলেন ও অমলাকে পুনঃ পুনঃ খাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অমলার মনে তখন বড় ভয় হইতে লাগিল, ভাবিলেন "একি, আমায় এত মদ খাইতে বলে কেন? ঈশ্বর উপাসনার নাম গন্ধ ত দেখিনা।"

অমলা যে কোথায় আসিয়াছেন তাহা তিনি নিজে জানেন না। নিকটে ঘর দ্বার নাই। এত বড় বাগান বাড়ী কিন্তু লোক জন নাই। এই বা কেমন, অথচ বাগানের চাবি যোগিনীর নিকট। অমলা ভাবিলেন যোগিনী কি পুরুষ? কিন্তু সে ভয় আর রহিল না, যোগিনী অঙ্গরাখা খুলিলেন। একটু একটু করিয়া মত্ততা বাড়িতে লাগিল। কথা বার্ত্তার রূপান্তর হইতে লাগিল। অমলা অগত্যা বলিলেন "আমায় দ্বার খুলিয়া দিন।"

যোগিনী হাসিয়া বলিলেন "সে কি, তাও কি হয়। দুদিন এখানে থাকিলেই বা।"

অমলা। ও কি কথা। আমি এখনই যাইব।

যোগিনী তখন ডাকিলেন "কিশোরী।"

...মুখের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। কিশোরী কক্ষ হইতে বাহির হইল।

...যোগিনী—"তোমার স্বীকার নাও।" এই বলিয়া কিশোরী ...

হইতে বাহির হইয়াছিল সেই ঘরে এক বোতল মদ লইয়া প্রবেশ করিলেন। যোগিনী পিশাচিনী "শান্তি।"

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### ঘোরবিপদ।

কিশোরী যখন অমলার কক্ষে প্রবেশ করিল তখন তাহার অবস্থা ভাল নয়। নেশা বেশ ভরপুর গোছ হইয়াছিল, কিন্তু অমলার দর্শনে সে নেশা কতক কাটিয়া গেল। বুক কেমন গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। অমলার মুখ ভাব দেখিয়া হৃদয় কাঁপিল। কিন্তু এখন উপায় কি? কিশোরী আবার মদ খাইল। কিশোরী কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ফুটিল না; মুখ জড়াইয়া আসিতে লাগিল। কণ্ঠ শুকাইতে লাগিল।

অমলা স্থির গম্ভীর স্বরে বলিলেন "আমাকে এখানে কেন আনিয়াছ?"

কিশোরী। আমি আনিনি।

অমলা। তুমি জান।

কিশোরী। কই না।

অমলা। এখন আমায় ছাড়িয়া দাও। অর্থ চাও দিব।

কিশোরী। আমি অর্থের ভিখারী নহ।

অমলা। তবে কি চাও?

কিশোরী। তোমায়।

অমলা। পাজি, যত বড় মুখ তত বড় কথা।

কিশোরী। রাগ মিছা।

অমলা। জান এটা ইংরেজ রাজত্ব?

কিশোরী। কল্‌কাতায়, এখানে নয়।

অমলা। এর প্রতিফল পাবে।

কিশোরী। জেল হবে?

অমলা। নিশ্চয়। আরও কিছু হবে, ঈশ্বর আছেন জান?

কিশোরী। তোমায় পেলে আমি জেল খাট্‌তেও রাজি।

অমলা। পাপিষ্ঠ সাবধান।

কিশোরী। সম্মত হও।

অমলা। কখন না।

কিশোরী। এক দিনের জন্য।

অমলা। কিছুতে নয়।

কিশোরী। তা হ'লে এখানে বন্দিনী থাক্‌তে হবে।

অমলা। বন্দিনী ত হয়েছি।

কিশোরী। আর অনুনয়ে কার্য্যসিদ্ধি না হয় বল প্রকাশে হবে।

অমলা ভয় পাইলেন, ভাবিলেন আমি একা উহারা দুজন। মনে মনে ঈশ্বরকে বিপদ হইতে পরিত্রাণের জন্য কাতর প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন।

অমলা বাটী হইতে আসার কিছুক্ষণ পরে দাস দাসীদের অমলাকে খোঁজ পড়িল, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। যোগিনী আসিয়াছিল, সেই বা গেল কোথায়? সকলের মনে ভয় হইল। তাড়াতাড়ি দ্বিজেন্দ্র বাবুকে আফিসে সংবাদ দিল। তিনি নভোমোহনকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে আসিলেন কিন্তু অমলার কোন সন্ধানই পাইলেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু অধীর হইয়া উঠিলেন। নভোমোহনের মনের যাতনা মনেই রহিল, বিশেষ প্রকাশ পাইল না। কথায় বলে ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। বস্তুতঃ তাহাই হইল। অমলা যে গাড়িতে গিয়াছিলেন সেই গাড়োয়ান ভাড়ার তাগাদা করিতে উপস্থিত, দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহার নিকট অমলার বাগানে যাওয়ার কথা শুনিলেন। ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বলিলেন "তোমায় ১০৲ টাকা ভাড়া দিব আমায় শীঘ্র সেইখানে নিয়ে চল।"

দ্বিজেন্দ্র ও নভোমোহন গাড়িতে উঠিলেন, কোচবাক্সে রাম সিং দ্বারবান উঠিল, পিছনে চাকর উঠিল, গাড়ি পবন বেগে ছুটিল।

বেলা তখন আর বড় নাই, যায় যায় হইয়াছে, এমন সময় গাড়ি আসিয়া বাগানের দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন কিশোরী ও শান্তি খুব মার্‌ছিল। গাড়ির শব্দ কাণে গেল না। দরজা বন্ধ, ধাক্কা দেওয়া হইল, কেহ খুলিল না। প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বারবান দরজা খুলিল। তাঁহারা

বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীরও সব দরজা বন্ধ। তবে ভিতর হইতে নভোমোহনের মনে হইল ভিতরের ঘরে যেন কাহারও গলার শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু কথা বুঝা যায় না। দ্বারে আঘাত করা হইল কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না। রাম সিং পদাঘাতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তবে সহজে নয় অতি কষ্টে, তখন অমলার স্পষ্ট আর্ত্তনাদ শোনা গেল। আরও একটা দরজা ভাঙ্গা হইল। কিন্তু আরও দরজা বন্ধ। ভাঙ্গিতেও অনেক সময় লাগিতে লাগিল।

পাঠক। এই সময় দেখুন কক্ষ মধ্যে কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কিশোরী অমলার সতীত্ব নাশে উদ্যত, আর শান্তি তাহাতে সাহায্য করিতেছে। অমলা প্রাণপণ যত্নে হাত পা ছুড়িতেছেন, জোর করিতেছেন, আর পিশাচিনী শান্তি তাঁহার হাত পা চাপিয়া ধরিতেছে ও হাস্য সহকারে কিশোরীকে উত্তেজিত করিতেছে।

এই সময়ে মনুষ্যের পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতির কথা আপনা আপনি মনে হয়। কত লোক বিপদ পঙ্কে ডুবিয়া যায়, আর উঠিতে পারে না কিন্তু অনেকে তলাইয়া গিয়াও আবার অক্লেশে উঠিয়া পড়ে। কেন এমন হয়? তুমি বলিবে ঘটনাচক্রে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে সে সংঘটন হয় না কেন? কেহ উদ্ধার পাইয়া সেই জগৎ পিতার অক্ষয় দয়ায় মগ্ন হইয়া যায়, কেহ বা তদন্যথায় চির দিনের জন্য হৃদয়ের দুর্ব্বিসহ যাতনা-ভার বহন করিয়া থাকে।

পাঠক, আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে অপরিচিতা মলিন বেশা রমণীটিকে শান্তির প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখাইয়াছি বোধ হয় তাঁহাকে আপনার স্মরণ আছে। তিনি এই সময়ে অনেক কোশলে বাহিরের সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিয়া ধীরে ধীরে নিচে নামিয়া অন্য কক্ষ মধ্য দিয়া যে কক্ষে অমলা ছিলেন সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শান্তি সম্মুখের কক্ষ গুলির সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাতের সকল কক্ষ দ্বার বন্ধ করে নাই। রমণীটির তাই প্রবেশের সুবিধা হইল, তাই আজি অভাগিনী অমলার হৃদয়ে দারুণ শেল বিদ্ধ হইল না।

রমণী দ্রুতপদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শান্তিকে এক ধাক্কা দি

ফেলিয়া দিলেন। শান্তি অসতর্কিতভাবে ছিল পড়িল গেল, দারুণ আঘাত পাইল। কিশোরী তাহাকে উঠাইল। তখন শান্তি সরোষে বলিল "তুই কে ?"

রমণী। তোমার শত্রু।

শান্তি চমকিল, তাহাকে আক্রমণ করিবে স্থির করিযাছিল কিন্তু সাহস হইল না। পাপের এমনি ভাব। অপরিচিতা "সুরবালা!"

সুরবালা অমলাকে বলিলেন "ভয় কি মা। সাহস কর, আমি তোমাকে বাঁচাইব। ঈশ্বর আমায় এখন অসীম সাহস দিয়াছেন, অজেয় বল দিয়াছেন। আমি ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিব। তুমি দরজা খুলিয়া পলাও।"

সুরবালা দেখিলেন অমলা তখন সংজ্ঞাশূন্যা হইযাছেন। ভাবিলেন ঈশ্বরের কি বিড়ম্বনা। আমি একা কি করিব। এমত সময় দরজা ভাঙ্গার শব্দ তাঁহার কর্ণে গেল। সুরবালা উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিলেন "আসুন শীঘ্র আসুন, সর্ব্বনাশ হইল।"

দ্বিজেন্দ্র প্রভৃতি দ্রুতপদে অমলার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কিশোরী ও শান্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। সুরবালা তাঁহাদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বলিলেন ও সযত্নে অমলার সংজ্ঞাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাম সিং কিশোরীকে ধরিয়া এক আছাড় দিল। নভোমোহন শান্তির কেশাবর্ষণ করিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু জানু পাতিয়া করপুটে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলেন। মনে মনে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, স্বর জড়িত হইল, দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### অমলার উদ্ধার।

ক্ষণেক পরে দ্বিজেন্দ্র বাবু শান্তিকে ছাড়িয়া দিতে বলিয়া অমলার সংজ্ঞাপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে অমলার চেতনা হইল। তখন শান্তি স্থিরভাবে দণ্ডায়মানা ছিলেন, তাঁহার আতঙ্ক নেশা

হইয়াছিল বটে কিন্তু এই আকস্মিক, ঘটনায় সে নেশা অনেক পরিমাণে ছুটিয়া গিয়াছিল। কিশোরী তখন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। দ্বার-বানের আছাড়ে তাঁহার দক্ষিণপদের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া মাংস ভেদ করিয়া বাহির হইয়াছিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু তখন কিশোরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন "কি, এখন পুলিসে চালান দিব ?"

কিশোরী কাতরভাবে কহিলেন "যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, এখন দয়া করিয়া ছাড়িয়া দিন। অমলা আমার মা।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু কিশোরীকে কিছু টাকা দিয়া বলিলেন "যাও দূর হও, চিকিৎসা করাও গে।"

দয়ার বুঝি আর লোক বিচার নাই ?

কিশোরী। আমার ত উত্থান শক্তি নাই।

তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু আপনি যে গাড়িতে আসিয়াছিলেন সেই গাড়ি করিয়া কিশোরীকে গৃহে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু শান্তিকে তাহার অনুসরণ করিতে দেখিয়া বলিলেন "তুমি কোথা যাও, দাঁড়াও।"

শান্তি। আমার এখানে কি আবশ্যক ?

দ্বিজেন্দ্র। এ সকল তোমার উপযুক্ত কাজ।

শান্তি। খুব উপযুক্ত. তুমি আমায় পথের ভিখারিণী করিয়াছ. আমি তাহার প্রতিশোধ দিব না।

শান্তির কথা শুনিয়া অমলা ও নরেন্দ্রমোহন স্তম্ভিত হইলেন। মনে যেন কেমন একটা কুকথা জাগিয়া উঠিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা বুঝিলেন, কিন্তু তথাপি মনে করিলেন শান্তির পরিচয় দিব না। বলিলেন "তোমার আমি এমন কিছু সর্ব্বনাশ করি নাই যাহাতে তুমি এ ঘৃণিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। ও লোকটী কে ?"

শান্তি সদম্ভে বলিলেন "আমার জার, আমার উপপতি, আর শুনিবে আমি উহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি। সে ভালবাসা কি তা তুমি জান না। ভালবাসায় মানুষ পাগল হয় তা শুনেছ, আমিও তাই হয়েছি।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। রোষভরে কহিলেন "পাপিষ্ঠা, আমার সম্মুখে এই উত্তর ?"

শান্তি। তুমি মার পেটের ভাই হলেও আমার শত্রু। কখন এক পয়সা ভগ্নী বলে দাওনি, তুমি আমার কে ?

দ্বিজেন্দ্র। তোমার চরিত্রে দিই নাই।

শান্তি। ভালই করেছ, তোমার উপকার চাই না।

দ্বিজেন্দ্র। আজ হতে মাসিক যে ৫০৲ টাকা পেতে তাও পাবেনা।

শান্তি। কেন ?

দ্বিজেন্দ্র। আমার ইচ্ছা।

শান্তি। নালিশ কর্‌বো।

দ্বিজেন্দ্র। অর্থ থাকে করো।

শান্তি। করি কি না দেখ্‌বে।

দ্বিজেন্দ্র। উত্তম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি অমলা তোমার কি করেছে ?

শান্তি। অমলা তোমার হৃদয় থেকে আমাকে তফাৎ করেছে। অমলা আমার পৈতৃক সম্পত্তি—আমার ভ্রাতার উপার্জ্জিত সম্পত্তি পাবার আশা করেছে। কিন্তু তা হবে না। ঈশ্বর আছেন, তার বিচার হবেই হবে।

দ্বিজেন্দ্র। এখনও ঈশ্বরের নাম কর্‌তে তোমার ভয় হয় না। তুমি এক উপপতির জন্য এক জন সরলা রমণীর সর্ব্বনাশ কর্‌তে বসেছিলে।

শান্তি হাসিয়া কহিলেন "তুমি ভালবাসার কি জান ? নারী উপপতির জন্য স্বামী হত্যা করে, পুত্র হত্যা করে, তার তুলনায় আমার শত্রুর সর্ব্বনাশ করা আহ্লাদের কথা। কিন্তু হতভাগা যে সে আশা মিট্‌লোনা।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি দূর হও, আমার সাম্‌নে থেকে যাও।"

শান্তি আর তাহার কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "মা অমলা তোমার এ মতি কেন হলো ?"

তখন অমলা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন, শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে হতবুদ্ধি হইলেন।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "অমলা, এখন বোধ হয় সাবধান হতে পার্‌বে। সংসারে যে কত সাবধান ও সতর্কতার সহিত চল্‌তে হয় বোধ হয় তা বুঝেছ।"

অমলা। খুব বুঝেছি।

দ্বিজেন্দ্র। সহসা কাকেও বিশ্বাস করবে না। অনেকে [illegible]

আপনাকে দেবতা প্রতিপন্ন করে লোক্‌কে মুগ্ধ করে, কে দেবতা কে পশু তা চেনা সহজ নয়, সেই জন্য এত সতর্কতা। সেই জন্য হিন্দুর অবরোধ প্রথা। আশা করি নভু তুমিও এ দেখে শিক্ষা লাভ কর্‌বে। স্ত্রীলোককে বড় সাবধানে রাখ্‌তে হয়; তাদের শত শত উপদেশ দিতে হয়, কারও সঙ্গে মিশ্‌তে দিতে নাই। পথে, ঘাটে, গাড়ি, ঘোড়ায় বা রেলে যাতায়াত কালে অতি সাবধান হতে হয়, তবে রমণীর মানরক্ষা হয়। ঘরে থেকেও যাদের এত বিপদ্, শিক্ষা লাভেও যাদের আত্মরক্ষার উপায় নাই, হিতাহিত বিবেচনার ক্ষমতা নাই, সে নারী জাতিকে যিনি স্বাধীনতা দিতে চান তিনি মূর্খ। নভো, আশা করি এই পাশ্চাত্য সভ্যতা যেন তোমার হৃদয়ে স্থান না পায়, রমণী-সতীত্ব অমূল্য নিধি, কিন্তু তাহা অতি সামান্যে নষ্ট হয়। অমূল্য নিধি অতি যত্নে রাখাই কর্ত্তব্য।

তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু সুরবালার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "তুমি কে মা?"

সুরবালার চক্ষু সজল হইল, বলিলেন "আমি অনাথিনী।"

দ্বিজেন্দ্র। আমায় পরিচয় দাও, যথাসাধ্য উপকারের চেষ্টা করিব। তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, সে ঋণ শোধ হইবার নয়।

সুরবালা। যাহার উপর ঈশ্বর বাম তাহার উপকার মানুষে কি করিয়া করিবে।

দ্বিজেন্দ্র। চেষ্টার দোষ কি, আর যদি কৃতকার্য্য না হই তবু পরিচয় দিতে দোষ কি? তুমি আমার মা।

সুর। তবে পরিচয় দিব, কিন্তু আজ নয়।

দ্বিজেন্দ্র। এখানে কোথা থাক?

সুর। আমি দীনহীনা দুঃখিনী, আমার থাকিবার কি নির্দ্দেশ আছে।

দ্বিজেন্দ্র। পুত্রের কর্ত্তব্য মাতৃ-সেবা করা। মা, আমায় সে সুখে বঞ্চিত করোনা, আমার ঘরে চল।

সুরবালা কাঁদিয়া ফেলিলেন। কত কথা মনে হইল, কিন্তু দ্বিজেন্দ্র বাবুর ঘরে না যাইয়া থাকিতে পারিলেন না।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

### কিশোরীর অবস্থা।

কিশোরীর দক্ষিণ পা কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছে। কিশোরীর চাকরিটী পর্য্যন্ত গিয়াছে, কিশোরী এখন বড় বিপন্ন। শান্তি যে টাকা দিতেন তাহা পর্য্যন্ত বন্ধ, কেন না দ্বিজেন্দ্র বাবু আর তাহাকে টাকা দেন না।

কিশোরী এক দিন আপন বাসায় একটী মলিন শয্যায় শয়ন করিয়া আপন অদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছে, কি করিয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ করিবে তাহাই ভাবিতেছে, এমত সময় তথায় শান্তি আসিয়া উপস্থিত। শান্তিকে দেখিয়া কিশোরীর গায়ে যেন কে বিষ ঢালিয়া দিল বলিল "আবার এখানে কেন?"

শান্তি। কেন আস্‌বো না?

কিশোরী। তোমার আসা নিষেধ।

শান্তি। আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে এখন এই কথা।

কিশোরী। যা যা দূর হ।

শান্তি। তোমার জন্যে আমি না করেছি কি, পরের মেয়ে পর্য্যন্ত এনে যুগিয়েছি, আজ এই কথা। নারী সকল সহ্য কর্‌তে পারে, কিন্তু যাকে ভালবাসে সে যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হয় তা সহ্য করতে পারে না, তখন সে আত্মহারা হয়, হিতাহিত জ্ঞান শূন্যা হয়। কিন্তু আমি তাও করেছি কিন্তু আজ তোমার মুখে এই কথা? যা না করবার তাও কর্‌লাম, তবু মন পেলাম না?

কিশোরী। সে নিজের গায়ের জ্বালা ছিল বলে, নইলে কেমন আন্‌তে দেখ্‌তাম। ও সব বজ্জাতি রাখ, চলে যাও।

শান্তি। আমি ত কখন যাব না।

কিশোরী। গলাটিপে বার করবো।

শান্তি। কেন, আমার দ্বারা কি কোন উপকার হয়নি?

কিশোরী। যখন হয়েছে তখন আদর করেছি।

শান্তি। আদর ত কত।

কিশোরী। পেৎনির পক্ষে সেই খুব আদর, তোকে পোঁছে কে?

শান্তি। আমার টাকাকে ত পোঁছে।

কিশোরী। থাক্‌লে।

শান্তি। কে বল্লে নেই?

কিশোরী। আমি বল্‌ছি।

শান্তি। আমি দাদার নামে নালিশ কর্‌বো।

কিশোরী। নালিশ অম্‌নি হয় না।

শান্তি। আমার এটর্নিবাবুরা অম্‌নি কর্‌বেন।

কিশোরী। মুখে ঝাঁটা মারবে।

শান্তি। যদি মাস হারা বেরয় তা হলে আস্‌বে কি না?

কিশোরী। কখন না।

শান্তি। তবে আমি অন্য লোক দেখি।

কিশোরী। আমার মত নির্ঘিন্নে আরও আছে নাকি?

শান্তি। আছে কিনা দেখাব।

কিশোরী। তবে আর এ অভিসার কেন?

শান্তি। বটে বটে, কথা শুনেও প্রাণ জুড়ালো। অভিসার শিখ্‌লে কোথা? দুর্গেশ-নন্দিনী পড়েছ বুঝি।

কিশোরী। না আমরা আর কি জানি, যা এক বিদ্যাদিগ্‌গজ তুমি আছ বইত নয়।

শান্তি। তাতে আর সন্দেহ আছে কি, তুমি যদি বিদ্বান হতে, জ্ঞানি হতে, তা হ'লে আমার এমন দশা হ'বে কেন?

কিশোরী। সে দিন যে বিদ্যা দেখিয়েছ, আর কেন?

শান্তি। বিদ্যা ঠিক দেখিয়ে ছিলাম, তবে তোমার দোষে সব নষ্ট হল। গাড়ি ভাড়ার মত টাকা যদি আমার কাছে থাক্‌তো তা হলে দাদা কখন টের পেতেন না।

কিশোরী। চাওনি কেন?

শান্তি। তুমি দিলে কই।

কিশোরী। স্বরবালাকে আটকাতে কিসে?

শান্তি। সেটা একটু দোষ বটে,—তবে তেমন অবস্থায় তাকে চেনাও শক্ত।

কিশোরী। যাও যাও আর বাজে কথায় কাজ নেই।

শান্তি। যাবইত, থাকতে আসিনি, কিন্তু একটা কথার উত্তর চাই।

কিশোরী। কি?

শান্তি। যদি আমি দাদার সম্পত্তি পাই তা হলে আমায় চাও কি না?

কিশোরী। তা চাবনা কেন? পেটে পেলেই পিটে সয়।

শান্তি। তবে আমায় ত্যাগ করো না।

কিশোরী। এখন সে সব উপ কথায় আর কাজ কি?

শান্তি। কেন?

কিশোরী। তার বিষয় অমলা পাবে।

শান্তি। সে কি ওয়ারিশ?

কিশোরী। উইল করে দেবে।

শান্তি। দেবে, দেয় নিত?

কিশোরী। সে দেওয়াই।

শান্তি। There is many a slip between the cup and the lip.

কিশোরী। আর ইংরেজি চালিও না। আমার গা জ্বালা করে।

শান্তি। যদি উইল না করতে করতে মরে যায়?

কিশোরী। মরে, তুমি পাবে। তার এখন কি?

শান্তি। আমি মারবো।

কিশোরীর মুখ শুকাইল, বলিল "শেষ আমায় মজাবে নাকি?"

শান্তি। Coward, তোমার ভয় কি? ফাঁসি যাই আমি যাব, ধরা না পড়ি তুমি বিষয় পাবে।

কিশোরী। আস্তে কথা কও।

শান্তি। বাহিরের দোয়ার বন্ধ, ভয় নাই।

কিশোরী কি ভাবিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু কিছুতেই থাকবোনা।"

শান্তি। থাকতেও হবেনা।

কিশোরী। পারবে ত?

শান্তি। নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার কর তুমি আমার হবে, নইলে এত করি কেন ?

কিশোরী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন "তোমারই বই কি।"

শান্তি আর কথা না কহিয়া চলিয়া গেলেন। কিশোরীর বুক দুর্ দুর্ করিতে লাগিল।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### সুরবালার আত্মকথা।

সেই নিদারুণ ঘটনার পরদিন সন্ধ্যার সময় দ্বিজেন্দ্র বাবু সুরবালাকে কক্ষান্তরে ডাকিয়া বলিলেন "মা সুরবালা, তোমার চরিত্র দেখিয়া বোধ হয় তুমি পবিত্র, স্বর্গীয়া, কিন্তু নন্দ বাবু কেন তোমায় ত্যাগ করিলেন তাহা বলিতে পার কি ?

সুর। কিছু না।

দ্বিজেন্দ্র। তবে এমন কেন হইল, যে নিধি উপাসনায় মিলেনা, তাহা কে হেলায় হারায় ?

সুর। তিনি কেমন আছেন ?

দ্বিজেন্দ্র। আছেন ভাল।

সুর। তিনি কি বিবাহ করিয়াছেন ?

দ্বিজেন্দ্র। করিয়াছিলেন, তাহা কি তুমি জাননা ?

সুর। আমি সেই পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে ছিলাম, আজ সপ্তাহ মাত্র কলিকাতায় আসিয়া পোল পারে গোপনে ছিলাম।

দ্বিজেন্দ্র। কেন আসিয়াছিলে ?

সুরবালা নিরুত্তর।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "বোধ হয় নন্দ বাবুকে দেখিতে।"

সুরবালা পুনরপি নিরুত্তর। কিন্তু চক্ষু বহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল

তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু একখান পত্র লিখিয়া কোন বিশেষ কার্য্যের ভাণ করিয়া নন্দ বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুরবালা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বাহিরে যাইয়া গোপনে লোক দ্বারা সে পত্র পাঠাইয়া দিয়া আসিলেন।

সুরবালা কিছু সুস্থ হইলে, দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি কি নন্দ বাবুর বিবাহের কথা কিছু মাত্র জাননা?"

সুর। না।

দ্বিজেন্দ্র। শান্তিকে জান?

সুর। জানি।

দ্বিজেন্দ্র। নন্দ বাবু শান্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সুরবালার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু সে মুখভাব দর্শনে ভীত হইয়া বলিলেন "মা, অমন কর কেন?"

সুরবালা কথা কহিতে অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "বিবাহ হইয়াছিল বটে কিন্তু সে বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।"

সুরবালা তখন চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমার যেন সব ছায়াবাজী বলে বোধ হচ্চে। শান্তিই আমার সর্ব্বনাশ করেছে।" এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। আরও বলিলেন "আমার বোধ হয় আমার চরিত্রেরও কোন দোষ আমার স্বামীর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া থাকিবে।" শেষ সেই কাল রাত্রের মর্ম্মভেদি কথা বলিয়া বলিলেন "আমি সম্ভবতঃ অসতী, অস্পৃশ্যা, লোকসমাজে ঘৃণ্যা।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু ক্ষণেক গম্ভীরভাবে থাকিয়া বলিলেন "না সুরবালা, তুমি অসতী নও, রাধামাধব পাষণ্ড বটে কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্তও তেমনি হইয়াছে। সে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার সতীত্ব নষ্ট করিয়া থাকিলেও, যাহা তুমি জাননা, যাহাতে তোমার প্রবৃত্তি ছিলনা, সে দোষের জন্য তুমি ঈশ্বরের ও বিজ্ঞ-সমাজের চক্ষে সম্পূর্ণ দোষশূন্যা, পূর্ণ পবিত্রা।

এমত সময় একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল "একটী বাবু আসিয়াছেন

দ্বিজেন্দ্র বাবু সুরবালার নিকট বিদায় লইয়া বাবুটীর নিকট গেলেন। বাবুটী নন্দ বাবু।

নন্দ বাবু দ্বিজেন্দ্র বাবুর করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন "কি আবশ্যক?"

দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সমাদর সহকারে বসাইয়া বলিলেন "বসুন বলিতেছি।"

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে, ভৃত্য পান ও তামাকু দিয়া গেল। নন্দ বাবু তামাকু খাইতে লাগিলেন। তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার আপাদ মস্তক দেখিতে ছিলেন। তিনি অনেক দিন পূর্ব্বে অনেক বার নন্দ বাবুকে দেখিয়া ছিলেন কিন্তু আজি তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইল। অনেক কেশ পাকিয়া গিয়াছে, মুখ যেন কেমন মলিন, বয়স যেন কত অধিক।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "আপনাকে ডাকার আবশ্যক এই যে আমার এক খানি উইল করিতে হইবে, তদ সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। আর আপনাকে আমার এক মাত্র এটর্ণী করিব।"

নন্দ বাবু জানিতেন দ্বিজেন্দ্র বাবুর অনেক কাজ, সুতরাং এ সংবাদে তিনি সাতিশয় সুখী হইলেন। তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু নন্দ বাবুর হাতে ৫০০৲ টাকার এক কেতা নোট দিয়া বলিলেন "এই টাকা আমার একাউণ্টে জমা করিয়া লইবেন।"

নন্দ। টাকা আগাম কেন ?

দ্বিজেন্দ্র। তাহাতে দোষ কি।

নন্দ বাবু আর কোন কথা না কহিয়া নোট্‌টী পকেটে রাখিয়া দিলেন।

তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "আমার অন্যায় হইলেও আমি আপনাকে গুটীকত কথা জিজ্ঞাসা করিব, আশা করি মার্জ্জনা করিবেন, আমার সে প্রশ্ন গুলি করিবার বিশেষ কারণ আছে।"

নন্দ। বলুন।

দ্বিজেন্দ্র। আপনি আমার ভগ্নী শান্তিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আমি সাতিশয় সুখী, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনার প্রথম স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া শান্তিকে বিবাহ করিবার কারণ কি ?

নন্দ। শান্তির কুহকে পড়িয়া। নতুবা আমার আর বিবাহ করিবার কথা নয়।

দ্বিজেন্দ্র। [illegible] ভাবে বোধ হয় আপনার প্রথম স্ত্রীকে ভাল বাসিতেন।

নন্দ। সম্পূর্ণ।

দ্বিজেন্দ্র। তবে তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন কেন?

নন্দ। সে অনেক কথা।

দ্বিজেন্দ্র। একটুকুও জানিতে পারিনা কি?

নন্দ। তাহার চরিত্র দোষে।

দ্বিজেন্দ্র। কিছু প্রমাণ পাইয়াছিলেন?

নন্দ বাবুর সেই বিষাদ মাখা মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "প্রচুর।"

দ্বিজেন্দ্র। আমি পূর্ব্বেই ক্ষমা চাহিয়াছি, সুতরাং কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

নন্দ। এ সকল ঘরের কথা, বিশেষতঃ এমন কথা, যাহা বলিতে এখনও আমার মর্ম্মে ব্যথা লাগে। উহা না শোনাই কর্ত্তব্য।

দ্বিজেন্দ্র। আপনার দুঃখে সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি নতুবা করিতাম না।

তখন নন্দ বাবু সেই পত্রের কথা, সেই ফিরিঙ্গির সঙ্গে গাড়িতে বেড়ানর কথা প্রভৃতি সমস্তই বলিলেন। সুরবালা পত্র বা গাড়িতে বেড়ানর কথা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে বলেন নাই। সে সকল কার্য্যে যে কোন বিশেষ ঘটনা ঘটিয়া ছিল এ ধারণাও তাঁহার ছিল না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু স্তম্ভিত হইলেন। নন্দ বাবুকে একটু বসিতে বলিয়া আপনি কিছু বিষাদিত চিত্তে সুরবালা যেখানে ছিলেন সেই কক্ষ মধ্যে গেলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### স্বর্গে, না মর্ত্তে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু সুরবালার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেখানে অমলা রহিয়াছে। অমলা এই অল্প দিন মধ্যে সুরবালাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, উভয়ের মধ্যে আন্তরিক ভালবাসার উদয় হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু অমলাকে ক্ষণেকের জন্য কক্ষান্তরে যাইতে বলিয়া

সুরবালাকে সেই পত্র লেখার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরবালা প্রথমে আশ্চর্য্যান্বিতা ও স্তম্ভিতা হইলেন, শেষে বলিলেন "হাঁ। শান্তি একদিন একখানা পত্র আমায় লিখিতে বলিয়াছিল। তাহার আঙ্গুলে আঙ্গুল হাড়া হইয়াছিল বলিয়া আমায় পত্র লিখিতে বলে, আমি প্রথমে স্বীকার করিনি, কিন্তু অত্যন্ত জেদ্ করায় লিখিয়াছিলাম।"

দ্বিজেন্দ্র। পত্রে কে স্বাক্ষর করেন?

সুর। আমি শান্তির নাম লিখে দিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি তা লিখতে না দিয়ে বলেছিলেন "আমি নিজে সই করে পাঠিয়ে দেবো।"

দ্বিজেন্দ্র। সই করতে দেখেছিল?

সুর। না।

দ্বিজেন্দ্র। তোমার নাম লেখা পত্রাদি তার কাছে ছিল?

সুর। ছিল বই কি।

দ্বিজেন্দ্র বাবু ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিলেন "তুমি কখন কোন ফিরিঙ্গির সঙ্গে গাড়ি করে বেড়াতে যেতে?"

সুর। কখন না।

দ্বিজেন্দ্র। মনে করে দেখ দেখি। কোন বাঙ্গালি সাহেব বা কোন সাহেব বেশধারী লোকের সঙ্গে।

সুরবালার চটকা ভাঙ্গিল, বলিলেন "একদিন শান্তি আমায় ইডেন গার্ডেনের দিক দিয়া জুলজিকেল গার্ডেনে বেড়াইতে লইয়া যায়। শান্তি বাটী হইতে সাহেব সাজিয়া গিয়াছিল। চক্ষে চশমা, দাড়ী, পায়ে দাড়ী ও মাথায় টুপি ছিল। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "এবেশ কেন?', বলিয়াছিল 'সখ।" তাহার পর ইডেন গার্ডেন পার হইয়া পোষাক খুলিয়া ফেলে।"

দ্বিজেন্দ্র বাবু অবাক্ হইলেন লজ্জিতও হইলেন। লজ্জার কারণ তাঁহার ভগ্নী শান্তির এই কাজ।

তিনি তখন সুরবালাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন এবং বলিলেন "এই সব দেখিয়াই তোমার স্বামীর বিশ্বাস হইয়াছিল তুমি অসতী, শান্তি তাঁহাকে পত্র দেখায় এবং তোমার স্বামীকে ইডেন গার্ডেনে দাঁড় করাইয়া তোমার যে পর পুরুষের সঙ্গে ভালবাসা আছে তাহার প্রমাণ দেয়।"

কথা শুনিতে শুনিতে সুরবালার মাথা ঘুরিয়া গেল, সুরবালা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু অমলাকে ডাকিলেন এবং তাঁহার সাহায্যে সুরবালার সংজ্ঞা সংস্থাপনের অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু চেষ্টা যেন নিষ্ফল হইতে লাগিল, সুরবালার মুখবর্ণ যেন ক্রমশঃ আরও বিবর্ণ হইতে লাগিল। তখন দ্বিজেন্দ্র বাবু আর থাকিতে পারিলেন না। ছুটিয়া গিয়া নন্দ বাবুকে ডাকিয়া আনিলেন।

নন্দ বাবু সুরবালাকে দেখিয়া অবাক হইলেন, বলিলেন "একি ?"

দ্বিজেন্দ্র। আপনার কথা বলায় সুরবালার মূর্চ্ছা হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্র বাবু কক্ষ হইতে ধীরে ধীরে বাহিরে আসিলেন, এবং অমলাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন।

তখন নন্দ বাবু যে শয্যায় সুরবালা শায়িতা ছিলেন, তাহার এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। সেই মুখমণ্ডল,—যে মুখমণ্ডলে শরচ্চন্দ্রের জ্যোৎস্না প্রতিভাত হয়, তথা হইতে কেশদাম সরাইয়া দিলেন। ধীরে ধীরে বাম হস্তটীকে আপন করে স্থাপনা করিয়া সন্দেহে ডাকিলেন "সুর ?"

কোন উত্তর নাই। নন্দ বাবু ভাবিলেন সুরবালার জীবন বুঝি শেষ হইয়াছে। নাসিকায় হস্ত দিলেন, দেখিলেন নিশ্বাস অতি মৃদুভাবে বহিতেছে। তাঁহার মুখ খানি সুরবালার মুখের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। পরস্পর পরস্পরে সম্মিলিত হইল। নন্দ বাবু শিহরিলেন,—কিন্তু তখনই আবার, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি, পূর্ব্ব ভালবাসা জাগিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষে প্রবল বেগে বারি ধারা বহিল। তিনি স্নেহভরে প্রেমপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন "সুর ?"

সুরবালার কর্ণে সে ধ্বনি প্রবেশ করিল। যেন কোন স্বর্গীয় স্বর, যেন কোন সুপরিচিত স্বর, তাহার হৃদয় তন্ত্রীতে প্রতিঘাত হইল। সেই নীল বর্ণ মুখ মণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইল। সুরবালা চক্ষু উন্মিলন করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহা স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইল। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন, চক্ষু মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তথাপি বিশ্বাস হইল না। তখন নন্দ বাবু আবার তেমনি সোহাগে, তেমনি যত্নে, তেমনি আদরে ডাকিলেন "সুর, কেমন আছ ?"

সুরবালা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। এ সুখ যে তাঁহার কপালে কখন ঘটিবে, আবার যে অহিকের দেবতা সেই স্বামীর পদপ্রান্তে পড়িয়া কাঁদিতে পাইবেন এ আশা,—এ দুরাশা, সুরবালার হৃদয়ে কখন জাগে নাই।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### রহস্য-ভেদ।

সুরবালা কাঁদিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকেও কাঁদাইলেন। আইনের চক্ষে নন্দ বাবু সুরবালার স্বামী নহেন, কিন্তু হিন্দু নারীর স্বামী সম্বন্ধ, সুধু অহিকে নয়, সে সম্বন্ধ পর জন্ম পর্য্যন্ত যায়, সে সম্বন্ধ স্বর্গে বিরাজ করে, সে সম্বন্ধ কখন বিচ্ছিন্ন হয় না। সুরবালার বৃন্দাবন বাস, হৃদয়ে হিন্দু ভাব প্রদীপ্ত করিয়াছে। সুরবালা জানেন আমার যে স্বামী সেই স্বামীই আছেন, সে সম্বন্ধ যাইবে না—যাইবার নয়।

অনেক ক্ষণ রোদনের পর সুরবালা বলিলেন "প্রাণেশ্বর, আমায় ক্ষমা কর।"

"ক্ষমা" কথাটী নন্দ বাবুর প্রাণে বড় ব্যথা দিল। তিনি ভাবিলেন "তবে কি সুরবালা পতিতা!"

শান্তি অসতী একথা বলিতে নন্দ বাবুর হৃদয়ে ব্যথা নাই, কিন্তু সুরবালা, যে সুরবালাকে তিনি হৃদয়ে দেবী ভাবে অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতেন, সে সুরবালা অসতী, একথা বড় হৃদয় বিদারী।

নন্দ বাবু বলিলেন "কিসের ক্ষমা সুরবালা?"

সুর। আমার অপরাধের।

আবার সেই যাতনা, সুরবালা যে অপরাধ স্বীকার করে। শান্তি বলিয়া ছিলেন বিপ্রদাস ক্ষৌরাকর্ম্ম করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নাশ করে, তিনি তাহা প্রশান্ত চিত্তে ক্ষমা করিয়া ছিলেন, কারণ দৈবের উপর আয়ত্ব নাই। অসহায়ার উপর যে অত্যাচার করে তাহার উপায় কি? আর উকিল বলিয়াও হইতে পারে, পেনেল-কোডের মূলমন্ত্র—স্বেচ্ছাধীন অপরাধটীর কথা ভাল করিয়া বুঝিয়া থাকিতে পারেন।

এযে অসহ্য কথা, সুরবালা সাধ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, আপন সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, সুরবালা যে তাহাই স্বীকার করিতেছেন। আত্মদোষ স্বীকারে নাকি পাপের লাঘব হয়, কিন্তু কই সে কথা ত মনে স্থান পায় না, সে কথায় ত হৃদয় ভুলেনা। কিন্তু এবার বেশীক্ষণ সে ভাব রহিল না। সুরবালা আবার বলিলেন "আমি তোমায় অবিশ্বাস করে অন্যায় করেছি, ঘোর অপরাধ করেছি, আমায় মার্জ্জনা কর।"

নন্দ বাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"আমায় অবিশ্বাস।"

সুরবালা তখন বলিলেন "বাটির পূর্ব্বদিকের একটী বাটিতে যে রমণীর সহিত তোমায় কথা কহিতে দেখিয়া ঈর্ষায় জ্বলিয়া ছিলাম, মনে করিয়া ছিলাম—তুমি আমায় ভালবাস না,—যে ভালবাসায় আমি সংসারকে অমরাবতী বলিয়া ভাবিতাম, সংসারে নন্দনকাননের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম, সে ভালবাসা হইতে চ্যুতা হইয়াছি। সে সমস্তই সেই কুহকিনী শান্তির কাজ, আর তাহারই প্ররোচনায় তোমায় সে বিষয়ে প্রশ্ন করিনি, প্রশ্ন করবার অবসর পাইনি, কিন্তু এখন বুঝ্‌ছি সেই আমার সকল সর্ব্বনাশ করেছে। তোমার কাছে আবার আমার চরিত্রের দোষ দিয়েছে। আমি এই মাত্র সকল কথাই দ্বিজেন্দ্র বাবুর মুখে শুনেছি।"

এই বলিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলেন। তখন নন্দ বাবু আত্মহারা হইলেন, সুরবালাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "সুরবালা, প্রাণাধিকে সুরবালা, আমি কি করেছি, আমি তোমায় অন্যায় করে এত কষ্ট দিয়েছি, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? সুরবালা, তুমি একবার আমায় আদর করে আবার "নন্দ" বলে ডাক।

সুর। আমি এখন হিন্দু। পতির নাম আর আমি মুখে আনিব না, আমি আজ কয় বৎসর ধরে কেবল তীর্থপর্য্যটন করেছি। হিন্দু দেব দেবীর মাহাত্ম্য বুঝেছি। তোমার প্রাণে এ সকল কথায় যদি ব্যথা হয়, আমায় মার্জ্জনা কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম—নিরাকার ঈশ্বর বাদ। আমি সে ধর্ম্মের নিন্দা করি না, তবে আমি ক্ষুদ্রমতি, আমার হৃদয়ে সে অগোচর ভাবের ধারণা হয়না। পূর্ব্বে যা হত, এখন মনে হয় তা কিছুই নয়।

নন্দ। সুরবালা, তোমার নব দীক্ষায় আমার অনুমোদন আছে, সহানু-

ভুক্তিও আছে। আমি আর তোমায় ছাড়িব না। আমরা হিন্দু মতে আবার বিবাহিত হব। হিন্দু হব। আর তোমায় ঘরের বাহির করিব না।

তখন স্বামী স্ত্রী আবার প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত হইলেন। সে আলিঙ্গনে যে কি সুখ অনুভূত হইল তাহা ভুক্ত ভোগী ভিন্ন কে বুঝিবে?

এই মিলনে দ্বিজেন্দ্র বাবু ও অমলার আর সুখের সীমা রহিল না। তাঁহারা আবার হিন্দু ধর্ম্ম মতে মন্ত্রাদি ক্রিয়ার দ্বারা বিবাহিত হইলেন। মন্ত্রেও সেই স্বর্গীয ভাবের ছটা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। শাস্ত্রকারগণের ভুয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

নন্দ বাবুর এক ইংরাজ বন্ধুর বিবাহের সময় নবদম্পতীর ধর্ম্ম যাজকের সম্মুখে বিবাহ প্রতিজ্ঞা বড় ভাল লাগিয়াছিল। যাজক বলিলেন "Wilt thou have this man thy wedded husband, to live together after God's ordinance in the holy state of matrimony? Wilt thou obey him, and serve him, love, honour, and keep him in sickness and in health, and forsaking all others, keep thee only unto him, as long as ye both shall live?"

তখন কুমারীর ব্রীড়াব্যঞ্জক মুখনিঃসৃত সেই স্থির গম্ভীর উত্তর "I will" আরও ভাল লাগিয়াছিল। কিন্তু আজি আর সে ভাব নাই—আজি হিন্দুর বিবাহ মন্ত্র বড় ভাল লাগিল। সেই আধ্যাত্মিক ভাবে বিভোর হইলেন, হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে মিলনের অপূর্ব্ব প্রথার মোহন ভাব প্রত্যক্ষ করিলেন, ভাবিলেন একি?—কি মহান্ ব্যাপার!

বিবাহের নিয়মিত কর্ম্মের কোন ত্রুটী হয় নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবু বিবাহোপলক্ষে সুরবালাকে একটী সুন্দর বাটি ও দশ সহস্র টাকা যৌতুক স্বরূপ দিয়াছিলেন। অমলা বাসর জাগাইতেও ছাড়েন নাই। নন্দ বাবুকে দুকথা শুনাইয়াও দিয়াছিলেন। নন্দ বাবু আজি ঈশ্বরানুকম্পায় পূর্ণ সুখ অনুভব করিলেন।

সুরবালা স্বামীকে বঞ্চনা করিতে জানিতেন না। বিবাহের পূর্ব্বে একদিন আশ্রমের ঘটনার সমস্ত কথা উল্লেখ করিয়া ছিলেন। নন্দ বাবু সে কথায় কাণ দেন নাই। বরং আদর করিয়া বলিয়া ছিলেন "সে দোষ তোমার নয়,

আমার। তুমি আমার চির-পবিত্রা সুরবালা,—আমার চির-সঙ্গিনী শান্তি-রূপিণী স্নেহলতা।”

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### কামিনীর পরিণাম।

সুরবালার পুনর্ব্বার বিবাহ হইবার কিছুদিন পরে অমলার বড়ই কঠিন পীড়া হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় অমলা আরোগ্যলাভ করিলেও এখনও বড় দুর্ব্বল। ডাক্তাররা বলিয়াছেন আর দুই এক মাস মধ্যেই তিনি পূর্ব্ব স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিবেন। আজি চৈত্র মাস, আষাঢ় মাসেই বিবাহ হইবার স্থির হইয়াছে। অমলার পীড়া হইলে হেমাঙ্গিনী ও কিরণবালা উভয়েই তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, অমলার সুমিষ্ট কথা, অপরূপ সৌন্দর্য্য, লজ্জা, বিনয়, নম্রতা প্রভৃতি দর্শনে তাঁহারা বিমোহিতা হইয়াছিলেন। কিরণবালা একদিন বলিয়াছিলেন “ভাই বউ কর্‌তে হয় ত এমনি।”

হেম। তার আর কথা আছে, তবে ভগবান কবে সেদিন দেবেন জানিনা।

কিরণ। আমার শাশুড়ী বড় বউকাঁটকি ছিলেন, কিন্তু তুমি যেন তেমন হয়ও না।

হেমাঙ্গিনী মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিলেন “আমার শাশুড়ী ত আর তেমন ছিলেন না, তা শিখ্‌বো কেমন করে।”

কিরণ। ও আর শিখ্‌তে হয় না, কেমন এক অভ্যাসের দোষ।

হেম। সেজন্যে আজ কাল অনেক শাশুড়ীকেও ভুগ্‌তে হয়।

কিরণ। না ভাই আজ্ কালের শাশুড়ীরা তেমন নয়।

হেম। তুমি নয়, তাই সব্বাই তোমার মত বলে ভাব্‌চো নাকি?

কিরণ। তা নয় দেখ্‌তেও পাই; ঐ দেবেনের মা, যোগীনের দেখ——

হেম। তবে ত সব জান। বউএরা যেন কাটা, একবার [illegible] পায়না; আর কথার চিপটেন কত।

কিরণ। তা ভাই জানিনে।

হেম। আমার বউ হ'লে কেমন করে বউকে আপনার করতে হয়, তা দেখাব।

*কিরণ। তাই দেখাস্ ভাই;—আর ও মেয়েকে শাসন করলে তোমায়* আস্ত রাখবো না। আমার দুদিকের টানের বস্তু তা জান ত?

হেমাঙ্গিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন "তা বটে।"

বস্তুতঃ উভয় পক্ষের যেরূপ আগ্রহ তাহাতে অমলার পীড়া না হইলে হয় ত বৈশাখ মাসেই বিবাহ হইয়া যাইত।

অমলা একদিন দ্বিজেন্দ্র বাবুর সহিত বাটির মধ্যস্থ কুসুমোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন এমত সময় দেখিলেন যে দ্বারবানরা একটী স্ত্রীলোকের সহিত কলহ জুড়িয়াছে। সে বাটির ভিতর আসিতে চায়, ইহারা তাহা দিবেনা, সেও ছাড়িবেনা।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "কি?"

একজন দ্বারবান বলিল "একটী স্ত্রীলোক বাটির মধ্যে আসিতে চায়।"

দ্বিজেন্দ্র। কেন?

দ্বারবান। তা বলেনা।

দ্বিজেন্দ্র। কি চায়?

দ্বারবান। হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে চায়।

দ্বিজেন্দ্র। আসিতে দাও।

স্ত্রীলোক আসিল। তাহার বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক বয়স বলিয়াই অনুমান হয়। মুখ যেন পোড়া পোড়া সেলাই করা, অঙ্গের বর্ণ গৌর। দেহায়তন মন্দ নয়। দেখিলে বোধ হয় পূর্ব্বে মুখশ্রীও ভাল ছিল।

দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি কি চাও?"

স্ত্রীলোক। কিছু না।

দ্বিজেন্দ্র। তবে এখানে কেন?

স্ত্রীলোক। অমলাকে দেখতে।

দ্বিজেন্দ্র। অমলাকে চেন?

স্ত্রীলোক। ছেলে বেলা দেখেছিলাম, আজও চিন্‌চি। অমলা অত রোগা হয়েছে কেন?

দ্বিজেন্দ্র। ব্যায়রাম হয়েছিল।

স্ত্রীলোকটী আর কোন কথা না কহিয়া অমলার সুচারু বদন প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি অমলাকে কোথায় দেখেছিলে?"

স্ত্রীলোকটী মৃদু হাসিয়া বলিল "আমারই বাটিতে।"

দ্বিজেন্দ্র। তোমার বাটিতে!

স্ত্রীলোক। আজ আমার ভিখারিণীর বেশ হলেও পূর্ব্বে এমন ছিলনা।

দ্বিজেন্দ্র। তোমার নাম কি?

স্ত্রীলোক। আমার নাম কামিনী।

নাম শুনিয়া অমলা চমকিয়া উঠিলেন, পিতার সন্নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তোমার এমন দশা কেন?"

স্ত্রীলোক। লাল আলো জাল্‌তে মুখ পুড়িয়েছি। আর আমাদের টাকা যেমন করে যায় তেমনি করে গেছে।

দ্বিজেন্দ্র। এখন কিসে চলে?

স্ত্রীলোক। ভিক্ষায়।

দ্বিজেন্দ্র। অমলাকে দেখতে আসা কেন?

স্ত্রীলোক। আমার মনে হয় অমলাকে বেশ্যা করবো এই পাপমতির জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা, তাই অমলাকে দেখ্‌তে এলাম, দুটো অনুতাপ কর্‌তে এলাম। হাঁগা, অমলার ত বয়স হয়েছে, বোধ হয় ১৭ বৎসর।হবে, এখনও বিয়ে হয়নি কেন?

দ্বিজেন্দ্র। এই আষাঢ় মাসে হবে।

স্ত্রীলোক। হাঁ অমলা, আমায় চিন্‌তে পার?

অমলা কোন কথা কহিলেন না। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "তুমি এখন যেতে পার।"

স্ত্রীলোক। যাব, কিন্তু একটী ভিক্ষা আছে।

দ্বিজেন্দ্র। কি?

স্ত্রীলোক। আমায় বৃন্দাবন পাঠিয়ে দিন। ভিক্ষা করতে আর প্রবৃত্তি হয় না, যাতে সেখানে দুমুটো খেতে পাই, আর হরিনাম করতে পারি তা করে দিন।

দ্বিজেন্দ্র। তোমার হরিনামে প্রবৃত্তি আছে?

স্ত্রীলোক। ছিলনা, হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্র। কেন?

স্ত্রীলোকটী মৃদু হাসিয়া বলিল "ঈশ্বর জানেন।"

দ্বিজেন্দ্র। ভিক্ষা করলে কি আর হরিনাম করা যায় না?

স্ত্রীলোক। যায়, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় না।

দ্বিজেন্দ্র। আচ্ছা তাই হবে। তুমি আমার আফিসে গিয়ে দেখা করো।

স্ত্রীলোকটী আহ্লাদে গদগদ হইয়া দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ভূমিবিলুণ্ঠিত হইয়া প্রণাম করিল এবং বলিল "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।" তখন অমলার দিকে ফিরিয়া সজল নেত্রে বলিল "মা অমলা, তুমি যেন ঈশ্বরানুগ্রহে চিরসুখিনী হও। আমায় ক্ষমা কর।" এই বলিয়া কামিনী হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### দুটা ঘরের কথা।

কামিনী চলিয়া গেলে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "মা অমলা, দেখলে?"

অমলা। কি বাবা?

দ্বিজেন্দ্র। ঈশ্বরের বিচার।

অমলা চুপ করিয়া রহিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু পুনরপি বলিলেন "দেখ অমলা সংসারে চিরদিন সৎপথে চল্‌বে, কারো মনে কষ্ট দেবেনা, কারও অনিষ্ট করবে না, কারও হিংসা করবেনা। গীতার হিংসা ত্যাগই প্রধানধর্ম্ম বলে উল্লিখিত হয়েছে। দেখবে তা হলে ঈশ্বরের অক্ষয় আশীর্ব্বাদ তোমার উপর থাকবে, তুমি কখন কষ্ট পাবেনা। সংসারে সয়তানি করে দুদিন চলে, কিন্তু পরিণামে বড় দুর্গতি। আমি এমন দৃষ্টান্ত শত শত দেখেছি। এটী বেশ স্মরণ রেখো।

অমলা। তা রাখ্‌বো।

দ্বিজেন্দ্র। লোকে সামান্য বিপন্ন হয়ে ধর্ম্মচ্যুত হয়, সামান্য লোভে পরের অনিষ্ট কর্‌তে যায়, কিন্তু ঈশ্বর তাতে বিরূপ হন। অপরের কথা আর কি বল্‌বো, রাবণ রাজাও অত্যাচারী হয়ে স্থির থাক্‌তে পারেন নি। অমলা, রামায়ণ মহাভারত ভাল করে পড়েছ ত?

অমলা। পড়েছি।

দ্বিজেন্দ্র। আমার মতে যে স্ত্রীলোক রামায়ণ মহাভারতের মর্ম্মার্থ ভাল বুঝেন, সেই উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাঁকে আর পদস্খলিত হতে হয় না। তুমি সর্ব্বদা রামায়ণ মহাভারত পড়্‌বে। তবে যুদ্ধ আর সেনাবর্ণন নয়, তার মধুর উপদেশগুলি হৃদ্‌গত কর্‌বে।

অমলা। চেষ্টা খুব করি।

দ্বিজেন্দ্র। শুনে সুখী হলাম, সকল ধর্ম্ম পুস্তকেরই আধ্যাত্মিক মর্ম্ম সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

অমলা। আচ্ছা, রামায়ণের ঘটনা কি সব সত্য?

দ্বিজেন্দ্র। তা কি করে বল্‌বো, সে সত্যাসত্য দেখা আবশ্যক করেনা, কেবল হিতোপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হয়।

অমলা। কাঠবিড়ালীর সাগর বাঁধা, আমার কেমন কেমন ঠেকে।

দ্বিজেন্দ্র। তোমার ঠেকে কিন্তু আমার ঠেকেনা; আমি বলি তুমি সর্ব্বদা তোমার মনোরূপ সমুদ্রে ধৈর্য্যরূপ পাথর ও সন্তোষ রূপ চুণ শুর্‌কী ইত্যাদি দিয়ে সেতু বাঁধ, এবং অজ্ঞান অহঙ্কার রূপ রাবণকে জ্ঞানরূপ বাণদ্বারা বধ করে সত্যরূপা সীতা অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা, হৃদয়ে ধারণ কর্‌তে চেষ্টা কর। তা হলে সর্ব্বদা আনন্দ রূপ নির্ভয়ে থাক্‌তে পার্‌বে। রামায়ণ মহাভারত যাঁরা ভাষা ভাবে পড়েন, তাতে তলান্‌ না, কেবল যুদ্ধ বর্ণনা [illegible] শৌর্য্য বীর্য্যে মোহিত হন, তাঁদের পড়া না পড়া সমান। সেইরূপ [illegible] বেশী। আশা করি তুমি তাঁদের মত পড়্‌বে না। আর কাঠবিড়া[illegible] উপহাস যোগ্য নয়। সংসারে মহতেরা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের [illegible] অতি তুচ্ছ উপদেশও মহান্‌ বলিয়া গণ্য করিয়া আপ[illegible] মহান্‌ হৃদয়ের পরিচয় দেন। মনুষ্যের কৃতজ্ঞতা শিক্ষা করিবার কি [illegible] উপাদান নয়?

অমলা। তা বটে।

দ্বিজেন্দ্র। আচ্ছা অমলা, আজ তুমি কামিনীর কোন কথার উত্তর দিলেনা কেন?

অমলা। আপনি যে বলেছেন যে বেশ্যার সঙ্গে কথা কইতে নেই। তাদের গান, এমন কি কথা বার্ত্তা পর্য্যন্ত শুনতে নেই।

দ্বিজেন্দ্র। কবে বললাম?

অমলা। যেদিন আমি থিয়েটার দেখতে চাই।

দ্বিজেন্দ্র। ওঃ—বটে, আমার মতও তাই, কিন্তু এ বিষয়ে মত ভেদ আছে। অনেক বিজ্ঞ হিন্দুও বেশ্যা মুখে হরি সংকীর্ত্তন শুনে অশ্রু বর্ষণ করেন।

অমলা। বাবা, হরিনাম ত সকল মুখেই শোনা যায়, সকল মুখেই ত তা অমৃত তুল্য লাগে।

দ্বিজেন্দ্র। বটে, কিন্তু পেশাদারি হরি নাম বেশ্যামুখে কেন? পূর্ব্বে যে সকল বৈষ্ণবরা কীর্ত্তন করতেন তারা ধর্ম্ম [illegible] ছিলেন, তবে অন্নের জন্য পয়সা নিতেন। কিন্তু বেশ্যাদেরও কি তাই? সেই হরিনামের সঙ্গে সঙ্গেও হাব ভাব আছে। ভদ্রলোক কেন যে ধর্ম্ম ভাবের স্রোতে পাপের ভরা ডোবাতে চান, তা জানিনা।

অমলা। আপনি ইংরাজি থিয়েটারের প্রশংসা করেন, কিন্তু বাঙ্গলা থিয়েটারের উপর চটা কেন?

দ্বিজেন্দ্র। ভদ্রলোকের ছেলে বেশ্যার সঙ্গে অভিনয় করে নীচত্ব প্রাপ্ত হয় ব'লে।

অমলা। এদেশে বেশ্যা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক থিয়েটার করবে কেন?

দ্বিজেন্দ্র। চেষ্টা থাকলেই হয়। কেন, অনেক দরিদ্র বাঙ্গালি খৃষ্টানের [illegible] আছে, তাদের শেখালে চলে, আরও অনেক উপায় আছে।

[illegible]। কি?

[illegible] কত দরিদ্র যুবতী এই সহরে উদরান্নের জন্য দাসী বৃত্তি করতে [illegible] আপন [illegible] করে তা জান?

অমলা। না, [illegible] তারা থিয়েটারে আসবে কেন?

দ্বিজেন্দ্র। থিয়েটারে এলে দোষ নেই জানলেই আসবে। সে সকল শুনে কাজ নেই। জেনে রাখ যে বেশ্যা ঘৃণ্য।

অমলা। তা জানি।

দ্বিজেন্দ্র। তা হলেই হলো। বেশ্যা সঙ্গ বড় ভয়ানক। ঋষি তপস্বীরা বেশ্যার হাব ভাবে মুগ্ধ হন। ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষও বেশ্যার কুহকে ভুলিয়াছিলেন, সাধারণ মনুষ্য কোন্ ছার!

অমলা। অনেকে ত থিয়েটারে যান।

দ্বিজেন্দ্র। স্কুলের বালক পর্য্যন্ত যায়। পিতা মাতার সে দিকে লক্ষ্য নাই; তবে লক্ষ্য হয় কখন, যখন সর্ব্বনাশ ঘটে। তুমি আপন সন্তান পালনের সময় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবে।

অমলা লজ্জাবনতমুখী হইয়া নিরুত্তর হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু বলিলেন "সন্ধ্যা হলো আর নয়, ঘরে চল।"

উভয়ে গৃহমধ্যে গমন করিলেন।

## পরিচ্ছেদ।

চন্তা।

... নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসি-

...বুনে কত কি দিবার সাধ, কিন্তু সামর্থ কই?

বুঝিতে পারিয়া হেমাঙ্গিনীকে ৩ হাজার টাকা পাঠাইয়া

... আহ্লাদের সীমা নাই, কত কি দিব বলিয়া ফর্দ্দ হয়

কিন্তু শেষ ঠিক দেয়া টাকায় কুলায় না। হেমাঙ্গিনী বিপদগ্রস্থা, আমার সাধের বৌ, সাতটী নয় পাঁচটী নয় একটী, এ না দিলে চলে, ও না দিলে ... এইরূপ কত কথা মনে হয়, কিন্তু টাকা কই? বাজন হইবে না, ... না বাহির করিলে চলিবে কেন? সে সব ত নিদান ... টাকা, থাকে মোট দুই হাজার, তাহা হইতেও কিছু ... আছে, অধিবাস আছে নাই কি? গাত্রহার উপর ...

করিয়া কাঙ্গালি বিদায় করা। হেমাঙ্গিনী যখন ভাবেন আমার কাঙ্গা কাঙ্গালি বিদায় করিবে না; তখন দুটী চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। ত কি থাকিবে যে বৌমাকে অলঙ্কার দিবেন।

হেমাঙ্গিনীর বুদ্ধিতে ব্যবস্থা হইল না। সোদরা-প্রতিম কির শরণাপন্না হইলেন। কিরণবালা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ২৫০০৲ টাকায় সমস্ত খরচের ফর্দ্দ করিলেন। হেমাঙ্গিনী সন্তুষ্টা হইলেন, কিন্তু বলিলেন "বাকি ৫০০৲ টাকা কি হইবে?" তখন কিরণ মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "সে ভাবনা এখন নাই আগে সব মিটুক, তখন কি বাঁচে না বাঁচে টের পাবে।"

হেমাঙ্গিনী আর কথা কহিলেন না, বুঝিলেন খরচ আছে বৈকি, নতুবা ঠাকুর ঝি বলিবে কেন।

অমলার বয়স ১৭ বৎসর, তার কি আর পুতুল খেলার বয়স আছে? কিন্তু বলিলে কি হয় হেমাঙ্গিনী কত পুতুল কিনিলেন, পুতুলের বা লাং ... ন, খেলিবার কত রূপার বাসন গড়াইলেন, কত বিলাতি ... কিনি... মাথায় মাখিবার জন্য "প্রমদা ... লাস" ... ল কিনিলে...। একাকিনী বসিয়া কতবার সে ... যেন আপনি সে গুলি লইয়া খেলা ... নে ... দেখিতে কেন চক্ষে জল উথলিয়া যাঁহাকে দেখাইলে, যাঁহার মনের ... তৃপ্তি হইত, তাঁহাকে দেখান হইল ন। ... ফেলিয়া রাখেন, উদাস প্রাণে কাঁদেন, কাঁদিতে কাঁদি... যায়, হেমাঙ্গিনী অতি যত্নে তাহা দমন করেন, অতি সা... ...সিকা ঝাড়েন। লজ্জা, পাছে নভোমোহন জানিতে পা...। ভয় পাছে ...র কোমল প্রাণে ব্যথা লাগে। হেমাঙ্গিনী একদিন স্বপ্ন দেখিয়া ছিলেন ...স যেন তাঁহার নিকট উপস্থিত. তিনি কাতর ভাবে বলিলেন "তুমি ...ক কেন, আমায় নিয়ে চলনা?"

...স যেন হাসিয়া বলিলেন "আগে নভোর। য়ে দাও।"

...ঙ্গিনী সাগ্রহে বলিলেন "তারপর আমায় সঙ্গে নেবে ঠিক ত?"

এমন সময় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল, হেমাঙ্গিনী তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিলেন, দেখিলেন ঘরে আলো জ্বলিতেছে কিন্তু কই কেহ ত নাই, বাতায়নপথে মুখ বাহির করিলেন, দেখিলেন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজমান, প্রকৃতির শোভা নিরুপম, হেমাঙ্গিনী অনেকক্ষণ চাঁদের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন "চাঁদের মধ্যেই তাঁহার থাকা সম্ভব, সেই নির্ম্মল পবিত্র দেহ ঐ স্বচ্ছে,—ঐ নির্ম্মলে মিশাইয়া গিয়াছে, কিন্তু কই দেখিতে ত পাই না।" তখন হেমাঙ্গিনী উন্মাদিনীর ন্যায় বক্ষে শিরে করাঘাত করিয়া ভূমি শয্যায় শায়িত হইয়া আপন চক্ষের জলের প্রবল স্রোত প্রবাহিত করিলেন। হৃদয়ের যাতনা কি চক্ষু নীরের প্রবল সম্পাতে প্রশমিত হয়? হয় বই কি, নতুবা হেমাঙ্গিনী বাঁচিলেন কেন? সেই রাত্রেই তাঁহার মরণ হইল না কেন? যদি মরণ না হইল, তবে সে পাগলিনী ভাব গেল কেন? হায় মৃত্যু, সময়ে সময়ে তুমিও কত আদরের তাহা আর কেমন করিয়া বলিব।

হেমাঙ্গিনী মধ্যে মধ্যে ভাবিতেন স্বপ্ন কি সত্য হয়? শুনিয়াছি সময়ে সময়ে হয়। "একথা ভাবিতেও তাঁহার হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিত। ভাবিতেন "তবে আর কি, আমিত শীঘ্রই তাঁকে পাব।—বাবা আমার অমলার যত্নে সুখী হবে।"

হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে থাকিয়া থাকিয়া মানুষ মরিয়া কি হয় এই চিন্তা উদিত হইত। তাঁহার মনে হইত "পরলোক একটা ভিন্ন পৃথিবী বা তদপেক্ষা সুখময় স্থান। সে সুখরাজ্যে লোক যায়, সে দেশের একদিন আমাদের এক বৎসর, তাই যাঁরা মরেন তাঁরা আমাদের জন্য কাতর হন না, ভাবেন দু'পাঁচ দিন পরে আসিবে তার জন্যে চিন্তা কি? তাই ঠিক্, নইলে কি ভোলা যায়? কিন্তু আমার সেই দু'পাঁচ দিন কাটেনা কেন? অনেক ক্ষুদ্র পতঙ্গের শুনেছি এক ঘণ্টার মধ্যে জন্ম মৃত্যু সংসারকার্য্য সবলি শেষ হয়, আমরা কি সেই এক ঘণ্টায় তাদের জ্বালা যন্ত্রণা আছে বলে ভাবি। মৃত ব্যক্তিও আমাদের জন্য সেইমত ভাবন শূন্য হন। আমরা যেদিন মরবো, সেদিন দেখবো ঐ জ্যোৎস্নার মধ্যে তাঁরা সহাস্যমুখে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, সে মিলন অক্ষয়। তখন আর আমরা পৃথিবীর কথা ভাববো কেন। এ পৃথিবীর

জীবন ত পতঙ্গের লীলা রঙ্গের সঙ্গে তুলনা হবে। তার জন্য আবার ভাবনা চিন্তা কি ?”

আবার ভাবিতেন—“লোকে বলে মানুষ মরিয়া আবার জন্মায়। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন “সম্ভবামি যুগে যুগে।” অভিমন্যু মরিয়া জন্মগ্রহণ করেন, একথা মহাভারতে পড়িয়াছিলেন, তবে উপায় ? এ ভাবনায় যেন হেমাঙ্গিনীর হৃদয়ে তৃপ্তি হইত না। ভাবিতেন “তা কেন, আমি মরিবার পূর্ব্বে তিনি জন্মিবেন কেন, তা হইলে তাঁকে ত আর স্বামী রূপে পাবনা।” হেমাঙ্গিনী শিহরিয়া উঠিতেন, চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইত। হৃদয়ে এক ভয়াবহ যাতনার উদ্রেক হইত। বলিতেন “না না তাও কি হয়, ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর। তাঁহার সৃষ্ট জীবের ক্রন্দন ত তাঁর তৃপ্তির বস্তু নয়।”

হেমাঙ্গিনী তখন পাগলিনীর মত আলুলায়িত কেশে, বিগলিত বেশে, ঊর্দ্ধদৃষ্টে করপুটে বলিতেন, “ভগবান, আমার আর কিছু চাইনা, আমি জন্ম জন্ম যেন সেই স্বামী পাই।”

একদিন এইরূপ ভাবিতেছেন এমত সময়ে দেখিলেন আকাশের চাঁদ যেন তাঁহার দিকে হাসিয়া বলিতেছেন “ছি ছি সে কি স্বামী, তার চেয়ে ভাল স্বামী পাবি।”

হেমাঙ্গিনী মনে মনে বলিলেন “ভালর আবার ভাল কি তাঁর চেয়ে আর ভাল আছে কি ?”

চাঁদ যেন আবার রঙ্গ করিয়া বলিলেন “সে ত সংসার প্রতিপালনে অক্ষম, স্নেহ মায়ায় বঞ্চিত, তোমার তার চেয়ে ভাল স্বামী হবে।”

হেমাঙ্গিনী কুপিত হইয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, বলিলেন “একি পাপ, এ আবার কি। তেমন স্বামী কি আর হয়।”

চাঁদ যেন জানালার নিকট হইতে বলিলেন “হয় বই কি, সকলেই ভালবাসার চক্ষে আপন স্বামীকে পূর্ণরূপে দেখে, কিন্তু আমি যে পূর্ণচন্দ্র তবু কলঙ্ক ত দেখিতে ছাড়েনা।”

হেমাঙ্গিনী মনে মনে ভাবিলেন “এ ভাব আসে কোথা হইতে, আমি আর পোড়া চাঁদের দিকে চাহিব না।” আবার যেন মনে হইল “তিনি যে চাঁদের মধ্যে আছেন, চাঁদই যে তাঁর আবাস স্থান।” তখন ভাবিলেন “এ

তাঁহারি কাজ—তাঁহারই বিদ্রূপ।" ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "আগে মারিতে দাও তবে বুঝিব। এবার তুমি জিতিয়াছ পরজন্মে আমি জিতিব।" কিন্তু হেমাঙ্গিনীর চক্ষু তখনই ছলছল করিয়া উঠিল, ভাবিলেন "তেমন ভাগ্য কি হবে?" মন বড় বিষণ্ণ হইল।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### প্রসন্ন খানসামা।

শান্তির যখন চলতি অবস্থা তখন প্রসন্ন নামে তাঁহার একটী খানসামা ছিল, প্রসন্ন জাতিতে শৌণ্ডিক। দেখিতে ঈষৎ লম্বা, কিন্তু দেহ শীর্ণ তাই আরও লম্বা দেখাইত। নতুবা তাহাকে খর্ব্বাকৃতি বলিতাম। প্রসন্ন অল্প কোলকুঁজা, একটী চক্ষু ট্যারা, বুকের হাড় গোনা যায়, মুখটী লম্বা, গাল দুটী তোবড়ান, দাঁতগুলি বাঁকা ও কদর্য্য, মাথার স্থানে স্থানে টাক, হাতগুলি নলী নলী, পা অল্প বাঁকা। হাসিতে মাধুরী নাই, চক্ষে জ্যোতিঃ নাই, বদনে প্রসন্নতা নাই, তবু তার মা বাপ নাম রাখিয়াছিলেন "প্রসন্ন।"

প্রসন্ন শান্তির খানসামা ছিল, শান্তির শৌণ্ডিক আর মুচির বিচার ছিলনা, সুতরাং প্রসন্ন চাকরী পায়। প্রসন্ন শান্তির আহারের স্থান করিত, আহার্য্য টেবিলে বা যেখানে যেদিন খাইতেন ধরিয়া দিত। পান সাজিত, আর একটী অন্যায় কাজ করিত। গা টিপিত, তেল মাখাইত। প্রসন্নর হাত বড় ভাল ছিল, তেল মাখাইয়া সে নাকি অনেক মুনিবকে বাধ্য করিয়াছিল, আশা ছিল শান্তিকেও করিবে, কিন্তু পারে নাই। শুনিতে পাই আজ কালও নাকি অনেক মুনিব তৈলমর্দ্দনের পক্ষপাতী, গুণাগুণের ততটা আদর করেন না।

কমলাকান্ত সজীব চন্দ্রকে বিবাহ করিতে চাহেন, ইংরাজীমতে, কেবল বাঙ্গালামতে চন্দ্র পুরুষ। লোকে ভাবিবেন না একা কমলাকান্তই পাগল, তেমন পাগল অনেক আছেন। প্রসন্নও তাহার একটী, তাই প্রসন্ন [illegible] ভালবাসিত। সে ভালবাসার অন্ত ছিলনা। কিন্তু প্রসন্ন [illegible] প্রকাশ করে নাই।

শান্তি বুঝিয়াছিলেন প্রসন্ন তাঁহাকে ভালবাসে [illegible] কেবল নির্বাক ভাষায়

আপনার ভালবাসার কথা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেনা, কিন্তু সকলে তাহা বুঝিতে পারেনা। তাহা কেবল সূক্ষ্মদর্শীর আয়ত্বাধীন। কত লোক বুঝিয়াও বুঝিতে পারেন না, কিন্তু শান্তি তাহা বেশ বুঝিতেন।

শান্তি যেখানেই থাকুন, প্রসন্ন মধ্যে মধ্যে একবার তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। আজি প্রসন্ন শান্তির ঘরে আসিয়া উপস্থিত। শান্তির এখন খোলার ঘর, দেয়াল ছেঁচাবেড়ার, তায় মাটী ধরান, তাহাতে আবার কলির পোঁচ দেওয়া। ঘরটীর একদিকে একটী তক্তপোষে অর্দ্ধ মলিন শয্যা; অপরদিকে জীর্ণ জল চৌকীর উপর একটী ষ্টীল ট্রাঙ্ক। তাহারও রং চটিয়া গিয়া টিনের তোরঙ্গের মত দেখাইতেছে। তাহারই পাশে খান কতক বাসন সাজান আছে। একটী কোণে দুই দেয়ালে পেরেক মারিয়া দড়ি খাটান, তাহাতে ২।৪ খানি বিলাতি পাছা পেড়ে কাপড় চুনট করিয়া কোঁচান। দরজার সম্মুখে একটী খেলো হুঁকা কলিকা ও একটী ছোট মালসায় তামাক খাইবার আস্‌বাব রহিয়াছে। শান্তি এখন তামাক্ খান।

শান্তির শয্যার উপর একটী ছিন্ন মশারি গুটান রহিয়াছে, তাহার উপর পুরাতন কাপড়ের চাঁদোয়া, তাহার আবার অনেক স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শান্তি সেই ১৮ ইঞ্চি হাতের ৬ হাত দীর্ঘ ৪ হাত প্রস্থ ঘর খানির শয্যার উপর বসিয়া আছেন, এমত সময় প্রসন্ন আসিয়া উপস্থিত। প্রসন্ন এতদিন শান্তির অনুসন্ধান করিতে পারে নাই, সুতরাং তাঁর এ দুর্দ্দশার কথাও জানিত না, প্রসন্নকে দেখিয়া শান্তির যেন মাথা কাটা গেল, তথাপি একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন "কে প্রসন্ন এসেছিস্, আয়।"

প্রসন্ন। অনেক দিন আপনাকে দেখিনি, কিন্তু এ দশা কেন?

শান্তি। সে সব অনেক কথা, দাদা আর টাকা দেন না।

প্রসন্ন। কেন, মাসহারা ত বন্ধ হবার নয়।

শান্তি। তা'ত জানি, কিন্তু মোকর্দ্দমা না কর'ল ত নয়, সে টাকা [illegible]?

প্রসন্ন। কত টাকা পাওনা হয়েছে।

শান্তি। প্রায় পাঁচ শ।

এই। শান্তি [illegible] বলিলেন।

প্রসন্ন। মোকর্দ্দমায় কত টাকা লাগ্‌বে ?

শান্তি। ৩।৪ শো বটে।

প্রসন্ন। আমি চাকরি করে পাঁচশো টাকা জমিয়েছি, সেই টাকা দেবো।

শান্তি প্রসন্নর প্রতি একটী কটাক্ষ হানিলেন। সে চক্ষে যদি আর কটাক্ষ থাকা সম্ভবে তবে তাহা কটাক্ষ বটে, নতুবা তাহা শান্তির ভ্রম। কিন্তু তাহাতেই কাজ হইল। আমরা বলি যদি কেহ দুধ খাইয়া মরে তবে তাহাকে আর বিষ দেওয়া কেন? বস্তুতঃ শান্তি এখনও প্রসন্নর চক্ষে সুন্দরী, রতি বলিলেই হয়। ভালবাসার কি প্রখর তেজ।

শান্তি। আর যদি মোকর্দ্দমা হারি ?

প্রসন্ন। আমার টাকা যাবে।

শান্তি প্রসন্নকে আবার ভাল করিয়া দেখিলেন। সে চাহনি প্রসন্ন সহ্য করিতে পারিল না। তাহার চক্ষু নামিয়া পড়িল। শান্তি সেই দন্তবিহীন আস্যে আবার মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন "প্রসন্ন আমার একটা কথার উত্তর দিবি ?"

প্রসন্ন। কি ?

শান্তি। তুই আমায় ভালবাসিস্ ?

প্রসন্ন তাহার উত্তর দিতে পারিল না কাঁদিয়া ফেলিল।

শান্তি। কাঁদিস্ কেন ?

প্রসন্ন। কি আর বল্‌বো।

শান্তি। ভালবাসিস্ ?

প্রসন্ন ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল 'হাঁ।"

শান্তি। তুই আমার কাছে থাক, আমি যদি বুঝি যে তুই আমায় ভালবাসিস্ তা'হলে তোকে বিয়ে করবো।

প্রসন্ন। তা'হলে যে আমার জাত যাবে

শান্তি। তবে তুই আমায় ঠিক ভালবাসিস্ না।

প্রসন্ন। খুব ভাল বাসি।

শান্তি। তবে বিবাহ করতে হবে।

প্রসন্ন। তা

শান্তি। কিন্তু পরীক্ষা কর্‌বো।

প্রসন্ন। সচ্ছন্দে।

শান্তি। টাকা কোথায় আছে?

প্রসন্ন। সেভিং ব্যাঙ্কে।

শান্তি। এক শো টাকা নিয়ে আয়, একটা দোকান করে বেশ দুজনে থাক্‌বো। মোকর্দ্দমা ধীরে সুস্থে হবে।

প্রসন্ন। কিসের দোকান?

শান্তি। তা আমি বল্‌বো। আমি ঘরে থাক্‌বো বেচা কেনা তুই কর্‌বি। আমি ঘরের বার হবোনা।

প্রসন্ন সাহ্লাদে বলিল "আমিও তা হতে দোবোনা।"

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রসন্নর দোকান।

দ্বিজেন্দ্র বাবুর বাটীর অতি নিকটে একটী খোলার ঘরে প্রসন্ন দোকান খুলিয়াছে। দোকানে আছে দিয়েশেলাই, চুরুট, সোডা, লিমনেড, তাস, চিঠির কাগজ, বার্ডসাই ইত্যাদি, কাটতি মন্দ নয়। সোডা না খাইলে আজ কাল ভদ্র লোকের অন্ন জীর্ণ হয় না, তখন আর বিক্রির ভাবনা কি? আজ বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যুবকেরা তামাকু খাইলেও কত সাবধানে খাইত। তাহাদের অপেক্ষা অধিক বয়সের লোক দেখিলে তাঁহার সাক্ষাতে তামাকু খাইতে লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু আজ কাল এমন কি ৮।৯ বৎসরের শিশু গুলিকে অম্লান বদনে সকলের সম্মুখে বার্ডসাই খাইতে দেখি। দেশ গেল, পিতামাতার অসাবধানে সন্তান সন্ততি গেল, দেশের ভবিষ্য জীবনের যাহারা ভিত্তি স্বরূপ তাহারা অধঃপাতে গেল। দেশের বড় দুর্দ্দিন আসিতেছে বলিতে হইবে।

[illegible] দেশে বিলাসিতা কেমন ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে তাহা ভাবিলে চিন্তিত হইতে হয়। আমরা পদে পদে অপব্যয়

করি আর বলি ইংরাজ সব শুষিয়া লইল। দোষ ইংরাজের কি নিজের তাহা ভাবিয়া দেখিনা।

গো-শকটচালক দারুণ রৌদ্রে পিপাসাতুর হইয়া পূর্ব্বে শশা খাইত। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা তাহাদের জন্য পথের ধারে শশা ছাড়াইয়া ও লবণ লইয়া বসিয়া থাকিত। সেই পয়সা জোড়া ছাড়ান শশা খাইয়া তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা উভয়ই নিবারণ হইত, কিন্তু এখন শশার স্থানে বরফ হইয়াছে, এক পয়সার বরফ লইয়া খাইতে খাইতে যায়। মুটে ট্রাম গাড়িতে বেড়ায়, কালে আরও কত হইবে। এইরূপ সকল কার্য্যেই হইয়াছে।

প্রসন্নর দোকানটী বেশ সাজান, প্রসন্ন বার আনা দামের চাঁদনীর সার্ট পরিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়া থাকে। বাটীর ভিতর শান্তি থাকেন। শান্তি আজি অন্তঃপুরবর্ত্তিনী। অন্দরের দরজায় কাপড় বাঁধা রেটম ঝুলিতেছে।

পাঠক, মনে করিবেন না যে শান্তি প্রসন্নরই হইয়াছেন। প্রসন্ন এখনও পরীক্ষা দিতেছে, এখনও তাহার এপেনটীস্ চলিতেছে। কিন্তু সে পরীক্ষা বড় সোজা নয়। শান্তির পায়ে মল, পাছায় বেট, হাতে বালা, অনন্ত, গলায় হার, পরণে শান্তিপুরে পাছা। প্রসন্ন তাহার আজন্ম উপার্জ্জিত যথা সর্ব্বস্ব শান্তির চরণে ধরিয়া দিয়াছে, তথাপি প্রসন্ন বাহিরে শোয়, শান্তির শয্যা পার্শ্বে স্থান পায় না। কিন্তু প্রসন্ন ইহাতেই কত আনন্দিত, কত সুখী। প্রসন্ন দোকানে ব্যাথগেটের সোডা, বাজারের সেরা জিনিস সে বিক্রি করে। প্রসন্ন একদিন দ্বিজেন্দ্র বাবুর চাকরকে একটা টাকা দিয়া বলিল "ভাই দয়া করে এখান থেকে জিনিস পত্র নিও।"

চাকর। কি নেবো?

প্রসন্ন। কেন এই সোডা লেমনেড বরফ সবই আছে।

চাকর। বরফ নিতে পারি, সোডা টোডা সব সাহেব বাড়ি থেকে আসে।

প্রসন্ন। আমি যদি সেই দরে দি।

চাকর। তবে বাবুকে জেনে বল্‌বো। তা টাকা কেন?

প্রসন্ন। ও তোমায় সন্দেশ খেতে দিলাম।

চাকর খুসি হইল। বাবুকে রাজি করিল। প্রসন্ন একটা ভাল বারান্দায় বাগাইল।

প্রসন্ন একদিন দ্বিজেন্দ্র বাবুর চাকরকে বলিল "আমি ফর্ম্মাস দিয়া সাহেব বাড়ীর খুব ভাল সোডা তৈয়ার করাইয়াছি, কিছু দাম বেশি পড়িবে। একদিন বাবুকে পরক করাতে পার?"

চাকর। পারিব না কেন?

প্রসন্ন। সে সোডাটী যেন অন্য কাহাকেও দিওনা।

চাকর। তা দেবো কেন?

প্রসন্ন সন্ধ্যার সময় দোকান ঘরে ধুনা দিয়া শান্তির কাছে গেল। শান্তি বলিলেন "কি হলো?"

প্রসন্ন। সব ঠিক, চাকর রাজি হয়েছে।

শান্তি। আমায় এক বোতল সোডা দিয়ে যাও, আমি তাতে এক সুন্দর জিনিস মিশিয়ে দেবো, দেখ বাবু খেয়ে ভুলে যাবে। তুমি ডবল দামে জিনিস বেচ্‌বে।

প্রসন্ন। তবে আরও ২।৪ টা তৈয়ার করনা কেন?

শান্তি। কি হবে?

প্রসন্ন। বাবু ছেলেদের মুখ বিগড়ে দি।

শান্তি। এখন সে সব কথা নয়, অমন করলে আমি বিরক্ত হবো, আমি যা বলি তাই করে যাও। একদিনে তেতালা বাড়ি হয় না।

প্রসন্ন চুপ করিল। তখন শান্তি বলিলেন "এক বোতল সোড়া আন।"

প্রসন্ন সোডা আনিয়া দিল। শান্তি বলিলেন "তুমি এখন যাও।"

প্রসন্ন চলিয়া গেল। শান্তি বোতলের কাঁচের গোলাটী নামাইয়া একটী শিশি হইতে কি ঢালিয়া দিলেন, কাঁচের গোলা আবার গিয়া রবারের গায়ে আঁটিয়া গেল শান্তি বোতল নাড়িয়া দেখিলেন ঠিক হইয়াছে, আর গোলা নামে না। তখন শান্তি আহ্লাদভরে সে বোতলটীকে ভাল করিয়া দেখিলেন। গামছা দিয়া তাহার গায়ের ধুলা মুছিয়া মুখের দিক নিচু করিয়া আপন কক্ষের একটী কোণে রাখিয়া দিলেন। তাহার পর শান্তি শয্যায় শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে লাগিলেন আমি ত অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী কিন্তু এই সম্পদ লইয়া কি প্রসন্নর সঙ্গে দিনপাত কর্‌তে হবে। না-তা হবে না। কিশোরীকে চাই, কিশোরী ভিন্ন প্রাণের শান্তি নাই, হাতে একুশো টাকা

মজুত, এই টাকা নিয়ে কালই কাশী যাব। সঙ্গে প্রসন্নকে রাখ্‌তে হবে, নইলে ধরা পড়্‌বো। কিন্তু কিশোরীকেও চাই। সে আমার অপেক্ষায় আছে।

এই ভাবিয়া শান্তি একখানি পত্র লিখিয়া প্রসন্নকে তৎক্ষণাৎ ডাকে দিতে বলিলেন। প্রসন্নর শান্তির কাজে বিরক্তি নাই।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রসন্নর দুঃখ।

পরদিন প্রাতে প্রসন্নর দোকানে একটী এক পা কাটা বাবু আসিয়া উপস্থিত। বাবু থার্ড ক্ল্যাস্ গাড়ি হইতে দুই বগলে দুটী লাঠিতে ভর দিয়া নামিয়া প্রসন্নকে কাণে কাণে বলিলেন "শান্তি আছে?"

প্রসন্ন অবাক্ হইল, বলিল "আপনি কে?"

কিশোরী। সে কথায় কাজ কি, এখন আছে কিনা বলনা।

প্রসন্ন। আছে।

কিশোরী। আমি দেখা করবো।

প্রসন্ন। আপনার সঙ্গে তাঁর সুবাদ কি?

কিশোরী। সুবাদ আছে বই কি, বল্‌গে পা কাটা বাবুটী এসেছেন।

প্রসন্ন তাহাই করিল, তাহার পর মুখটা কিছু ভার করিয়া বলিল "আসুন।"

কিশোরী শান্তির কক্ষে গেলেন। কিশোরীকে দেখিয়া শান্তির হৃদয় যে কত উৎফুল্ল হইল তাহা আর লিখিয়া কি জানাইব। সেই প্রসন্ন বদন দেখিয়া প্রসন্ন তাহার যত্ন-পোষিত প্রসন্নতা হারাইল। শান্তি তাহা বুঝিলেন, তাই বলিলেন "প্রসন্ন তুমি একে চেননা?"

প্রসন্নর শুষ্কবদন কিছু সরস হইল, বলিল "না।

শান্তি। ইনি সুবাদে আমার ভাই।

প্রসন্ন। কখন দেখিনি কিনা।

শান্তি। কি করে দেখ্‌বে—উনি পশ্চিমে থাক্‌তেন।

প্রসন্নর আর সন্দেহ করিবার কিছু রহিল না। শান্তি বলিলেন "একবার বাজার যাও, খাওয়া দাওয়ার জোগাড়টা ভাল চাই ত?"

প্রসন্ন হাসিয়া বলিল "তা চাই বই কি?"

প্রসন্ন তখনি চাদর কাঁধে করিয়া বাহির হইল। মনে মনে বলিল "বড় কুটুম, ভাল করে খাওযাব না।"

প্রসন্ন বাজার গেলে কিশোরী শান্তির আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল "একি?"

শান্তি। বিষয় পাবার পথ।

কিশোরী। ঐ কি তোমার উপপতি নাকি?

শান্তি জিহ্বা কাটিয়া বলিলেন "ছি ছি ও কথা বলোনা, ও আমাদের পুরণো চাকর।"

কিশোরী। শোয় কোথা?

শান্তি। বাহিরে। ওর বিছানা পত্র সব সেইখানে।

কিশোরী প্রসন্নর বিছানা দেখিতে গেল, শান্তি মনে করিলেন "তবে টান আছে, যেখানে জেলাসি সেইখানেই ভালবাসা।" কিশোরী ফিরিয়া আসিলে শান্তি আবার বলিলেন "তোমার কি সন্দেহ।"

কিশোরী। সেটা কি বিচিত্র?

শান্তি। আমি কি এতই বযে গেছি।

কিশোরী। আমি তাই ভাবি।

শান্তি। তোমার যেমন মন।

কিশোরী। এখন ডেকেছ কেন?

শান্তি। অনেক দিন দেখিনি বলে।

কিশোরী। এই!

শান্তি। শুধু তাই নয়, কাল কাশী যেতে হবে।

কিশোরী। কখন?

শান্তি। কার্য্য সমাধা হওয়া মাত্রই।

কিশোরী চমকিয়া উঠিল তাহার তালু শুকাইল, কোন উত্তর দিলনা।

শান্তি। কি বলো?

কিশোরী। আমি তা পার্‌বো না।

শান্তি। কেন ?

কিশোরী। কি জানি যদি ধরা পড়ি।

শান্তি। সে ভয় নেই।

কিশোরী। কি করে মার্‌বে ?

শান্তি। সে কথা জেনে কাজ নেই।

কিশোরী। আমাব না জানাই ভাল।

শান্তি। তবে তুমি বাসায় থাক্‌বে আমি কাশী থেকে এসে দেখা কর্‌বো।

কিশোবী। সেই ভাল, তবে আমি যাই।

শান্তি। তাও কি হয়, বাত্রে যেও। এখন আর বেবিয়ে কাজ নেই।

কিশোরী মনে মনে ভাবিল "সেই ভাল।" আবও ভাবিল "আসিবার সময় কেহ দেখে নাই ত।" কিন্তু পথে কাহাকেও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িল না।

প্রসন্ন বাজাব করিয়া আনিল। রন্ধনেব ঘটা পড়িয়া গেল। কিশোরী বাটিব মধ্যেই রহিল।

---

## উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### কিশোবীব পবিণাম।

বৈশাখ মাস দারুণ গবম, আহারান্তে কিশোবী—শান্তির শয্যায় শয়ন কবিয়া শ্রান্তি দূব কবিতেছে। প্রসন্ন বাহিবে বসিয়া তিনটী ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেছে। এমত সময শান্তি বলিল "কিশোরী তুমি শোও, আমি কাপড় কেচে আসি।"

শান্তি চলিযা গেলে কিশোবীর সেই গৃহ কোণস্থিত, শান্তির স্বহস্তে প্রস্তুতি-কৃত, সোডাটির প্রতি দৃষ্টি পড়িল। একে গ্রীষ্মকাল তায় মধ্যাহ্ন সময়, তায় ব্যাথ্‌গেটের লেবেল আঁটা সোডা, আবাব তাব উপর একটী রঙ্গিন কাগজে ছাপা "Superior quality" এ লোভ ছাড়া ভাবী শক্ত।

কিশোরী সোডাটী খাইযাই চিৎকার কবিয়া উঠিল। প্রসন্ন—বাবু তিনটীকে দোকানটী দেখিতে বলিযা ছুটিযা বাটির মধ্যে আসিল। দেখিল—কিশোরী

সংজ্ঞাহীন, সোডার বোতল গড়াগড়ি যাইতেছে। প্রসন্ন ভাবিল—"সোডায় কি বিষ ছিল, দ্বিজেন্দ্র বাবুকে হত্যা করাই কি শান্তির অভিপ্রায় ছিল।" প্রসন্ন চিৎকার করিতে যাইতেছে, এমন সময় শান্তি দ্রুতপদে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই ঘটনা বুঝিলেন। আপন ললাটকে শত ধিক্কার দিয়া চিৎকার করণোন্মুখ প্রসন্নর অধরে অধর সংযোজনা করিয়া তাহার চিৎকার করা বন্ধ করিয়া বলিলেন "চুপ কর।"

তখন শান্তি কিশোরীর মুখে জল দিলেন কিন্তু সে তাহা গিলিতে পারিল না। ক্রমে কিশোরীর চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, হাত পা একবার কাঁপিয়া উঠিল, মুখভঙ্গী বিকৃত হইল, কিন্তু তখনি আবার সমস্ত স্থির হইয়া গেল। কিশোরীর ভবধামের লীলা খেলার পরিসমাপ্তি হইল।

প্রসন্ন কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "কি হবে?"

শান্তি। ভয় কি। বাহিরে কে আছে?

প্রসন্ন। তিনটী বাবু।

শান্তি। বেশ, এক কাজ করো, আমি পালাই, তোমায় জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিও তুমি কিছু জাননা, আর ঘরে যে মেয়েটী ছিল তাকে চেননা, তুমি তাহার ভাড়াটিয়া।

প্রসন্ন ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়া শান্তি রোষভরে বলিলেন "তবে তুমি যাও আমি মরি। এই বুঝি তোমার প্রেম?"

শান্তি আবার সোহাগভরে প্রসন্নর মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন "তোমার ভয় নেই, আমি চললাম।"

শান্তি পায়ের মল খুলিয়া বালা চুড়ী ও অন্যান্য গহনা গোপন করিল। বাহিরে যাইয়া বাবুদের সাগ্রহে বলিল "আপনারা অনুগ্রহ করে একবার বাটীর মধ্যে আসুন না, একটী বাবুর মৃগী হয়েছে।"

বাবু তিনটী ত্রস্তভাবে ভিতরে গেলেন, তখন পথে বড় লোকজন নাই। শান্তি রাস্তায় বাহির হইয়া চলিল। কতক দূর যাইয়া দেখিল একটী বারান্দায় বসিয়া একজন পাহারাওয়ালা রৌদ্রের তাপ হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। শান্তি তাহাকে বলিল "ও জমাদার সাহেব, ঐ আগেকার দোকান ঘরে যে খুনখুনী হচ্ছে দেখগেলা।"

পাহারাওয়ালা গম্ভীরভাবে বলিল "মরণে দেও।

শান্তি চলিয়া গেলেন, কতক দূর যাইয়া একখানি খালি গাড়ি দেখিতে পাইয়া সেটী ভাড়া করিলেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে যে কোথায় চলিয়া গেলেন, তাহার কিছুই ঠিকানা নাই।

শান্তি চলিয়া গেলে পাহারাওয়ালা আর স্থির থাকিতে পারিল না। প্রসন্নর দোকানের দিকে গেল, দেখিল সে দিকে গোলমাল হইতেছে বটে। দোকানে প্রবেশ করিবা মাত্র দেখিল—তিনটী বাবু বাহির হইতেছেন। তাঁহারা পালাইবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু পাহারাওয়ালা দেখিয়া আর পারিলেন না। একজন বলিলেন "একটা লোক মরে গেছে।"

"কাঁহা ?"

"ঘরের মধ্যে।"

"তোম লোক্ কাঁহা যাতা ?"

"বাড়ী।"

"সো নেহি হোগা।"

বাবুরা বিপদে পড়িলেন। পাহারাওয়ালা দেখিল লাসের কাছে প্রসন্ন দণ্ডায়মান। দেখিতে দেখিতে আরও পুলিস প্রহরী আসিয়া পড়িল। ইন্স্পেক্টর বাবু আসিলেন, সকলের জবানবন্দি লইলেন। বাবু তিনটী যাহা জানিতেন তাহা বলিলেন।

ইন্স্পেক্টর বাবু বলিলেন "স্ত্রীলোকটী কে ?"

একটী বাবু বলিলেন "তা জানিনা।"

ইন্। সে এই লোকটীর কে হতো জানেন ?

বাবু। আমরা ওর স্ত্রী বা রক্ষিতা বেশ্যা বলে মনে করতাম।

ইন্স্পেক্টর বাবু তখন প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সে কোথায় ?"

প্রসন্ন কম্পিতস্বরে বলিল "তা জানিনা।"

ইন্। তার নাম কি ?

প্রসন্ন। তাও জানিনা।

ইন্। সে তোর কে ?

প্রসন্ন। আমার কেউ নয়, আমি তার ভাড়াটে।

পাড়ার লোক তাহার বিপরীত বলিল। যাহার বাড়ী সে বলিল "প্রসন্ন বাড়ি ভাড়া করিয়াছে।" ইন্‌স্পেক্টর বাবু সোডার বোতল ও গ্লাস চালান দিয়া বাবু তিনটী ও প্রসন্নকে লইয়া থানায় গেলেন। প্রসন্নর হাতে হাতকড়ি পড়িল, তথাপি প্রসন্ন শান্তির কথা বলিল না। শান্তির সেই মুখ চুম্বন,—সেই ভালবাসার কথা,—অশিক্ষিত প্রসন্ন কেমন করিয়া ভুলিবে?

---

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

### দায়রা।

অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের কথা সকল সংবাদ পত্রে আন্দোলিত হইতে লাগিল, পলাতকা রমণীর আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা ও পুলিসের অকর্ম্মণ্যতাই আন্দোলনের প্রধান বিষয়। পুলিস প্রাণপণ চেষ্টা করিল বটে কিন্তু রমণীকে গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। মৃত ব্যক্তি যে কে তাহারও কোন ঠিকানা হইল না।

কিশোরীর পাকস্থলি পরীক্ষা করিয়া ডাক্তারেরা বলিলেন যে সে প্রুসিক এসিডের বিষে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রসন্ন পুলিসের কাছে যে জবানবন্দী দিয়াছিল, ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও তাহাই দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট প্রসন্নকে দায়রা সোপরর্দ্দ করিলেন।

যিনি কলিকাতা হাইকোর্টের দায়রার বিচার দেখিয়াছেন, তিনি দায়রা বিচারের যে বিভীষিকা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। বিচারালয়ের সেই ভয়ঙ্কর গম্ভীর ভাব, সেই জনাকীর্ণতা, বিচারকের সেই রক্তবর্ণ বেশ, টেবিলের উপর তরবারি ও সেপ্টর, বিচারকের বিচার গৃহে আসিবার আসবাব ও আয়োজন প্রভৃতি দেখিলে প্রকৃতই যেন এক প্রকার ভয়ের উদ্রেক হয়।

বিচারক বিচারাসনে উপবিষ্ট হইলে তাহার সম্মুখে একজন বাইবেলের কি একটু পাঠ করিলেন, তাহার পর গৃহ মধ্যস্থ কাঠগড়ার মধ্য হইতে প্রসন্ন ধীরে ধীরে উঠিল। তখন রাশিকৃত লোকের চক্ষু প্রসন্নর দিকে পড়িল। প্রসন্ন মাথা হেঁট করিয়া রহিল, কাহারও দিকে ভাল করিয়া চাহিতে পারিল না।

জজ সাহেব দ্বিভাষিক দ্বারা প্রসন্নকে অনেক বুঝাইলেন, বলিলেন "তুমি

সত্য কথা না বলিলে তোমার উদ্ধার নাই। অপর কেহ যদি হত্যা করিয়া থাকে, বল। সে স্ত্রীলোকটীর নাম ধাম দাও, নতুবা তোমায় কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে।”

প্রসন্ন যাহা বলিয়াছিল তাহাই বলিল। নূতন কিছুই বলিল না। বিচার আরম্ভ হইল, এমত সময়ে বাহিরে একটী গোল উঠিল। জজসাহেব জিজ্ঞাসিলেন “কিসের গোল?”

সার্জ্জন বলিল “একটা উন্মত্তা স্ত্রীলোক বলিতেছে, আসামীকে ছাড়িয়া দাও, আমায় গ্রেপ্তার কর, আমি খুন করেছি ”

জজ সাহেবের আদেশে তাহাকে ভিতরে আনা হইল। উন্মত্তা স্ত্রীলোক শান্তি। শান্তির চক্ষু ঘূর্ণায়মান বদনে প্রচণ্ড ভাব দেদীপ্যমান, মুখে খল খল হাসি, যেন সেই শ্মশানবাসিনীর সঙ্গিনী প্রেতিনী আসিয়া উপস্থিত।

শান্তি জজ সাহেবকে বলিলেন “আমার সব গেছে, আর ভাল লাগেনা, ভাবতে আর পারিনা। গোবেচারা প্রসন্নকে কষ্ট দিওনা।”

জজ দ্বিভাষিক দ্বারা জিজ্ঞাসিলেন “তুমি কি বল্‌তে চাও?”

শান্তি। Arrest me

জজ। Do you speak english?

শান্তি। Pretty well

জজ। What have you to say about this murder?

শান্তি। Murder! horrible,—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, কাকে মার্‌তে কাকে মেরেছি। কোথায় দ্বিজেন্দ্রকে মারবো, না সেই বিষ খেয়ে আমার প্রাণের কিশোরী মরেছে।—আমায় ছাড়, আমি কিশোরীর কাছে যাই, আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াই।

শান্তি গমনোদ্যতা, কিন্তু সার্জ্জন তাহাতে বাধা দিল। শান্তির সে অপমান সহ্য হইল না, চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন “You infernal scoundrel! unhand me. Do you hear?”

সার্জ্জন। Keep quiet madam.

শান্তি ঘৃণার সহিত বলিলেন “What a useless ebullition, and what

a vulgar display of temper I Really you are the most hup ous insect I have yet encountered."

ক্লার্ক অফ দি ক্রাউন বলিলেন "Order there."

শান্তি। But I won't stand this blackguardism.

সার্জ্জন ভ্রূকুটীর সহিত বলিলেন "Hold your tongue, I say."

শান্তি হাসিয়া কহিলেন "I am truly interested to know in what kind of soil exotics of your peculiar kind are cultivated. Are you part of the fauna or the flora of your tropical states—or what?"

এমন সময় আদালতের ইঙ্গিতে আর এক জন সার্জ্জন আসিয়া শান্তির হাত ধরিয়া আদালত গৃহ হইতে বাহিরে লইয়া গেলেন। শান্তি তখন অতি অশ্রাব্য ও অকথ্য ভাষায় সাজ্জনদিগকে গালি দিতে লাগিলেন।

এতদিন পর্য্যন্ত লাস সনাক্ত হয় নাই। কিন্তু এখন সকলে বুঝিল মৃত ব্যক্তির নাম কিশোরী। কিশোরীর বৃদ্ধ পিতা কিশোরীর সন্ধানে আসিয়া তাহাকে খুঁজিয়া পান নাই। কি ভাবিয়া এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ডের বিচার দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিশোরীর নাম শুনিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। তাঁহাকে আদালত গৃহের বাহিরে লইয়া যাইয়া চৈতন্য সম্পাদন করান হইল। সেই বৃদ্ধের কাতর ক্রন্দনে কত লোকের চক্ষে যে জল আসিল তাহার ইয়ত্তা নাই। কুপুত্র অনেক পিতাকে এমনি কষ্ট দেয়। কুপুত্র সংসার-সুখের দারুণ অন্তরায়!

কিছুক্ষণ পরে শান্তিকে আবার জজ সাহেবের সম্মুখে আনা হইল। শান্তি সকল কথাই বলিল। তখন দেখা গেল প্রসন্ন নির্দ্দোষী। কিন্তু সে শান্তিকে চিনি না বলিয়া মিথ্যা এজাহার দেওয়ার জন্য এক বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহ কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য হইল। দ্বিজেন্দ্র বাবুকেও সাক্ষ্য দিতে হইল। তাঁহার মাথা যেন কাটা গেল। শান্তি উন্মাদিনী, তাঁহার আর কিছু হইল না—পাগলা গারদে দেওয়া হইল। শান্তির আর জ্ঞান হইল না। কিছুদিন সেই স্থানে থাকিয়া তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইল। দ্বিজেন্দ্র বাবুর যে জীবনরক্ষা হইয়াছে এই ভাবিয়া অমলা ও দ্বিজেন্দ্র বাবুর আত্মীয়েরা

পরম পুলকিত হইলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু রমণী চরিত্রের ভয়াবহ ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। সংসারে এক শান্তি গিয়া ধরিত্রী অনেক শান্তি পাইল!

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### পরিশিষ্ট।

দায়রার বিচার হইবার দুই মাস পূর্ব্বে অমলার বিবাহ হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্র বাবু তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি অমলাকে দান করিয়াছেন। দান পত্র রেজিষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে। নিজের জন্য কেবল মাত্র একটী বাড়ী ও ১ লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়াছেন। একটী উইল করিয়া তাহাও কলিকাতা রেজিষ্ট্রী আফিসে শিল মোহর করা খাম মধ্যে রাখিয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বাটিটী অনাথ আশ্রম হইবে। তাহার নাম হইবে "অমলা অনাথাশ্রম।" পিতৃ মাতৃহীন বালিকারা সেখানে স্থান পাইবে এবং ঐ লক্ষ টাকার স্থদে তাহাদের ভরণ পোষণ ও বিবাহ দেওয়া হইবে। উইলের এক্সিকিউটার—নভোমোহন ও নন্দ বাবু।

অমলার এখন সুখের সীমা নাই, যে নভোমোহনকে দেখিলে অমলা আত্মহারা হইতেন, চক্ষের পলক দূর হইত, মন যেন কি এক বিচিত্র সুখময় দেশে যেন আপনা হইতে উড়িয়া গিয়া কি এক বিচিত্র সুখানুভব করিত, সেই নভোমোহন আজ অমলার স্বামী। অমলার হৃদয়রাজ্যে যেন কি একটা মহা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে, অমলার যেন আর ভালবাসার শেষ হয় না। যেন নভোকে ভালবাসিয়া আর আশা মিটেনা। সে হৃদয়ে এখন তারা উঠে, জ্যোৎস্না ফুটে, প্রেমের অবিশ্রান্ত স্রোত বয়—কিন্তু তরঙ্গ খেলেনা। তাহাতে যেন চিরবসন্ত শোভা পায়, কিন্তু নিদাঘের সুদূর স্বপ্নও জাগে না। তাহাতে ফুলের সৌরভ আছে, কিন্তু তুলিবার কষ্ট নাই. কণ্টকের জ্বালা নাই। অমলা ভাবে—

"জনম অবধি হাম রূপ নিরখিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।"

এ কেমন কথা. তাঁহারা জন্ম অবধি দেখেও তৃপ্তি জানিনি, আর ও আমি

স্তুদিন দেখে কখন তৃপ্তি পাবনা। অমলা পূর্ব্বে অনেক বস্তু ভাবিতেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে ভাবিতেন, তাঁহার সাধের হীরামন কাকাতুয়াকে ভাবিতেন, ভাল ফুল ভাবিতেন, সুন্দর ছবি ভাবিতেন, আর ভাবিতেন সুনীল আকাশ, পক্ষীর কাকলী, আকাশের চন্দ্র, নক্ষত্রখচিত বিমান ; কিন্তু এখন সে ক্ষুদ্র হৃদয় সুনীল আকাশের ন্যায় প্রশান্ত হইয়াছে বটে, তথাপি তাহাতে নভোর ভালবাসারই যেন স্থান কুলায় না। অমলা তবে আর অপর কিছু ভাবিবেন কেমন করিয়া?

যেমন শাশুড়ী, বৌও তেমনি হইয়াছে। যত্নে কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারেন না। তাহার উপর সেই প্রেমময়ী কিরণবালার অতুল ভালবাসার প্রভাবে সেই ভালবাসার সংসার যেন উজলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এত সুখেও হেমাঙ্গিনীর পূর্ণ সুখ নাই। হেমাঙ্গিনী এখনও পূর্ব্বমত স্থির দৃষ্টে আকাশের দিকে চাহিয়া থাকেন, কত কি ভাবেন, আবার নিভৃতে—অতি গোপনে, আকুল ভবে কাঁদিয়া বলেন "নভোর ত বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু কই-প্রাণেশ, এখনও ত আমায় ডাকিলে না?"

আমরা বলি, ভয় নাই হেম, তোমার স্বামী সঙ্গে অনন্ত মিলনের জন্য স্বর্গধামে বিপুল আয়োজন হইতেছে। স্থির হও।

---

সমাপ্ত।

# মহামায়া।

——(:*:)——

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### শুভ সংবাদ।

নিজ বাঁকিপুর সহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একটি সুন্দর দ্বিতল বাটি ছিল। বাটিটির চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত, মধ্যে ইঁদারা ও নানাবিধ সুস্বাদু ফল মূলাদির বৃক্ষ, সম্মুখ ভাগে নয়নানন্দ প্রদ কুসুমকানন পরিশোভিত। দেখিলেই নয়ন জুড়াইয়া যায়, প্রাণ বিমোহিত হয়। এই সুন্দর বাটিটির এক মাত্র অধিকারী সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। সর্ব্বানন্দের আদি বাটি কোন্নগর, তাঁহার পিতা ব্যবসা উপলক্ষে তথায় গিয়া বাস করেন, তিনি নিরক্ষর লোক হইলেও কমলার কৃপায় অল্পদিন মধ্যে বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন,—নগদ টাকা জমিদারী প্রভৃতি অনেক করিয়াছিলেন। সর্ব্বানন্দ তাঁহার এক মাত্র পুত্র, পিতার অকাল মৃত্যুতে তিনি অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া কিছু বিলাসী হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিলাসিতায় সোণার ব্যবসায় মাটি করিলেন, এবং দিনে দিনে ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া অনেক সম্পত্তি হইতে ক্রমশ বঞ্চিত হইলেন। কিন্তু মেজাজ পূর্ব্ববৎই আছে, কেহ দায়গ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে কখন বিমুখ করেন না, অনাথ অনাশ্রয়ের তিনি পিতৃস্বরূপ।

সর্ব্বানন্দের এখন একখানি জমিদারি ব্যতীত আর কিছুই নাই,—তাহাও ষষ্টি সহস্র মুদ্রায় বন্ধক দিয়াছেন, সুদ দিতেই প্রায় সমস্ত আয় ফুরাইয়া যায়; সুতরাং সংসারে অনাটন হইয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বানন্দ এতদিনে অর্থের উপকারিতা বুঝিয়াছেন, যে অর্থকে তিনি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ [illegible] করিতেন, এখন তাহার আদর বুঝিয়াছেন, কিন্তু অর্থ নাই, [illegible] কাহাকে?

বার্ষিক যাঁহার লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল, তাঁহার আজি এই দশা। সর্ব্বানন্দের বদনমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন দেখা দিয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই বিষণ্ণ। সর্ব্বানন্দের অতুল সুখ—প্রেমময়ী ভার্য্যা, তিনি স্বামীর অপব্যয়ে আধুনিক রমণীদিগের ন্যায় মান, অভিমান, তিরস্কার করা দূরে থাকুক, ভ্রমে সে কথা উত্থাপনও করিতেন না। পাছে—সাংসারিক অসচ্ছলতা দর্শনে,—স্বামীর মনোকষ্ট হয়, সেই জন্য তিনি যাহাতে তাহা টের না পান, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। স্বামীর সন্তোষ সম্পাদন, তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল,—এই দেবী-দুর্লভ রমণীরত্নের নাম—দুর্গাবতী। দুর্গাবতী যৌবনকালে বড়ই সুন্দরী ছিলেন,—এখনও কম নয়। তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় দ্বাত্রিংশ বৎসর। সর্ব্বানন্দ অপেক্ষা চারি পাঁচ বৎসরের ছোট।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে,—আকাশে পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার স্নিগ্ধ কিরণ-জালে জগৎ সংসার হাস্যময়, সর্ব্বানন্দের কুসুমকানন তাহার বিমল ছটায় অতুল শোভায় সুশোভিত। প্রস্ফুটিত নানা জাতির কুসুম সেই চন্দ্র কিরণে সুশোভিত হইয়া মৃদু মলয় হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে। সর্ব্বানন্দ দ্বিতলের একটি প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া বাতায়ন পথ দিয়া কুসুমকানন প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। তবে কি তিনি প্রকৃতির এই অতুল শোভা দেখিতেই নিবিষ্ট চিত্ত? তাঁহার দৃষ্টি কুসুমকাননে সংলগ্ন ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার মন অন্য চিন্তায় নিবিষ্ট ছিল, সুতরাং তিনি কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না। এমন সময়ে সেই দ্বারদেশে দুর্গাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্ষণেক স্বামীর প্রতি চাহিয়া তাঁহা হৃদয় গলিয়া আসিলেন, চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "আমাদের জন্যই সতত চিন্তিত,—আমরা কেন উঁহাকে বিষাদিত করিতে সংসারে জন্মিয়াছিলাম।" দুর্গাবতী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতে পারিলেন না, আপন মনে হাসিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু হাসি আসিল না, যাহা আসিল, তাহাতে মন উঠিল না। মনের আবেগ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দুর্গাবতী ক্ষণেক পরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রেমপূর্ণ স্বরে স্বামীকে কহিলেন "একি, বসে বসে ভাব্‌ছ কি?"

সর্ব্বানন্দ চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "না—এমন কিছু নয়।"

দুর্গা। এমন আর তেমন কি, তুমি ভাব কেন, ভাব... থাকে।

সর্ব্বা। ভাব্‌ব না মনে করি বটে, কিন্তু এক এক সময় কেমন ভাবনা মনে পড়ে। এখন অমূল্যর চাকরিটি হয় তো...

দুর্গাবতী বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "পাঁচটি না, সাতটী নয়—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটি, তা কি ছেড়ে থাকা যায়, আর বিশেষ ও চাকরি—খাপ্‌বে।" দুর্গাবতী শিহরিয়া উঠিলেন।

সর্ব্বা। চাকরিটিতে বেশ দু পয়সা আছে,—বিশেষ ইংরেজদের এখন আর কোন লড়ায়ের হাঙ্গাম নাই ত।

দুর্গা। কমিসেরিয়েটের কাজ এমন নয়, সেবার নকাশার কি কম বিপদটা হয়েছিল।

সর্ব্বা। তেমনি কেমন বিষয় করেছেন। আমার অমূল্য যদি বিষয়টি উদ্ধার করতে পারে, তা হ'লে ভাবনা কি। এই পাঁচ বৎসরে কত টাকা সুদ দিয়েছি ভাব দেখি।

দুর্গা। তা কি দেখ্‌ছি না, আচ্ছা সে যা হোক যাদের বিষয় নেই, তাদের কি সুখ নেই? আমার মনে হয়, যদি তোমাদের নিয়ে নির্জ্জন বনে, কুটীরে মধ্যে থাকি, তাতেও সুখ আছে আর তাতে যে সুখ, সে সুখ তোমরা বিদেশে থেকে আমাকে রাজভোগ দিলেও নেই।

সর্ব্বা। মনে করছ বটে, কিন্তু প্রকৃত কি তাই পার? সংসারীর অভাব অনেক। বনে বাসকরা গৃহস্থের পক্ষে সহজসাধ্য না।

দুর্গা। আচ্ছা, অমূল্যের চাকরী করা ছাড়া কি দেনা শোধের অন্য উপায় নেই?

সর্ব্বা। আমি ত দেখিনা।

দুর্গা। এই খানে কোন ব্যবসা করতে দাও না।

সর্ব্বা। ছেলে মানুষ ব্যবসার কি বোঝে।

দুর্গা। তবে অমন ছেলে মানুষের চাকরী করাও ত বিপদ জনক।

সর্ব্বা। তুমি সে চিন্তা করোনা, আমি সব ঠিক করে দেবো।

দুর্গাবতী তাহার কোন উত্তর না দিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। স্নেহময়ী জননী হৃদয়ের কোমলতা সংসারের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

সর্ব্বানন্দ বলিলেন "তুমি কেবলই নিশ্বাস ফেল, ওটাকি ভাল ?

দুর্গা। মন যে মানে না, আমার কি সাধ।

সর্ব্বা। ছেলে কি চিরকাল বাপ মার কাছে থাকে ?—যার অবস্থা—ঈশ্বর ভাল করেন, তাকে চাকরীও কর্‌তে হয়, আর বিদেশেও থাক্‌তে হয়।

দুর্গা। হয় জানি, কিন্তু চাকরীর আবার ইতর বিশেষ আছে। নিতান্ত যার দুরবস্থা সেই কমিসরিয়টের গমস্তা হয়। শুনিছে এ কাযে মধ্যে মধ্যে গোরাদের লাথি কিলও খেতে হয়। যে কাজের চুরি লক্ষ্য, আজ তুমি কোন প্রাণে আমার অমূল্যকে সে কাজে দিতে চাও ?

সর্ব্বা। উপায় থাক্‌লে দিতাম না, কিন্তু করি কি ? আজ আমি মলে, কাল তোমরা পথে বস্‌বে, তার চেয়ে এই বেলা সতর্ক হওয়া ভাল।

এমত সময়ে কক্ষ মধ্যে একটি অষ্টাদশ বর্ষীয় বেশ বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা-পুরুষ প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে কহিলেন, "বাবা আমার দরখ স্ত মঞ্জুর হয়েছে।"

সর্ব্বানন্দ যেন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন "অ্যাঁ—হয়েছে ?"

যুবক। হ্যাঁ।

সর্ব্বানন্দ যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন, কিন্তু দুর্গাবতীর কোমল হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল, চক্ষু সজল হইল, তিনি অতি কষ্টে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### বিদায়।

প্রভাত সময়—সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন মাত্র। কল্য আবার যখন জগৎ প্রকাশে সূর্য্যদেবের উদয় হইবে, তখন আর 'অমূল্য এখানে থাকিবেন না', তাহাকে কাণপুর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইবে। সৈনিক বিভাগ হইতে তাহাকে ত্বরায় কাণপুরে আসিয়া চাকরি গ্রহণ করিবার আদেশ হইয়াছে।

অমূল্য সর্ব্বানন্দের একমাত্র পুত্র। আজি অষ্টাদশ বৎসর একটি দিনের জন্যও [illegible] নাই,—পুত্রের অদর্শন যাতনা যে কি তাহা জানেন

না, কিন্তু কল্য তাঁহাকে ইহা বুঝিতে হইবে। সর্ব্বানন্দ প্রাতঃকালে পুত্রের সহিত কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন—"বিদেশ, বড় বিশ্রী স্থান, তথায় বিশেষ সাবধানে থাকা চাই।—সেখানে দুষ্ট লোকের অভাব নাই—প্রলোভনের অভাব নাই—দেখিও যেন পদস্খলিত হইও না। আমি বুকে পাষাণ বাঁধিয়া তোমায় বিদেশ যাইতে দিলাম, দেখিও আমার যেন এ বয়সে আবার মনোকষ্ট পাইতে না হয়। আর তোমার জমার টাকা আমি সত্বর পাঠাইব, ভদ্রাসন বন্ধক ব্যতীত তাহার আর উপায় নাই।"

অমূল্য। বাড়ীটিও বন্ধক পড়িবে?

সর্ব্বা। তুমি উদ্ধার করবে, এখন তুমিই আমার এক মাত্র ভরসা।

অমূল্য অধোবদনে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে পিতার এ দুঃখ ঘুচাইব।"

সর্ব্বানন্দ আরও কিছুক্ষণ নানা বিষয়ক কথোপকথনের পর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন অমূল্যর হৃদয়ে কত প্রকার চিন্তাতরঙ্গ উদ্বেলিত হইতে লাগিল। নূতন দেশ ভ্রমণ,—নূতন জীবন অবলম্বন প্রভৃতির কতই আনন্দ অনুভূত হইতে লাগিল। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত,—স্নেহময়ী দুর্গাবতী আজি নানাবিধ আহারের আয়োজন করিয়াছেন, অমূল্য যে সকল বস্তু আহার করিতে ভালবাসেন, আজি সে সমস্তই প্রস্তুত।

ক্রমশ দিবা শেষ হইতে লাগিল, প্রাণাধিক অমূল্য রতনের বিদেশ যাইবার সময় নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতে লাগিল, দুর্গাবতীর হৃদয় অধিক হইতে অধিকতর ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল। যদিও দুর্গাবতী নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্ম বিস্মৃত হইবার অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন সত্য, কিন্তু তথাপি থাকিয়া থাকিয়া অপাঙ্গে জল দেখা দিতে ছিল, কখন কখন তিনি গোপনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া স্বকীয় হৃদয়রাজ্যে দুঃখকে তাহার আধিপত্য বিস্তারের প্রশ্রয় প্রদান করিতে ক্রটি করিতেছিলেন না। হায়! আজি অষ্টাদশ বৎসর ধরিয়া যাহার জীবন-নদী প্রভাকরদীপ্ত কিরণজাল বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল, আজি তাহা ঘোর কৃষ্ণান্ধকার মেঘমালায় আবৃত হইল। সংসারের নিয়মই এই, এখানে চির সুখ কাহারও নাই।

দিবা অবসান প্রায়, প্রখর রবি-ছটা মন্দীভূত হইয়া আসিল, অমূল্যের বিদেশ যাত্রার সমস্ত প্রস্তুত, যান গৃহ দ্বারে সমাগত। আজি দাস দাসী সকলেই যেন মহা ব্যস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, রাত্রি আসিল, অমূল্য আহারান্তে শয়ন করিলেন। গৃহ নীরব, পল্লী নীরব—কিন্তু অমূল্যের চক্ষে এখনও নিদ্রা নাই, বিদেশ গমনের উৎসাহ, আনন্দ সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে, মাতার যত্ন, পিতার স্নেহ প্রভৃতি তাঁহার হৃদয়ে ধীরে ধীরে উদিত হইতে লাগিল, মন ক্রমশ উদাস হইল, তিনি আপন মনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সহসা দ্বারদেশে কিসের মৃদু শব্দ হইল। অমূল্য চমকিয়া উঠিলেন, দেখিলেন ইহসংসারের দেবী—জননী—দুর্গাবতী।

দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য, বাবা এখনও ঘুমোওনি!"

অমূল্য সজল নেত্রে বলিলেন "না—মা।"

দুর্গাবতী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুত্রকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "প্রাতঃবাক্য আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরজীবী হও, ভগবান যেন তোমায় ভাল রাখেন, বাবা তোমা ছাড়া এ সংসারে আর আমার কেউ নাই।"

দুর্গাবতীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বাক্য অস্ফুট হইল। তাঁহার চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অমূল্য কাতর কণ্ঠে বলিলেন "মা, তুমি কাঁদচ?"

দুর্গাবতী। না বাবা,—বড় মনটা কেমন কর্‌ছে,—আজ আঠারটি বছর তোকে নিয়ে যে কি সুখে ছিলাম—

তাঁহার কণ্ঠ আবার রোধ হইল, তিনি আবার অঝোরে কাঁদিলেন।

অমূল্য। তবে আমি যাবনা মা।

দুর্গা। তাও কি হয় বাপ,—আমাদের এখন তুমিই একমাত্র ভরসা, তোমার আশাতেই তিনি এখনও জীবিত আছেন।

অমূল্য। মা তবে তুমি আর কেঁদো না—আমাকে কাঁদিও না।

দুর্গা। না বাবা এই আমি যাই, মনে করেছিলাম দরজার ফাঁক দিয়ে তোর মুখখানি দেখে যাব, কিন্তু এসে আর থাক্‌তে পারলাম না। তুমি আমার কাঙ্গালের ধন,—অন্ধের নিধি।

এই বলিয়া অমূল্যর চিবুকে হস্ত প্রদান করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন, আর অন্য কোন কথা না কহিয়া বলিলেন, "তুমি ঘুমোও, আমি আসি।"

অমূল্য অধোবদনে বসিলেন; দুর্গাবতী প্রস্থান করিলেন। অনেকক্ষণ পরে অমূল্য শয়ন করিলেন, ক্ষণেক পরে নিদ্রাও আসিল, কিন্তু সে রজনীতে দুর্গাবতীর আর নিদ্রা হইল না। তিনি রজনীতে অনেকবার দ্বারদেশ হইতে অনিমেষ লোচনে পুত্রের বদন প্রতি চাহিয়া চক্ষুজলে বক্ষস্থল ভাসাইয়া ছিলেন, অনেকবার—কেন কাঁদি, কেন বাছার অকল্যাণ করি—বলিয়া আপন মনে আপনাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু চক্ষু মানে নাই, যেন বিষাদে বিদীর্ণ হইয়া সলিল পাত করিয়াছিল। ধন্য মাতা। ধন্য তোমার কোমল স্নেহ পূর্ণ প্রাণ, মানব বহুভাগ্য বলে ইহ সংসারে মাতৃধনের অধিকারী হয়। যাঁহার মাতা বর্ত্তমান, তিনি শত দুঃখ সত্ত্বেও ভাগ্যধর।

অতি প্রত্যূষে অমূল্য রতন পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বিদেশ যাত্রা করিলেন। যাইবার কালে গৃহের বাতায়ন দিকে চাহিয়া দেখেন, যে, মাতা সজল নেত্রে দণ্ডায়মান। অমূল্যর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, বিদেশের সুখকল্পনা তিরোহিত হইল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার যান দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, অমনি দুর্গাবতী আকুল নয়নে উদাস প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার একাদৃশ মানসিক বিবশতার কথা সর্ব্বানন্দ জানিলেন না, পাছে তাঁহার দুঃখে সর্ব্বানন্দ সমধিক দুঃখিত হন, সেই জন্য তিনি তাঁহার নিকট কোন দুঃখ করিতেন না।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### প্রবাসে।

অমূল্যকে কাণপুরে সকলে ধনি সন্তান বলিয়া জানিতেন, সুতরাং কাণপুরে সকলেই তাঁহাকে ধার দিতে অগ্রসর হইল। তিনি সুযোগ পাইয়া [illegible] মধ্যেই যত টাকা জামিন দিয়াছিলেন, তাহা পিতাকে ফেরত পাঠাইলেন। পিতার অধরে মৃদুহাসি প্রতিভাত হইল। জমিদারি উদ্ধার হইবে [illegible] আশা হৃদয়ে দ্বিগুণিত হইল। আশা! এইরূপে তুমি কত লোককেই না মজাইয়াছ

ঋণ একবার যাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, আর তাহার নিস্তার নাই। তাহার ইহ সংসারের সকল সুখ নষ্ট হইয়াছে, সে সুধার পরিবর্ত্তে হৃদয়ে হলাহল ধারণ করিয়াছে। অতি বড় সংসার বিশারদ ব্যক্তিরাও সহসা ঋণ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন না। সে সর্ব্বনাশী রাক্ষসীর উদরের পরিতৃপ্তি নাই, মায়ার ইয়ত্তা নাই, সে তাহার মোহিনী মায়ায় মানবকে এরূপ মুগ্ধ করে যে সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারেনা। প্রথমে কাহারও ভ্রূক্ষেপ হয় না, সর্ব্বনাশ উপস্থিত না হইলে লোকে ঋণের অপকারিতা বুঝেনা। বুঝিবা অমূল্যেরও সেই দশা উপস্থিত,—ঋণে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

অমূল্যরতনের দিন আপাততঃ বেশ সুখ সচ্ছন্দে কাটিতেছে,—অর্থের অনাটন নাই, কোন প্রকার চিন্তা নাই, যাহা আছে, তাহা কেবল ভবিষ্যৎ সুখ কল্পনার। আজি তাঁহার পক্ষে ইহসংসার নন্দনের রম্য কানন, বসন্তের মলয়ানিল, শরতের পূর্ণ শশী,—তাঁহার জীবন নদীর সুখ প্রবাহে যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিরাজি জ্যোৎস্না কিরণে সতত নৃত্য করিতেছে, এই মধুর প্রীতিপ্রদ ভাব যেন অপরিবর্ত্তনীয়। বস্তুত অমূলরতন যেন সুখকল্পনার সর্ব্বোচ্চ স্থানে সমাগত। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা নাই, তাঁহার স্থির ধারণা যে এমনি দিনই যাইবে। হায়রে, পূর্ণিমার পর আবার কেন অমানিশা দেখা দেয়,—সুখের বসন্ত যাইয়া কেন বর্ষা আসে?

কাণপুরের বাসায় একটি দশম বর্ষীয়া বিধবা গোপকন্যা অমূল্যকে প্রত্যহ দুধ দিতে আসিত। বালিকাটির নাম 'যমুনা।' যমুনা অমূল্যকে বড় ভাল বাসিত, তাঁহার আহারের তত্ত্বাবধান করিত, আহারের সময়ে আসন পাতিয়া দিত, স্থানটি পরিষ্কার করিত, অপর কেহ সে কার্য্য করিলে সে বড় দুঃখিত হইত। অমূল্য আপনার একটী ফটোগাফ তৈয়ার করাইয়া ছিলেন, সেটী তাঁহার শয়ন কক্ষে একটী ক্ষুদ্র ফ্রেম মধ্যে থাকিত। যখন গৃহ মধ্যে কেহ না থাকিত, তখন যমুনা সেটীকে পাড়িত, তাহার সহিত খেলা করিত, কথা কহিত, কখন কখন বা গুণ গুণ করিয়া কি গান গাহিত, কেহ দেখিতে পাইলে [illegible] হইত, তখন কোন কথা কহিত না, কোন কথার উত্তরও দিত না। [illegible] সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কখন কিছু দিতে গেলে,

লইত না, মৃদু হাসিয়া বালিকা-স্বভাব-সুলভ চাপল্য প্রকাশ করিয়া ইত। অমূল্যের সুখ সরোবরে, যমুনা—কমলকোরক।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### জ্ঞানের উন্মেষ।

অতি অল্পদিন মধ্যেই অমূল্যর চট্‌কা ভাঙ্গিল। পিতৃদেব বিলাসিতায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহাকে স্নেহময়ী জননী ও পরমারাধ্য পিতাকে ত্যাগ করিয়া বিদেশে অপরিচিত লোকের সহিত বাস করিতে হইতেছে। কোথায় সেই অভাব মোচন করিতে, পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিতে বিদেশ বাস, না তিনি আবার ঋণগ্রস্থ হইয়া সেই সর্ব্বনাশী বিলাসিতার চরণ সেবা করিতেছেন।

সাধারণের ন্যায় প্রথমতঃ অমূল্যর ধারণা ছিল যে কমিসেরিয়েটের কাজে না জানি কত পয়সা, সেই অন্ধ বিশ্বাসে নির্ভর করিয়াই তিনি কতক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত। সাধারণের বিশ্বাস সত্য হইতে পারে, কিন্তু অমূল্যরতনের বিশ্বাস সত্য হইল না। যে উপায়ে কমিসেরিয়েটের কার্য্যকারকদিগের অর্থ, অমূল্য সে কদর্য্য উপায়াবলম্বনে আপন মন কোনক্রমে নত করিতে পারিলেন না, সে প্রবৃত্তি হইল না। তবে এ ঋণ পরিশোধের উপায় কি?

পিতা অর্থহীন, কার্য্যের এই দশা, কিন্তু দেনা ত দিতে হইবে। অমূল্য আকাশ পাতাল কতই ভাবেন, কতই ভাঙ্গেন কতই গড়েন, কিন্তু উপায় স্থির হয় না। সেই যৌবনের তেজোদীপ্ত হৃদয়ে এতদিনে দারুণ চিন্তা কীট পশিল, অমূল্যর উৎসাহপূর্ণ হৃদয় ক্রমশ নিরুৎসাহ হইতে লাগিল। অমূল্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলেন, তাঁহার জমার টাকা দিলে প্রায় সমস্ত দেনা পরিষ্কার হয়, যৎসামান্য যাহা বাকি থাকে, তাহা ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া কোনরূপে পরিশোধ করাই স্থির হইল। যখন উত্তমর্ণেরা বড় [illegible] করিবে, তখন চাকরি ত্যাগ করিয়া জমার টাকায় দেনা শোধ [illegible] স্থির করিয়া আশ্বস্ত হইলেন। বস্তুতঃ অমূল্য এ যাত্রা [illegible]

অমূল্যের অর্থ সাচ্ছল্যের সুখ-কল্পনা ক্রমশঃ তিরোহিত হইল, দিনে বিদেশ বাস যাতনা তাঁহার বড়ই ক্লেশকর হইয়া উঠিল। পি বিহনে বিদেশ যেন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ঘোরান্ধকার আকাশের নিভৃত কোণে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল, তাহাই এখন অমূল্যর শান্তি ও সন্তোষ। সে নক্ষত্রটী—যমুনাকুমারী!

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### যমুনার কথা।

বৎসরের পর বৎসর একই ভাবে কাটিতে লাগিল, কিছুমাত্র অর্থ সাচ্ছল্য হইল না। অমূল্য আশার কুহকে মজিয়া এখনও চাকরী করিতেছেন। আশা, সহসা কোন যুদ্ধ বাধিলে অর্থাগম হইবে। এই দারুণ প্রবাসে অমূল্যর আপনার বলিতে কেহ নাই, রোগে শোকে সেবা শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, আবার ভাবি, আছে,—যমুনা! বস্তুতঃ যমুনা কেন যে অমূল্যকে যত্ন করে তাহা বলা যায় না, যমুনার কি কোন উদ্দেশ্য নাই?—তবে কি যমুনা অমূল্যকে ভালবাসিয়াছে? আপনার সাধের প্রাণে সাধ করিয়া বিষাদ পুরিয়াছে? সে কথা কে বলিবে? কিন্তু তাহার ভাবে ত কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

সহসা অমূল্য দারুণ পীড়িত হইলেন, তিনি দুইটী দিবস সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন, সে দুইটী দিন যমুনা আহার করে নাই, নিদ্রা যায় নাই, কাহারও কথা শুনে নাই, রোগীর শিয়রদেশে বসিয়া কেবল তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিল। যে যত্ন আপনার অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কেহ করিতে পারে না, যাহা দাস দাসীদিগের নিকট প্রত্যাশা করা অলিক স্বপ্ন, তাহা আজি বিদেশিনী গোপিনী যমুনা দেখাইল! কিন্তু ইহা কি নিঃস্বার্থ! যমুনা কি এই অসীম উপকারের কোন প্রতিদান পাইতে ইচ্ছা করে না? কই সে রূপ ত দেখায় না, বিশেষতঃ এ উপকারের প্রতিদান অসম্ভব।

এদিকে অমূল্য যতই আরোগ্য হইতে লাগিলেন, যমুনা ততই ঘনিষ্টতা [illegible] বস্তুতঃ যমুনা যে তাঁহার এতাদৃশ সেবা করিয়াছিলেন, তাহা লোকমুখে না শুনিলে অমূল্য হয় ত জানিতেও পারিতেন না।

একদিন যমুনা অমূল্যকে দেখিতে আসিয়াছেন এমন সময় তিনি বলিলেন "তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ তাহার সীমা নাই, তুমি না থাকিলে হয় ত আমি বাঁচিতাম না।"

যমুনা। ও কথা বলিতে আছে, আমি কি করিয়াছি?

অমূল্য। কি করিয়াছ? যাহা কেহ করেনা, করিতে পারেনা, তাহাই করিয়াছ,—আমার জীবন দান করিয়াছ। বলিতে কি যমুনা তুমি আর জন্মে আমার কে ছিলে।

যমুনা। রোগীর সেবা, রমণীর কর্ত্তব্য কাজ; সে কার্য্যের জন্য আমি কোন রূপ প্রশংসা পাইতে পারি না।

অমূল্য। তুমি যাহাই বল, কিন্তু এ জন্মে তোমার উপকার বিস্মৃত হইব না। যমুনা, আমি তোমার কি উপকার করিতে পারি বল?

যমুনা। আমার ত কোন প্রত্যাশা নাই।

অমূল্য। কিছুমাত্র না?

যমুনা। না।

কিন্তু যমুনার হৃদয় মানিল না, আপনা হইতে একটী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল। যমুনা আর একটীও কথা না কহিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার কালে অনিচ্ছা স্বত্বেও দুই একবার অমূল্যরতনের প্রতি অর্দ্ধদৃষ্টি প্রয়োগ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

যমুনা প্রস্থান করিলে অমূল্যরতন আপন শয্যায় অঙ্গ হেলাইয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "যমুনা কেন আমায় এত ভালবাসে? তবে কি যমুনা আপন সর্ব্বনাশ করিতে আপনি উদ্যত হইয়াছে?" আবার ক্ষণেক কি ভাবিয়া বলিলেন "না না যমুনার এ প্রবৃত্তি হইবে না।"

তখনও যমুনা পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বারস্থ ছিদ্র হইতে নিবিষ্টচিত্তে একদৃষ্টে অমূল্যরতনকে দেখিতেছিল। কথাগুলি তাহার কাণে গেল। তাহার সর্ব্বশরীরে যেন তাড়িত বেগ সঞ্চারিত হইল, চক্ষে জল আসিল, মনে মনে [illegible] "অমূল্য, আর তোমায় দেখিতে আসিব না, হৃদয় যদ্যপি জ্বলিয়া [illegible] যদ্যপি ফাটিয়া যায়, তথাপি তোমায় আর দেখিতে আসিব না। [illegible] বাল-বিধবা—সে কেন তোমায় পাপচক্ষে দেখিবে? যমুনা [illegible]

তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, সে কেন তোমায় প্রাণ সমর্পণ করিবে ? যমুনা আপন সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত,—অমূল্য তোমার এই ধারণা !—পরজন্ম কৃত কর্ম্মের ফল, এ জন্মে ভোগ করিতেছি, আবার এ জন্মে কর্ম্মফলের সূত্রপাত করিব ? যমুনা কোমলমতি রমণী হইলেও তাহার হৃদয় কুসুমনিভ কোমল নয়—তাহা ননীর গঠনে নির্ম্মিত হইলেও প্রবল উত্তাপে গলেনা। অমূল্য, ভাই, ইহা নিশ্চয় জানিও যে যমুনা পাগলিনী হইলেও পাপিষ্ঠা নয়।"

যমুনা বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "না, না, কিছুই জানিয়া কাজ নাই, এই শেষ দেখা।" এই কথা বলিয়া যমুনা আবার একবার সেই ছিদ্রদেশ হইতে অমূল্যকে প্রাণভরিয়া দেখিলেন, চক্ষে আবার প্রবল বেগে বারিধারা বহিল, আবার বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### সুখের ঊষা।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে সর্ব্বানন্দ মৃদু পাদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দুইখানি অশ্বযান তাঁহার বাটিতে প্রবেশ করিল। সর্ব্বানন্দ শশব্যস্তে শকটের নিকটে যাইয়া—"আরে কেও নিতাই" বলিয়া সাগ্রহে আগন্তুককে আলিঙ্গন করিলেন। নিতাই তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

নিতাই বাবুর বয়স বড় বেশী নয়, চল্লিশের মধ্যে, খর্ব্বাকৃতি, দেখিতে মন্দ নয়। নিতাই বাবু দুইবার বিবাহ করিয়া দুইবারই গৃহশূন্য। প্রথমা স্ত্রীর কোন সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়টির একটী মাত্র কন্যা হওয়ার পরই মৃত্যু হয়, কিন্তু নিতাই বাবু তাহার পর আর বিবাহ করেন নাই, কন্যাটীকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। নিতাই বাবুর সংসারে কেবল তাঁহার মাতা।—তাই তিনি একটীকে বড় মা, আর একটীকে ছোট মা বলিতেন। বড় মার বয়স প্রায় ষাট বৎসর, ছোট মার, ষেটের কোলে [illegible] বৎসর মাত্র।

[illegible] ধরিয়া এবং নিতাই বাবুর মাতাকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বানন্দ [illegible]

বাগের মধ্যে গেলেন। কন্যাটীর নাম প্রভাবতী। প্রভাবতী নিতান্ত ছোট নয়, সর্ব্বানন্দের হাত ছাড়াইতে ইচ্ছা করিল। সর্ব্বানন্দ বলিলেন "থাক্ না, আমি যে তোমার জেঠা হই।"

* * * *

নিতাই বাবু প্রায় মাসাতীত হইল সর্ব্বানন্দের ভবনে আছেন, এখন তাঁহার সহিত বেশ মাখামাখি প্রণয় জন্মিয়াছে, সেই প্রণয় আরও বদ্ধমূল করিতে তিনি একদিন কথায় কথায় সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "দাদা আমার একান্ত ইচ্ছা যে প্রভাকে অমূল্যর হাতে দিই।"

সর্ব্বানন্দ ভাবিলেন, কথা মন্দ নয়, প্রভাবতী দেখিতে বেশ সুশ্রী, তায় সুশীলা, তার পর নিতাই বাবুর একমাত্র কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী, সুতরাং কালে নিতাই বাবুর সমস্তই অমূল্যর হইবে। তিনি বলিলেন "এত ভাল কথা, অমূল্যর সঙ্গে প্রভার বিয়ে হলে, প্রভা ত ঘরেই রইল।"

নিতাই। আমার ত সেইজন্যই ইচ্ছা, বিশেষত অমূল্য বড় ভাল ছেলে।

সর্ব্বা। তার কথা আছে, যেমন রূপ, তেমনি গুণ।

বস্তুতঃ এটী সর্ব্বানন্দের অন্তরের কথা।

নিতাই। তবে অমূল্যকে আসতে লিখুন, আমার ইচ্ছা বিবাহটা এই খানেই দিয়ে যাই,—আর দেশে যাই না।

সর্ব্বা। তা'ত বটেই, সেখানে আছে কে, তবে আমি অমূল্যকে লিখি ?

নিতাই। এখনি,—তবে অমূল্যর মধ্যে বড় কঠিন পীড়া হইয়াছিল, যদ্যপি এখনও দুর্ব্বল থাকে, তা হ'লে বেশ আরোগ্যলাভ করে আসাই ভাল, নতুবা পথশ্রান্তিতে আবার পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

সর্ব্বা। সেই ভাল, আমি অমূল্যকে বেশ সবল ও সুস্থ হইবা মাত্র এখানে আসিতে লিখিব।

নিতাই। উত্তম কথা।

সর্ব্বানন্দ এ শুভসংবাদ দুর্গাবতীকে দিতে কালবিলম্ব করিলেন না। নিতাই বাবুর মাতাও এ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

প্রেমময়ী দুর্গাবতী স্বামীকে ছল ছল নেত্রে বলিলেন "আমি তোমায় কতবার বলেছি, যে আমার অমূল্যর কখন কোন কষ্ট হবে না।"

সর্ব্বা। আমারও তাই মনে হ'ত।

এইরূপ কত কথাই হইল। বিবাহের কথা এরূপ স্থির, অমূল্য আসিলেই হয়, এমত সময় হঠাৎ একদিন ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইল। নিতাই বাবু বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত হইলেন। সেবা সুশ্রূষার ক্রটী হইল না, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না, নিতাই বৃদ্ধা মাতাকে কাঁদাইয়া—তাঁহাকে অনন্ত শোকসাগরে ভাসাইয়া—কন্যাটীকে অনাথ করিয়া অনন্তধামে গমন করিলেন, সকলে মহা শোকসন্তপ্ত হইলেন।

নিতাই বাবু মৃত্যুকালে যে উইল করিয়া গিয়াছিলেন, সে উইলে তাঁহার লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ হইতে ৫০,০০০ হাজার টাকা ভাবী জামাতাকে ১০,০০০ হাজার মাতাকে, এবং ৪০,০০০ হাজার কন্যাকে দিয়া যান, এতদ্-ব্যতীত স্থাবর অস্থাবর যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা সমস্তই প্রভাবতীর।

সর্ব্বানন্দের কিছু দেনা ছিল, একথা নিতাই বাবু অবগত ছিলেন, সেই জন্যই নিতাই বাবু পঞ্চাশ সহস্র টাকা ভাবী জামাতাকে যৌতুক স্বরূপ দিবার ব্যবস্থা করিয়া যান, উইলের এক্‌জিকিউটর সর্ব্বানন্দ শর্ম্মা। এই আকস্মিক বিপদহেতু অমূল্যরতনের বিবাহে বিলম্ব ঘটিল, তাঁহার আর বাঁকিপুরে আসা ঘটিল না।

পিতৃবিয়োগে ম্রিয়মাণা হইয়া প্রভাবতী অত্যন্ত পীড়িতা হইলেন, সে পীড়া আর সারে না। কাশরোগে প্রভাবতী প্রায় ছয় মাস কষ্ট পাইলেন, যথাবিহিত সুচিকিৎসা হইল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ আরোগ্যলাভ করিতে পারি-লেন না। আরও কিছুদিন গেল, তথাপি প্রভা সম্পূর্ণরূপ সবল বা রোগ মুক্ত হইতে পারিল না। ডাক্তারেরা প্রভাবতীকে স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা দিলেন। সর্ব্বানন্দ সস্ত্রীক, প্রভাবতী ও তাঁহার পিতামহীকে লইয়া কাণপুরে প্রভার স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য গমন করিলেন। এখন প্রভার বয়ঃক্রম প্রায় ত্রয়োদশ বৎসর।

যথাসময়ে সকলে কাণপুরে পৌছিলেন। অমূল্য পিতৃ-মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া একবার প্রভার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর প্রভার ঠাকুরমার চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন "এস, ভাই এস, সুখে থাক, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক,—ওলো প্রভা। তোর দাদাকে প্রণাম ক'রনা।"

অমূল্য বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, একটু হাসি যেন তাঁহার অধরোষ্ঠে ভাসিয়া দেখা দিল। বৃদ্ধা বলিলেন, "এখন দাদা না বলে আর কি বলব বল ভাই! এখনও ত সম্পর্ক ফেরে নাই।"—প্রভার দিকে ভ্রুকুটী করিয়া বলিলেন "কি লো! এখনও আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যে! প্রণাম করলি না।" প্রভা একটু জড়সড় হইয়া, বুকের কাপড়টা একটু টানিয়া অমূল্যর পাদপ্রান্তে প্রণাম করিল। এ কালের প্রথানুসারে অমূল্য একটু পিছাইয়া গিয়া, হাত তুলিয়া, একটী প্রতি নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "থাক থাক, আমার প্রণাম কেন।"

সর্ব্বানন্দ ও দুর্গাবতী মহানন্দে এই রঙ্গ দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধার কিন্তু আশা মিটে নাই। অমূল্যের সঙ্গে আরও দুটা কথা না কহিয়া তিনি কিছুতেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বলিলেন "দেখ ভাই!" বলিতে চোখে জল উছলিয়া উঠিল, "দেখ ভাই, আমি অকালের রতন হারাইয়া এখন উহার মুখ দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি, তা সেই কাল রাত্রি হইতে প্রভা আমার একদিনের তরেও ভাল করিয়া খায় নাই, একবার হাসিমুখে কথা কয় নাই। আমি রাক্ষসী আপনার সন্তান খাইয়া, পাহাড়ে বুক বাঁধিয়া রহিয়াছি, তা নাই, সে ত কেবল উহারই মুখ দেখিয়া। আর এই তোমার মুখখানি (ধীরে চুম্বন করিয়া) দেখবো বলে। ওর বাপ তোমার হাতে প্রভাকে দেবার জন্য কত ব্যাকুল হয়েছিল, তার সে সাধ মিটে নাই। আমি এখন অভাগিনী তোমাদের একত্র দেখিলেই, আমার সকল দুঃখই মেটে।" বৃদ্ধা কাঁদিয়া আকুল, প্রভা হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। অমূল্য একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কাণপুরে কিছুদিন থাকিয়া প্রভাবতী আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্যলাভ করিল। যদিও প্রভাবতী সত্বর ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিবে বটে, কিন্তু তথাপি তাহার অঙ্গে যৌবনের মধুময় লালিত্যের পূর্ণত্ব হইল না। বোধ হয় অধিক দিন ধরিয়া রোগাক্রান্ত থাকাই তাহার অন্যতম কারণ,—যাহাই হউক, চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র বিবাহ দেওয়াই স্থির হইল।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### ইনি আবার কে?

অমূল্যরতনের বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই, এটী ভাদ্র মাস, অগ্র-
হায়ণের প্রারম্ভেই বিবাহ হইবার কথা। অমূল্যরতন প্রভাবতীকে ভালবাসেন,
বড়ই ভালবাসেন, তবু তাহা ভালবাসা মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী কি
মহাসাগর প্রেমপারাবারে মিশিবে না?

আজি সন্ধ্যা সমাগমে অমূল্যরতন একাকী একটী প্রান্তরে সান্ধ্যসমীরণ
সেবন করিতে উপস্থিত, তিনি অনেক দূর আসিয়া একটী নবতৃণাচ্ছাদিত
বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন, তখনও আকাশপটে সূর্য্যের মূর্ত্তি ছিল, তখনও
পশ্চিমদিক রবিকরদীপ্ত, অমূল্য সেই নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন
মনে চিন্তাভিভূত হইলেন।

অমূল্য এইরূপে অবস্থিত, এমত সময়ে সন্নিকটে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনা গেল।
অমূল্যর চিন্তাভঙ্গ হইল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন অদূরে একটী পরিচ্ছন্ন স্থানে
একটী মনোহর রূপবতী যুবতী ও একটী বৃদ্ধ অবস্থিত। তাঁহারা অমূল্যকে
দেখিতে পান নাই, অমূল্যর কিন্তু আর পলক পড়েনা, স্থিরদৃষ্টে সেই
মনোহারিণীর প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, মনে মনে বলিলেন "প্রকৃতি তোর
সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই, সংসারে যে সৌন্দর্য্য কি, তাহা বুঝেনা—সেই সুখী।"
অমূল্য একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সে সময়ে অমূল্যর হৃদয়ে যে কিরূপ ভাব আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল
তাহা বর্ণনা করা যায় না। হৃদয়মধ্যে যেন মহাহুলস্থূল বাধিয়া গেল, যেন
ঘোর প্রলয় উপস্থিত, অমূল্য মনে মনে ভাবিলেন "এই অপূর্ব্ব সুন্দরী যাহার
হৃদয়ের আরাধ্যা দেবী, এ সংসারে সেই সুখী, তাহার কি কোন দুঃখ আছে?
যিনি ইহার প্রণয়পাত্র, না জানি তিনি কতই ভাগ্যধর,—সাংসারিক কোন
[illegible] তাঁহার কষ্ট নাই, ঘোর রাজ্যবিপ্লবেও তাঁহার মন বিচলিত হয় না।
[illegible] মান, বন্ধু সমস্ত হারাইলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না,
[illegible] একটী মাত্র তারকা উপলক্ষ করিয়া জীবন-তরী বাহিত
করার মহাসুখ,—[illegible] বিহনে তরীতে আবশ্যক?" যবক একটী দীর্ঘ

নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া যুবতীর অপরূপ রূপবিভা অবলোকনে তৃষিত নয়ন জুড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় যেন স্বর্গীয় সুধাপানে বিভোর ও প্রমত্ত হইল, তাহার নিকট সাংসারিক যাবতীয় সুখ তুচ্ছ।

যুবতীর বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, কিন্তু দেখিলে তদপেক্ষা দুই এক বৎসর অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। এ চক্ষু কোথায় ছিল রে! কবি কল্পনা যাহা চঞ্চল বলিয়া জানে, তাহা আজি যুবতীবদনে অচঞ্চল ভাবে শোভা পাইতেছে। মরি মরি কি মোহন হাসি রে! আমার কথা ছাড়িয়া দাও, ইহা কত মহাকবির মহাকাব্যের উপাদান! কোন্ মূর্খ মুক্তাপাতির সহিত দন্তের তুলনা করে, আমরা বলি সেই সুশ্রেণী-বদ্ধ দন্তাবলীর মনোহর স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে মুক্তা বিষাদে সাগর-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কি প্রাণ ভুলান চিবুক! দেখিলেই যেন প্রাণ কোন স্বপ্নরাজ্যে প্রস্থান করে। চিকুর চাঁচর কেশদাম অবচিত, পৃষ্ঠদেশে অবহেলে বিলম্বিত, তথাপি তাহাতে সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। যুবতীর অঙ্গে দুই একখানি স্বর্ণালঙ্কার দেখা যাইতেছিল, কিন্তু ইহাতে যুবতীর বিন্দুমাত্র শোভার বৃদ্ধি করে নাই। পূর্ণের আর পূর্ণত্ব হয় না, সুতরাং অলঙ্কার সে অঙ্গে শোভার সামগ্রী নহে! যিনি সেই কম কলেবরে অলঙ্কারের ঘটা দেখিতে চান, তিনি সৌন্দর্য্য বুঝেন না। আর অলঙ্কারে যিনি সে অতুল সৌন্দর্য্যের হানি করিতে পারেন, তিনি তস্কর! যুবতীর সহিত যে লোকটী বসিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার পিতামহ অপেক্ষায় বড় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শরীর বেশ বলিষ্ঠ, মুখভাব স্বর্গীয় শোভায় শোভান্বিত, অমূল্য যে সময়ে তাঁহাদিগকে একাগ্রচিত্তে দেখিতেছিলেন, তখন বৃদ্ধ ও যুবতীর মধ্যে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল।

বৃদ্ধ। গীতা বেশ বুঝিয়াছ?

যুবতী। গীতা আমি বড় ভালবাসি।

বৃদ্ধ। এইবার তোমায় বেদ বুঝাইব।

যুবতী। আপনি যে বেদকে দ্বিভাবাত্মক বলেন, তাহা আমি [illegible] বুঝিব?

বৃদ্ধ। ক্রমে বুঝিবে, প্রথমে সরল ভাবগুলি [illegible] বুঝাইব।

যুবতী। সে দ্বিভাব কিরূপ?

বৃদ্ধ। বেদের একস্থানে আছে "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন," ইহাতে কি বুঝিলে?

যুবতী। ইন্দ্রিয়গণ পরের অনুগত হইল দেখিয়া স্বয়ম্ভু তাহাদিগকে হিংসা করিলেন, সেই পর্য্যন্ত তাহারা অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না।

বৃদ্ধ। বেশ,— কিন্তু ইহার অর্থ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবল বাহ্যদর্শন সিদ্ধ হয়, অন্তর্পদার্থের জ্ঞান সিদ্ধি হয় না।

যুবতী। এইরূপ?

বৃদ্ধ। হাঁ এইরূপ? আচ্ছা তুমি—সাংখ্যদর্শনের "সূক্ষ্ম শরীর, জীবন, মরণ, পরলোক গতি, মরণ প্রণালী, জন্ম মরণের অন্তরাল প্রভৃতি বেশ বুঝিয়াছ?

যুবতী। আপনি কত কষ্ট করিয়াছেন, সমস্তই কি নিষ্ফলে গিয়াছে?

বৃদ্ধ। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে একটী আখ্যায়িকা আছে,—সেটী স্মরণ রাখিও। কোন বিদ্যাভিমানীর পিতা তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন "বাপু এমন কোন পদার্থ জান, যাহা জানিলে সকলই জানা যায়?" পুত্র কহিলেন "তাহা কি সম্ভব?" পিতা কহিলেন "একটী মৃণ্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানা যায়, একটী হিরণ্ময় বস্তু দেখিলে যেমন সকল হিরণ্ময় বস্তুর প্রকৃতি জানিতে পারা যায়, তেমনি এই পরিদৃশ্যমান জগতের একমাত্র মূল উপাদান জানিতে পারিলে তৎকার্য্যভূত সমস্ত পদার্থই জানা যায়।"

যুবতী মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি সেরূপ ভাবে 'বুঝিয়াছি" শব্দ প্রয়োগ করি নাই, আমার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য।"

বৃদ্ধ। সেটী যেন চিরকাল স্মরণ থাকে, এ পৃথিবীতে জানিবার অনেক আছে, সর্ব্বজ্ঞ কেহই নহেন। যে আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করে, সে মূর্খ। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈদিক শূদ্র মান্যই, কিন্তু তুমি যে [illegible] তোমার বেদ পাঠের সময় কই। তুমি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছ, [illegible] উপস্থিত। সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

যুবতী। কিরূপ [illegible]

বৃদ্ধ। কোন বস্তু দেখিলে তাহা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হয়, তাহার গঠন আকার প্রভৃতি যেন অঙ্কিত হয়, একটু ভাল করিয়া দেখিলে তাহা আবার হৃদয়ে পরিণতি লাভ করে, সে বস্তু চক্ষের অন্তরাল হইলেও তাহা হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না, ইহারই নাম "সংস্কার।"

যুবতী। এত দার্শনিকদিগের সংস্কার।

বৃদ্ধ মৃদু হাসিয়া বলিলেন "তোমার না হয় প্রণয়কারীদিগের সংস্কার হইবে।"

যুবতী অধোবদনে নীরব হইল।

অমূল্য বুঝিলেন, যুবতী অবিবাহিতা। ধীরে ধীরে তথায় আসিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। যুবতী সহসা জনসমাগমে চমকিয়া উঠিল, কিন্তু অবগুণ্ঠন দিল না।

বৃদ্ধ বলিলেন "জয়োস্তু,—মহামায়া আসন দাও।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### যমুনা কুমারী।

বৃদ্ধ অমূল্যরতনের সহিত অনেক কথা বার্ত্তা কহিয়া নিতান্ত প্রীত হইলেন, এবং পর দিবস তাহাকে তাহার আশ্রমে আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

অমূল্যরতন বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কত কি ভাবিতেছেন, দর্শন বেদান্তের কথা মনে আসিতেছে, কখন বা যোগ শিক্ষা করিতেছেন, আরও কত কি ভাবিতেছেন, হঠাৎ প্রভাবতীর সরলতা মাখা বদন কমল মানসপটে সমুদিত হইল। তাঁহার বিশাল নয়ন প্রান্তে বারিবিন্দু দেখা দিল, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন "প্রভা বালিকা, প্রভার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, প্রভাবতী অপরকে বিবাহ করিয়া সুখিনী হইতে পারে, কিন্তু আমার আর কোথাও সুখ নাই।"

অমূল্যরতন এইরূপ নানা চিন্তায় অভিভূত, এমন সময় [illegible] পশ্চাৎ হইতে কে গগনস্পর্শী গলায় কোমল স্বরে গাহিল—

"কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল,
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল।
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কার ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কার কলঙ্ক কেবল।
বিদ্যুৎ প্রতিমা প্রেম, দূর হ'তে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যু ফল।
জীবন কাননে হায়, প্রেম মৃগ তৃষ্ণীকায়,
যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল।"

গীতটি রমণীকণ্ঠ বিনির্গত বলিয়া বোধ হইল, তিনি গায়িকার অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, কিন্তু রাজপথে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

অমূল্যরতন পথিপার্শ্বে একটী সেতু দেখিতে পাইলেন, তাহার পার্শ্বে একটী বড় বৃক্ষ ছিল, তিনি তাহার অন্তরালে উপবেশন করিলেন। তখন আকাশে চন্দ্রদেব আপন কিরণ জাল বিস্তীরণ করিতেছেন, সমগ্র [illegible] যেন সেই চন্দ্রালোকে মোহন বেশে সাজিয়া অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হই[illegible] অমূল্যরতন সেই সুন্দর নিশিতে সেই নির্জ্জন সেতুর উপর উপবেশন করিয়া গায়িকা আবার হয় ত গাহিবে ভাবিয়া অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, কিন্তু সে শ্রুতি-মধুর কণ্ঠধ্বনি আর তাঁহার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিল না।

তিনি হতাশ হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন [illegible] দূরে একটী স্ত্রী মূর্ত্তি দেখা গেল, মনে করিলেন এই সেই গায়িকা; [illegible] তখনি তাঁহার সে ধারণা তিরোহিত হইল, তিনি অপরিচিতা মধুরকণ্ঠি [illegible] দেখিলে যত না সন্তোষ হইতেন, আগন্তুকাকে দেখিয়া ততোধিক [illegible]। অমূল্যরতন দেখিলেন স্ত্রীলোকটীর চক্ষু যেন দূরস্থ কোন [illegible] অনুসন্ধান করিতেছে, তিনি নিকটবর্ত্তিনী হইলে অমূল্যরতন শশব্যস্তে [illegible] হইয়া বলিলেন "যমুনা, এত রাত্রে একাকিনী কোথায় ?"

[illegible] উঠিয়া বলিলেন "দিদিমার অসুখ করেছিল, তাই তাঁকে [illegible] আসতে রাত্রি হ'ল।

[illegible] চলে'।

যমুনা। আমরা গরীব, সাথী কোথা পাব, আর এ পথে ত বেশী লোক চলেনা।

অমূল্য। কেন?

যমুনা। বড় দস্যুভয়। আপনি এ পথে কেন?

অমূল্য। একটু আবশ্যক ছিল, আচ্ছা যমুনা, আর তুমি আমার বাসায় যাওনা কেন? আমার সঙ্গে দেখা করনা কেন? আমি কি কোন দোষ করেছি?

যমুনা। না না সেকি কথা, ও কথা বলিবেন না। কি জানেন, আমরা গরীব লোক, ঘরের পাট ঝাঁট করতেই দিন কেটে যায়—যাবার সময় হয়না।"

যমুনার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িবার উপক্রম হইল, যমুনা অনেক কষ্টে তাহা দমন করিল। চক্ষে জল আসিল, যমুনা অতি সংগোপনে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

অমূল্য বলিলেন "যমুনা তুমি আর আমায় ভালবাসনা।"

যমুনা সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিল "এবার যাব।"

অমূল্য সাগ্রহে কহিলেন "যেও।"

যমুনা মনে মনে বলিলেন "ছি ছি ছি, আজ আবার অমূল্যর সামনে পড়্লাম। অমূল্যকে কেন ভালবাসি, এ ভালবাসার কি অন্ত নাই,—না দেখে ত থাকতে পারিনা, গোপনে দেখ্‌ছিলাম তাও টের পেলে, না জানি অমূল্য কি মনে করেচে, আচ্ছা এবার্ থেকে দেখা যাবে।" যমুনা অমূল্যের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "তবে এখন আসি।"

অমূল্য। এস।

যমুনা গমনোদ্যতা, এমন সময় অমূল্য বলিলেন "যমুনে, এইদিকে কে গান গাচ্ছিল যান?"

যমুনা বলিল "এই দিকে, আমি মনে করেছিলাম (বিপরীত দিক দেখাইয়া) এই দিকে, আপনাকে দেখে মনে করেছিলাম তবে সে আপনিই গাচ্ছেন।"

অমূল্য আর কিছু বলিলেন না।

যমুনা প্রস্থান করিলেন। অমূল্য আরও [illegible] ভাবিলেন। কিছুক্ষণ পরে ধীরে পাদবিক্ষেপে [illegible]।

## নবম পরিচ্ছেদ

### বালিকার প্রেম।

অতি প্রত্যুষে, সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বে অমূল্যরতনের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া বাতায়নের নিকট গেলেন, আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন সত্য সত্যই প্রভাত হইয়াছে। অমূল্যের মহা আনন্দ হইল, এমন সময়ে সেই গৃহ দ্বারে প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমূল্যরতন প্রথমতঃ প্রভাকে দেখিতে পাইলেন না, প্রভা তাঁহার নিকটে আসিলেন। অমূল্যরতন যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন। "প্রভা।"

প্রভা। হাঁ।

অমূল্য। এত সকালে?

প্রভা। রাত্রিতে ভাল ঘুম হয়নি।

অমূল্য। কেন প্রভা?

প্রভাবতী বালিকা স্বভাবসুলভ মধুমাখা কথায় বলিলেন "আমার সঙ্গে কথা কওনি কেন?"

অমূল্যরতন সবিস্ময়ে বলিলেন "কখন?"

প্রভা। কেন, কাল রাত্রে।

অমূল্য। কই কাল ত তুমি এসনি।

প্রভা। না আসিনি বই কি, আমি কতক্ষণ দোয়ার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলাম।

অমূল্য। আমি দেখতে পাই নাই, তা তুমি রাগ করেছ?

প্রভাবতী প্রফুল্লবদনে বলিলেন "না।"

অমূল্য। তবে ঘুমোও নি কেন?

প্রভা। ঘুম যে হ'ল না।

অমূল্য। কেন?

প্রভাবতী লজ্জাবতী লতাটির মত মস্তকটী ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন— "জানিনে।"

অমূল্য [illegible] ভাবে অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রভাবতীর মুখাবলোকন করিয়া বলিলেন; "হাঁ প্রভা, তুমি আমায় বড় ভালবাস, নয়?"

প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া, আবার মুখখানি ঈষৎ অবনত করিয়া বলিলেন "না, বাসিনে বই কি।"

অমূল্য। ভালবাসা কি রকম, প্রভা তুমি জান?

প্রভা আবার মধুর হাসিয়া উত্তর দিলেন "তা আমি জানিনে।"

অমূল্য। তবে আর ভালবেস না।

প্রভা। কেন?

অমূল্য। ভাল বাসায় কষ্ট বই সুখ নাই।

প্রভার সুবঙ্কিম নয়নপ্রান্তে দু'এক বিন্দু অশ্রুকণা দেখা দিল, বদনকমল কিঞ্চিৎ রক্তাভ ধারণ করিল, মধুর হাসি অধরে মিশাইয়া গেল, প্রভা অমূল্যর দিকে বহুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া, বলিলেন "তবে তুমি বেসনা, আমি বাস্‌বো, আমি কষ্ট সইতে শিখিয়াছি।"

প্রভা চলিয়া গেলেন।

অমূল্যরতন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিবেন বলিয়া পিতা মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। মধ্যে মধ্যে অমূল্য স্থানান্তরে যাইতেন, সুতরাং কেহ কোন প্রশ্ন করিলেন না, পর্ব্বত গহ্বরস্থ বহ্নির স্ফুলিঙ্গও কেহ দেখিতে পাইলেন না।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### নিত্যানন্দ স্বামী।

এখন কাণপুরের যেখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সহিত আউড এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ের সম্মিলন (জংশন) হইয়াছে, ঠিক তাহার এককোশ প[illegible] রহমৎপুরা নামে একটী ক্ষুদ্র পল্লী ছিল, মিউটিনির বৎসর [illegible] একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। আমরা যে সময়ের উল্লেখ করিতে[illegible] কাণপুরে কেন, ভারতের কোন স্থানে রেলওয়ে হইয়াছিল কি না [illegible]।

রহমৎপুরার প্রান্তভাগে একটী কুসুমকানন পরিশোভিত সুন্দর মঠ ছিল।

ের একমাত্র অধিকারী নিত্যানন্দ স্বামী। নিত্যানন্দের ইহসংসারে এক মহামায়া ব্যতীত অপর কেহই নাই।

নিত্যানন্দ ধনীর সন্তান ছিলেন, বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার একমাত্র প্রেমাধার প্রাণাধিকা পত্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। পত্নীবিয়োগে নিত্যানন্দ বড়ই শোক পাইয়া ছিলেন, সেই অবধি তিনি সংসারত্যাগী।

পত্নী-বিয়োগের অব্যবহিত পরেই স্বামী তাঁহার অতুল বিষয় বিভবাদি বিক্রয় করিয়া বিরাগী হন, তখন তাঁহার বয়স অষ্টাদশ বৎসর। বিংশতি বৎসর নানাবিধ শাস্ত্রানুশীলনের পর প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর হইল রহমৎপুরায় বাস করিয়াছেন। নিত্যানন্দ স্বামীর দানের সীমা ছিল না। তেমন পরদুঃখ-কাতর ব্যক্তি সংসারে নিতান্ত বিরল, রহমৎপুরার ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ লোকেরা তাঁহাকে মনে মনে অতি ভক্তি করিতেন, পূজাও করিতেন।

আজি একাদশ বৎসর হইল স্বামী মহামায়াকে পাইয়াছেন। মহামায়া ব্রাহ্মণ-কন্যা। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন এক বৎসর, তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়—পিতার মৃত্যুর পর অভাগিনী মাতৃযত্নেই প্রতিপালিতা হন। মহামায়ার পিতা দরিদ্র লোক ছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে তাঁহার মৃত্যুর পর মহামায়ার মাতার ক্লেশের আর অবধি ছিল না। মহামায়া যখন দুই বৎসরের, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া বৃন্দাবন যাইতে ছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পথে তাঁহার অত্যন্ত পীড়া হয়। সেই অবস্থায় নিত্যানন্দ স্বামী তাঁহাকে আপন আশ্রমে আনিয়া চিকিৎসা ও যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শে নাই। অভাগিনী আপন একমাত্র স্নেহাধার কন্যাকে জন্মের মত অনাথিনী করিয়া অনন্তনাথের অনন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এতদিনের পর নিত্যানন্দর চক্ষু আবার সজল হইল, তিনি মাতৃহীনা বালিকা মহামায়াকে ক্রোড়ে করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। অনেক [illegible] আত্মীয় বিয়োগেও চক্ষে জল আইসে না, কিন্তু আজি নিত্যানন্দ [illegible] অপরিচিতা রমণীর মৃত্যুতে আকুল-নেত্রে কাঁদিলেন। কেন [illegible]—আপনারা কেহ বলিতে পারেন কি?

সেই অবধি মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর আশ্রমেই আছেন, স্বামী তাঁহাকে

পিতার ন্যায় স্নেহ করেন, এবং মহামায়াও তাঁহাকে আপনার পিতা বলিয়াই জানেন, ও ভক্তি করেন।

নিত্যানন্দ পূর্ব্বে অত্যন্ত শ্রমশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার সে প্রকৃতির কতক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। এখন যেখানে নিত্যানন্দ স্বামীর আবাস আজি একাদশ বৎসর পূর্ব্বে তথায় একটী সামান্য কুটীর মাত্র ছিল, কিন্তু এখন তথায় চারি পাঁচটী সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে স্থানে বন ছিল, এখন তথায় নয়নাভিরাম কুসুমকানন শোভা পাইতেছে, মহামায়াকে পাইয়া অবধি স্বামী কতক পরিমাণে যেন সংসারী হইয়া উঠিয়াছেন।

নিত্যানন্দ ও মহামায়া কুসুমকাননে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তথায় অমূল্যরতন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামী মহাযত্নে অমূল্যকে গৃহমধ্যে লইয়া গেলেন, মহামায়াও তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় দিবা অতি সত্বর ফুরাইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল, স্বামী মহামায়া ও অমূল্যকে লইয়া সান্ধ্য সমীরণ সেবনে বহির্গত হইলেন, বাটীর সম্মুখে কানন, তাঁহারা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হৃদয়মুগ্ধকারিণী অপূর্ব্ব সুন্দরী মহামায়ার সহবাসে সেস্থানের মনোহর পথ, মনোহর দৃশ্য অমূল্যকে মুগ্ধ করিতেছিল, অমূল্য যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে স্বপ্ন সুখানুভব করিতেছিলেন, সে সুখের তুলনা নাই, ইয়ত্তা নাই। তিনি ইহ জীবনে এত সুখ কখন অনুভব করেন নাই। মনুষ্য যে কখন এত সুখী হইতে পারে এ ধারণাও তাঁহার ছিল না—তাঁহার বিগত জীবন যেন কেমন তমোময় সুখ শূন্য অসার বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

ক্ষণেক পরে অমূল্য দেখিলেন তিনি গত কল্য যে স্থানে মহামায়াকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন; কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর অমূল্যরতন বিদায় লইলেন। কিন্তু, নিত্যানন্দ স্বামীর প্রথম সাক্ষাতের তিনটী কথা তাঁহার কর্ণে অবিরত ধ্বনিত হইতেছিল। স্বামী বলিয়াছিলেন, "মহামায়া, আসন দাও" অমূল্য ভাবিতেছিলেন কি স্বামীর ভবিষ্যৎ বাণী ?"

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### অনন্ত সুখ।

প্রভাত কাল, কুসুম কাননে হাসি মুখে ফুলের রাশি হাসিতেছে, মৃদুমন্দ শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইয়া কুসুমকুঞ্জ হেলাইতেছে দুলাইতেছে, নাচাইতেছে,—মহামায়া বৃক্ষতলস্থ একটী বেদীর উপরে উপবিষ্টা, স্বামী অতি প্রত্যুষে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন, সেইজন্যই বুঝি আজ মহামায়া এত বিষণ্ণা। মহামায়া নির্জ্জনে একাকিনী করকপোলিত হইয়া চিন্তামগ্না, এমন সময়ে কে পশ্চাৎ দিক হইতে তাঁহার সেই সুন্দর কোমল মনোহর সুচারু করপল্লব ধারণ করিল। মহামায়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষু নামিল, মুখমণ্ডল গম্ভ হইল।

অমূল্য বলিলেন, "মহামায়া—

মহামায়ার কথা সরিল না।

অমূল্য আবার বলিলেন "মহামায়া, অমন করিয়া যে!"

মহামায়া অমূল্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কোন কথা কহিতে পারিলেন না।

অমূল্য বলিলেন "বাবা কোথায়?"

মহা। তিনি স্থানান্তরে গিয়াছেন।

অমূল্য। কেন?

মহা। তাহা জানি না।

অমূল্য। কখন আসিবেন?

মহা। তাহার স্থির নাই।

অমূল্য ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া মহামায়ার বদন প্রতি চাহিয়া কহিলে মহামায়া, "আমার প্রাণ দিন দিন এমন হচ্ছে কেন? আমি তোমাদের ... থাক্‌তে পারি না কেন? আমার প্রাণের ভিতর কেমন কেমন ক ... তোমায় ভালবাসি কেন?"

... মৃদু হাসিয়া কহিলেন "সে কথার উত্তর আমি কি করিয়া দিব। ... দিবে?

অমূল্য। আমার প্রাণ বলে ইহার গুঢ় কথা মহামায়া জানে।

মহা। তবে জানি।

অমূল্য। কি জান মহামায়া?

মহা। ভালবাসার রীতি এই।

অমূল্য। তবে তুমি আমায় ভালবাস?

মহামায়া লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন।

অমূল্য সাগ্রহে কহিলেন "মহামায়া বল, কেবল ঐ কথাটী বল?"

মহা। আপনার কি বোধ হয়?

অমূল্য বলিলেন "আবার আপনার। "তুমি" বল, তুমি কথা বড় মিষ্ট শুনায়—"

মহা। তাহা আমি বলিব না।

অমূল্য। কেন?

মহা। "তুমি" নীতি বিরুদ্ধ কথা।

অমূল্য। প্রণয়ে সকলি হয়।

মহা। আমি সন্ন্যাসীর কন্যা, আমায় ও কথা বলা আপনার অনুচিত, পুনরপি বলিলে আর আপনার সহিত কথা কহিব না।

অমূল্য। তবে আমায় বিবাহ করিবে না?

মহা। সে কথার উত্তর আমি কি করিয়া দিব?

অমূল্য। কে দিবে?

মহা। বাবা।

অমূল্য। তিনি কি অমত করিবেন?

মহা। সম্ভবতঃ নয়।

অমূল্য। তোমার মত জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিবে?

মহা। কোন উত্তরই দিব না।

অমূল্য। তিনি অমত করিলে।

মহা। আমি সন্ন্যাসীর কন্যা, পিতৃ-আদেশ পালন করিতে হৃদয় [illegible] গেলেও সহাস্য আননে তাহা সহ্য করিব?

অমূল্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

মহা। আমার একটী অনুরোধ আছে।

অমূল্য। বল।

মহা। এ বেলা এখানে আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি আছে কি?

অমূল্য অল্প ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "না।"

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### একি পাগল।

মহামায়া হৃষ্টচিত্তে আহারাদির উদযোগ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে কে গাহিল,—

ভুখা হামে শ্যাম তুয়া দুয়ারে,
রাধা মাঙ্গত হ্যায় প্রেম আধারে।
দেহ গুণাকর কালা নটবর
কাঙ্গালিনী তু-দুয়ারে মাঙ্গত যাবে।

অমূল্যরতন চমকিয়া উঠিলেন, সেই রমণীর কণ্ঠস্বর তাঁহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল।—সেদিন রজনীতে যে কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলেন, সেই স্বর নয়? তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, একটি যুবক বা বালক বলিলেও হয়, যাহা রমণীর কলকণ্ঠ ভাবিয়াছিলেন, তাহা একটি সুন্দর বালকের সঙ্গীতে পরিণত হইল, যুবকটি হিন্দুস্থানীর বেশ পরিহিত।

মহামায়া ক্ষণেক যুবকটির আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কে?"

যুবক হা হা হা করিয়া হাসিয়া কহিল "আমি কে।"

মহা। বলনা।

যুবক। তুমি কে?

মহামায়া মৃদু হাসিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

যুবক বলিল "তুমি কে, তা যখন জান না, তখন আমি কে, তা

যুবক। চাব আবার কি, গান গাই, আর যে যা দেয়, তাই নি—একটী বাদে।

অমূল্য। কি?

যুবক। পবের প্রাণ।

অমূল্য। কেন?

যুবক হাসিয়া কহিল "বাখিবাব স্থান নাই।"

অমূল্য হাসিলেন। মহামায়া বিস্মিতা হইলেন।

অমূল্য কহিলেন "তুমি গান শিখ্‌লে কোথা।"

যুবক। শিখ্‌বো আবাব কোথা, লোকেব দেখে শিখেছি।

অমূল্য। গান কি দেখে শেখে না শুনে শেখে?

যুবক। আমি দেখে শিখি।

অমূল্য। তবে একটী গাও দেখি।

যুবক। গান দেখে, না শোনে?

অমূল্য হাসিয়া কহিলেন "আচ্ছা শুনি।"

যুবক। আহা কি সুখ, আমি গাই আর উনি শোনেন।

অমূল্য। তবে গাবেনা?

যুবক। গাবনা কেন, বল্লেই গাই।

অমূল্য। গাও।

যুবক। কি গাব?

অমূল্য। যা ইচ্ছা।

যুবক হাসিতে হাসিতে আবাব গাহিল,—

অবলাবে কবি ছলা মিছে কেন কাঁদাও প্রাণ,
উজান বহিছে নদী—কেনবে লুকাযে বান?
আমি প্রাণ দেবো না, প্রাণ নেবোনা,
প্রেমেব কাছে আব যাবনা।
প্রেমেব কথা, প্রাণেব ব্যথা,
প্রাণটা গেল সঁপে প্রাণ॥

অমূল্য। কাকে প্রাণ সঁপে?

যুবক। তোমায়।

মহামায়া হাসিয়া বলিলেন "তবেই বক্ষে।"

যুবক। কেন ?

মহা। তোমার চোখ্‌টা বড় খারাপ।

যুবক হাসিয়া কহিল "কি সে ?"

অমূল্য। তা না হলে আমায় প্রাণ সঁপ।

যুবক হাসিতে হাসিতে গাহিল—

"মনকে না দোষ দিয়ে নয়নেরে দোষ কেন,
আঁখি কি মজাতে পারে, না হলে মন মিলন।
আঁখি কত জনে হেরে, সকল কি তার মনে ধরে,
মনের মতন হলে পরে, সে হয় হৃদিরঞ্জন।

মহামায়া হাসিয়া কহিলেন "উনি কি তোমায় ভালবাসেন ?"

যুবক। তুমি আরও পাগল, নাই বা বাস্‌লে। ভাল না বাস্‌লে কি আর ভালবাস্‌তে নেই ?

যুবক আবার গাহিল—

"ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিবারে ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, দেখা দিতে আসিনে।"

গীত সমাপ্ত হইবামাত্র যুবক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

অমূল্য। তুমি যে হেসেই সারা।

যুবক "কেন হাস্‌বোনা" বলিয়া আবার গাহিল—

ফুল দেখি ফুল হাসে, নাচে মৃদুল বাতাসে,
কপোত কপোতী হাসে, আমি কেন হাসিব না।

অমূল্য। তবে হাস।

যুবক। না কাঁদ্‌বো।

অমূল্য। কেন ?

যুবক। কাঁদবোনা ? এই বলিয়া আবার গাহিল—

যে হাসে সে হাসে হাসে, সদা মনস্থুখে ভাসে,
আমি হৃদে দুঃখ পুষে, কেন বল কাঁদিব না ?

অমূল্য। তোমার আবার দুঃখ কি ?

যুবক। না, আমার কোন দুঃখই নেই, যা আছে তোমারই।

অমূল্য। আমি ত তাই জানি।

যুবক। তা'ত এই দেখ্‌তেই পাচ্ছি।

অমূল্য। তুমি রোজ এসো।

যুবক। কেন ?

অমূল্য। গাবে।

যুবক। আমার লাভ ?

অমূল্য। পয়সা পাবে।

যুবক। তবে আস্‌বো, তুমি এখানে রোজ্ থাক ?

অমূল্য। না হয় থাক্‌বো।

যুবক। আমার গান শুন্‌তে, নয় ?

অমূল্য। হাঁ।

যুবক। তবে আমিও আস্‌বো।

এই কথা বলিয়া যুবক হাসিতে হাসিতে ছুটিল।

অমূল্য বলিলেন "পয়সা নিয়ে যাও।" যুবক পশ্চাৎ ফিরিয়া "কেন জলে ফেল্‌বে ?" বলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

অমূল্য মহামায়াকে বলিলেন "ওকে আর কখন দেখেছিলে ?

মহা। না।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### পিতা ও পুত্রী।

প্রভাত হইয়াছে,—মহামায়া একাকিনী তাঁহার চিরপ্রিয় কুসুম কাননে পরিভ্রমণ করিতে করিতে মনে মনে গুন্ গুন্ করিয়া এই গানটি গাহিতেছিলেন,—

হরি বলে যানা চলে স্ববাসে ;
যেথা শোক তাপ নাই রে কার, সবে সুখ-নীরে ভাসে।
যেথা ঘনঘটা নাই আকাশে, শত শশী প্রকাশে,
দুঃখ-তিমির নাইক সেথা—সুখ-রবি বিকাশে।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরি বল রে—
হরি বলে যাব চলে, সেখানেতে অনা'সে।

এমন সময়ে স্বামী আসিলেন, মহামায়া কিছু জড়সড় হইয়া ত্রস্তভাবে তাঁহাব নিকট গমন করিলেন।

স্বামী বলিলেন "ভাল আছ ?"

মহা। হ্যাঁ,—আপনি ভাল আছেন ?

স্বামী। তোমার ভালই আমাব ভাল।

স্বামী মহামায়ার বদন প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা—আমি আজ ক-দিন কোথায় গিয়াছিলাম জান ?"

মহা। না।

স্বামী। তোমার কার্য্যে।

মহামায়া সবিস্ময়ে কহিলেন "আমার কার্য্যে!"

স্বামী। হ্যাঁ তোমারই কার্য্যে,—তুমি কি অমূল্যকে ভাল বাসিযাছ ?—

মহামায়ার মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কি বলিবেন ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না, আকুলনয়নে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

স্বামী। মা, কাঁদিও না, ভাবে বোধ হয় তুমি তাহাকে ভাল বাসিয়াছ, সে দোষ তোমার নয়, আমার কপালের।

মহামায়ার হৃদয় আরও বিকলিত হইল, মনে হইল পিতা তাঁহার সম্বন্ধে কি ভীষণ কথাই শুনাইবেন। কিন্তু স্বামী একটি কথাও না কহিয়া বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। মহামায়া উদ্বিগ্ন হৃদয়ে তাঁহাব সেই বিষণ্ণ বদন প্রতি একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

স্বামী তখন মহামায়ার দিকে তাকাইয়া বলিলেন "মা, আমার একটি অনুরোধ রাখিবে ?"

মহা। বলুন।

স্বামী। অমূল্যকে ভুলিতে পারিবে?

মহামায়া তাহার কোন উত্তর না দিয়া অধোবদনে রহিলেন।

স্বামী। যদি তাহা নিতান্তই না পার, তবে তাহার আশা জন্মের মত তোমায় ত্যাগ করিতে হইবে।

মহামায়া সজল চক্ষে কহিলেন "এত সামান্য কথা।"

স্বামী সাহ্লাদে কহিলেন "কথা সামান্য নয়, তবে আমার কন্যার উপযুক্ত কথা বটে।"

মহামায়া স্পন্দন-রহিত চক্ষে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

স্বামী স্নেহভরে মহামায়াকে বক্ষে ধারণ করিলেন, মহামায়া অঝোরে কাঁদিয়া স্বীয় হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু স্বামীর চক্ষে বিন্দুমাত্রও জল দেখা দিল না। তিনি নানা প্রকার মধুর বাক্যে শোক সন্তাপিনী মহামায়াকে কতক পরিমাণে সান্ত্বনা করিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

আহারাদির পর স্বামী কহিলেন "এখানে আর থাকা হইবে না।"

তখন মহামায়া ভাবিতেছিলেন, আজি অমূল্য আসিলে সকল কথা তাঁহাকে বলিবেন এবং তিনি কি বলেন তাহা শুনিবেন; কিন্তু স্বামী বলিলেন "তোমার কি কি লইবে লও।"

মহা। কেন?

স্বামী। যাইবে না?

মহা। আজ্‌ই?

স্বামী। এখনই।

মহামায়া আর একটীও কথা না কহিয়া তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। মহামায়া দেখিলেন দ্বারদেশে শিবিকা, তিনি তাহাতে আরোহণ করিলেন। স্বামী শিবিকার অনুসরণ করিলেন, বাটীতে চাবি পড়িল।

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### পীড়া।

এই নিরুদ্দেশ বার্ত্তা পাইয়া অমূল্যের মহা পীড়া হইল। এক সপ্তাহ পরে অমূল্যের জ্ঞানের সঞ্চার হইল,—চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রভাবতী ও মাতা দুর্গাবতী উপবিষ্টা। উভয়েরই নয়ন সজল। অমূল্যকে চক্ষু চাহিতে দেখিয়া দুর্গাবতী সজল চক্ষে বলিলেন "বাবা, বাবা অমূল্য" তাঁহার আর কথা বাহির হইল না। চক্ষু সজল হইল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

অমূল্য আকুল ভাবে কহিলেন "কেন মা, কি হয়েছে?"

দুর্গাবতী বসনাঞ্চলে স্বীয় বামচক্ষু মর্দ্দন করিতে করিতে কহিলেন "আজ সাত দিন তোমার চাঁদ মুখের কথা শুনিনি, বাবা আমাতে কি আর আমি ছিলাম।"

তখন অমূল্য বুঝিলেন যে তিনি অজ্ঞান অচৈতন্য ভাবে ছিলেন, মনে হইল "এত দিন মহামায়া কোথায় গিয়াছে তাহার স্থির কি, আর আমার মহামায়া দেখা হইল না।"

অমূল্যর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইল।

দুর্গা। কেন বাবা, ষাট্।

অমূল্য পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, প্রভাবতীর দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। প্রভাবতী অনেক কষ্টে এ যাতনা সহ্য করিলেন,—চক্ষুজল সম্বরণ করিলেন।

এমন সময়ে সেই কক্ষ মধ্যে ইংরাজ ডাক্তারের সহিত সর্ব্বানন্দ প্রবেশ করিলেন, তিনি অমূল্যর জ্ঞানের বিকাশ হইয়াছে দেখিয়া সহর্ষে কহিলেন "কেমন আছ বাপ্?"

অমূল্য। ভাল আছি।

ডাক্তার সাহেব অনেকক্ষণ মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরীক্ষার পর বলিলেন "আর কোন ভয় নাই।

দুর্গা। দেখিবেন, উঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবেন, আর আমার কেহ নাই, উঁহাকে নিয়েই আছি।

দুর্গাবতী অঞ্চল হইতে চক্ষের জল মুছিলেন, তাঁহারও চক্ষে জল আসিল।

এমন সময়ে প্রভাবতীর পিতামহী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "সাহেব, তুমি আমার অমূল্যকে ভাল করে দাও, আমি তোমায় হাজার টাকা সন্দেশ খেতে দেব, আহা, আমার প্রভার আর শরীর নেই।"

বৃদ্ধা চক্ষের জল মুছিলেন।

ডাক্তার সাহেব এই কয় দিনে সকল বিষয় শুনিয়া ছিলেন, তিনি প্রভাবতীর দিকে ফিরিয়া অস্ফুটস্বরে কহিলেন "Ah! she has suffered much—poor little creature!"

কথাটি অমূল্যের কাণে গেল, তিনি আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ডাক্তার অমূল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কোন কষ্ট হইতেছে কি?"

অমূল্য। না, কিন্তু আমি কবে বেড়াইতে পারিব বলিতে পারেন?

ডাক্তার সাহেব মৃদু হাসিয়া বলিলেন "এখনি! আরও ১০।১৫ দিন যাক।"

অমূল্যর বদন বিবর্ণ হইল, মনে করিলেন হয়ত পীড়িতাবস্থায় তিনি সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন, আবার সে চিন্তা দূর করিয়া বিমর্ষ ভাবে অস্ফুটস্বরে বলিলেন "১০।১৫ দিন!"

ডাক্তার। হাঁ।

ডাক্তার সাহেব ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলেন। অমূল্যর পীড়া দিন দিন ক্রমে ক্রমে সারিতে লাগিল, সর্ব্বানন্দ ও দুর্গাবতীর আনন্দের পরিসীমা নাই, তাঁহারা ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিলেন। প্রভাবতীর বড় আনন্দ, তাঁহার মুখে আবার হাসি দেখা দিল, সে হাসি দেখিয়া তাঁহার পিতামহীর প্রাণ জুড়াইল।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### অমূল্য ও প্রভাবতী।

অমূল্য এখন বেশ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বড় দুর্ব্বল।—সন্ধ্যার কিঞ্চিত পূর্ব্বে তিনি দ্বিতলের ছাদে একাকী বেড়াইতেছেন, এমন সময়

তথায় সহসা প্রভাবতী উপস্থিত হইলেন। প্রভাবতীর আর এখন কোন পীড়া নাই—তাঁহার শরীর বেশ সবল হইয়াছে,—সেই মনোহর বর্ণ বসন ফুটিয়া বাহির হইতেছে, বদনের মনোহর ভাব চক্ষু নাসা কর্ণ ওষ্ঠ প্রভৃতির অতুল শোভায় সুশোভিত, তাহাতে আবার মধুর যৌবনের আবির্ভাব!

অমূল্য এতদিনের পর স্বইচ্ছায় প্রভাবতীকে নিকটে ডাকিলেন। প্রভাবতী আসিলেন।

অমূল্য। প্রভা, তোমার সহিত আমার গুটিকত কথা আছে।

প্রভা। কি কথা?

অমূল্য। শোন,—তুমি এখন বালিকা নও, আশা করি কথাগুলি ভাল করে শুন্‌বে।

প্রভা। এতদিন একদিনের জন্যও ত তুমি আমার সঙ্গে ভাল করে কথা কওনি, তোমার কি হয়েছে? আমার মাথা খাও, আমায় সব বল।

অমূল্য। তাই বল্‌তেই তোমায় ডেকেছি।

প্রভা। এই। তা এর জন্যে এত কথা কেন?

অমূল্য। প্রভা তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আচ্ছা তুমি থেকে থেকে ওকথা জিজ্ঞাসা কর কেন?

অমূল্য। কেন করি—

অমূল্যর চক্ষে জল আসিল। প্রভাবতী বিস্মিত হইয়া কহিলেন "একি তুমি কাঁদচ।"

অমূল্য। না।

প্রভা। তোমার এক চোক জল, তবু বল্‌চ কাঁদিনি!

অমূল্য। হাঁ আমি কাঁদ্‌চি।

প্রভা। কেন?

অমূল্য। তোমার সে কথা শুনে কাজ নাই।

প্রভা। কি জন্য?

অমূল্য। শুন্‌লে হয়ত তুমি ও কাঁদ্‌বে?

প্রভা। হয় ত,—তবে কাঁদ্‌বো কি না তার ঠিক নেই। আমি বলছি আমি কাঁদ্‌বো না, তুমি বল।

অমূল্য। না প্রভা, তোমার মন মান্‌বে না, তুমি না কেঁদে থাক্‌তে পার্‌বে না।

প্রভাবতী ক্ষণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "না ভাই, কথা শুনে আমার চোকে জল আন্‌বে এমন কোন কথা আছে বলেত আমার স্মরণ হয় না।"

অমূল্য। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি বল্‌বে?

প্রভা। বল্‌বো।

অমূল্য। তুমি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আবার ঐ কথা?

অমূল্য। আচ্ছা কেন ভালবাস?

প্রভা। কেন তা জানিনে।

অমূল্য। আমায় বিয়ে করবে?

প্রভাবতী অধোবদন হইলেন, কোন কথা কহিলেন না।

অমূল্য। আমি যদি তোমায় ভাল না বাসি তা হলেও কি আমায় ভালবাস?

প্রভা। আমার যদি দাদা থাক্‌তেন আর তিনি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তেন, তা হলে কি তাঁকে আমি ভাল বাস্‌তাম না।

অমূল্য। কথাটা কি সত্য?

প্রভা। তোমার প্রভা মিথ্যে জানে না।

অমূল্য। আচ্ছা আমি যদি আর কাকেও বিয়ে করি।

প্রভা। বেশত, তা হলে আমরা দুজনে রোজ বিস্তি খেলি।

অমূল্য। আমি উপহাস করিনি।

প্রভাবতী গম্ভীর ভাবে বলিলেন "তুমি ত আমার উপহাসের পাত্র নও।"

অমূল্য। তবে শোন প্রভা, আমি আর একজনকে বিবাহ কর্‌তে স্থির করেছি।

প্রভা। কাকে?

অমূল্য। যদি ঈশ্বর দিন দেন তবে শুন্‌বে।

প্রভা। আমায় বলবে না?

অমূল্য। তুমি যদি শুন্‌তে পার, তা হলে কেন বলব না।

প্রভা। কেন, শুন্‌লে কি আমার হিংসে হবে?

অমূল্য। কষ্টওত হতে পারে।

প্রভা। তুমিত জান আমি তোমায় ভালবাসি।

অমূল্য। সেটা ভুলে যাও।

প্রভা। ছি তোমার এমন মন!

অমূল্য। কেন?

প্রভা। আমি তোমায় কি বল্‌লাম, আর তুমি কি বুঝ্‌লে?

অমূল্য। কি বল্‌লে?

প্রভা। যে যাকে ভালবাসে সে তার ভাল দেখে যদি সুখী না হতে পারে, তবে আর সে ভালবাসা কি?

অমূল্য বিস্মিত হইয়া প্রভাবতীর ঈষৎ রক্তাভ বদন প্রতি তাকাইলেন।

প্রভাবতী বলিলেন, "এ কথা জেঠা মশায় জানেন?"

অমূল্য। না।

প্রভা। জেঠাই মা?

অমূল্য। না।

প্রভা। কেন বলনি?

অমূল্য। বল্‌বার সময় হয় নি।

প্রভা। আমি বল্‌বো?

অমূল্য। বলো।

প্রভা। কবে বিবাহের দিন স্থির করেছ?

অমূল্য। বিবাহ হবে কিনা জানিনে, যদি হয় তা হলে সবই শুন্‌বে, নইলে আর কাকেও বিবাহ কর্‌বো না।

প্রভা। তবে কি তাঁকে পাবার আশা কম?

অমূল্য। বড় কম।

প্রভা। তবে এখন একথা যেন কেউ শোনেন্ না, বিশেষতঃ জেঠা মশায়।

অমূল্য। কেন প্রভা?

প্রভা। আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হলে, পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবেন। এটা তাঁর বড় আশা। দেনায় তাঁর মন বড় ব্যাকুল হয়েছে।

অমূল্য। মিছে আশায় থেকে ফল?

প্রভাবতী বিষাদের একটু মধুর হাসি হাসিয়া কহিলেন, "মিছে সত্তি তুমি কিসে জানলে?"

অমূল্যর বদন গম্ভীর হইল, বলিলেন, "প্রভা, আমিত পূর্ব্বেই বলেছি যে, তার সঙ্গে বিয়ে না হলে আর কাকেও বিয়ে করবো না।"

প্রভা। তুমি কি মনে করেছ যে, আমি সেই আশায় বুক বেঁধেছি। ছি তা মনে করো না,—তুমি যে আমার দাদা হও, দুদিন বিবাহের সম্বন্ধ হয়ে ছিল বলে সে সম্বন্ধ ঘুচ্‌তে পারে না।" আর সম্বন্ধের স্থির আছে কি, কত হয় কত যায়।

অমূল্য। তোমার মনে ক্লেশ হবে না?

প্রভা। তুমি বিবাহ করে সুখী হবে বলে?

অমূল্য গম্ভীর স্বরে কহিলেন "না।"

প্রভা। তবে কি?—আমার সঙ্গে বিবাহ হল না বলে?

অমূল্য। হঁ্যা।

প্রভা। কিছু মাত্র না।

অমূল্য। আমায় আর ভাল বাস্‌বে না?

প্রভা। কেন বাস্‌ব না।

অমূল্য। এই ভাব থাক্‌বে।

প্রভা। চিরকাল।

অমূল্য বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে প্রভার বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, দেখিলেন চক্ষের ভাব ঠিক পূর্ব্বমত, বিন্দু মাত্র বিকৃত হয় নাই। ভাবিলেন— প্রভাবতী দেবী।

---

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### সিপাহি সমর।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সিপাহীদিগের সহিত ইংরাজের মহাসমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। সিপাহীগণ দিল্লী দখল করিয়াছে,

ইংরাজকুল ভয়ে সশঙ্কিত। ধন সম্ভ্রম মান প্রাণ লইয়া সকলেই ব্যতিব্যস্ত। অমূল্য দেখিলেন এ সময় সহরের মধ্যে থাকা যুক্তি সঙ্গত নহে, সুতরাং সহরের বাহিরে বাসার ঠিক করিয়া রাখিলেন, আবশ্যক মতে তথায় যাইবেন। পীড়া হওয়ার পরই অমূল্য চাকরীতে জবাব দেন, চাকরী থাকিলে এই আশঙ্কার সময় কি দুর্গাবতী বাঁচিতেন। আর কিছু দিবস পরে হইলে অমূল্য চাকরী ছাড়িতে পারিতেন না। তাঁহার ইস্তফা না মঞ্জুর হইত, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পূর্ব্বে আবেদন করায় তাহা গ্রাহ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই সুযোগে অমূল্য ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন, কিন্তু মনের উদ্বেগ গেল না, বিষয় উদ্ধারের চিন্তা আরও বলবতী হইল, আশা ভরসা ত নির্ম্মূল হইল। লোকে বলিল এ সময়ে অমূল্যর চাকরী থাকিলে কি আর দেনা শোধের ভাবনা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত সৌভাগ্য ক্রমে চাকরীটী নাই বলিয়া দুর্গাবতী ঈশ্বরকে আজ কতই ধন্যবাদ দিতেছেন।

যমুনা গোপিনীকে আপনাদের স্মরণ আছে কি? তাহার মাতা এখনও অমূল্যদের বাটিতে দুগ্ধ দেয়, সে নিজে আর আসে না। দুর্গাবতী তাহাকে আসিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও আসে না, কচিৎ এক আধবার আসে, তাও আবার দুধ দিতে নয়,—দেখা করিতে, তাহাও গোপনে। অমূল্য না টের পান এমন ভাবে।

যমুনা আজি প্রাতে আসিয়া সশঙ্কিত চিত্তে দুর্গাবতীকে বলিল "আপনারা আর সহরের মধ্যে থাকিবেন না।"

দুর্গা। কেন?

যমুনা। শুনিতে পাই দুই এক দিন মধ্যে এখানে লড়াই বাধ্‌বে।

দুর্গাবতী ভীতা হইলেন, অমূল্যকে তৎক্ষণাৎ ডাকাইয়া এ সংবাদ দিলেন। অমূল্য আর কাল বিলম্ব না করিয়া নূতন বাসায় যাইবার আয়োজন করিতে চলিলেন। যমুনা কুমারীও চলিয়া গেল।

অমূল্য সমস্ত আয়োজন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কুটিল সিংহের দুর্জ্জয় কামান গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে মহা হুলস্থুল বাধিয়া গেল। ইংরাজের রণবাদ্য, কোলাহল, সিপাহিদিগের জয়োল্লাসে মিশ্রিত হইয়া এক ভীতিপ্রদ ভাব ধারণ করিল। সকলেই সশঙ্কিত, চতুর্দ্দিকে

ছুটা ছুটি হুড়া হুড়ি—অমূল্য মহা বিপদে পড়িলেন, কি করিয়া বাসায় যাইবেন, তাঁহাদিগের উপায়ই বা কি করিবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। সম্মুখে মহা সমর, যাইবার পথ নাই, অমূল্য অনেকক্ষণ—একটি বৃক্ষপার্শ্বে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরেই ইংরাজসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। অসুরাবতার সিপাহিগণ দ্বিগুণ উৎসাহে দ্বিগুণ তেজে তাহাদের অনুধাবন করিল। তখন অমূল্য সেই রণভঙ্গস্থল—মহাশ্মশানের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলেন। কত প্রাণশূন্য কায়া রুধির ধারায় প্লাবিত। তিনি বিষণ্ণ হৃদয়ে সেই সকল দেখিতে দেখিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে চলিলেন। চলিতে চলিতে,—দেখিলেন তাহাদের মধ্যে দুই একটি তখনও জীবিত আছে, চক্ষু চহিয়া দেখিতেছে কাহারও চক্ষে বারি ধারা, কাহারও বা চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। অমূল্য যে এই মহা শ্মশান দিয়া একাকী চলিতেছেন, তাহা নহে। কত লোকে কত দিকে ছুটিতেছে। অমূল্য শুনিলেন,—সেই মহা শ্মশানের মহারব ভেদ করিয়া উচ্চে একটি কণ্ঠস্বর উঠিতেছে। জানিলেন এ সেই পরিচিত যুবার সুপরিচিত কণ্ঠস্বর। প্রথমে অমূল্য বিস্মিত হইলেন; তাহার পর অনন্য মনস্ক হইয়া সেই গান শুনিতে শুনিতে চলিলেন। সেই কম্পিত কণ্ঠের স্বর আজি যেন বড়ই মধুর, বড়ই মর্ম্মভেদী। চারিদিকের আর্ত্তনাদের অস্ফুটধ্বনি, ত্রস্তজনগণের পদশব্দ, দূরাগত কামানের গর্জ্জন, দূরাগত সিপাহি সৈন্যের বিজয় হুঙ্কার, সকল আচ্ছন্ন করিয়া পরিস্কার তীব্র কণ্ঠস্বর উঠিতেছে; সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে, অদৃশ্য যুবা কবির সুরে গাইতেছে—

(চিতেন।)

"দৈব যোগে যদি প্রাণনাথ, হলো এপথে আগমন।
কও কথা, একবার কও কথা, তোল ও বিধু বদন॥
পীরিত ভেঙেছে ভেঙেছে তায় লজ্জা কি,
এমন প্রেম ভাঙাভাঙি অনেকের দেখি।
আমার কপালে নাই সুখ, বিধাতা হলো বিমুখ,
আমি সাগর ছেঁচে কিছু মাণিক পাবনা।

(মহড়া।)

দাঁড়াও দাঁড়াও প্রাণনাথ, বদন ঢেকে যেওনা।

তোমায় ভাল বাসি তাই, চোখের দেখা দেখ্‌তে চাই,
কিছু থাক থাক বলে ধরে রাখবো না ॥
তুমি যাতে ভাল থাক সেই ভালো, গেল গেল বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল,
সদা বিরাগে কর ভর, আমিতো ভাবিনে পর,
তুমি চক্ষু মুদে আমায় দুঃখ দিওনা।"

অমূল্য মহাশ্মশান মধ্যে এই অপূর্ব্ব গীত শ্রবণ করিয়া, ব্যাকুল বিহ্বলচিত্তে বিপথে যাইতে ছিলেন, এমন সময়ে একজন আহত ইংরাজ সৈন্য অমূল্যকে লক্ষ্য করিয়া বল্লম তুলিল। সে আঘাতে অমূল্যর জীবনের আশা থাকিত না,—কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে একটী যুবা সেই দ্রুতগামী বল্লমের মুখে আসিয়া পড়িল। বল্লম তাহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। সেই মুমূর্ষ প্রায় ইংরাজ 'হুরে' করিয়া উঠিল। সে ধ্বনি অমূল্যর কর্ণে পশিল। তিনি দেখিলেন—সর্ব্বনাশ। সেই সুন্দর যুবা পুরুষের বক্ষে বল্লম বিদ্ধ হইয়াছে। অমূল্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহায়তায় আসিলেন, বক্ষস্থিত বল্লম টানিয়া বাহির করিলেন, ঘোরতর শোণিত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল।

যুবক বলিল "এস্থানে দাঁড়াইবেন না এ বল্লম আপনারই প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিল।"

অমূল্য। আমার প্রতি ?

যুবক। হাঁ—চলুন, বলিতেছি।

অমূল্য। তুমি চলিতে পারিবে ?

যুবক। আপনার স্কন্ধে ভর দিয়া যাইব।

যুবক তাহাই করিলেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কতক দূর একটি নির্জ্জন স্থানে গিয়া যুবক বলিলেন "আর আমার চলিবার শক্তি নাই, এখানে বসুন।"

অমূল্য যুবককে লইয়া বসিলেন।

যুবক বলিল,—"আপনার কোলে শুই।"

অমূল্য কোল পাতিয়া দিলেন।

যুবক অমূল্যের ক্রোড়ে শয়ন করিলে অমূল্য বলিলেন "তুমি এ দিকে কোথায় যাচ্ছিলে ?"

যুবক। আপনার সঙ্গে।

অমূল্য। কই আমি ত দেখতে পাই নাই।

যুবক। না দেখ্‌লে কি করে দেখাব।

অমূল্য। কেন যাচ্ছিলে ?

যুবক। গান শোনাতে, শুনিতে পান নাই ?

অমূল্য। এ কি গানের সময় ?

যুবক। গানের আবার সময় অসময় আছে নাকি ?

অমূল্য। তোমার বুকে বল্লম লাগ্‌লো কি করে ?

যুবক। ইংরাজ আপনাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়লে তাই দেখে।

অমূল্য। না হয় আমি মরিতাম, আমার জন্য তুমি মরিলে !

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল—"একজন মানুষের প্রাণ রক্ষায় কি কোন ফল নাই ?"

অমূল্য যুবকের প্রতি একটী স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, বলিলেন—"আপনার প্রাণ বড় না পরের প্রাণ বড়।"

যুবক ঈষৎ চঞ্চল নয়নে বলিলেন "আমি বড় না তুমি বড় !"

অমূল্য। তুমি হয় পাগল, নয় দেবতা।

যুবক এইবার মৃদু হাসি হাসিয়া কহিল, "দেবতা নয় পাগল বটে। না হলে কি আমি সাগর ছেঁচে মাণিক তুলিতে যাই।" বলিতে বলিতে যুবা কাঁদিয়া ফেলিল।

অল্পক্ষণ পরে যুবকের অধরপ্রান্তে আবার যেন ঈষৎ হাসি ডুবিয়া ডুবিয়া দেখা দিল। যুবক বলিল,—"দেখুন, আমার মাথার পাগড়ীতে একটী কাগজ আছে, সেখানি আপনি লইবেন,—আমি সে কাগজখানি আপনাকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিলাম। মনে করিয়াছিলাম অবসর পাইলেই দিব, কিন্তু দিই দিই করিয়া আজিও দেওয়া হয় নাই।"

অমূল্য। কি কাগজ ?

যুবক। এখনি দেখিতে পাইবেন।

অমূল্য আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। পাগড়ি হইতে যেমন পত্র বাহির করিতে যাইবেন, অমনি পাগড়ি খুলিয়া পড়িল, কুণ্ডলীকৃত কাল ভুজঙ্গিনীর মত বেণীবদ্ধ কেশরাশি তাঁহার কোলে ছড়াইয়া পড়িল।

অমূল্য চকিত, বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"তুমি স্ত্রীলোক।"

তখন মুমূর্ষুর বক্ষে কি এক তরঙ্গ হঠাৎ খেলাইয়া উঠিল। সে মৃদুস্বরে বলিল,—"আমি যমুনা।"

অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক ভাবে মাথার বেণীগুলি কপাল হইতে সরাইয়া দিলেন। বলিলেন,—"যমুনা, তোমার অন্তিমকাল উপস্থিত, তুমি স্বর্গে চলিলে; আমায় ভালবাসিতে, বল, এখন আমি কি করিব।"

যমুনা মৃদু অথচ পরিষ্কার কণ্ঠে গাহিতে লাগিল—

(চিতেন।)

"নির্জ্জনে এমন, না পাব দরশন,
যায় নিশি যাক, জানুক গুরুজন,
তাহাতে নাহি খেদিতো, শুন ওহে ব্রজনাথো,
ও বংশীর গুণ কতো, বিশেষ শুনাও।

(মহড়া।)

শ্যাম তিলেক দাঁড়াও, হেরি চিকণ কালবরণে,
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও,
সাধ মম বহু দিনের, আজ পেয়েছি অঙ্গনে
চন্দ্রাননে হাসি হাসি বাঁশীটী বাজাও।

(অন্তরা।)

শ্যাম শুন শুন, যাও কেন রাখহে বচন,
তোমার বাঁশীর গান আমি করিব শ্রবণ,

(পর চিতেন।)

কোন্ রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি হে, কুলবতীর মন,
কুল সহিতে হে করিলে হরণ।
কোন রন্ধ্রে পূরে ধ্বনি, রাধায় কর উদাসিনী,
সাক্ষাতে বাজাও শুনি, আমার মাথা খাও।
শ্যাম তিলেক দাঁড়াও—"

গান থামিল;—যমুনা সতৃষ্ণনয়নে, স্থিরদৃষ্টিতে অমূল্যের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল, অমূল্য বিষণ্ণভাবে বলিলেন,—"কেন যমুনা আমি ত কোথাও যাই নাই।" যমুনা তেমনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ধীরে ধীরে যেমন সন্ধ্যার সময় মল্লিকা ফুল ফুটে, তেমনই হাসি হাসিল। অমূল্যের স্কন্ধে ধীরে ধীরে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিল। অস্তগামী সূর্য্যের ছবির মত সেই মুখপ্রভা ধীরে ধীরে মুখেই মিলাইয়া গেল, যমুনা তখনও তেমনই চাহিয়া আছে, কিন্তু সকলই ফুরাইয়াছে।

অমূল্য পত্রখানি বক্ষকক্ষে যত্নে রাখিয়া ধীরে ধীরে সেই কেশরাশি মণ্ডিত মস্তক দূর্ব্বাদলে স্থাপন করিলেন। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে মৃতসৎকারের চেষ্টায় চলিলেন। তখনও ইংরাজের কামান দূরে গর্জ্জন করিতেছে।

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### পত্র।

অমূল্য যমুনার শব সৎকারের যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া পথিপার্শ্বে একটী নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া যমুনা যে পত্রখানি দিয়াছিল, তাহা পড়িবার উদ্যোগ করিলেন। প্রথমেই পত্রের শেষভাগে নাম দেখিলেন,

"মহামায়া দেবী।"

চক্ষুঃ বাষ্পাকুল হইল; পদতলে কেমন একরূপ ঝণ্ ঝুনু হইতে লাগিল। বসিয়া পড়িলেন। রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়া রুমাল দিয়াই বাতাস খাইতে লাগিলেন;—ক্রমে সুস্থ হইয়া পাঠ করিলেন।

"স্বস্তি! সকলের প্রণয় আলয়!

এই পত্রবাহক—যুবক নহে, যমুনা! যমুনা যখন আপনার নিকট আত্ম পরিচয় দেয় নাই, এত গান শুনায়, আপনি টের পান নাই, তখন আমার ইহা প্রকাশ করা ভাল হইল কি? ভালই হউক, মন্দই হউক, কাজটী স্বেচ্ছাচার মত হইল, আপনি বিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। যমুনা আপন ইচ্ছায় পাগল হইয়াছিল, এখন অনিচ্ছায় তাহাই দাঁড়াইল। আবার ইদানী তাহার হাসি খুসি বড় বাড়িয়াছে, কবে কি করিবে, বলিতে পারিনা। আমি

কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব, তাই আপনাকে এই পত্র লিখিলাম। যখন দেশে থাকিবেন, প্রত্যহ একদণ্ড তাহার গান শুনিতে পারিবেন নাকি? আপনাকে দেখিয়া, দুটা গান শুনাইয়া তাহার সুখ, এ সুখের হন্তা হইবার আপনার আবশ্যক আছে কি?

যমুনার কাছে প্রভাবতীর বার্ত্তা পাইয়াছি। হয়ত প্রভাবতী, আপন মন না জানিয়া হৃদয়ে তুষানল পুষিতেছে। কে জানে কবে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে! আপনি ভগবানের অনুগৃহীত! প্রভাবতীকে তাহার পিতামহীকে রক্ষা করুন, আপনার পিতৃদেবের মুখের দিকে দেখুন, আপনাদের সংসারের জঞ্জাল দূর করুন। আপনি পুরুষ, নারী হৃদয় জানেন না, তাই প্রভাবতী যে সংসারের কি অমূল্য নিধি তাহা বুঝিতে পারেন নাই, প্রভা যমুনার দ্বারা আমার সন্ধান লইতেছেন, আপনার সহিত বিবাহ দিবার জন্য। কিন্তু আপনি কি অজ্ঞান, আমার আশা ত্যাগ করুন, জন্মদুঃখিনী প্রভাবতীকে বিবাহ করিয়া সকলকে সুখী করুন।

আমি সন্ন্যাসীর কন্যা; আজন্ম সন্ন্যাসিনী। পরম স্বামীর আরাধনায় পিতৃদেব আমাকে নিয়োগ করিয়াছেন। নিভৃতে আমরা বাস করিতেছি। কেহই আমাদের সন্ধান জানেন না, সুতরাং আপনি বৃথা আর আমাদের অনুসন্ধান করিবেন না। আপনার বিবাহের রাত্রিতে আমি মঙ্গলাচরণের জন্য স্বয়ং আপনার নিকট উপস্থিত হইব।

যমুনার গান শুনিবেন, গম্ভীরা প্রভাবতীকে গাহিতে শিখাইবেন, আমার আশা ত্যাগ করিবেন,—আমার অনুসন্ধান বৃথা। যমুনার নিকট সে বার্ত্তা পাইবেন না। তাহাকে পীড়াপীড়িও করিবেন না। এই পত্র দিয়া যমুনা দেশ ত্যাগিনী হইতে পারে, সে যাহাতে স্বদেশে থাকে তাহা করিতে পারিবেন নাকি?

## মহামায়া দেবী।

"যমুনার গান শুনিবেন" এইখানে অমূল্য কাঁদিয়া ফেলিলেন। যমুনার শেষ গান তখনও তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইতেছিল। "আমি কিন্তু নিমিত্তের ভাগিনী হইব" তবে আর তুমি "আজন্ম সন্ন্যাসিনী" কৈ? তোমার মনে

পাপ আছে। ভালবাসা—পাপ? পাপ বৈ কি? নহিলে ভালবাসিলে এত ভুগিতে হয় কেন?”

অমূল্য ভাবিতে ভাবিতে স্বগৃহাভিমুখে দ্রুত পদে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার বাম হস্তে একটী গুলি আসিয়া লাগিল, তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, অজস্র শোণিত স্রাব হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পতিত হইলেন।

ক্ষণেক পরে তথায় একটি লোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন অমূল্যর তখনও অল্প অল্প নিশ্বাস পতন হইতেছে—কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই—তিনি অমূল্যের চাদর দ্বারা ক্ষতস্থানে উত্তম করিয়া বন্ধন করিয়া তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া চলিলেন। কিছুক্ষণ পরে মৃতপ্রায় অমূল্যসহ সর্ব্বানন্দের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

সর্ব্বানন্দ অমূল্যকে এতাদৃশ অবস্থায় দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন “এ কি?”

আগন্তুক অমূল্যকে যে অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বিবৃত করিলেন, বলিলেন, “আমি তাঁহাকে চিনিতাম, সুতরাং আপনার নিকট আনিলাম।”

সর্ব্বানন্দ অশ্রু নেত্রে গদগদ স্বরে তাহাকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বাটীর মধ্যে ক্রন্দনের মহা রোল পড়িয়া গেল। লোকটি চলিয়া গেলেন, সর্ব্বানন্দ তাঁহাকে আর একটু অপেক্ষা করিতে অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তিনি তথা হইতে দ্রুত পদে রণ ক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পরে অন্যান্য আহতদিগের সাধ্যমত সেবা সুশ্রূষায় নিরত হইলেন।

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### জননী ও সন্তান।

অমূল্য অনেক চিকিৎসায়, অনেক সেবা সুশ্রূষায় এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু এখনও বড় দুর্ব্বল। আহারান্তে সকলে শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় দুর্গাবতী দেখিলেন অমূল্যরতন স্বীয় কক্ষে করকপোলিত হইয়া চিন্তা

মগ্ন। সেই শোণিত শূন্য পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডলে চিন্তার ঘোর মসিলেখা দর্শনে তাঁহাব প্রাণ আকুল হইল; তিনি বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া মনে মনে বলিলেন "ভগবান, এ হতভাগিনীকে একদণ্ডও সুখ দিতে নেই? দুধের ছেলে—ওর ভাবনা দেখিয়ে আমায় কি এতই কাঁদতে হয়?" দুর্গাবতী ক্ষণেক নিরব হইয়া একদৃষ্টে চিন্তামগ্ন প্রাণাধিক সন্তানের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটি উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, অমূল্য গাঢ় চিন্তায় মগ্ন থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, দুর্গাবতী বলিলেন "অমূল্য!"

অমূল্য চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "অ্যাঁ।"

দুর্গা। বাবা কি ভাবছ?

অমূল্য। না, এমন কিছু নয়।

দুর্গা। সে কি বাবা, আমি যখন তখন যে তোকে ভাব্‌তে দেখি—অমূল্য বল্, তুই কি ভাবিস্ তা আমায় বল।

অমূল্য একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া বলিলেন "অনেক দেনা পত্র আছে।"

দুর্গা। না অমূল্য, ও কথা নয়—

অমূল্য। আমাব মন কেমন উদাস হয়েছে।

দুর্গা। কেন?

অমূল্য। কোন বিশেষ কারণ ত দেখ্‌তে পাইনা।

দুর্গাবতী চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমি তোর ওকথা শুন্‌তে আসিনি, ওকথা শুন্‌বো না, আমায় সত্য কথা বল্—আব তোর শুক্‌নো মুখ দেখ্‌তে পারিনা।"

দুর্গাবতী আবার চক্ষেব জল মুছিলেন।

অমূল্য। মা, সে তো সুখের কথা নয়, সে কথা শুনে ত দুঃখ বই সুখ হবেনা।

দুর্গা। তোমার মুখে যদি হাসি না দেখি, তবে আর আমার কি সুখ? আমি কি তার কোন উপায় কর্‌তে পার্‌বো না।

অমূল্য। না মা, তা পার্‌বে না; পার্‌লে বল্‌তাম।

দুর্গা। অমূল্য, মায়ের প্রাণ যে কি রকম তা তুই জানিস না, বুক চিরে রক্ত দিলেও যদি ছেলে সুখী হয়, মা তাও দিতে পারে।

এতক্ষণে অমূল্যর চক্ষে জল আসিল, বলিলেন "আজ নয়, কাল বলিব।"

দুর্গাবতী একবার অমূল্যর বদনের দিকে তাকাইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। কক্ষান্তরে যাইয়া দেখেন প্রভাবতী দণ্ডায়মানা। বলিলেন "দিদি কেমন আছেন ?"

প্রভা। ভাল নয়।

দুর্গা। চল তাঁকে দেখিগে।

উভয়ে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রভাবতীর পিতামহীর কক্ষে গমন করিলেন। তাঁহার আজি এক সপ্তাহ হইল অত্যন্ত পীড়া হইয়াছে।

---

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### দুর্গাবতী ও প্রভাবতী।

প্রভাবতীর পিতামহীর পীড়া ক্রমশ সাংঘাতিক ভাব ধারণ করিল, অতি অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রাণসমা প্রভাবতীকে ইহ সংসারে, এই অনন্ত বিস্তৃত অন্তঃসার শূন্য স্বার্থপর সংসারে,—একাকিনী রাখিয়া অনন্ত কালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই বিশাল কাল সমুদ্রে আর একটি জলবুদ্বুদ জলে মিশাইল!

মানব আপনার লোক্‌কে সুখে আছে দেখিয়া সুখে মরিতে পারে, কিন্তু দুঃখে থাকিতে দেখিয়া, মরিতে বড় কষ্ট হয়। নিয়তির কালচক্রে জাগতিক সকল বস্তু, সকল প্রাণী অহর্নিশি ঘুরিতেছে, সেই চঞ্চল পরিবর্ত্তন হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই—সে কাহারও মুখ চাহে না, কাহার দিকে ফিরিয়া তাকায় না, আপন মনে আপনি ঘুরে, আর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আমূল পরিবর্ত্তনের সহিত আপন অজ্ঞাতে আপনা হইতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে।—সামান্য ক্ষুদ্র প্রাণী মনুষ্য কোন ছার! আজি সেই পরিবর্ত্তনে

প্রভাবতীর পিতামহীর একটি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইল, সে পরিবর্ত্তনের পরিনাম কি, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু তাহা আপাততঃ বড় ক্লেশকর; সে বিচ্ছেদে প্রভাবতীর হৃদয় দহিল, প্রাণ কাঁদিল। কিন্তু তাঁহার পিতামহী সুখে মরিলেন, প্রভাবতীর সহিত অমূল্যর বিবাহ হইবে, এ ধারণা তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় বদ্ধ মূল ছিল। তিনি মৃত্যুকালে প্রভাবতীকে সকলের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। এ দৃশ্যে সকলেরই চক্ষে জল আসিল, কিন্তু দুর্গাবতীর তুল্য কাহারও হৃদয় কাঁদিল না,—প্রভাবতীরও নয়!

বৃদ্ধার মৃত্যুর কিছু দিবস পরে এক দিন প্রভাবতী দুর্গাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "মা আর কেন, জেঠা মশায়কে এ সকল কথা বল, মহামায়ার ভাল করিয়া অনুসন্ধান করা হউক।"

দুর্গাবতীর চক্ষু সজল হইল, বলিলেন "প্রভা, আজ এ কথা কেন?—তাঁকে এ কথা বল্‌তে তুমি কতবার নিষেধ করেছ, কিন্তু আজ সহসা এ কথা কেন মা?"

প্রভা। ঠাকুরমার জন্যে বড় ভাবনা ছিল, তিনি এ কথা শুন্‌লে কি বাঁচতেন। তাই বল্‌তে নিষেধ করেছিলাম,—মা আর সহ্য হয় না, দাদার মলিন মুখ আর দেখা যায় না।

প্রভাবতীর দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। দুর্গাবতী বিস্মিত লোচনে প্রভাবতীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে কহিলেন "না প্রভা, আমি তা পার্‌বো না।"

প্রভা। কেন মা?

দুর্গা। তোমার মনে কষ্ট দেবো।

প্রভাবতীর কুঞ্চিত অধরপ্রান্তে বিষাদসূচক মৃদুহাসি দেখা দিল, বলিলেন "আমার কষ্ট হবে? না মা,—কখন না, আমি বড় সুখী হব।"

দুর্গাবতী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তথা হইতে কক্ষান্তরে যাইয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাবতী নিবিষ্ট চিত্তে গৃহকর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন, তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন বারিবিন্দুও পতিত হইল না।

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

### জানাজানি।

একদিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান, অমূল্য তাঁহার কিঞ্চিৎ পশ্চাতে অবস্থিত, এমন সময় একটী লোক জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়, অমূল্য কেমন আছে?"

সর্ব্বানন্দ। আছে ভাল।

এই কথা বলিয়া শশব্যস্তে অমূল্যের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "অমূল্য, ইনিই তোমার রক্ষাকর্ত্তা।"

অমূল্য দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন।' কিন্তু তাঁহার কথা ফুটিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া লোকটির পদতলে নিপতিত হইলেন; লোকটী নিত্যানন্দ স্বামী!

সর্ব্বানন্দ ও স্বামী উভয়ে অমূল্যকে গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার বদন-মণ্ডলে জল-সিঞ্চন করিতে লাগিলেন; অনেকক্ষণ পরে চক্ষু চাহিয়া অমূল্য সজল চক্ষে বলিলেন, "মহামায়া কেমন আছেন?"

স্বামী। আপাততঃ ভাল।

অমূল্য। আপাততঃ!

স্বামী। মধ্যে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল।

অমূল্য একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সর্ব্বানন্দ এ সকল কথোপকথনের কিছুই ভাব গ্রহণ করিতে পারিতে ছিলেন না। চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান ছিলেন; কেবল ভাবিতে ছিলেন "মহামায়া,—মহামায়া কে?"

অনেকক্ষণ পরে কতক কতক বুঝিতে পারিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "অমূল্য তুমি কি বলিতেছ, প্রভাবতী শুনিলে কি বলিবে?"

অমূল্য। প্রভাবতী একথা অনেক দিন হইতে জানে।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, বলিলেন "তবে এতদিন আমায় এ কথা বল নাই কেন?"

এমন সময় প্রভাবতী সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বামীকে গললগ্ন-

যত্নে প্রণাম করিয়া কহিলেন "দেব! ইহাঁর সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিন, এরূপ পবিত্র হৃদয় সংসারে দুর্লভ, আর মহামায়া সর্ব্বাংশে ইহাঁর উপযুক্তা।" পরে সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "এ বিবাহে আপনি আপত্তি করিবেন না।"

সর্ব্বা। সে কি প্রভা!

প্রভা। আশ্চর্য্যের কথা ইহাতে কি আছে?—আমার কথা ভাবিবেন না। আমি আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া সুখী হইতে পারিব।

সর্ব্বা। বিবাহ?

প্রভা। বিবাহ কি সকলের হয়?—এমন অনেক নারী আছেন যাঁরা চিরকুমারী—চির-যোগিনী। এ সোনার ভারতে তার ত অপ্রতুল নাই।

সর্ব্বা। তোমার কি সেই বয়স মা! তোমার অতুল বিষয় সম্পত্তি থাক্‌তে তুমি চির-যোগিনী হবে?

প্রভা। পঞ্চাশ হাজার টাকা আমি মহামায়াকে যৌতুক দিব।

স্বামীর চক্ষে জল আসিল; সর্ব্বানন্দের দিকে ফিরিয়া কহিলেন "প্রভাকে কিছু দিতে হইবে না, মহামায়ার পিতা মৃত্যুকালে আমার নিকট এক লক্ষ টাকা রাখিয়া গিয়াছেন—আমি সেই টাকা অমূল্যকে দিব।"

অমূল্য। মহামায়া আপনার কন্যা নন?

স্বামী। না, কিন্তু এ কথা যেন মহামায়া শুনেন না।

এই বলিয়া তাঁহার পিতৃকুলের পরিচয় দিলেন, তিনি এ সমস্ত তত্ত্ব প্রয়াগে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বানন্দের মন হাসিল,—তাঁহার বড় সাধের বিষয় রক্ষা হইল ভাবিয়া। কিন্তু প্রভাবতী—যে প্রভাবতীকে তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার হাতে সমর্পণ করিয়া হাসিমুখে স্বর্গে গিয়াছেন, সেই প্রভার কি করিলাম, এই ভাবিয়া দুঃখও হইল। প্রভাবতীই সর্ব্বাপেক্ষা আনন্দিতা হইলেন। অমূল্যের বহু দিনের আশার সুসার হইল, তাঁহার শুষ্ক বৃক্ষ মুঞ্জরিল।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### শুভ বিবাহ।

শুভদিনে শুভক্ষণে অমূল্যরতনের মহামায়ার সহিত বিবাহ হইল। অমূল্যর বিষাদ-মাখা বদন কমলে এতদিন পরে মধুর হাসি দেখা দিল। এ বিবাহে প্রভাবতীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই,—কিন্তু সর্ব্বানন্দ ও দুর্গাবতীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ উপজিল না; যদিও সন্তানের সুখ দেখিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু প্রভাবতীর অবস্থা ভাবিয়া তাঁহাদের কোমল হৃদয় অবিরত ব্যথিত হইতে লাগিল।

দুর্গাবতী অনেকবার প্রভাবতীকে বিবাহের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকৃত না হওয়ায় তিনি সে কথা আর উত্থাপন করিতে পারিলেন না। সর্ব্বানন্দ অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু প্রভাবতী কিছুতেই সম্মতা হইলেন না।

সর্ব্বানন্দ পুত্র ও পুত্র-বধূকে লইয়া বাঁকিপুরে যাইবার মনস্থ করিলেন, নিত্যানন্দ স্বামীকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে অনেক অনুরোধ করিলেন,— কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না। তবে বলিলেন যে মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মহামায়াও স্বামীকে অনেক বলিলেন, অনেক জিদ করিতে লাগিলেন। স্বামী অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকেও নিরস্ত করিলেন।

সর্ব্বানন্দের সপরিবারে বাঁকিপুর যাইবার পূর্ব্বদিন স্বামী তাঁহার গৃহে সমাগত। সর্ব্বানন্দ—স্বামীকে প্রভাবতীর নিকট তাঁহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। স্বামী প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা, তোমার বিবাহ করিতে অসম্মতি কেন?"

প্রভাবতী স্থির গম্ভীর ভাবে কহিলেন "পিতঃ! ভদ্রকুলনারীর বিবাহ কয়বার হয়?"

স্বামী। তোমার কি বিবাহ হইয়াছে?

প্রভা। আমি জানি মনে মনে আত্ম-সমর্পণের নামই বিবাহ।

স্বামী স্নেহভরে প্রভাবতীর কপোল চুম্বন করিয়া কহিলেন "প্রভা তুমিই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা সতী! এ জগতে তোমার তুলনা নাই।"

প্রভাবতী নিরুত্তর।

স্বামী আবার বলিতে লাগিলেন "প্রভা, এ সংসারে, ইহ জগতে একমাত্র

ঈশ্বর ব্যতীত আর আমার কেহই নাই—আমি বৈরাগী, মহামায়া সংসারী হইল, বড় সুখের কথা. মহামায়ার সুখ দেখিয়া যে আমি মহাসুখী হইয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমি আরও সুখী হইয়াছি, প্রভা, আমি তোমার পিতৃ সদৃশ, আমার মহামায়াও যে, তুমিও সে; প্রভাবতী, তুমি আমার আশ্রমে থাকিবে?"

প্রভা। থাকিব।

স্বামী প্রভাবতীর কথা সর্ব্বানন্দকে কহিলেন। সর্ব্বানন্দ অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। যাইবার সময় সর্ব্বানন্দ প্রভাবতীকে কহিলেন, "প্রভা, তোমার টাকা গুলি লও।"

প্রভা। পঞ্চাশ হাজার ত মহামায়ার।

সর্ব্বা। বাকি?

প্রভা। আপনার নিকট থাকুক। মহামায়ার সন্তানের পুত্র-বধূকে আমার হইয়া যৌতুক দিবেন।

সর্ব্বানন্দ অবাক্ হইলেন, প্রভাবতীর বদনভাব দেখিয়া কোন কথা কহিতে পারিলেন না; পার্শ্বে স্বামী দণ্ডায়মান ছিলেন; তিনি মনে মনে প্রভাবতীকে শত ধন্যবাদ দিলেন।

বিদায়কালে দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় আকুল হইল। এমন সময়ে স্বামী আসিয়া বলিলেন "আপনারা তৎপর যাত্রা করুন, সময় বহির্ভূত হয়।" অগত্যা এই হৃদয় বিদারী দৃশ্যের শেষ হইল, কিন্তু দুর্গাবতীর হৃদয়গত যাতনার শেষ হইল না; বোধ হয় ইহ জীবনে কখন হইবেও না। দুর্গাবতী প্রভাকে কন্যা-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, সে স্নেহ অকপট অকৃত্রিম।

স্বামী প্রভাবতীকে আপন আশ্রমে লইয়া গেলেন, অতি যত্নে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, স্বামীর উপদেশে তাঁহার মন সমধিক উন্নতি লাভ করিল, প্রভাবতী বিচিত্র বিশ্বানন্দে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলেন ও যোগ-শিক্ষা পরায়ণা হইলেন।

সর্ব্বানন্দের আশা ফলবতী হইল, তাঁহার স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার হইল, অমূল্যরতন মনের মত ভার্য্যা পাইলেন।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### প্রভাবতী ও স্বামী।

একদিন সন্ধ্যার সময় সর্ব্বানন্দ স্বামী কহিলেন "প্রভা, তোমায় মৃত্যুর সুখ বুঝাইয়াছি, এখন বোধ করি আমার সহসা মৃত্যু হইলে তুমি বে না।"

প্রভা। কাঁদিতে ইচ্ছা হয়না বটে, কিন্তু না কাঁদিয়া কি থাকা যায়।

স্বামী। তবে বোধ হয় কাঁদিবে।

প্রভা। এখন তাহা বলিতে পারিনা, সম্ভবতঃ কাঁদিব না।

স্বামী। আত্মাব পরিণাম সুখকর তাহা বোধ হয় জান।

প্রভা। সেইজন্তই ত বলিতেছি, যে সম্ভবতঃ কাঁদিব না।

স্বামী। যোগাভ্যাস ব্যতীত বোধ হয় এ ধারণা হইত না।

প্রভা। আত্মাব পরিচালন জ্ঞান না জন্মিলে এ কথা বুঝিতে পারিতাম না।

স্বামী। একটী কথা জিজ্ঞাসা কবি বলিবে কি?

প্রভা। আপনার কাছে ত কখন কোন কথা গোপন করি নাই।

স্বামী। অমূল্যকে ভুলিতে পারিয়াছ?

প্রভা। সম্পূর্ণ।

স্বামী। ভালবাস না?

প্রভা। তাহা কি সম্ভব।

স্বামী। তবে কি আত্মোন্নতি জন্মিয়াছে।

প্রভা। হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়াছি, আকাঙ্ক্ষার ভীম হুতাশন নিবাইয়াছি। পিতঃ, ভালবাসায় কি পাপ আছে?

স্বামী। আছে—যখন তাহাতে স্বার্থ থাকে।

প্রভা। আমার ত কোন স্বার্থ নাই।

স্বামী। ভালবাসিবার প্রবৃত্তি কি ভালবাসার স্বার্থ নয়?

প্রভা। তবে ত ভালবাসা মাত্রেই মহাপাপ।

স্বামী। স্ত্রীলোকের পক্ষে—যদি পিতৃভাবে ভালবাসিতে না পারে।

প্রভা। ভ্রাতৃ ভাব?

স্বামী। ভ্রাতৃ ভাবে আস্থা কম, পাশ্চাত্য সভ্যতায়—পাশ্চাত্য রীতি নীতির প্রণোদিত ভ্রাতা ভগ্নীভাবে আমার বড় ভীতি জন্মিয়াছে। তবে আমি তোমার অমূল্যকে ভ্রাতৃভাবে ভালবাসাকে দোষ দিই না। তোমার কথা স্বতন্ত্র।

প্রভা। শুনিয়াছি পাশ্চাত্য ইংরাজীভাষা নাকি ভাল,—ইংরাজেরা নাকি সাহিত্য, দর্শন, ন্যায় প্রভৃতিতে অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে?

স্বামী। সম্ভব, কিন্তু ম্লেচ্ছ অখাদ্য ভোজীর মতের সহিত কি আমা মতের মিল হয়; তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি স্বতন্ত্র।

প্রভা। কিন্তু স্নেহ মমতা ভালবাসা ত একই রূপ।

স্বামী। কে বলিল, তাহাদের স্ত্রী আছে বটে, কিন্তু হিন্দু স্ত্রীতে ' ইংরাজ স্ত্রীতে অনেক প্রভেদ। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী নামে ও বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের মত নয়। তাহারা মা বলে কিন্তু মাত স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া ভাবেনা, পিতা বলে কিন্তু "পিতা ধর্ম্ম পিতা পিতাহি পরমং গুরু" বলিয়া ভাবেনা। তাই বলিতেছিলাম তাহাদের ম পিতা ভ্রাতা ভগিনী স্বতন্ত্র পদার্থ, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ভারতবাসী অসার সভ্যতার ধাঁধায় পতিত হইতেছে। প্রভা, আমার কথা বুঝিয়াছ।

প্রভাবতী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "বুঝিয়াছি।"

স্বামী। সুখের কথা।

প্রভা। আপনি মহামায়াকে দেখিতে যাইব বলিয়াছিলেন না?

স্বামী—"তৎপর যাইব" এই কথা বলিয়া প্রভাবতীর বদন প্রতি চাহিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিয়া রহিলেন। প্রভা স্বামীর এতাদৃশ ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

---

## ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

### স্বামীর নিত্যধাম যাত্রা।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে একদিন সন্ধ্যার সময় সহসা সর্ব্বানন্দভবনে নন্দ স্বামী ও প্রভাবতী আসিয়া উপস্থিত। এই সময়ে মহামায়ার

তিনটী সন্তান; বড়টী ৯ বৎসরের, তাহার ছোটটীর বয়স ৬ বৎসর, সর্ব্ব কণিষ্ঠের ২ বৎসর মাত্র। প্রভাবতী চক্ষের জলে ভাসিয়া পুত্রগুলিকে একে একে ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিলেন—সে ক্রন্দন হিংসার বা দুঃখের নয়—আনন্দের। স্বামীও সকল গুলির মুখচুম্বন করিলেন। দুর্গাবতী প্রভাবতীকে পাইয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তাঁহার হৃদয় স্নেহরসে আর্দ্র হইল। নিত্যানন্দ স্বামীর আর সে দেহ নাই, সে লাবণ্য নাই, সে স্ফূর্ত্তি নাই—তাঁহার সেই তেজোময় দেহের সর্ব্বত্র যেন নির্জীবতা বিরাজমান। পর দিবস স্বামী একখানি সুন্দর খট্টোপরি বিচিত্র শয্যায় সুন্দর উপাধানে মস্তক রক্ষিত করিয়া শায়িত, এমন সময়ে তথায় মহামায়া পুত্রগণসহ উপস্থিত হইলেন। মহামায়া নিত্যানন্দ স্বামীর বদন প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়া বলিলেন "এখন কেমন আছেন?"

স্বামী। বেশ আছি। তোমাদের দেখিলে কবে মন্দ থাকি।

মহা। তবে আমাকে কেন দেখিতে আসেন না?

স্বামী। তুমি সুখে আছ জানি বলিয়া, সতত আসিয়া বিরক্ত করিতে চাহিনা।

মহা। আপনি আসিলে বিরক্ত হইব?

স্বামী। হওয়া কি অসম্ভব!

মহামায়া সজলনেত্রে বলিলেন "আপনি আমার জন্য যা করেছেন, আপনার বাপ্‌ও ততদূর করেন না, করতেও পারেন না,—আপনি লক্ষ টাকা—"

স্বামী। সে ত তোমার পিতৃধন।

মহা। আমায় কেন ওকথা বলেন, আমি ত সকলি জানি। আমার পিতার ত কিছুই ছিলনা।

স্বামী। তোমায় এ কথা কে বলিল?

মহা। রহমৎপুরের কে এ কথা না জানে, আমার মা——

স্বামী সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "আর সে কথায় কাজ নাই—আর যদি তাহাই হয়, তাহাতে কি হইয়াছে—টাকাটা কি বড় জিনিস!"

মহা। আর আমি আপনাকে যেতে দিবনা।

স্বামী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আর যাবও না।"

মহামায়া সাহ্লাদে কহিলেন "আর রহমতপুরায় যাবেন না ?"

স্বামী। না—তবে আর একটী স্থানে যাব।

মহা। কোথায় ?

স্বামী। নিত্যধামে।

মহামায়া সবিস্ময়ে কহিলেন "সে কি ?"

স্বামী মৃদু হাসিয়া কহিলেন "মহামায়া, তোমার স্বামীকে ডাক, আমার সময় উপস্থিত।"

মহা। সে কি ? সময় উপস্থিত কি ?

স্বামী। আমার মৃত্যুকাল নিকট।

মহামায়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এমন সময় কক্ষমধ্যে অমূল্যরতন প্রবেশ করিলেন, তাঁহার বালকগণ তখন সবিস্ময়ে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান।

স্বামী অমূল্যরতনকে বলিলেন—"অমূল্য বাবা ! প্রভাবতী আর তোমার বাপ মাকে ডাকিয়া আন !"

অমূল্য এ কথার কোন মর্ম্ম বুঝিলেন না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। স্বামী সর্ব্বানন্দকে বলিলেন "আমার ব্যাগে তিনলক্ষ টাকার নোট পাইবেন, সেগুলি আমার মহামায়ার ঐ তিনটী ননীর পুত্তলীদিগের জন্ম।" প্রভাবতীকে বলিলেন "মা প্রভা তোমায় বলিবার কিছু নাই—তোমাকে শিক্ষা বা উপদেশ দিতে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ নাই—আমার শিয়রদেশের বালিশের নীচে একলক্ষ টাকার নোট আছে, সেগুলি তোমার ইচ্ছামত দরিদ্রদিগকে দান করিও।"

স্বামী এই কথা বলিয়া অমূল্যর সন্তানদিগকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সকলেই তখন রোদন করিতেছিলেন; রোদনপরায়ণা মহামায়া সন্তানগুলির হাত ধরিয়া তাঁহার নিকট লইয়া গেলেন। স্বামী সন্তানগুলির মুখচুম্বন করিয়া, তাহাদের মস্তকে হস্তপ্রদান করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহামায়া ও অমূল্যকে বলিলেন "এস তোমাদের জন্মের মত মুখচুম্বন করি।"

তাঁহারা উভয়ে নিকটে আসিলেন; স্বামী তাঁহাদের মুখচুম্বন করিলেন। দম্পতিযুগল নতজানু হইলে তিনি তাঁহাদের মস্তকে উভয়হস্ত স্থাপন করিলেন। স্বামীর অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে প্রথমে অমূল্যর দিকে,

পরে মহামায়ার দিকে চাহিলেন; মহামায়াও নিত্যানন্দ স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার বিশাল বিস্ফারিত লোচনদ্বয় স্থির হইয়া আসিল, তাঁহার সেই মায়াময় পাঞ্চভৌতিক দেহ হইতে প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল। স্বামীর ভবলীলা সাঙ্গ হইল। স্বর্গের অপ্সরাগণ সেই পবিত্র প্রেতাত্মাকে প্রেমভবে আবাহন করিলেন, স্বর্গে স্বর্গীয় লোকের সমাগম জনিত দুন্দুভিধ্বনি হইল। জড়জগৎ একটি অমূল্য রত্ন হারাইল। প্রভাবতী সেই মহাপুরুষের প্রাণশূন্য কায়ার পাদমূলে উপবেশন করিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেই জগৎ-পাতায় অচিন্তনীয়, চিন্ময় মূর্ত্তির ধ্যান পরায়ণা হইলেন। অপরদিকে সর্ব্বানন্দ হইতে মহামায়ার শিশু সন্তানটি পর্য্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।

---

## চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

### পরিশিষ্ট।

প্রভাবতীকে সান্ত্বনা করিতে হইল না, তিনিই বরং সকলকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু মহামায়া বড় দারুণ শোক পাইলেন।

দুর্গাবতী প্রভাকে বড়ই যত্ন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না।

একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলেন গৃহে প্রভাবতী নাই। প্রভাবতীর কত অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু তাঁহার কোন তত্ত্ব পাওয়া গেল না, দুর্গাবতীর চক্ষের জলে বক্ষস্থল ভাসিল।

কিন্তু কএক বৎসর পরে অমূল্যরতনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হইল। নবোঢ়া বধূ গৃহে সমাগত, সর্ব্বানন্দ প্রভৃতি বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় একটি যোগিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া হীরাময় হার ও অঙ্গুরীয়ক দিয়া বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। দুর্গাবতী আহ্লাদ সহকারে "প্রভা, প্রভা,—" বলিয়া তাঁহার নিকট গেলেন। যোগিনী—প্রভাবতী!

দুর্গাবতী প্রভাবতীকে বক্ষে ধারণ করিয়া কতই কাঁদিলেন, বলিলেন

প্রভা আমায় কি এত কাঁদাতে হয়—আমি মরি, তার পর তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেও।"

প্রভাবতী তাহার কোন প্রতিউত্তর না দিয়া নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। মহামায়া বলিলেন "দিদি, আর আমি তোমায় ছাড়বো না। তুমি আমাদের ভালবাস না।"

এই কথা বলিয়া মহামায়া প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেলেন।

প্রভাবতী আবার দুইটি দিন তথায় রহিলেন। সকলের সুখের পূর্ণোচ্ছ্বাস হইল,– কিন্তু তাহা দীর্ঘকালের জন্য নহে,—প্রভাবতী আবার সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন সে সংবাদ আর পাওয়া গেল না। দেখিতে দেখিতে অনেক দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু প্রভাবতীর দর্শন-সুখলাভ আর কাহারও ঘটিল না।

মধ্যে মধ্যে প্রভাবতীর কথা উঠিলে, অমূল্য বলিতেন "প্রভাবতী দেবী" সঙ্গে সঙ্গে মহামায়া সহাস্য গম্ভীর আস্যে উত্তর দিতেন, আমি বলি, "প্রভাবতী প্রকৃত মানবী।"

---

সমাপ্ত।

# তরুবালা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### মেঘনা-বক্ষে।

সিপাহী বিদ্রোহের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত মেঘনা প্রভৃতি নদীতে জল দস্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল। লোকজন শশঙ্কিত হইয়া নৌকায় যাতায়ত করিতেন। রাত্রিতে অনেক নৌকা যেখানে আছে সেই খানে রাহাজা নৌকা বাঁধিত। এই সময়ের একদিন বেলা দুই প্রহরের সময় প্রায় জন লোক একত্রিত হইয়া মেঘনার তীরে একটী বৃক্ষ মূলে উপবেশ। কেহ তরবারী কেহ বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র শাণিত করিতেছিল; কেহ পাকা লাঠিতে তেল মাখাইতেছিল, কেহ বা এক একবার সতৃষ্ণ নয়নে পূর্ব্ব দিকে মেঘনা বক্ষে যত দূর দৃষ্টি ধাবিত হয়, ততদূর দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেছিল। বৈশাখের তীব্র রৌদ্র তখন মেঘনা বক্ষে সহস্র রঙ্গে ক্রীড়ারত, সেই রজত-বিমণ্ডিত বীচিমালা-বিভূষিত মেঘনার দূরদেশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি সঞ্চালনায় যেন চক্ষু ঝলসাইয়া যাইতেছিল।

সমবেত লোক গুলির সকলেই কৃষ্ণকায় ও বলিষ্ঠ এবং নির্ভীক বলিয়া বোধ হয়। দেখিলেই যেন হৃদয়ে এক প্রকার আতঙ্কের উদ্রেক হয়। ইহারা দস্যুরদল। দলের সর্দ্দারের নাম নিধিরাম। নিধিরামের আকর্ণ গুম্ফ, প্রশান্ত বক্ষঃস্থল, আরক্তিম লোচন, ভীষণ কৃষ্ণকায়, বীরোচিত দেহের গঠন প্রভৃতি দৃষ্টে তাহাকে সর্দ্দার বলিতে আপত্তি থাকেনা। বেলা প্রায় ৩টার সময় নিধিরাম প্রত্যেকের হস্তে এক একটী অস্ত্র দিয়া সকলকে লইয়া চলিল। প্রায় এক ক্রোশ পথ যাইয়া একটী ছোট খাল দেখিতে পাওয়া গেল, সেই খালে দুইখানি ছিপ বাঁধা ছিল, ছিপ দুটীতে দুইটী লোক বসিয়া ছিল। পঁচিশটী করিয়া লোক এক একটী ছিপে উঠিল, পঁচিশটী করিয়া বহিত্র প্রত্যেক ছিপ

হইতে পড়িতে লাগিল, তখন ছিপ দুইটী তীরবেগে খাল দিয়া চলিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে মেঘনায় আসিয়া পড়িল। নিধিরাম অপর ছিপের একটী লোককে বলিল "যা বলেছি তাহা যেন ঠিক থাকে।"

উত্তর হইল "ঠিক্ থাক্‌বে।"

তখন নদীব দুইদিক দিয়া ছিপ দুখানি ছুটীতে লাগিল। বাহিত্র পতনের মনোহর শব্দ হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সারিগানের উচ্ছ্বাস উঠিল। মেঘনা বক্ষের সেই তরঙ্গ প্রতিঘাত সূর্যারশ্মি মহানন্দে ক্রীড়া রত হইল।

এমন সময় দূরে একখানি বজ্‌রা দেখিতে পাওয়া গেল। বজরায় পতাকা উড়িতেছে। পাগড়ী বাঁধা ভোজপুরে ছাদে বসিয়া সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে, থাকিয়া থাকিয়া "কড় কড়, কড় কড়" শব্দে নাগরা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ক্রমে নিধিরামের ছিপ বজরার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। বজরা হইতে কে বলিল

"মৎ আও।"

নিধিরাম বলিল "থোড়া আগ্ দেও বাবা।"

উত্তর হইল "আগ্ নেহি হ্যায়।"

কিন্তু তখন ছিপ বজরার প্রায় গায়ের নিকট গিয়াছে। বজরা হইতে গড়াম করিয়া বন্দুকের আওয়াজ হইল। তখন অপর ছিপটী বজরার অপর পারে আসিয়া লাগিয়াছে, হুড় হুড় শব্দে দস্যুদল বজরায় উঠিয়া পড়িল। বজরা টল্‌মল করিতে লাগিল। বন্দুকের তীব্র শব্দ, লাঠির ঠোকাঠুকি তরবালের ঝন্‌ঝণি, আহতের আর্ত্তনাদ প্রভৃতিতে সেই নিস্তব্ধ মেঘনা বক্ষ মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রতিশব্দিত হইল। দূরের নৌকা হাল ঘুরাইল, উপকূলে যে সকল রমনীরা জল আনিতে আসিয়া ছিল তাহাদের জল পূর্ণ কলসী কক্ষ চ্যুত হইল। আলুথালু বেশে, ভীতি বিহ্বল ভাবে দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে পলাইল।

বজরায় যে বাবুটী ছিলেন তাঁহার নাম—অমরেন্দ্রনাথ মিত্র। অমরেন্দ্রের বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষ হইবে, দেখিতে সুন্দর পুরুষ। অমরেন্দ্র নির্ভীক চিত্তে প্রাণপণে বজরা মধ্য হইতে বন্দুক ছুড়িতে ছিলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিংশতি বর্ষিয়া গৃহিণী তাঁহাকে বারুদ গুলি জোগাইয়া দিতে ছিলেন। কিন্তু আর অধিক ক্ষণ এ ভাবে আত্মরক্ষা করা হইল না, দস্যুরা বজরার দরজা

য়া ফেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন তিনি দুই হস্তে দুইটী রিভলভার লইয়া ছুড়িতে লাগিলেন, দুই চারিজন ধরাসায়ী হইল বটে, কিন্তু দুর্দ্ধর্ষ দস্যু দলের উদ্যম উৎসাহ ভঙ্গ হইল না। তাহারা বীর লম্ফে অমরেন্দ্রকে আক্রমন করিল। অমরেন্দ্রের হস্ত হইতে রিভলভার কাড়িয়া লইল, অমরেন্দ্র তখন অনন্যোপায় হইয়া দস্যুগণকে বলিলেন "আর কেন আমার সর্ব্বস্ব লইয়া যাও।"

নিধি। কি আছে সব দে।

অমরেন্দ্র বাবু দ্বিরুক্তি না করিয়া যথা কিছু সঙ্গে ছিল সমস্ত দিলেন। স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "গায়ের গহনা গুলি খুলিয়া দাও।"

নিধিরাম তাহাতে বাধা দিয়া বলিল "না না ও সোনার গা হতে সোণার গহণা খুলোনা, ও তো এখন আমার সাথের সঙ্গিনী, তোর আর অধিকার কি?"

অমরেন্দ্র। আমার সর্ব্বস্ব নিয়েও সাধ্ মেটেনি?

নিধি। রক্তপাত না হলেও মিটতো এখন মেটেনা, সিপাহীরা সহস্র সহস্র সুন্দরী পেলে, আমি কি একটীও পাবনা।"

এই বলিয়া নিধিরাম তরুর দিকে অগ্রসর হইবা মাত্র, অমরেন্দ্র বাবু বীরদর্পে তাহাকে আক্রমণ করিলেন। নিধিরাম হাসিয়া বলিল "ছোঁড়া পাগল নাকি?" তখন অমরেন্দ্রকে দুই হাতে তুলিয়া সেই মেঘনার জলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। অমরেন্দ্র বাবুকে দুই তিন বার হাবুডুবু খাইতে দেখা গেল, কিন্তু আর দেখা গেল না। নদীবক্ষ নিস্তব্ধ হইল,—অমরেন্দ্রের অস্তিত্ব ফুরাইল! তরুবালা চিৎকার করিয়া "কি সর্ব্বনাশ হল, কি সর্ব্বনাশ হল" বলিয়া সেই মেঘনার জলে ঝাঁপ দিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু সুচতুর নিধিরাম ক্ষিপ্র হস্তে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল "সুন্দরী তোমার কি মরিতে আছে!"

তরুবালার আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না, বাতাহত কদলী পত্রবৎ কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়া গিয়া সংজ্ঞাহীনা হইলেন। তখন দস্যুরা সেই সংজ্ঞাহীনা তরুকে ছিপে তুলিয়া লইল, বজরার তলা ফুটা করিয়া দিল, হাল ভাঙ্গিয়া দিল, বজরা রিতে ঘুরিতে ডুবিল; ছিপ দুটী উধাও হইয়া ছুটিল। নিধিরাম গণনা

করিয়া দেখিল তাহার দলের দশটী লোক নাই, অপর পক্ষের এক তরু ব্যতীত আর কেহই রহিলেন না।

গিল, একটী

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### পরিণাম।

পনের হাজার টাকা বখ্‌রা হইল। নিধিরাম পাইল পাঁচ হাজার আর তরুবালা। তরুবালার যখন জ্ঞান হইল তখন দেখেন একটী সামান্য গৃহে সামান্য শয্যায় শায়িতা রহিয়াছেন। কক্ষ মধ্যে একটী দীপ ধীকি ধীকি জ্বলিতেছে, কিন্তু তথায় অপর কেহ নাই। তরুবালা শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন, ভাবিলেন "আমি কি জাগ্রত, না স্বপ্ন দেখিতেছি।" মনে হইল স্বপ্নই বটে—প্রাণের প্রাণ জীবনের জীবন স্বামী হারাইয়াছি—সাধের সাংসার-খেলা ফুরাইয়াছে, ইহা স্বপ্ন নয়ত কি? কিন্তু সংসারিক নিত্য ঘটনা যে স্বপ্ন হইতেও অদ্ভুত তাহা এখনও তরুবালার জানা নাই। ক্ষণেক পরে মনে হইল "না এত স্বপ্ন নয়।" স্বামীর পবিত্র ছবি হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠিল, মনে হইল সেই মেঘনা বক্ষ—প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল, আবার মোহ হইবার উপক্রম হইল। তরু অনেক যত্নে আত্ম দমন করিলেন, চক্ষের জল মুছিলেন, একান্ত মনে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরকে বলিলেন "যাহা করিবার করিয়াছ, এখন হৃদয়ে বল দাও, আমায় রক্ষা কর।"

এমন সময় একটী রমণী সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, রমণীর বয়ঃক্রম আনুমানিক বিংশতি বৎসর, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অঙ্গ সৌষ্ঠব মন্দ নহে। হস্তে দুই একখানি রূপার গহনা ব্যতীত অপর কোন অলঙ্কারাদি নাই। রমণী তরুবালাকে জাগরিতা দেখিয়া সাহ্লাদে বলিল "উঠেছ, একটু দুধ খাও।"

তরু। না আমার ক্ষুধা নেই।

রমণী। আমি তোমার শত্রু নই, আমার কথা শোন, দুধ জাল দিয়ে রেখেছি খাও, খেয়ে আমার সঙ্গে এস, এখানে থাকলে তোমার ধর্ম্ম রাখিতে পারিবেনা।

তরু ভয়ে আর অগ্র পশ্চাৎ ভাবিলেন না। দুধ খাইলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাইলেন, বলিলেন "আমায় কোথায় নিয়ে যাবে চল।"

রমণী সেই ঘোর অন্ধকার রাত্রে তরুবালাকে সঙ্গে লইয়া ঘরের বাহির হইল। কতকদুর যাইয়া বলিল "এখন কোথায় যাবে?"

তরু। তা আমি জানিনা।

রমণী। তোমার কে আছে?

তরু চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আর কেহ নাই।"

রমণী। কোথায় যাইতেছিলে?

তরু। বরিশাল।

রমণী। সঙ্গে কে ছিল?

তরু। স্বামী।

রমণী। তাঁহাকে কি করিল?

তরুর কণ্ঠরোধ হইল, কষ্টে বলিলেন "মেঘনার জলে ফেলিয়া দিয়াছে।"

রমণী। সাঁতার জানেন?

তরু। সামান্য।

রমণী। আর জানিলেই বা কি হয়, কুমীরে কি রাখিবে।

তরুবালার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বলিলেন "তবে উপায়?"

রমণী। আর উপায় কি, এখন নিজের প্রাণ বাঁচাও।

তরু। তবে আর প্রাণে প্রয়োজন?

রমণী। আত্মহত্যা করিবে?

তরু। ক্ষতি কি, এ তুচ্ছ প্রাণে আর আবশ্যক?

রমণী। আত্মহত্যাও ত পাপ।

তরু। তুমি কি জাতি?

রমণী। আমার আর জাত আছে কি?—

তরু। সে কেমন?

রমণী। আমি দলের কর্ত্তা নিধিরামের উপপত্নী।

এই কথা বলিতে বলিতে রমণীর অধরে যেন কত সুখের হাসি প্রতিভাত হইল, কিন্তু তরুবালা তাহা দেখিতে পাইলেন না। তরুবালা মনে মনে ভাবিলেন

"উপপত্নী! আজ আবার সেই আমার সঙ্গিনী।" তখন আপন অবস্থা ভাবিয়া সে কথা ভুলিলেন, বলিলেন "তোমার সঙ্গেই বা কি বিশ্বাসে যাইতেছি?"

রমণী হাসিয়া কহিল "ডোব্‌বার আগে লোকে কুটাটাও ধরে।"

কথাটা কেমন ঠেকিল। তরুবালা বলিলেন "তাতে ফল?"

রমণী। থাক্ না থাক্ ধরেত।

তরুবালা নিরুত্তর হইলেন।

রমণী। কিন্তু আমি তোমায় বাঁচাব।

তরু। কেন?

রমণী। স্বার্থের জন্য।

তরু। স্বার্থ!

রমণী। তুমি সুন্দরী আমি কুৎসিতা, তা বলে কি আমার প্রাণ নেই—আমার প্রাণে ভালবাসা নেই। নিধিরাম দেশের আতঙ্ক, কিন্তু আমার কি তাই? আমি তাকে সোণার চক্ষে দেখি, সে আমায় ভালবাসে। তার স্ত্রী নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই—আছি আমি, আর মদ। তার তাতেই সুখ। কিন্তু তোমায় পেলে কি আর আমার চাবে? তা হ'লে আমার দশায় কি হবে ভাব দেখি? তাই তোমার জন্যে আমার এত। তাই তোমায় বিদেয় করতে পারলে আমি বাঁচি।

কথা শুনিয়া তরুবালা আশ্বস্তা হইলেন, বলিলেন "আমি কত দিন অজ্ঞান ছিলাম?"

রমণী। আজ দুদিন।

তরু। আমার সর্ব্বনাশ করেনি ত?

রমণী। আমি ঈশ্বর সাক্ষ্য করে বল্‌ছি তুমি নিষ্পাপ। আমি দিবানিশি তোমার কাছে ছিলাম। নিধিকে ঘরে আস্‌তে দিইনি। আর তার কি সাধ্য যে আমার কথা ঠেলে।

তরু। তবে এখন উপায়?

রমণী হাত দিয়া একদিক দেখাইয়া বলিল "এই দিকে চলিয়া যাও, দূরে লোকালয় আছে, আশ্রয় পাবে, তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য করিও। আমি চলিলাম।

তরু। তোমার ভাগ্যে কি ঘটিবে?

রমণী। তাহার পথ করিতে পারিব।

তরুর গায়ে অনেকগুলি গহনা ছিল, দস্যুরা তাহা খুলে নাই; তরু রমণীকে বলিলেন "তুমি আমার কিছু গহনা নাও।"

রমণী। আমার দরকার নাই, পথে তোমার কাজে লাগিবে।

তরু। গহনায় বিপদ ঘটিতে পারে।

রমণী। উপকারও হইতে পারে। আঁচলে ও গুলি বাঁধিয়া গোপন করিয়া রাখিও।

তরুবালা ভাবিলেন গহনা লইতে আপত্তি কেন। তবে কি কোন দুরভি-সন্ধি আছে?

রমণী তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "তুমি কি ভাবচ?"

তরু। কই কিছু না।

রমণী। হ্যাঁ—ভাবচ আমি গহনা নিলাম না কেন? তার কারণ আছে, তুমি গেলে আমি বল্‌ব যে তুমি আপনি পালিয়েচ, আর গহনা রেখলে নিজে ধরা পড়্‌বো। সময়ে সময়ে আমাকেও নিধিরামকে ভয় কর্‌তে হয়। কে জানে কখন কেমন মেজাজ্‌ থাকে। তোমার উপর তার লোভ আছে ত জানি, তাই এত সাবধান, নহলে কি আমার অসাধ। আর অলঙ্কার মিছে, কত হ'ল কত গেল। আমাদের ও সব থাকেনা। তবে দুদিন পরা মাত্র।

রমণী এই বলিয়া চলিয়া গেল। তরুবালাও সেই নির্দ্দিষ্ট দিকে সেই অন্ধকার রাত্রে চলিতে লাগিলেন। সেই অপরিচিত দেশে—অপরিচিতা পথে চলিতে লাগিলেন, পথ সঙ্কীর্ণ—দুইদিকে জঙ্গল, উপরে অনন্ত আকাশ তাহাতে দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। চন্দ্রদেব কখনও দৃষ্টিপথে পড়েন কখনও পড়েন না। জগৎ নিস্তব্ধ কিন্তু নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার যেন কি এক গম্ভীর শব্দ,—তবে ঝিল্লির ঐক্যতান বাদন আছে, বৃক্ষশিরে খদ্যোতমালার ক্ষণিক বিকাশ আছে। ধরাধাম যেন বিশাল ভাবে বিভোর, অনন্ত নিলিমাময় আকাশ তাহার বিশালতাকে বিদ্রূপ করিয়া যেন দুই একটী তারকার প্রতি লক্ষ্য করাইয়া আপন বিশালতার—আপন সুবিস্তৃত অনন্ত দুরত্বের পরিচয় দিতে ব্যস্ত। হৃদয়ে আবার শূন্যভাব উদ্দীপন করিতে সচেষ্ট।

আকাশে জোৎস্না, কিন্তু ধরাধামে অন্ধকার। বৃক্ষশিরে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত—কিন্তু বৃক্ষমূলে ছায়া,—সংসারের সর্ব্বত্রই কি দুঃখ? না না। কিন্তু তরুবালার হৃদয় অন্ধকার, ঘোরান্ধকারে আচ্ছাদিত। কিন্তু কে জানে তাহাতে আবার সেই সুধাকরের স্মিতরশ্মি প্রবেশ করিবে কি না? তবে কি সংসারে চিরান্ধকার নাই?

পর্ব্বত-গুহায়—সাগরের নিভৃত গর্ভে সূর্য্য-রশ্মিও প্রবেশ করিতে পারে না। তরুবালার হৃদয়ও কি তাই? না না—তাহা সম্ভবেনা। যেখানে একদিন জোৎস্নার জ্যোতিঃ ছিল, সেখানে আবার না থাকিবে কেন? সময় এ কথার উত্তর দিবে—আমরা সময়ের দাস, সময় আমাদের দাস নয়, তাই সময়ের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকি।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### আশ্রয়।

তরুবালা স্বামীর দারুণ তাপ বুকে চাপিয়া একমাত্র ঈশ্বরের ভরসা করিয়া চলিয়াছেন, কোথায় যাইতেছেন তাহার স্থিরতা নাই। পদ-যুগল ছিন্ন, রুধিরপাত হইতেছে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই; কিসে দস্যুদলের হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া আপন সতীত্ব রক্ষা করিবেন তাহাই চিন্তা, প্রাণের চিন্তা আদৌ নাই। তখন যদি প্রাণ যায় তাহা তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, বরং মনে মনে ঈশ্বরকে তজ্জন্য ধন্যবাদ দিতেও তরু সমুৎসুক; কোথাও সামান্য মাত্র শব্দ হইলেই প্রাণ যেন চমকিয়া উঠে, মনে হয় আবার কি যেন নূতন বিপদ ঘটিবে।

আকাশে চন্দ্রের ক্ষণিক বিকাশ হইয়াছে, প্রভাতী বায়ু ধীরে ধীরে বহিতেছে, দুই একটী পাখী যেন ডাকিয়া উঠিয়া আবার নিঃশব্দ হইতেছে। এমন সময়ে তরুবালা একটী গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। দেখিলেন একটী লোক পুষ্প চয়ন করিতেছেন। স্থির ভাবে দেখিলেন যে লোকটী ব্রাহ্মণ এবং বয়েস বৃদ্ধ। তখন ধীরে ধীরে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইয়া প্রণাম

করিয়া কাতরভাবে আপন দুর্দ্দশার পরিচয় দিয়া আশ্রয়ভিক্ষা করিলেন। বৃদ্ধের হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, তিনি বলিলেন—"এস মা, আমার বাটীতে এস, কোন ভয় নাই কিন্তু কাহারও নিকট আত্মপরিচয় দিওনা। নিধিরাম ভয়ানক লোক, শুনিলে আমাকে পর্য্যন্ত বিপদে পড়িতে হইবে।"

বৃদ্ধ তরুকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন এবং বৃদ্ধার নিকট সমস্ত কহিয়া তাহাকে কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতে কহিলেন। তরু তাঁহার সমস্ত অলঙ্কারাদি বৃদ্ধার নিকট রাখিয়া দিলেন। এইরূপে প্রায় এক মাস অতিবাহিত হইল। এই সময় বৃদ্ধের একমাত্র সন্তান যুবক শশাঙ্কশেখর কলিকাতা হইতে চাকরী করিয়া বাটী আসিলেন। বাটী আসিয়া তরুর অপরূপ রূপ লাবণ্য তাহার মানস আকর্ষণ করিল। শশাঙ্কের নিদ্রাহার বন্ধ হইল, অন্য চিন্তা গেল, কেবল ভাবিতে লাগিলেন তরু, আর তাহার সেই অনিন্দ্য রূপরাশি। শশাঙ্ক ভাবিলেন "পিতা মাতা ত বৃদ্ধ আর কদিন বাঁচিবেন, তরু যদি আমার হয় তাহা হইলে সুখে জীবন যাপন করি। তরুর অলঙ্কার গুলি বেচিলে অন্ততঃ দেড় হাজার টাকা হইবে, সে টাকা গুলি পাইলে কোন ব্যবসা করিয়া সুখে গৃহে থাকিতে পারি, অন্ন চিন্তার জন্য আর বিদেশে যাইতে হইবে না।" শশাঙ্ক একদিন মাতার সম্মুখে তরুকে গহনা গুলি বেচিয়া তাহাকে ব্যবসা করিতে দিতে বলিলেন, তরুর অলঙ্কারের লোভ ছিলনা, বিশেষতঃ এই দুঃসময়ে আশ্রয় পাওয়ায় তাহার কৃতজ্ঞতার অবধি ছিলনা। তরু সাহ্লাদে তাহাতে সম্মতা হইলেন। শশাঙ্ক গহনা বিক্রিত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভাবিলেন "তরু আমায় নিশ্চয়ই ভালবাসে, আর ভাল না বাসিলে এত টাকা এত সহজে দিবে কেন?"

একদিন তরুবালা জল আনিতে যাইতেছেন, এমন সময় শশাঙ্ক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া সুবিধামত আপন মনোভাব জ্ঞাত করিলেন। তরুর চক্ষে সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরিয়া উঠিল। আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষের জল কেবল তাঁহার হৃদয়ের দারুণ যাতনা প্রকাশ করিল। শশাঙ্ক অপ্রতিভ হইয়া ফিরিলেন। তরু বৃদ্ধাকে সকল কথা বলিলেন, কত কাঁদিলেন, বৃদ্ধা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন "ছি মা কিছু মনে করোনা, ও কচি ছেলে, ওর কি বুদ্ধি আছে।"

তরু বুঝিলেন বৃদ্ধা শশাঙ্ককে সতর্ক করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ শশাঙ্কও সতর্ক হইলেন। তরুর হৃদয়ে আবার শান্তি দেখা দিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হইল না। একদিন রাত্রে সকলে নিদ্রিত, এমন সময়ে কে ধীরে ধীরে তাঁহার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল, কে ধীরে ধীরে তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, তরু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "কে?"

"চুপ কর।"

তরু উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, বাটীর সকলে জাগিয়া উঠিল। লোকটী ছুটিয়া পলাইল, তরু দেখিলেন "শশাঙ্ক!"

বৃদ্ধ সকল শুনিলেন, কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া বলিলেন "ছি ছি এ কি কথা, আমার ত বিশ্বাস হয় না। আমার শশাঙ্কের ত সে চরিত্র নয়।"

শশাঙ্ক সাহস পাইল, বলিল "আমার দোষ কি, আমি সম্মত হই নাই বলিয়াই ত যত গোল।"

বৃদ্ধের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, বলিলেন "তাহ'ত, ব্রাহ্মণ তনয়ের এ প্রবৃত্তি হবে কেন, পাপিষ্ঠা, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে চাও।"

তরুবালা নিরুত্তরে কাঁদিতে লাগিলেন। ভাবিলেন "বসুন্ধরা আর কেন, তুমি বিদীর্ণা হওনা।"

বৃদ্ধ। কান্নায় আমি ভুলিব না, আমার খাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চাও। এখনই দূর হ।

তরু তাহাতেই সম্মতা হইয়া বলিলেন "তবে আমায় লোক করিয়া বরিশাল পাঠাইয়া দিন।"

বৃদ্ধ। হাত পা আছে চলিয়া যাও, এখানে ত তোমায় কেউ রাখিয়া যায় নাই।

তরু তখন আপনার অলঙ্কার বিক্রিত টাকার কথা তুলিলেন। শশাঙ্ক বলিলেন "টাকা আবার কি? যে আমার সর্ব্বনাশ করিতে চায় তাহাকে আবার টাকা দিব।"

বৃদ্ধও সেই মত সমর্থন করিলেন। তরু তখন বলিলেন "আমায় যাইবার পথ খরচা স্বরূপ কিছু দিন।"

শশাঙ্ক ও বৃদ্ধ তাহাতেও অসম্মত হইলেন, কিন্তু বৃদ্ধা গোপনে তরুকে

পাঁচটী টাকা দিলেন এবং চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন "মা কিছু মনে করোনা, আমার হাতে টাকা থাকলে আরও বেশী দিতাম, আমার শশাঙ্ককে গাল দিওনা, নিশ্বাস ফেলোনা। ভগবান করুন তুমি আবার তোমার হারাণ স্বামী পাও।" তরুবালা সেই পাঁচটী মাত্র টাকা সম্বলে সেই রাত্রেই তাঁহার আশ্রয়দাতার বাটি হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### নূতন বিপদ।

বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় তরুবালা সেই মেঘনা--যে মেঘনা তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ, যে মেঘনা তাঁহাকে প্রাণাধিক স্বামী হইতে বঞ্চিতা করিয়াছে, সেই কাল মেঘনার একটী খেয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন নৌকা ছাড়িতেছে, তরুও তাড়াতাড়ি নৌকায় আরোহণ করিলেন।

তরুর বস্ত্রখানি মলিন, অঙ্গে অভরণ নাই—কেশের পারিপাট্য নাই, কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, ঈশ্বর তরুবালাকে যে অপরূপ রূপরাশি দিয়াছেন তাহাতেই তাহার সকল অভাব দূর করিয়াছে। সকল যাত্রীরই চক্ষু তরুর দিকে পড়িল। নাবিকেরা নৌকা ছাড়িয়া রসের গান ধরিল। তরু মনে মনে বলিলেন "ভগবান আর কেন, এখনও কি আমার পাপের শেষ হয় নাই?"

সেই নৌকায় একটি হিন্দুস্থানী যাইতেছিল, হিন্দুস্থানীটীর বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, দেখিতে বেশ বলিষ্ঠ ও সুন্দর। হিন্দুস্থানিটী বলিল "তুমি কোথা যাবে মা?"

"তা জানিনে।"

"সে কিরূপ?"

তখন তরুবালা আপন অবস্থার কথা তাহাকে বলিলেন।

হিন্দুস্থানিটী বলিল "বরিশালে তোমার আপনার কেহ আছে কি?"

"না।"

"তবে কাহার কাছে যাইবে?"

"স্বামীর বন্ধু বান্ধবরা আছেন।"

"বিষয়াদি কিছু আছে?"

"বিশেষ কিছু না—যাহা ছিল, দস্যুতে সমস্ত লইয়াছে।"

তবে সেখানে যাইয়া ফল কি?"

"আশ্রয় পাইব।"

"তবে আমার সঙ্গে চল, আমি বরিশাল যাইব।"

তরু যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন। সাহ্লাদে সম্মতা হইলেন।

হিন্দুস্থানিটী তাহাকে লইয়া অনেক দূর গেল, দুই তিন দিন ধরিয়া তরুবালা হিন্দুস্থানিটীর সঙ্গে চলিলেন।

হিন্দুস্থানীর মুখে "মা" ছাড়া বাক্য নাই, যত্নের শেষ নাই, তরুবালা সে যত্নে মুগ্ধা হইলেন। তরুবালা ভাবিলেন "আমার নিকট অর্থ থাকিলে হিন্দুস্থানিটীকে তাহার যত্নের প্রত্যুপকার স্বরূপ দিতাম।" আরও ভাবিলেন "বরিশাল পৌঁছিলে বাসায় যে সমস্ত তৈজসাদি আছে তাহা বিক্রয় করিয়াও যাহা পাইব হিন্দুস্থানীকে দিব।"

এক দিন সন্ধ্যার সময় একটী চটিতে হিন্দুস্থানি বলিল "কাল আমাদের জাহাজে চাপিতে হইবে।"

"কেন?"

"জাহাজে করিয়া বরিশাল যাইব।"

"বরিশালে কি জাহাজ যায়?"

"আজকাল যায়।"

"তবে আমরাও যাইব।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় বরিশালে জাহাজ যাতায়াত করিত না, হিন্দুস্থানী বলিল "সাহেবের কাছে যাইবার কথা বলিতে হইবে।"

"কেন তুমি বলিলে হইবে না?"

"তা হয় না।"

"সাহেবের সাম্‌নে কি করিয়া কথা কহিব?"

"ঘাড় নাড়িয়া বলিলেও হইবে।"

তরু সম্মতা হইলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### বিপদের উপর বিপদ।

তরুবালা সাহেবের কাছে জাহাজে যাইতে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানালেন। তরুবালা না জানিয়া আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলেন। তরুবালা তাহার পর দিনই জাহাজে করিয়া আসামে কুলীরমণীদিগের সহিত চলিলেন। আর সে হিন্দুস্থানীকে দেখিতে পাইলেন না।

তরুবালা তখন সকল বুঝিলেন, তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইল। কিন্তু উপায় কি? তরু মনে মনে বলিলেন "ঈশ্বর তোমার সৃষ্টি এমন জঘন্য কেন? সংসারে কি কাহাকেও বিশ্বাস করিতে নাই!" প্রকৃতই সংসার যে পিশাচের ক্রীড়া ক্ষেত্র তাহা তরু উত্তমরূপেই বুঝিলেন। কিন্তু ইহাতেই শেষ হইল না, তরু আরও নূতন বিপদে পতিতা হইলেন। তরু আসামের যে চা বাগানে যাইতে ছিলেন, সেই জাহাজে সেই বাগানের ডাক্তার বাবুও যাইতে ছিলেন। ডাক্তার বাবুর চক্ষু তরুবালার উপর পড়িল, সেই অতুল রূপরাশিতে তাঁহার চক্ষু ঝলসিয়া গেল, তাঁহার হৃদয় মধ্যে এক তুমুল তরঙ্গ রঙ্গ ক্রীড়া করিয়া উঠিল। ডাক্তার বাবু ভাবিলেন তরুকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে। সাহেব যেন তাহাকে দেখিতে না পান। তাহা হইলে আমার আশা মিটিবেনা। ডাক্তার এতদিনে ভাবিলেন "তরু যদি আমার হয় তাহা হইলে আর সেই দূরদেশে বাসের কষ্ট কি?" তখন তিনি সংসার ভুলিলেন, স্ত্রী পুত্র ভুলিলেন। ভাবিলেন "তরু, যদি আমার হয় তবে আর স্ত্রী পুত্রে প্রয়োজন?" ডাক্তার বাবু প্রত্যহ আধ বোতল করিয়া মদ খাইতেন কিন্তু সে দিন এক বোতল খাইয়া ফেলিলেন, শুনিয়াছি তথাপি তাঁহার নেশা হয় নাই।

পরদিন ডাক্তার বাবু তরুকে নিভৃতে ডাকিয়া আসামের চা বাগানে কি করিয়া সাহেবরা কুলি রমণীর সতীত্ব নাশ করেন তাহার একটী অতিরঞ্জিত

কাহিনী শুনাইয়া বলিলেন "তুমি যদি আমার হও, তাহা হইলে তুমি আমার পরিণীতা স্ত্রীর মত থাকিবে, তোমার কোন ভয় থাকিবেনা—তোমার সুখের সীমা থাকিবেনা।"

তরুবালার মাথা আবার ঘুরিল। তরু ভাবিয়া ছিলেন কুলি রমণীদের সঙ্গে বাগানে খাটিলেই চলিবে, কিন্তু দেখিলেন আবার নূতন বিপদ। সংসারে দুই একটী নয়, অনেক পশু আছে। কিন্তু উপায়? তরু ডাক্তার বাবুকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন অনেক অনুনয় করিলেন—অনেক কাঁদিলেন, কিন্তু ডাক্তার বাবু চক্ষের জলে ভুলিলেন না। বলিলেন "তুমি সম্মত না হও, সাহেবকে দিয়া তোমার দর্প চুর্ণ করিব, তোমার সর্ব্বনাশ করিব।"

তরুবালা সে কথার উত্তর না দিয়া কেবল চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু করুণ রোদনও কি ঈশ্বরের কর্ণে প্রবেশ করে না? কই তরুবালার মনোবাঞ্ছা ত পূর্ণ হইল না? তরুবালার হৃদয়ে ত শান্তির ছায়া দেখা দিল না? তখন তিনি মনে করিলেন "আর কেন, ধীরে ধীরে এই নদীর জলে ঝাঁপ দিইনা কেন, ধীরে ধীরে এই অসার পাপ জীবনের শেষ করিনা কেন?—যে জলে তাঁহাকে হারাইয়াছি, সেই জলে নিজের অস্তিত্ব হারাইয়া আবার দুইজনে মিলিত হইনা কেন?"—তখন প্রাণ বড় কেমন করিয়া উঠিল, মনে হইল তবে কি তিনি নাই?—প্রহ্লাদ জলে ডোবেনি, আগুনে পোড়েনি। যিনি জগতের রক্ষাকর্ত্তা, তিনি মনে করিলে না পারেন কি? প্রাণ হইতে যেন সহসা একটা ভাব কমিল। একবার সেই সুদূর আকাশের দিকে তাকাইলেন, যেন কি এক ভাবে চিত্ত বিভোর হইল। দূরে দেখিলেন সেই অনন্ত আকাশ পৃথিবীতে মিশিয়াছে। মনে হইল এটা ভৌতিক দৃশ্য,—এত মিলন নয়। কোথায় আকাশ কোথায় পৃথিবী, তবু দেখি দুইএতে মিশিয়াছে। তবে আমার এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে তাঁহার মিলনের আকাঙ্ক্ষা দুরাশা কেন? বাহ্যদৃশ্য হারাইলেও হৃদয়মধ্যে সে পবিত্র ছবি ত নিরন্তর বিরাজমান। তবে আবার মিলনের বাকি কি? তরুবালা ঘোর চিন্তার নিরস্তা হইলেন।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### সর্ব্বনাশ-চেষ্টা।

আসামের চা বাগানে, সাহেবদের সুন্দর বাঙ্গালা, কর্ম্মচারীদের সুন্দর আবাস গৃহ জিনিষ পত্র রাখিবার বড় বড় ঘর। কুলিদিগের থাকিবার শত শত কুটীর, কিন্তু এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুপম। শস্য শ্যামলা ধরিত্রীর বিমল শোভা কম হইলেও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই। দূরে কোথাও পর্ব্বত শ্রেণী আকাশ অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ধরণী বক্ষ হইতে যেন একটী মেঘমালাকে আকর্ষণ করিতেছে। স্থানে স্থানে যেন আরও উর্দ্ধগামী, স্থানে স্থানে যেন খসিয়া পড়িয়াছে, বিফলোদ্যম হইয়া যেন লজ্জায় আর মাথা তুলিতেছে না। সেই মলয় সমীরণ, সেই পাখীর গান, সেই স্রোতস্বিনীর তর তর ডাক সকলি আছে। মানবগণের আনন্দও আছে—কিন্তু কি যেন নাই,—প্রবাসের দারুণ তাড়না যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করে। প্রবাসী শিহরিতাঙ্গ হইয়া প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্য ভুলিয়া যায়, মনে কেবল তাড়নার যাতনা ভোগ করে।

বস্তুতঃ চা-বাগানের এক নূতন দৃশ্য। সর্দ্দারেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কুলি ও তাহাদের রমণীরা বাগানে কাজ করিতেছে, কেহ হাসিতেছে কেহ কাঁদিতেছে। আজি আমাদের হতভাগিনী তরুবালাও কুলী রমণীদের কাজ করিতেছেন। আজি-নিঃসহায়া রমণীর অবস্থা দেখ। তরুর অঙ্গে ধুলি ধুসরিত, মলিন বস্ত্র, বদন বিষণ্ণ—যেন যত্নে রূপরাশি চাপিয়া রাখা হইয়াছে। যেন মেঘমালায় শরচ্চন্দ্র আচ্ছাদিত। কিন্তু ইহাতে কি সে রূপ চাপা পড়িয়াছে? মনে হইতেছে মেঘ কেন সরিয়া যায় না, সে রূপ রাশি কেন উছলিয়া উঠেনা। সৌন্দর্য্যময় সংসারে কেন পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ পায় না।

তরু চা-এর পাতা গুছাইতেছেন, একটী বৃদ্ধা রমণী তাঁহাকে পাতা বাঁধিতে শিক্ষা দিতেছে। তরু সযত্নে তাহাই শিক্ষা করিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল "বাছা তুমি রাজি হও, নইলে উপায় নাই। ডাক্তার বাবু বড় ভাল লোক।"

"আমায় ও কথা বলোনা।"

"রাজি না হইলেও উপায় নেই।"

"কেন?"

"ইচ্ছায় না হয়, জোরে হবে।"

"মহারাণীর রাজ্যে কি কারও এত সাহস আছে?"

"এখানে আছে।"

"আমি বড় সাহেবের কাছে কেঁদে পড়্‌বো।"

"বড় সাহেব এ কুঠিতে থাকেন না, ছোট সাহেব থাকেন, তিনি আবার ডাক্তার বাবুর বাবা।"

"তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে চাও কেন?"

"নিজের সর্ব্বনাশ করে আশা মিটেনি বলে।"

"পরের সর্ব্বনাশে লাভ কি?"

"অর্থ।"

তরুবালা মনে মনে বলিলেন "হা অর্থ তুমিই অনর্থের মূল।" প্রকাশ্যে বলিলেন "দেখ বাছা তুমি যদি আমায় কোন উপায়ে উদ্ধার কর্‌তে পার, তা হ'লে তোমায় যথেষ্ট অর্থ দি।"

"অর্থ আর সহায় যদি তোমার থাক্‌বে তা হলে এখানে এ রূপের বোঝা নিয়ে আস্‌বে কেন?"

"মা, আমি কি সাধে এসেছি।"

বলিতে বলিতে তরুর গণ্ডবহিয়া অশ্রুধারা বহিল। বৃদ্ধা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বলিল "তা বাছা রাজি হওয়াই ভাল, কাজ কর্ম্ম কিছু করতে হবেনা, তোমার দাস দাসী থাক্‌বে, স্ত্রী পুরুষের মত থাক্‌বে, সে কি ভাল নয়?"

"আমায় আর ও সব বলোনা।"

"দেখ ডাক্তার বাবু সোজা লোক নন," আজিই তোমার অসুখ করেছে বলে হাঁসপাতালে নিয়ে গিয়ে রাখ্‌তে পারেন, সেখানে তোমায় কে রাখ্‌বে?

"ভগবান কি নেই?"

"তা আমি বল্‌তে পারিনে।"

"তিনি যা করেন তা ভালর জন্যেই করেন।"

"তাই ত বল্‌চি ডাক্তার বাবু ঈশ্বরের অভিপ্রায় মতেই তোমার ভাল কর্‌বেন।"

বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া একটু মৃদু হাসি হাসিল।

"আমি যতক্ষণ বাঁচ্‌বো ততক্ষণ ঈশ্বরে অবিশ্বাস কর্‌বোনা।"

"তা না করো, এখন বেলা যায়, মত কি বল?"

"আমি প্রাণ থাক্‌তে স্বীকার হবোনা।"

"তবে আমি চল্লাম, আমার দোষ নেই।"

"তোমার আর কি দোষ, যত দোষ আমার কপালের, পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল ভোগ কর্‌চি বই ত নয়।"

বৃদ্ধা চলিয়া গেল। তরুবালা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাজ করিতে লাগিলেন।

এমন সময় তথায় আর একটী অদ্ধবয়স্কা রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া তরুবালার বিষাদমাখা বদনমণ্ডল যেন কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইল। হায় মানুষ, তোমায় সকল অবস্থাতেই আশার তাড়না সহ্য করিতে হয়। সকল অবস্থাতেই সুখ দুঃখের তত্ত্ব বিশেষ অনুভব করিতে হয়। অতি দুঃখেও সময়ে সময়ে সুখের সঞ্চার হয়। তরুবালা আগন্তুকাকে সাগ্রহে বলিলেন "দিদি হয় কি?"

"তাই ত, ভগবান কি নেই ভাই। এত দুঃখ দিয়েও কি তার আশা মেটেনা?"

তরুবালা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রমণী বলিলেন 'বড় সাহেব বড় ভাল লোক, তাঁকে না বল্লে আর উপায় নেই।"

তরু। তিনি কবে এ বাগানে আসবেন?

রমণী। তার ঠিক নেই।

তরু। তবে কি হবে?

রমণী। আমি কুলিদের বলেছি, তারা তোমায় উদ্ধার কর্‌তে সাহস পায় না।

তরুবালা চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "তবে আমি একা কি কর্‌বো।"

রমণী। আমি আছি।

তরু। তুমি কি করবে?

রমণী। যখন দেখ্‌বো আর উপায় নেই তখন——

এই বলিয়া বস্ত্র মধ্য হইতে একটী ছুরিকা বাহির করিয়া দেখাইল।

তরু। তবে ওটী আমায় দাও।

রমণী। কেন?

তরু। যখন আর রক্ষা থাক্‌বেনা তখন তাকে মারবো আর নিজে মর্‌বো।

রমণী। তুমি পারবেনা। আমি ছায়ার মত তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি। আমিই সে কাজ কর্‌বো, কিন্তু তোমায় মর্‌তে দেবনা। তুমি থাক, কি মতলব কর্‌চে খপর নিয়ে আসি।

এই বলিয়া রমণীটি চলিয়া গেলেন।

রমণীটির নাম শশীবালা। শশীবালা তন্তুবায় কন্যা। আজি দুই বৎসর পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানে আসিয়াছিল, আড়কাঠির কুহকে পড়িয়া এই দশা হইয়াছে। শশীর স্বামী আছে, একটী পঞ্চম বৎসরের সন্তান আছে। সেই সাধের সংসার ছাড়িয়া আজি তিনি বন্দিনী। স্বামী পুত্রের সংবাদটী পর্য্যন্ত হইতে বঞ্চিতা।

শশীর বয়স বেশী নয়, একুশের মধ্যে. কিন্তু হইলে কি হয় শশী অতি কুৎসিতা। বর্ণ কাল, নাক খাঁদা, ঠোঁট পুরু, চক্ষু ছোট, কপাল উঁচু, দাঁতগুলিও বড়। কিন্তু গঠনের পারিপাট্য আছে। শশী নাতি স্থূলা, নাতি কৃশা, কেশদাম নিতম্বস্পর্শী। কিন্তু শশীর প্রাণ বড় ভাল। শশী পরদুঃখ কাতরা,—শশী পরোপকারিণী। শশীর বাহির কাল হউক, ভিতর বড় ভাল।

এই বিজনবাসে বা বনবাসে শশী তরুবালার শান্তি—ভালবাসার আধার—সহানুভূতির প্রশস্ত ক্ষেত্র। শশীর হৃদয়গত অপূর্ব্ব কমনীয়তা আদর্শ বস্তু!

সন্ধ্যার আর বিলম্ব নাই, দূরে প্রশান্তনয়ন বিস্ফারিত করিয়া সূর্য্যদেব যেন পৃথিবীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। পক্ষীগণ আপনাপন নীড়াভিমুখে গমন করিতেছে। চা বাগানে দুই একটী রমণী বেশভূষায় নিমগ্না, তাহাদের নয়নের কুটিল কটাক্ষ যেন ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। এখানে সন্ধ্যাকালে কুলবধূরা কম্বুকণ্ঠে শঙ্খধ্বনি করেন না।

দূরে দেবগৃহে কাঁশর ঘণ্টা বাজেনা, সকলি যেন স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন। সকলই যেন বিসদৃশ।

এমন সময়ে তথায় ডাক্তার বাবু ও দুইটী কুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাবু তরুকে বলিলেন "তোর জ্বর হয়েছে নাকি ?"

তরু কাঁপিতে কাঁপিতে মস্তকটী অবনত করিয়া বলিলেন "না।"

ডাক্তার। "না জ্বর হয়েছে বই কি। কই হাত দেখি।"

তরুবালা অগত্যা হাত দেখাইলেন। ডাক্তার বাবু হাত দেখিয়া বলিলেন এযে ভারি জ্বর, একে আর কাজ কর্‌তে দিওনা, হাঁসপাতালে নিয়ে যাও।"

তরু কত কাকুতি মিনতি করিলেন, কিন্তু ডাক্তার বাবু তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না, চলিয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গি লোক দুটী তাঁহার আদেশমত তরুকে ডাক্তারখানায় লইয়া চলিল। তরু ঈশ্বর স্মরণ করিয়া বিশুষ্কবদনে কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে অগত্যা তাহাদের সহগামিনী হইলেন। যাইবার সময় একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিলেন। কিন্তু কই শশীবালাকে ত দেখিতে পাইলেন না। ভাবিলেন "হায়, শশী কেন সে ছুরিকাখানি দিয়া গেলনা।" আবার মনে হইল "সময় মত দিবে।" হায় আশা তুমি না থাকিলে এই দুঃখময় সংসারের দশা যে আরও কত দুঃখের হইত তাহার ইয়ত্তা নাই।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### সুখের ঊষা।

চা বাগানের ডাক্তারখানা একটী ক্ষুদ্র বাঙ্গলা মাত্র। তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু বাগানের একপ্রান্তে, নদীরধারে স্থাপিত। সংক্রামক পীড়া হইতে বাগানের অধিবাসীগণকে নিরাপদ করিতে সেটী দূরে অবস্থিত।

ডাক্তারখানার মধ্যস্থলে একটী বড় হল এবং তাহার দুই পার্শ্বে চারিটী মাত্র কুঠারী, তাহারই একটীতে ডাক্তার বাবু থাকেন এবং বাকিগুলি রোগীদের ব্যবহারের জন্য নিরূপিত হইয়াছে। আজি তাহারই একটী কুঠারীতে

আমাদের অনাথিনী তরুবালাকে আনা হইয়াছে। পশুশালার ব্যাঘ্রের পিঞ্জর মধ্যে অজা শিশু দেখিলে ব্যাঘ্রের যে আনন্দ, আজি ডাক্তার বাবুর ততোধিক আনন্দ। কিন্তু তরুবালার হৃদয়ভাব বর্ণনা করা অপেক্ষা সহজে অনুভূত হইবার যোগ্য।

তরুবালা ধূলায় পড়িয়া রোরুদ্যমানা, এমন সময় তথায় সেই পিশাচরূপী ডাক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সেই কামোন্মত্ত বদনভাব দেখিয়া তরুবালার হৃদয় আরও শুকাইল। চক্ষের প্রবলধারা আরও প্রবলবেগে বহিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু প্রথমতঃ অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, অনেক প্রলোভন দিলেন, অনেক সুখকল্পনার সুন্দর দৃশ্য দেখাইলেন, কিন্তু তরুর মন ত ভিজিল না। তরু আত্মসমর্পণে সম্মতা হইলেন না। একটী কুলী রমণী মাসিক ৫০্ টাকা বেতনের ডাক্তার বাবুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন! ইহা কি সহ্য হইবার? তিনি ক্রোধান্ধ হইলেন, তরুবালাকে অনেক অশ্রাব্য অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া আপন স্বভাব ও বংশমর্য্যাদার পরিচয় দিলেন। শেষ বল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তরুবালা উন্মত্তার ন্যায় সমান বল প্রকাশ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আর কতক্ষণ, ক্রমেই বল হ্রাস হইতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল, আজ বুঝি সর্ব্বনাশ হইল, তরুবালার যত্নে রক্ষিত সতীত্ব নিধি বুঝি নষ্ট হইল! তরুবালা উচ্চকণ্ঠে কাতরভাবে চিৎকার করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায় শশীবালা তুমি এখন কোথায়? সব যে যায়, তরুকে ছুরিকাখানি দাওনি কেন? তরু যে এতক্ষণ তাহা সজোরে হৃদয় মধ্যে বিদ্ধ করিয়া সকল জ্বালা, সকল যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইতেন। কিন্তু তাহাও ত হইল না। তরুর যে সর্ব্বনাশ হইল, সেই শাণিত ছুরিকা ভিন্ন আর কে তাহাকে রক্ষা করিবে? শশী, তুমি ছুরি না দিয়া কি ভাল করিলে? সাধ্বীর যে সর্ব্বনাশ করিলে? তুচ্ছ প্রাণ গেলে ক্ষতি ছিল কি?

এই সময়ে ডাক্তারখানার ঘাটে একখানি বজ্‌রা আসিয়া লাগিল, বজরার মধ্য হইতে একটী সাহেব ও একটী বাঙ্গালী বাবু অবতরণ করিলেন। সাহেবটী সেই বাগানের বড় সাহেব, বাবুটী একটী মহাজন। সাহেব তাঁহার নিকট

শতকরা ৪৲ টাকা সুদে এক লক্ষ টাকা ধার লইবেন বলিয়া তাঁহাকে বাগান দেখাইতে আনিয়াছেন।

বড় সাহেব ও বাবুটী বজরা হইতে অবতরণ করিবা মাত্র ডাক্তারখানা হইতে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পাইয়া তাঁহারা দ্রুতপদে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় সাহেব আসিতেছেন সংবাদ পাইবা মাত্র ডাক্তার বাবু তরুবালার প্রতি বলপ্রকাশ ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু সেই সময় তরুবালার মোহ উপস্থিত হওয়ায় ডাক্তার বাবুর বদন প্রফুল্ল হইল। তখন বড় সাহেব ও বাবুটী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বড় সাহেব চিৎকারের কারণ জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তার বাবু বলিলেন "স্ত্রীলোকটীর হিষ্টিরিয়া হইয়াছে, তাহারই চিকিৎসা হইতেছে।"

সাহেবের আর সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না, তিনি বাবুটীর সহিত চলিয়া গেলেন, কিন্তু একটী চাপরাসীকে রাখিয়া গেলেন এবং রমণীটি কেমন থাকে ত্বরায় সে সংবাদ যেন তাঁহাকে দেওয়া হয় বলিয়া গেলেন। আরও বলিলেন প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া রোগিণীকে দেখিয়া যাইবেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে ডাক্তার বাবু আর তরুবালার উপর অত্যাচার করিতে পারিলেন না। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে তরু সাহেবকে সকল কথা বলিয়া দেয়।

সাহেব চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ পরে তরুবালার জ্ঞানের উদ্রেক হইল, কিন্তু ডাক্তার বাবুর আর সে ভাব নাই, নয়নকোণে আর কাম অগ্নি নাই--সে বিভীষিকা নাই—যেন সে মানুষ নয়।—তরুবালা ডাক্তার বাবুর আকস্মিক চরিত্র পরিবর্ত্তনের মর্ম্মাবগত হইতে না পারিয়া বিস্মিতা হইলেন।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### বড় সাহেব।

বড় সাহেবকে চা বাগানের সকলেই ভয় করে। সাহেবের বয়ঃক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর, দীর্ঘাকার সুন্দর পুরুষ; দেখিলে যেন ভক্তি হয়। বস্তুতঃ

সাহেবকে সকলেই ভক্তি করিত। সাহেব কুলিদিগকে যত্ন করিতেন, তাহাদিগকে যাহাতে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে না হয় সে পক্ষে দৃষ্টি ছিল, কিন্তু কর্ম্মচারীদের দোষে সকল সময় তাহা ঘটিয়া উঠিত না। এই চা বাগান ছাড়া আর একটী চা বাগান ছিল, সাহেব তাহাতেই সস্ত্রীক বাস করিতেন।

সাহেব আপনার কথা রাখিলেন, অতি প্রত্যুষে তিনি ডাক্তারখানায় আসিয়া রোগিণীর সংবাদ লইলেন এবং আশাপ্রদ উত্তর পাইয়া তিনি স্বয়ং সেই কক্ষমধ্যে উপস্থিত হইলেন। তখন তরুবালা ভূমিসংলগ্ন দৃষ্টে গাঢ়চিন্তায় নিমগ্না ছিলেন। প্রথমতঃ সাহেবের আগমন বুঝিতে পারিলেন না। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কেমন আছ ?"

সাহেব বেশ বাঙ্গলা জানিতেন। তরুবালা সেই সাহেবি গলার আওয়াজ পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। অবগুণ্ঠন অল্প টানিয়া দিলেন, কিন্তু তাহা সামান্য মাত্র।

তরুবালা এখন কুলি রমণী, তাহার আর প্রকৃত অবগুণ্ঠন শোভা পাইবে কেন ? তরুবালা সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন "আপনি কে ?"

সাহেব। আমার নাম টমাস্ রিচার্ড।

তরু। বুঝিলাম না, আপনি কি বড় সাহেব ?

সাহেব। হাঁ। আমি বড় সাহেব।

তখন তরুবালার চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। তিনি সেই ধীরপ্রকৃতি সাহেবের দিকে ফিরিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন।

সাহেব বিস্মিত হইলেন, বলিলেন "কাঁদ কেন ?"

তরু। আপনি আমার পিতৃস্বরূপ, আমি বড় অনাথিনী, দয়া করিয়া আমার জীবনবৃত্তান্ত একবার শুনিতে হইবে।

সাহেব বলিলেন "আচ্ছা বৈকালে শুনিব, এখন বড় ব্যস্ত আছি।'

তরুবালা বলিলেন "তবে আমায় এস্থান হইতে উদ্ধার করুন। এখানে রাখিয়া যাইবেন না।"

সাহেব। কেন ?

তরুবালা ডাক্তার ঘটিত সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তখন সাহেব

রোষকষায়িতনয়নে একবার সেই নরপিশাচ ডাক্তারের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। ডাক্তার ভীত হইলেন, বলিলেন "স্ত্রীলোকটী পাগল, উহার মাথার ঠিক নাই।"

সাহেব কিন্তু তাহা শুনিলেন না, বলিলেন "আমি ত ইহার কোন পাগলের লক্ষণ দেখিতেছি না।"

ডাক্তার অধোবদন হইলেন। সাহেব সকল বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তরুবালাকে অন্য স্থানে রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন।

---

## নবম পরিচ্ছেদ।

### পরিচয়।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সাহেব তরুবালাকে আপন আবাসে ডাকাইয়া আনিলেন। তরুবালার লজ্জা বিনয় ও সুন্দর মুখশ্রী প্রভৃতি দেখিয়া তাঁহার মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়াছিল তরুবালা কোন ভদ্রবংশ সম্ভূতা রমণী, প্রকৃতই বিপন্না।

তরুবালা সসম্ভ্রমে সেই দীনবেশে সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সাহেব একবার তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "তুমি আমার এলেন, আমার কাছে লজ্জা করিও না, সকল কথা বল।"

তরু। এলেন ত বুঝিলাম না।

সাহেব। এলেন আমার কন্যার নাম। অর্থাৎ তুমি আমার কন্যার মত।

তরুবালা মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু ভাবিলেন "পিশাচের মুখেও ত এমন মিষ্ট কথা শুনা যায়" কিন্তু সাহেবকে অবিশ্বাস করিতে মন চাহিল না। তরুবালা আদ্যোপান্ত আপনার সমস্ত ঘটনা সাহেবকে বলিলেন। সাহেব একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। সাহেবের তখন আপনার প্রিয়তমা ইমিলিকে মনে পড়িল। তিনি সাশ্রুলোচনে মনে মনে বলিলেন "ঈশ্বর তোমায় ধন্যবাদ যে আমার ইমিলি কখন এমন বিপদে পড়ে নাই।" তখন সাহেব তরুবালাকে বলিলেন "আমি নিজ ব্যয়ে

তোমায় বরিশাল পাঠাইয়া দিব, তুমি আজ হইতে মুক্তি পাইলে।” তরু-বালা তাহার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, কিন্তু তাঁহার অশ্রুজল সে কথার যথাযথ উত্তর দিল।

তখন সাহেব বলিলেন “তোমার নাম কি?”

তরু। বাগানে আমায় দামিনী বলিয়া ডাকে।

সাহেব। প্রকৃত নাম কি?

তরু। শ্রীমতি তরুবালা দাসী।

সাহেব। স্বামীর নাম?

তরুবালা নিরুত্তর।

সাহেব। বল, লজ্জা কি?

তরু। বলিতে নাই যে।

সাহেব। তবে কেমন করিয়া তোমার স্বামীর সন্ধান করিব।

তরুবালা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন “তিনি আর নাই, কুমীরে তাঁহাকে নষ্ট করিয়াছে।”

সাহেব। সে যাহাই হউক নামটী কি?

তরু। আপনি বাঙ্গালা পড়িতে পারেন?

সাহেব। না।

তরু। তবে কি করিব, আমি না হয় লিখিয়া দিতাম।

সাহেব। তুমি লিখিতে পার?

তরু। পারি।

সাহেব। তবে লিখিয়া দাও, আমার আবশ্যক মত কোন বাঙ্গালী বন্ধুর দ্বারা পড়াইয়া লইব।

সাহেব তরুকে কাগজ কলম দিলেন। তরুবালা লিখিয়া দিলেন,—

“শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মিত্র।”

## দশম পরিচ্ছেদ।

### নূতন স্থান।

এই ঘটনার পর দিবস বড় সাহেব তরুবালাকে ডাকাইয়া বলিলেন "আমরা অদ্য যাইব, তুমি আরও কিছু দিন এখানে থাক তাহার পর তোমার ব্যবস্থা করিব।"

তরু। তা আর থাকিব না।

সাহেব। তোমার কোন ভয় নাই, আমি ডাক্তার বাবুকে জবাব দিয়াছি।

তরু। আমি আপনি যে বাগানে থাকেন সেইখানে যাইব।

সাহেব। আমার সেখানে যাইতে বিলম্ব আছে, পথে আমার সমভিব্যাহারী বাঙ্গালী বন্ধুটীর বাটী হইয়া যাইব।

তরু। আমি সঙ্গে থাকিলে কি কোন ক্ষতি হইবে?

সাহেব। না, তবে তাই চল। তোমার জন্য আমি একটী ছোট পান্সী ভাড়া করিতে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি সঙ্গে কাহাকে লইবে? একাকিনী যাওয়া হইবেনা।

তখন তরুবালা সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার প্রিয় সহচরী শশীবালাকে সঙ্গে লইতে চাহিলেন। সাহেবও তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। শশীবালা এই আকস্মিক সুসংবাদ প্রাপ্তে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিতা হইলেন তাহা আর কি করিয়া বুঝাইব?

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সাহেব ও বাবুটী বজরায় আরোহণ করিলে দুইখানি নৌকাই ছাড়িল। সমস্ত রাত্রি নৌকা চলিল। প্রাতঃকালে নৌকা আসিয়া একটী ঘাটে লাগিল। সে স্থানটীর নাম নন্দনপুর।

সাহেব ও বাবুটী চলিয়া গেলে তরু ও শশীবালা সেই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে পুলকিতা হইতে লাগিলেন। সম্মুখে অপ্রশস্তা তটিনী, তাহাতে প্রশস্ত বাঁধাঘাট, ঘাটের উপর সুন্দর পাকারাস্তা, রাস্তার দুইপার্শ্বে বৃক্ষশ্রেণী। আবার তাহারই গা দিয়া সুন্দর পথ বাহির হইয়াছে। পথের ধারে স্থানে স্থানে দুই একটী বাটী আছে, সেগুলি সমস্তই যে বাবুটীর

সহিত বড় সাহেব গেলেন তাঁহার কর্ম্মচারী প্রভৃতির বাসস্থান। কিঞ্চিৎ দূরে বাবুটীর বাসগৃহ। বাটিটী দ্বিতল কিন্তু বৃহদাকারের।

তাঁহারা বাটিটীর সম্মুখবর্ত্তিনী হইয়া দেখিলেন দরজায় অনেকগুলি হিন্দুস্থানী দ্বারবান বসিয়া আছে, দরজার একপার্শ্বে খুব উচ্চ নহবৎখানায় নহবৎ বাজিতেছে। একজন দ্বারবান তরুবালাকে বলিল "যাওনা মায়ি, ভিতর যাও।"

তরুবালা সঙ্গিনীসহ ভিতরে গেলেন। সেটী ঠাকুরবাটী। অনেক কাঙ্গালী সেইখানে আহারাদি করে। তরুবালা বলিলেন "আমরাও আজ ইহাদের একজন।"

শশী। না ভাই আমরা নৌকায় বেঁধে খাব।

তরু। কেন প্রসাদ পাই এসনা।

শশী। এই সব লোকের সঙ্গে একত্রে খাব?

তরু। তায় আর দোষ কি, আমাদের অবস্থা কোন্ ওদের চেয়ে ভাল।

শশী আর কোন উত্তর দিল না। তখন তরুবালা মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর তাঁহারা বাটীর ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অতিথীশালা, ডাক্তরখানা প্রভৃতি দেখিলেন। শেষে আর একটী বাটীতে উপস্থিত হইলেন, বোধ হইল সেইটী আবাসগৃহ।

তরুবালা সেইখানে একটী স্ত্রীলোককে দেখিলেন। বোধ হইল, সেটী বাটীর ঝি। তরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বাবুর নাম কি গা?

ঝি। তা জানিনে বাবু; সকলেই বাবু বলে।

তরু। বাবুর আর কে আছেন?

ঝি। তিন কুলে কেউ নেই।

তরু। সে কিগো, এত বিষয় বিভব ভোগ করিবার লোক নাই।

ঝি। তা বল্লে কি হয়, আমার খাবার নেই কিন্তু ষেটের কোলে ছেলে মেয়ে সাতটী। আর বাবুর এত বিষয় কিন্তু ওদিকে নাস্তি। ভগবানের এমনি বিচার; চাইলে মিলেনা। ছেলের কথা ছার—গিন্নিটী পর্য্যন্ত নেই।

শশী। সে কি গো?

ঝি। এই রকমই।

শশী।. বিবাহ করেননি কেন?

ঝি। কে জানে মা, ওসব বড় লোকের কথা। শুনেছি মারা গেছেন।

তরু। তবে আবার বিবাহ করেন না কেন?

ঝি। বিবাহ করবার লোক নয়। শুনেছি ঘরে গিন্নির খুব মস্ত ছবি আছে। বাবু রাত্রে তাই দেখেন আর কাঁদেন, ভাল খাওয়া পরা নেই—যা না হলে নয় তাই আছে। ঝোঁক কেবল দান ধ্যানে। এই সামনে যে ঠাকুর বাড়ী দেখচো এটী গিন্নির নামে। ওখানে ঠাকুর সেবার ভারি ধুমধাম। আমি ঐ বাড়িতে থাকি। তোমরা বিদেশী, এসনা আমার সঙ্গে ওখানে ভোগ খাবে।

তরুবালা ঝির অনুসরণ করিলেন। ঝিটী বেশ ঠাণ্ডা, তবে সাধারণতঃ পরিচারিকা শ্রেণী যেমন কথা প্রিয়, আমাদের এ ঝিটীও তাই। ঝি অল্প সময় মধ্যে আপনার মুনিবের ও কত লোকের কত কথা যে কহিয়া ফেলিল, তাহা আর বলা যায় না।

তরু নূতন ঠাকুর বাটীতে গেলেন, দেখিলেন সেখানকার ধুমধাম খুব বটে,—ঠাকুর বাটীর উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ লেখা।

তরুবালা মনে মনে বুঝিলেন বাবুটীর গৃহিণী কোন সৌভাগ্যবতী ছিলেন, কিন্তু আর কিছু বুঝিলেন না।

ঝির অনুরোধমত প্রসাদ পাইয়া তাঁহারা আবার পান্‌সীতে ফিরিলেন, এবং উভয়ে বাবুর সম্বন্ধে কত কথাই কহিলেন। শশীর বাবুটীকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তরুবালা তাহাতে স্বীকৃতা হইলেন না। তরুবালার পুরুষ দেখিলে বড় ভয় হয়। আপনার দুর্ঘটনার উপর দুর্ঘটনা দেখিয়া পুরুষ চরিত্রে আস্থা বড় কম, তাহার উপর ভদ্রলোক দেখিলে মাথা যেন কাটা যায়।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### সুখের সূত্র।

বড় সাহেব আজ দুদিন বাবুটীর বাটীতে আছেন। বন্ধুত্ব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, আজ কাল আরও ঘনিভূত হইয়াছে। একদিন সন্ধ্যাকালে উভয়ে নদীর উপকূলে পাদচারণ করিতেছেন এমন সময় সাহেব বলিলেন "আপনার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী কে?"

বাবুটী মৃদু হাসিয়া বলিলেন "দরিদ্র।"

সাহেব। সত্য, কিন্তু আপনি বিবাহ করেন না কেন?"

বাবু। আমি কার্য্যতঃ সন্ন্যাসী বলিয়া একজন সন্ন্যাসী আমায় এই অতুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন। আমি সংসারী হইলে সম্পত্তি লইব কি করিয়া?

সাহেব। তাঁর কোন নিষেধ আছে কি?

বাবু। নাই,—কিন্তু আমার প্রবৃত্তিও নাই।

সাহেব। কেন?

বাবু। সুখ সংসারে নয়, মনে। আমরা সংসারী বলিয়া কি সুখী? সংসারটা কি তাহা ভাবিয়াছেন কি?—আপনার ধরিতে গেলে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী, কেন না জন্মিযাই তাহাদিগকে পাই। কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা মায়া মমতা স্ত্রীতে?—পরের দুহিতা—যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহাকে অতি প্রিয় করিতে হয়। সকলকে ত্যাগ করিয়া মৃত্যুকালে অপুত্রক হইলে স্বকীয় সম্পত্তি তাহাকে দিয়া সুখানুভূতি হয়—গর্ভধারিণী জননী বঞ্চিতা হন। এই কি সংসার?—এটা কি ছায়াবাজি নয়,—বৃদ্ধ বয়সে পিতা মাতা হারাইয়া দুঃখ নাই—লোকে বলে বেশ গেছেন পুত্রেরও মত তাই। কিন্তু স্ত্রী বিহনে সংসার অরণ্য, লোক গৃহ শূন্য, ইহা শাস্ত্র সঙ্গত। তাই বলি স্নেহ মমতাটা কি?—আপনার কন্যার বিবাহ হয় নাই—কিন্তু যে দিন বিবাহ দিবেন সেই দিনই জামাতৃ স্নেহে হৃদয় আন্দোলিত হইবে। ঈশ্বর না করুন, যদি কন্যাটীর সন্তান সন্ততি হইবার পূর্ব্বে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে স্নেহ আর কি পরিমাণে থাকিবে

বলুন দেখি? সংসারে এই ভালবাসার বেচা-কেনা হয়। সূক্ষ্মদর্শীর কাছে—সে সংসার আবার কি?

সাহেব। সন্তানের প্রতি স্নেহটা আপনি কি বলেন?

বাবু। ছায়াবাজি।

সাহেব। ও সকল সন্ন্যাসীর কথা, সংসারীর নয়।

বাবু। আমিও ত সংসারী নই।

সাহেব। আপনি পূর্ব্বে কি করিতেন?

বাবু। ওকালতি করিতাম।

সাহেব। আপনার বাটী কোথায়?

বাবু। সে সকল অনেক কথা,—আমি বাল্যে পিতৃ মাতৃ হীন হই। জ্ঞাতিরা সর্ব্বস্ব অপহরণ করেন, দেশে আমার একটী ঘর পর্য্যন্ত ছিল না। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখিয়া উকিল হই। পশার হয়—বিবাহ করি—কিছুদিন সুখীও হইয়া ছিলাম।

সাহেব। তাহার পর?

বাবু। তাহার পর সর্ব্বনাশ ঘটিল। কোন কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা আসিয়া বরিশাল যাইবার সময় দস্যুতে আমার সর্ব্বনাশ করিল। আমার সর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল।

এই কথা বলিবার সময় বাবুটীর একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস বহিল। সাহেব বলিলেন "আপনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেন?"

বাবু। আরও বেশি কিছু হইল,—আমার অতি প্রিয় সতী-স্ত্রী হারাইলাম। যাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত আমি সংসার অন্ধকার দেখিতেছি। যাহার অভাবে সংসার—আমার অরণ্য হইয়াছে, তাঁহাকে হারাইলাম।

সাহেব। কোথায় ও বিপদ ঘটিল?

বাবু। মেঘনা বক্ষে।

সাহেব চমকিলেন। বাবুটী বলিলেন "আপনি অমন করিলেন যে?"

সাহেব। কিছু না, মেঘনায় বড় জল দস্যু নয়?

বাবু। বিষম।

সাহেব। আপনার স্ত্রীর পরিণাম কি হইল?

বাবু। কিছু জানিনা। তবে দস্যুরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। আমার বিশ্বাস তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন।

সাহেব। আপনি রক্ষা পাইলেন কেমন করিয়া?

বাবু। আমায় জলে ফেলিয়া দেয়, মৎস্যজীবিদের জালে উঠি। তাহারা যত্নে আমার জীবন দান করে—কাজ ভাল করে নাই—কেবল যাতনা বাড়াইয়াছে। তাহার পর আর বরিশাল যাই নাই, আত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে মুখ দেখাইতে ইচ্ছা হইল না। মনে করিলে আবার সংসারী হইতে পারিতাম। আবার অর্থ হইত, বিবাহ হইত, কিন্তু সে প্রবৃত্তি মনোমধ্যে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় নাই। আসামে আসিলাম। এই স্থানে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন তাহার কাছে ছিলাম। তিনি মৃত্যুকালে আমায় বিস্তর অর্থ দিয়া যান, সেই অর্থ আজ পরোপকার ব্রতে নিযুক্ত হইয়াছে।

সাহেব। বড়ই দুঃখের জীবন বটে। কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করন, তিনি আপনাকে শান্তি দিবেন।

বাবু। ঈশ্বর ব্যতীত আমার আর কে আছে?

সাহেব তখন আপন পকেট হইতে এক টুক্‌রা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন "এটী কার নাম পড়িয়া দিতে পারেন?"

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### দুঃখের অবসান।

বাবুটী কাগজ হাতে করিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন "আঁ৷ আঁ৷—এ কার লেখা?"

সাহেব গম্ভীর হইয়া বলিলেন "কেন?"

বাবুটী বলিলেন "এযে আমার নাম?"

সাহেব। লেখাটী কার বলিয়া মনে হয়?

বাবুটী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমায় স্ত্রীর?"

সাহেব। স্ত্রীর

বাবু। এ লেখা আপনি কোথায় পাইলেন?

সাহেব। সে কথা পরে বলিব, এখন জিজ্ঞাসা করি, যদি আপনার স্ত্রীকে পান তাহা হইলে কি করিবেন?

বাবু। স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইব। জীবনে স্বপ্ন সফল হইবে—অসার হৃদয় আবার মহা সুখের হইবে।

সাহেব তখন বাবুটীকে ডাকিয়া লইয়া নৌকা মধ্যে গেলেন, যে নৌকায় তরুবালা ছিলেন—তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী তরুবালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনি ইহাকে চেনেন কি?"

পৃথিবী যেন ঘুরিয়া উঠিল, দিগন্ত যেন সৌরভে ভরিল, আকাশ হইতে যেন পারিজাত বৃষ্টি হইল, কি যেন একটা কাণ্ড হইয়া গেল। বাবুটী ছুটিয়া গিয়া তরুবালাকে আলিঙ্গন করিলেন, সকল ভুলিলেন অশ্রুনীরের প্রবল ধারায় দৃষ্টিশূন্য হইলেন এবং সেই মলিন মুখকমল ঘন ঘন চুম্বন করিলেন। কিন্তু তরুর আর সংজ্ঞা নাই। তরু স্বামীবক্ষে অচেতনা,—বাবুটীই অমরেন্দ্র।

অনেক কষ্টে তরুবালার জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখন অমরেন্দ্র তরুবালার সমস্তই শুনিলেন। তরুবালাও অমরেন্দ্রের আত্মরক্ষায় ঈশ্বরের মহান্ করুণা বুঝিলেন। তরুবালা বলিলেন "আমার দশায় কি হবে?"

অমর। কেন তরু?

তরু। তুমি বিবাহ কর—আমি তোমার সুখ দেখিয়া সুখী হইব।

অমর। এ সকল কথা কেন?

তরু। আমায় লইয়া ঘর করিলে লোকে তোমায় নিন্দা করিবে।

অমর। তবে তোমার কথা অবিশ্বাস করিব?

তরু। না কর, লোকনিন্দা কি দেখিবে না?

অমর। তরু, লোকের নিন্দা আমি গ্রাহ্য করিনা। আর যদি গ্রাহ্য করিতে হয় অরণ্য আছে। সেখানে পর্ণকুটীরে তরু ছায়ায় বাস করিব।

তরুবালা তখন স্বামীর সেই প্রশান্ত প্রফুল্লবদন প্রতি তাকাইয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন "মা আমায় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, যেন আমার রামের মত স্বামী হয়, সতীর আশীর্ব্বাদের এমনি মাহাত্ম্য যে আমার স্বামী আজ রামকেও হারাইলেন।"

তরুবালা এতদিনে আবার সুখী হইলেন। সে বিষণ্ণবদন কমল আবার শান্তির—সুখের—মধুর হাসি দেখা দিল। মরুভূমে আবার পারিজাতের বিকাশ হইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে এই শুভসংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। নদীকূল লোকে লোকারণ্য হইল। নহবৎখানায় ঘোর রোলে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। দ্বারবান্‌রা সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিল, নিমের ডাণ্ডা ফেলিয়া পাল্কী লইয়া ছুটিল, পাগড়ী বাঁধিতেও ভুলিয়া গেল। আজ "মা মা" শব্দে দিগন্ত পরিপূর্ণ হইল। যত সব ঝিএরা অবাক্ হইয়া তরুবালাকে প্রণাম করিয়া সেই সুধামুখের দুটা আদেশ পালন করিবার আশায় উৎকণ্ঠিতা হইল।

শশীবালা স্বামী পুত্র আনিয়া সেই স্থানেই বাস করিল। তরুবালার যত্নে তাহার সুখের সীমা রহিল না।

---

সমাপ্ত।

# কমলা।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### বিবাহ।

বিলাসপুর গ্রামে রামধন চট্টোপাধ্যায় নামে একজন ভদ্রব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি ধনীও ছিলেন না, নির্ধনও ছিলেন না, তাঁহার কিছুর অভাবও হইত না, অথচ কিছুই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছিলনা, দশ বার হাজার টাকার কোম্পানির কাগজ ছিল, তাহারই আয়ে এক রকমে পল্লীগ্রামে ভদ্রলোক সাজিয়া কাটাইতেন। কোম্পানির কাগজ ছাড়া যে রামধনের আর কিছুই ছিল না তাহা নহে, পল্লীগ্রামের সামান্য গৃহস্থদিগের যেরূপ সামান্য স্থাবর সম্পত্তি থাকে, রামধনেরও তাহা ছিল। রামধনের বয়ঃক্রম অনূ্যন পঞ্চাশৎবর্ষ, দেখিতে খর্ব্বাকৃতি—গৌরবর্ণ। তাঁহার স্ত্রীর নাম শ্যামমোহিনী, শ্যামমোহিনীর বয়ঃক্রমও চত্বারিংশ বর্ষের ন্যূন নহে। তাঁহাকে দেখিলে অন্ততঃ চল্লিশ অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসর ন্যূন বয়স্কা বলিয়া বোধ হয়। আমরা শ্যামমোহিনীর রূপ সম্বন্ধে অধিক কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না, বাঙ্গালি রমণীগণের যৌবন আজ কাল অতি অল্প বয়স হইতে হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়, সুতরাং চত্বারিংশ বর্ষীয়া শ্যাম-মোহিনীর আর রূপের কথা কি বলিব? যাহাই হউক, এ বয়সে যদি ও যৌবনের সে মধুময় লাবণ্য নাই, সে মনমুগ্ধকরী মোহিনী শক্তি নাই, তথাপি শ্যামমোহিনীর অঙ্গে এখনও সে পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের চিহ্নগুলি রহিয়াছে। বুঝি সে গুলি যাইয়াও যায় না, ভুলিয়াও ভুলে না, যাহাই হউক, যৌবনকালে শ্যামমোহিনী যে অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বর্ণিত দম্পতি-প্রণয়-পুষ্প একটীমাত্র ফল ভরে অবনত হইয়াছিল।

শ্যামমোহিনীকে সকলেই বন্ধ্যা বলিয়া জানিত, পরে অনেক বয়সে অনেক দেব দেবীর আরাধনায় এবং সন্তান-উদ্দেশে অনেক প্রকার দৈবানুষ্ঠানে,—দৈবানুগ্রহে কি না তাহা আমরা জানি না,—শ্যামমোহিনী একটী কন্যারত্ন লাভ করিলেন, কন্যাটীর নাম কমলা, কমলা বহুদিন সন্তান প্রার্থী পিতা মাতার কতদূর আদরের সামগ্রী হইল, তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। তাঁহারা একদণ্ড কমলা বিহনে থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই কমলাকে লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেন। তাঁহাদের ইহজীবনের যত সুখ, যত আশা, যত সান্ত্বনা, তাহা যেন কমলাতেই নিহিত ছিল। রামধন ও শ্যামমোহিনী একমাত্র অন্ধের যষ্টিস্বরূপিনী কমলাকে উপলক্ষ করিয়া যে কত প্রকার আশা করিতেন, কত প্রকার সুখ কামনা করিতেন, তাহা বলা যায় না, সে আশা, সে কামনা আর ফুরাইত না, তাহা অনন্ত—অশান্ত। কমলার বয়ক্রম এখন সাত বৎসর মাত্র, কমলা পিতা মাতার অনন্ত আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। দিনে দিনে কমলার রূপালোক উজ্জলতর হইতেছে। দিনে দিনে রামধন ও শ্যামমোহিনীর আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছে! শ্যামমোহিনীর কমলার বিবাহ দিবার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল, তাঁহার ধারণা হইল যে কমলার বিবাহ না দিলে যেন আর সুখ নাই—কমলার মধুর বদনাবলোকন করিবা যে সুখটুকু হইত, তাহা যেন পুরাতন হইয়া উঠিল, যেন তাহাতে আর মন উঠে না, কোন নূতন সুখানুভব হয় না। শ্যামমোহিনী কমলার বিবাহের জন্য প্রত্যহই রামধনকে অনুরোধ, বিনয় করিতে লাগিলেন, শেষে বিরক্ত করিবারও ত্রুটী করা হইল না, ক্রমশঃ শ্যামমোহিনী হইতে গ্রামস্থ অনেক প্রতিবেশিনী পর্য্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিলেন, অবশেষে রামধন, শ্যামমোহিনী ও প্রতিবেশিনীদের পরামর্শ বা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া আনন্দের মাত্রা বাড়াইতে, কমলার বাল্য-বিবাহ দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

অতি অল্পদিন মধ্যেই শুভদিনে শুভক্ষণে, একটি ধনাঢ্য ব্যক্তির একমাত্র সন্তানের সহিত অতি সমারোহ সহকারে কমলার বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইল। জামাতাটির বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, দেখিতে বেশ

সুন্দর। সুবর্ণে সুবর্ণে মিলিত হইল, ইহা কি কম আনন্দের বিষয়? যাহাই হউক, কমলার পিতা মাতার আর আনন্দের পরিসীমা নাই. প্রতিবেশিনীদেরই বা আনন্দ কত, কতলোক কত আশীর্ব্বাদ করিল, কেহ শ্যামমোহিনীকে কহিল "মা, যাই মেয়েটী হয়েছিল তাই মেয়েটি দিয়ে ছেলেটি পেলে!" শ্যামমোহিনী সাশ্রুলোচনে সানন্দিত মনে বলিলেন "তার কথা কি মা, এখন আশীর্ব্বাদ কর বেঁচে থাক।" "সাত-ছেলের মা হও" "হাতের নো ক্ষয় যাক" ইত্যাদি কতলোক কত প্রকার আশীর্ব্বাদই কমলাকে করিল। কেহ বা আমাদের নবীন দম্পতিকে একত্রে আসীন দেখিয়া "আহা যেন রামসীতা" কেহ বা "হরগৌরী" ইত্যাদি কত প্রকার মধুর উপমায় উপমিত করিল, কিন্তু কমলা তখন সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা মাত্র, সুতরাং তাহার এ সমস্ত আমোদ আহ্লাদ ভাল লাগিতে ছিল না, তাহার মনে হইতেছিল এ আবার কি, ইহা অপেক্ষা আমার সইএর সঙ্গে খেলা করিলে কাজ দেখিত। বিবাহের পরদিবস কমলা শশুরালয়ে গেল, শ্যামমোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন, রামধনও কাঁদিলেন। কমলা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল, সে তাহার পিতামাতাকে ছাড়িবে না, কতলোক তাহাকে বুঝাইতে লাগিল, সে বালিকা তাহা বুঝিবে কেন, বলিল, "ওগো আমি বাজ্না শুন্‌ব না গো, আমার বিয়ে ফিরিয়ে নাও গো!" একজন প্রতিবেশিনী বলিল "দূর পাগ্‌লি বিয়ে ফেরে—" কমলা বলিল "কেন ফেরে না, আমি কত-বার আমার সইয়ের কাছ থেকে আমার পুতুলের বিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছি।" অষ্টমবর্ষীয় জামাতা পার্শ্বে দণ্ডায়মান, তাহাকে একটি স্ত্রীলোক বলিল "হাত ধরে নিয়ে যাও না?" জামাতা কমলার হাত ধরিয়া বলিল "আয় না?" সকলে হাসিল। কমলা আবার কাঁদিয়া উঠিল, কয়েক-জন স্ত্রীলোক রোরুদ্যমানা বালিকাকে অগত্যা জোর করিয়া পাল্কীতে তুলিয়া দিল, কমলা পাল্কীমধ্যে সদ্যোধৃত মৎস্যের ন্যায় ছট্‌ফট্ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। রামধনের একটী নিকট সম্পর্কীয়া বৃদ্ধা কমলাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন।

কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরালয়ে গেল, এদিকে শ্যামমোহিনী ও

কাঁদিতে লাগিলেন, রামধনও বিষণ্ণ হইলেন, এত আহ্লাদ করিয়া আহ্লাদ বাড়াইতে কমলার বিবাহ দেওয়া হইল, কিন্তু এ আবার কি?—ক্রন্দন কেন? তবে এ কি আনন্দাশ্রু? না তা নয়, কমলা যে এতদিনে পর হইল, ইহাতেই তাঁহাদের চক্ষে জল আসিল। বস্তুতঃ রামধনের চক্ষের জল কি কাপুরুষত্বের পরিচায়ক। কন্যাকে জামাতার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনার অতি আদরেব ধন জন্মের মত অপরিচিতের করে সমর্পন করিয়া, কে এমন কঠোর প্রাণ পিতা আছেন যে চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন? আমার সযত্ন-পালিত স্নেহলতা পরের হইল, পরের সংসারের শোভাব সামগ্রী হইল, পবের সুখ দুঃখের ভাগিনী হইয়া জন্মের মত পরের হইল, ইহা মর্ম্মব্যাথার কথা বটে।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### কমলা বিধবা।

কমলার বিবাহ শেষ হইল,—যে কমলা বাল্যাবধি পিতা মাতার যত্ন ব্যতীত অপর কাহার যত্ন জানিত না, আজি দৈবানুগ্রহে বা প্রজাপতির প্রসন্নতায় কমলা শ্বশুর শাশুড়ীর যত্ন, স্নেহও দেখিল। এখন কমলা বিবাহিতা, স্বামী পাইয়াছে, কিন্তু স্বামী কি তাহা জানেনা, ঈশ্বর যদি দিন দেন তাহা হইলে কমলা স্বামীসুখে সুখিনী হইবে, এ আশা কমলার পিতামাতার মনে জাগরূক রহিল বটে, কিন্তু কমলার এখনও তাহা ভাবিবার দিন উপস্থিত হয় নাই, কমলা বিবাহে পূর্ব্বাপেক্ষা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে পারিল না, কেবল এইটী মাত্র বুঝিল যে, কমলা পূর্ব্বে মাথা বাঁধিয়া সীমন্তে সিন্দুর পরিত না, এখন পরে। সিন্দুর পরিতে কমলার বড় আনন্দ। পূর্ব্বে কমলার একটী সই সিন্দুর পরিত, কিন্তু কমলা পরিত না, ইহা কমলার বড় দুঃখ ছিল, আজি কমলার সে দুঃখ মিটিল।

দেখিতে দেখিতে একদিন দুদিন, মাস, মাসের পর মাস এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এখন জামাতাটীর বয়ঃক্রম দশবৎসর, শ্যামমোহিনী

মধ্যে মধ্যে জামাতাটীকে বাটীতে আনিয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। কন্যা ও জামাতাটীকে পুষ্পাভরণে সাজাইয়া দেন। দুই জানুতে দুটিকে কোলে করিয়া বসিয়া থাকেন। ইহাতেই শ্যামমোহিনীর অতুল আনন্দ, ইহাতেই শ্যামমোহিনী কমলার বাল্যবিবাহের অতুল সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

কমলা এখন নবমবর্ষীয়া, কমলা গ্রাম্য পাঠশালায় প্রত্যহ পাঠ করিতে যায়, অপরাপর বালকেরা যাহা সাত দিনে শিক্ষা করিতে পারে না, কমলা তাহা একদিনে শিক্ষা করে; কমলাকে যে দেখে সেই ভালবাসে, একে বালিকা —তায় লজ্জা, নম্রতা, সৌজন্য, দয়া, মায়া প্রভৃতি কমলার বদনে মাখান। যে সকল দরিদ্র প্রতিবেশিনীর পুত্র কন্যারা ভাল খাইতে পাইত না, কমলা তাহাদিগেকে খাবার দিত। প্রত্যহ দিলে যদি মা বকেন, এই জন্য মাতার নিকট চাহিত না, আপনি না খাইয়া তাহাদিগকে খাওয়াইত। কমলার ইহাতেই আনন্দ।

একদিন কমলা পাঠশালা হইতে গৃহে আসিতেছে, এমত সময়ে তাহাদের বাটীতে সহসা ক্রন্দনধ্বনি উঠিল, কমলা চমকিল, ছুটিয়া বাটীতে আসিল। শ্যামমোহিনী ধরাশায়িনী হইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক ও তাঁহার নিকট কাঁদিতেছে। কমলাকে দেখিয়া তাহারা আবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কমলাও কাঁদিল, কমলা কেন কাঁদিল, তাহা সে স্বয়ং জানিল না, মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বালিকা কাঁদিয়া উঠিল।

কমলা অনেকক্ষণ রোরুদ্যমানা শ্যামমোহিনীর নিকট দণ্ডায়মানা রহিল, স্থির নয়নে রোদনপর মাতার প্রতি চাহিয়া রহিল। ধরাশায়িনী মাতার বক্ষে তাহার ক্ষুদ্র মস্তকটী সংরক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কমলার রোদন থামিল, সে উঠিয়া বসিল, বোধ হয় কমলার আর তাহা ভাল লাগিল না, কমলা এ রোদনের বিশেষ মর্ম্মও কিছু বুঝিল না। কমলার মাতা "আমার দুধের ছেলে বিধবা হলো গো" বলিয়া কাঁদিতে ছিলেন, ইহাতে কমলা বুঝিল যে সে বিধবা হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে যে কি ক্ষতি তাহা সে বুঝিল না, সুতরাং কথঞ্চিৎ বিরক্তিসহকারে সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল;

রামধন বহির্ব্বাটীতে কাঁদিতে ছিলেন, কমলা তাঁহার নিকটে গেল,

রামধন কন্যাকে বুকে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কমলাও কাঁদিল। রামধন বলিলেন "মা তোর কপালে বিধাতা এত ক্লেশ লিখেছিলেন?" কমলা তাহা বুঝিল না, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "কাঁদ কেন বাবা?"

রামধনের চক্ষে আবার প্রবলবেগে জল আসিল। বলিলেন "কমলা আমি যে কেন কাঁদি তা তুমি জান না, এই আমার আরও দুঃখ, সেই জন্য আমি আরও কাঁদি, যদি বুঝতে মা, তা হলে তুমিই বেশি কাঁদতে আমি হয় ত এত কাঁদতাম না।" কমলা রামধনের স্কন্ধে আপন মস্তক রক্ষিত করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে রহিল, রামধন কন্যাকে বক্ষে করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি থামিল। রামধনের মস্তকে টাক্ ছিল কমলা তাহাতে হস্ত বুলাইয়া ক্রীড়া, করিতে লাগিল।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### বাল্য বিবাহের ফল।

আজি কমলা বিধবা, শ্যামমোহিনীর সাধের কমলা বালবিধবা, আহা মানব!—ঈশ্বর তোমার কপালে চিরসুখ লিখেন নাই। দেখ, সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য কমলার পিতা মাতা কমলার বাল্যাবস্থায় বিবাহ দিলেন, মানব মনে মনে কত প্রকার সুখাভিলাষ সৃজন করে,—কিন্তু মনুষ্য গড়ে, বিধাতা ভঙ্গ করেন, সুতরাং শ্যামমোহিনী ও রামধন কর্ত্তৃক বহুযত্নপ্রতিপালিত আশাকানন প্রবল বাতাতাড়নে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু কমলা বালিকা, সে বৈধব্য কি, তাহা বুঝিত না, পূর্ব্বের ন্যায় খেলা করিয়া বেড়াইত।

আজি কমলার প্রিয়সখি, হরিদাসীর বিবাহ। হরিদাসীর বিবাহ, কমলার আনন্দের আর সীমা নাই। কমলার মাতা কমলাকে অলঙ্কারাদি পরাইয়া মাথা বাঁধিয়া দিলেন, কমলা বিবাহ বাটীতে যাইবে বলিয়া বেনারসী কাপড় পরিয়া মুকুরে আপন মুখ দেখিল। মুখ দেখিতে দেখিতে বলিল "মা! কাঁচ পোকার টীপ পরিয়ে দেনা।" কমলার মাতা তাহাই করিলেন। কমলা আবার বলিল "মা! আমায় সিন্দুর পরিয়ে দিলি না, তুই

যে বলতিস্ সিন্দুর পরলে আমায বেশ দেখায।" কমলার মাতা তাহার কোন উত্তর না দিযা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিযা কমলাকে বুকে করিযা কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা ক্রন্দনের মর্ম্ম বুঝিল না, অবাক্ হইল।

ক্ষণেক পরে কমলা বিবাহ বাটিতে গেল, সেখানে কমলার মহা আনন্দ, —পান সাজিতেছে, কাহার ছেলে কোলে করিতেছে, কাহার গায চুনে-হলুদ দিবার ব্যবস্থা করিতেছে। কমলা মহাব্যস্ত, কমলার মহা উৎসাহ—এমন সময়ে বর আসিল, সকলে বর দেখিতে গেল, ক্রমে বিবাহের সময উপস্থিত, ছান্‌লাতলায বর দণ্ডায়মান, বরণ হইবে সধবা স্ত্রীলোকেরা বরণ ডালা মাথায় করিল, কমলা বরণডালা মাথায করিতে উদ্যত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "কমলা, তুই বরণডালা ছুঁস্‌নে।" কমলা কিছু অপ্রতিভ হইযা জিজ্ঞাসা করিল, "কেন খুড়িমা?" কমলা তাঁহাকে গ্রাম সম্পর্কে খুড়িমা বলিয়া ডাকিত। হরিদাসীর মাতা বলিলেন "ও সব সধবারা ছোঁয, তুমি বিধবা, তোমায ছুঁতে নাই।" কমলা কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইযা এক পার্শ্বে দাঁড়াইযা রহিল। চক্ষে জল আসিল। স্বামীর জন্য নহে, স্বামী কি কমলা তাহা এখনও জানে না, বরণডালা ছুঁইতে পাইল না ইহাই দুঃখ।

কমলা আর সেখানে অধিকক্ষণ রহিল না, বাটীতে গেল, শ্যামমোহিনী বলিলেন "কমলা এখনি যে এলি?" কমলা কাঁদ কাঁদ হইযা বলিল "মা আমায কেউ বরণডালা মাথায করতে দিলে না।"

শ্যামমোহিনী সজলচক্ষে বলিলেন "আর সেখানে যেওনা, রাত হয়েছে ঘুমোও।"

কমলা। আর বাবনা মা?

শ্যামমোহিনী। না।

কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিযা মাতার নিকট শযন করিল। শ্যামমোহিনী সমস্ত রাত্রি কাঁদিলেন। একবার কমলা জিজ্ঞাসা করিল "মা কাঁদ্‌চো কেন?"

শ্যামমোহিনী। না মা কাঁদিনি,—তুমি ঘুমোও।

কমলা ঘুমাইল।

আর একদিন হরিদাসীর মাতা হরিদাসীর চুল বাঁধিযা দিলে, কমলা

বলিল "দেখ খুড়িমা, আমি সিন্দুর পর্‌তে চাইলে মা কাঁদে, তুমি ত আমার সইকে সিন্দুর পরিয়ে দাও।"

হরিদাসীর মাতা রাগ করিলেন, কমলা রাগের কারণ বুঝিল না, কিন্তু বড় দুঃখিত হইল। কমলা সে কথাটীও তাহার মাতাকে বলিল, শ্যামমোহিনীর হৃদয়ে কে যেন দগ্ধ লৌহশলাকা প্রবেশ করাইয়া দিল,—মনে মনে বলিলেন "ভগবান্ তোমার মনে কি এই ছিল, দেব! আমার ইহসংসারে যা হবার তা হয়েছে, আর কেন, তোমার চরণতলে স্থান দাও,—এ অসহ্য দাহন হতে অব্যাহতি পাই। ভগবান্, তোমার কাছে কত কাকুতি মিনতি করে একটী সন্তান প্রার্থনা করি, তা যদি মুখ তুলে চাইলে, তবে সুখী কর্‌লে না কেন? তুমি ত অন্তর্যামী, যদি সুখ পাবনা জান, তবে কেন কন্যারত্ন দিলে? সে যা হোক্, এখন ত সে সব সুখস্বপ্ন ভেঙ্গেছে, তবে আর কেন দগ্ধ কর?" শ্যামমোহিনী এইরূপে কতই কাঁদিলেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### সখী-সমীপে।

এখন কমলার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বৎসর, কমলা এখন দিবানিশি বিমর্ষ। সেই হাসি হাসি মুখ হইতে কে যেন জোর করিয়া হাসি কাড়িয়া লইয়াছে। সেই সুটানা নয়ন দুটিকে কে যেন জলে ডুবাইয়াছে। সেই সুবর্ণ লাবণ্য ছটাতে কে যেন কালিমা অর্পণ করিয়াছে। কিন্তু কে জানে কেন এ বিষাদ কাননে যৌবন ফুল ফুটিল। কমলার এ যাতনা যৌবন বুঝিল না, সেই উষর ক্ষেত্রে সে তাহার রাজত্ব বিস্তার করিতে লাগিল। যে সকল দেহায়তন ক্ষীণ ও অপুষ্ট ছিল, তাহা সরস ও পুষ্টিবান হইয়া উঠিল। কমলার অঙ্গে মদনের অপরূপ রাজ্যাধিকারের বিজয়পতাকা উড্ডীন হইল। কমলার কোন যত্ন নাই, তথাপি তাহার যৌবন কাননে নিত্য নিত্য নবীন ফুল ফুটে,—তাহার সৌরভে দিক্ আমোদিত করে।

কমলা একদিন সন্ধ্যাসমাগমে তাহার প্রিয়সখী হরিদাসীর সহিত তাহাদের বাটির পার্শ্বস্থ পুষ্করিণীতে অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছিল। সেই আবক্ষ নিমজ্জিতা রমণীদ্বয় অনেকক্ষণ পুষ্করিণী আলো করিয়া রহিল।

ক্ষণেক পরে হরিদাসী কহিল "ভাই! এমন সোনার প্রতিমা বিধাতা কেন সৃজন কর্‌লেন?"

কমলা। অন্তর্দ্দাহ সহ্য কর্‌তে।

হরিদাসী। দেখ্ কমলা, তোকে দেখ্‌লে আমার বুক্‌টা ফেটে যায়, দেখ ভাই এই পুকুরজলে রয়েছিস্, বোধ হচ্চে জলের কালরং যেন তোর রঙ্গে আর নেই, আহা তোর যদি তখন বিয়ে না হ'ত, তা হ'লে বিধবা হতিস্‌নে। এ জীবনটা মিছে গেল, কোন সুখ পেলিনে। সব যেন স্বপন, যেন ভাই পুতুলের খেলা হয়ে গেল।

কমলা। শুনেছি ঈশ্বর দয়াময়, কিন্তু তিনি দয়াময় হয়ে কেন আমার প্রতি নিষ্ঠুরতা কর্‌লেন! বয়ে পড়ি—পতিপ্রেম, কিন্তু পতিপ্রেম জানা দূরে থাকুক, পতিমুখ দেখেছি কিনা স্মরণ হয় না।

হরিদাসী। আহা, তখন বিয়ে না হয়ে এখন যদি প্যারী দাদার সঙ্গে বিয়ে হ'ত, তা হ'লে তুই কত সুখী হতিস্।

কমলার কপোলে, অধরে, রক্তের সঞ্চার হইল, কমলা কেবল স্থিরদৃষ্টে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

হরিদাসী। না কমলা, আমার কাছে লুকুস্‌নে, আমার কাছে লজ্জা কি? তুই প্যারীকে ভালবাসিস্—না? আমি দেখেছি, তুই তাকে দেখ্‌তে আকুল হোস্,—দেখ্‌লে ভাল থাকিস্, আড়াল থেকে যেন অন্য কিছু দেখ্‌ছিস এই ভাবে তাকে উঁকি মেরে দেখিস্।

কমলা। দেখ্ ভাই, প্যারীর মা বাপ্ নাই, আমাদের বাড়িতে ছেলে বেলা থেকে আছে, কে জানে সেই জন্যে তার উপর কেমন একপ্রকার ভালবাসা জন্মেছে।

হরিদাসী। আচ্ছা প্যারীর সঙ্গে বিয়ে হলে তুই সুখী হতিস্ কিনা বল দেখি?

কমলা। তা কি করে বলব?

হরিদাসী। আজ কাল বিধবা বিবাহ নিয়ে যে হুলস্থুল পড়েছে, এই সময়ে যদি তোর বাপ্ প্যারীর সঙ্গে তোর বিয়ে দেন ?

কমলা সে কথায় কাণ না দিয়া আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিল।

হরিদাসী বলিল "বল্‌না ?"

কমলা বলিল "আর জলে মাতেনা ওঠ—"

হরিদাসী দেখিল কমলার চক্ষু ছল্ ছল্ করিতেছে, সুতরাং হরিদাসী সে কথা স্থগিত রাখিল।

উভয়ে ধীরে ধীরে জল হইতে উঠিল। বসন্তকাল, দক্ষিণদিক্ হইতে মলয়ানিল মৃদুমন্দ বাহিত হইতেছিল। একবার জোরে বাতাস বহিল, কমলার দেহ কণ্টকিত হইল, সেই সঙ্গে পুষ্করিণীর জলও কণ্টকিত হইল। সেই জনশূন্য স্থানে অসঙ্কুচিত চিত্তে রমণীদ্বয় অঙ্গ মুছিতে লাগিল। মৃদু পবন তাহাদিগের সুকোমল অঙ্গে উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যাকাল, সূর্য্যদেব যেন তাহাদের ছাড়িয়া আর যাইতে চান না। দায়ে পড়িয়া যেন অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলেন। অপরদিকে সেই শোভা দেখিয়া যেন অবাক্ হইয়া শশধর বিমানপথের পথিক হইলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### সুখ-স্বপ্ন।

কমলা ও হরিদাসী গাত্র মার্জ্জনান্তর বসন পরিবর্ত্তন করিয়া সেই কুসুম-কাননে ভ্রমণ করিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে হস্তসংস্থাপন করিয়াছে, যেন দুইটী রূপের তরঙ্গ একই স্থানে প্রতিঘাত হইতেছে। দুইটিই সুন্দরী, দুইটিই সমবয়স্কা। এ যুগলরূপ দেখিলে দর্শককে প্রকৃতই বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। কোন্‌টীকে দেখিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারেন না। কমলার শরচ্চন্দ্র জ্যোৎস্নাময়ী রূপলাবণ্য দেখিবেন, কি হরিদাসীর নিরুপম শ্যামবরণের ছটা দেখিবেন। উভয়েরই চক্ষু ঢল ঢল করিতেছে, একটীতে যেন বিদ্যুৎ মেঘ ছাড়িয়া চাঁদে মিশিয়াছে, আর একটীতে মনোরম নবঘনে

স্থিরা সৌদামিনী, একটী অধরে বস্‌রাই গোলাপের সৌন্দর্য্য, আর একটীতে ব্ল্যাকপ্রিন্স।

কমলা নানা ফুল তুলিয়া হরিদাসীকে পুষ্পাভরণে সজ্জিতা করিল। কুসুম-ভূষণে হরিদাসীর রূপলাবণ্য যেন দ্বিগুণিত হইল। একটী বড় গোলাপ তুলিয়া বলিল "দেখ্ সই, এই গোলাপটী দিয়ে তোর স্বামীর পা পূজা করিস্।

হরিদাসী কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া সেই ফুলটী ছুড়িয়া কমলাকে মারিল।

কমলা। আমায় মারিস্ কেন?

হরিদাসী। অমন কথা বল্লি কেন?

কমলা। আমি কি অন্যায় বলেছি।

হরিদাসী। সব্বাই পূজহ করে কি না?

কমলা গোলাপটিকে নখদ্বারা ছিন্ন করিল।

হরিদাসী। ফুল ছিড়্‌লি যে?

কমলা। ও ফুল হ্বলে গেছে।

হরিদাসী। কেন?

হরিদাসী দেখিল কমলার হৃদয় আবার বিচলিত হইয়াছে। তখন নানা কথায় কমলাকে অন্যমনস্কা করিতে চেষ্টা করিল, কমলার হৃদয় ক্ষণেক পরে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইল, কিন্তু সে বিষাদ তিরোহিত হইল না। অনেকক্ষণ নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর হরিদাসী বলিল "চল বাড়ি যাই।"

কমলা। এখনি! আমি জ্যোৎস্নারাত্রে এখানে অনেকক্ষণ থাকি। আজ এখন যাব না।

হরিদাসী। তবে আমি যাই।

কমলা। কেন লো, গরহাজির দেখে রাগ কর'বে নাকি?

হরিদাসী হাসিতে হাসিতে বলিল "কি করবো ভাই, যার খেতে হয়, তার ছুটো কথাও শুন্‌তে হয়, মনও যোগাতে হয়।"

হরিদাসী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। তখন কমলা একাকিনী সেই উদ্যানে আপন রূপ বিভায় চারিদিক সুশোভিত করিয়া একটী গোলাপ তরু সন্নিকটে দাঁড়াইল। তাহাতে একটী বেশ বড় গোলাপ ফুটিয়া ছিল।

কমলা তাহা ছিঁড়িল, একবার আঘ্রাণ করিল। আবার সজলনয়নে ফেলিয়া দিল, বলিল "না ফুল তোবে কাজ নাই, যার হাতে দিয়া সুখী হ'তে পারি তাকে ত দিতে পাব্‌ব না।" আবার ক্ষণেক নিস্তব্ধ হইল, পরে বলিল "বিধাতঃ! একি করিলে?—বিধবা করিলে কিন্তু সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি করিলে না, যদি করিবে না জান তবে শ্রুতি দিয়া শ্রবণ শক্তি দাও না কেন? পিপাসা আছে পানীয় নাই কেন? না না বিধি তোমার দোষ নাই, আমাব কপাল; ওঃ প্যারি! কেন তোমায় ভালবাসি, কেন তোমায় দেখে সুখী হই।"—কমলা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে কি চিন্তা করিল, তাহার চক্ষে বেগে জল আসিল, কমলা চক্ষু মুছিয়া বলিল "জগদীশ্বর আমি বিধবা, আমার হৃদয়ে এ কুপ্রবৃত্তি কেন, এরূপ আশার সঞ্চার কেন? এ বালিকা হৃদয়ে এ অসহ্য যন্ত্রণা কেন?"

এমন সময় সহসা তথায় প্যাবী আসিয়া উপস্থিত হইল। প্যাবী কমলার দুর সম্পর্কীয় কুটুম্ব পুত্র। প্যারীর পিতা মাতার মৃত্যুর পর রামধন তাহাকে আপন গৃহে পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কবেন। তিনি যখন প্রথম রামধন গৃহে আসেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম নয় বৎসর মাত্র। প্যারী রামধন ও তাঁহার স্ত্রী শ্যামমোহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। আজি প্রায় ষোড়শ বৎসর তিনি রামধন গৃহে প্রতিপালিত। প্যারীর এখন যৌবনকাল, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মধ্যাকৃতি, নাসিকাটী বেশ উন্নত, অঙ্গায়তন মন্দ নয়। প্যারীকে দেখিয়া কমলা কিছু লজ্জিতা হইল। প্যারী কমলার পদতল সম্মুখে যে প্রস্ফুটিত গোলাপটী পতিত ছিল, তাহা কুড়াইয়া লইল এবং কমলার হস্তে প্রদান করিয়া বলিল "কমলা! গোলাপটী কাকে দিতে ইচ্ছা হয়?"

কমলা অধোবদনে বলি "না—আ—"

আর কথা ফুটিল না।

প্যারী কমলার হাত ধরিয়া বলিল "কমল—বল।"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। সেই নলিনীনয়ন অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ধারণ করিল। প্যারী কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল "আমি কি স্বপ্নে বিশ্বাস কর্‌ছি, না প্রত্যক্ষ ঘটনা, কমলা—"

প্যারী একবার কমলার মুখপ্রতি চাহিলেন, চক্ষে জল আসিল, একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া ত্রস্তভাবে তথা হইতে প্রস্থান করিলনে। কমলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

### আশা শেষ।

কমলা ক্ষণেক সেই স্থানে বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে তথা হইতে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। কমলা গৃহে যাইয়া দেখিল তাহার মাতা নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। শ্যামমোহিনী তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা! এতক্ষণ কোথা ছিলি মা?"

কমলা। পুকুর ধারে।

শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার চক্ষু ফুলিয়াছে, রক্তাভ হইয়াছে, বুঝিলেন কমলা কাঁদিয়াছে। কমলাকে অন্যমনস্কা করিবার জন্য কহিলেন "আমি কি একলা এত কাজ কর্‌তে পারি, একবার এ দিকে আয় না।"

কমলা মাতার কার্য্যে যোগ দিল, ক্ষণেক পরে জিজ্ঞাসিল "হ্যাঁ মা কে এসেছে গা, এত আহারের উদ্যোগ কার জন্যে হচ্চে?"

শ্যাম। তোমার বাপের একজন বন্ধু, বাড়ী কল্‌কাতায়, ভারি বড় মানুষ, এই দিকে কোথা যাচ্ছিলেন তাই দেখা কর্‌তে এসেছেন।

কমলা বলিল, "আমি দেখে আসি।"

শ্যামমোহিনী। এস।

কমলা রন্ধনশালা ত্যাগ করিয়া চলিল। যে গৃহে কমলার পিতা বসিতেন, তাহার উত্তর দিকে একটী দ্বার ছিল, সে দ্বারটি বন্ধ থাকিত, কমলা সেই দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল যে অপরিচিত বাবুটী তাহার পিতার দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয়, তাঁহার প্রকৃতি শান্ত অথচ গম্ভীর। বয়ঃক্রম চত্বারিংশ বর্ষ কি কিছু অধিক, কিন্তু মস্তকের কেশ এক গাছিও পাকে নাই। কমলা যে সময়ে উপস্থিত হইল

সে সময়ে কমলার পিতার সহিত আগন্তুক বাবুটীর এইরূপ কথোপকথন চলিতেছিল।

বাবু। তাইত তোমার কন্যা বালবিধবা হয়েছেন শুনে যারপর নাই দুঃখিত হইলাম।

রাম। ঈশ্বরের ভবিতব্যতা, হাত ত নাই।

বাবু। কিন্তু ভাই প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাব করেছেন সেটী ভাবি উত্তম।

রাম। যদি চলে।

বাবু। চালানেই চলে।

রাম। কিন্তু এখনও চলেনি ত?

বাবু। কেন চল্‌বে না, দুই একটী বিবাহ প্রায়ই হচ্চে।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন "কোথায়?"

বাবু। তবে তুমি কোন সংবাদই রাখনা।

রাম। তা হ'তে পারে।

বাবু। ভাই রাগ করনা, আমার মতে তোমার মেয়েটীর বিবাহ দেওয়া উচিত, আহা মানুষের শরীর ত, তারা যে কত কষ্টে নৈসর্গিক বিকার দমন করে, তা তারাই জানে, দিবানিশি তাদের মলিন বদন। বাপ মা হয়ে উপায় থাক্‌তে ননীরপুত্তলী গুলিকে এরূপ ক্লেশ দেওয়া আমার মতে সম্পূর্ণ অনুচিত।

রাম। তা হ'লে সমাজ ছাড়্‌তে হয়।

বাবু। সমাজ—আবার কি, যা পাঁচজনে কর্‌বে তাইত সমাজ, একজন একজন করে কতজন কর্‌বে, তার পর তাই সমাজ হবে।

রাম। তা বটে, কিন্তু অগ্রে করে কে?

বাবু। যার দরকার সেই কর্‌বে, তোমার দরকার তুমিই কর।

রামধন মৃদু হাসিয়া কহিলেন "না, আমার তত আবশ্যক নাই।"

বাবু। কেন?

রাম। ব্রাহ্মণের ঘরের মেয়ে, তাদের প্রবৃত্তি হবে কেন?

বাবু। বটে! এতক্ষণে এই হ'ল, কিন্তু ভ্রূণহত্যা হয় কেন?

রামধন হাসিয়া কহিলেন "সে সব আমাদের ঘরে নয়, নীচ জাতীর বাড়িতে হয়।

বাবু। ঈশ্বর করুন তোমার কোন কিছু না হোক্, কিন্তু ভাই তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান্ ও বিবেচক হয়ে কি করে এমন কথা বল্‌লে তা তুমিই জান।

রাম। এককালে তোমার মত আমারও মত ছিল, কিন্তু এখন নাই। হিন্দু বিধবা আমাদের দেশের কীর্ত্তি স্বরূপ। তাদের কঠোর নিষ্ঠা, ব্রহ্মচর্য্য অপূর্ব্ব সামগ্রী। তুমি তাদের দৈহিক শোক তাপ ক্লেশের কথায় বিষণ্ণ, আমি তাদের পারলৌকিক ভাবে বিভোর। তা ছাড়া বিধবা বিবাহে সামাজিক বিশৃঙ্খলা অধিক। আজ আমার মেয়ে বলে এ কথা বল্‌ছ, কিন্তু আমার বিধবা পুত্রবধূ থাক্‌লে কি বল্‌তে? আমি কোন্ প্রাণে আমার সেই অতি যত্নের—অতি সাধের বৌমাকে পরের গৃহিণী হতে দিয়ে প্রাণ ধারণ কর্‌তাম। আমার ঘরের শোভাময়ী লক্ষ্মীরূপে বিরাজিতা হয়ে, মা আমার কার ঘর আলোকিত কর্‌তে যেতো। আমি কোন্ প্রাণে সেই বিভৎস ব্যাপারে সম্মতি দিতাম? সুধু তাই নয়— ক্রমে পুত্র কন্যার মাতারও বিবাহ হত,—সংসার রসাতলে যেতো। যে দেশের অভিধানে "বি-পিতা" শব্দ নাই, সে দেশে, সে সোনার দেশে কি বিধবা বিবাহ শোভা পায়?

বাবু। ইংরাজদের কি হয়?

রাম। তাদের সঙ্গে আমাদের তুলনা? তাদের ধর্ম্মভাবে আর আমাদের ধর্ম্মভাবে কি সমান?—ভারতে একান্নবর্ত্তী পরিবারই বেশী— বিলাতে তাহার বিপরীত। তাদের সমাজের সঙ্গে আমাদের সমাজের তুলনা বাতুলতা মাত্র।

বাবু। আচ্ছা তাই না হয় স্বীকার করলাম, কিন্তু—

রামধন বিরক্তি সহকারে বলিলেন "ও কথা চুলয় জাগ্‌গে, চল তোমাকে আমাদের গ্রাম বেড়িয়ে আনি।"

বাবুটী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "চল।"

কমলাও সেই দ্বারের অন্তরাল হইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল,

চক্ষু বহিয়া জল পড়িল। কমলা শশব্যস্ত তাহা মুছিয়া ফেলিল। এমন সময় কমলার পশ্চাৎ হইতে কে বলিল "কমলা, শুন্‌লে ?"

কমলা চমকিয়া উঠিল, দেখিল—প্যারী! প্যারী আর কোন কথাই কহিল না,' কমলার প্রতি একটি বিলাপসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

### হরিদাসী ও ভগবতী।

বসন্ত কাল, দক্ষিণাদিক্ হইতে মলয়ানিল প্রবাহিত হইতেছিল। রাত্রি প্রায় দশটা, আকাশ নির্ম্মল, তায় পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ,—পল্লী নীরব। এমন সময়ে হরিদাসী তাহাদের দ্বিতলের দক্ষিণ দিকস্থ একটি কক্ষে স্বামীসহ আসীনা। হরিদাসীর স্বামীর নাম ভগবতীচরণ, ভগবতী কলেজের ছাত্র, ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়েন, কিন্তু জ্ঞান বিদ্যা ও বহুদর্শিতায়, অনেক বি, এ, অপেক্ষা উন্নত।

ভগবতী হরিদাসীকে ভালবাসেন। সচরাচর স্বামীগণ স্ত্রীকে যতটুকু ভালবাসেন, ভগবতী তাহা অপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। পাঠ্যাবস্থা বলিয়া ভগবতীকে স্ত্রী ছাড়িয়া সহরে থাকিতে হয়, কিন্তু সেখানে হরিদাসীর পত্র আসিতে দুই এক দিন বিলম্ব হইলে তিনি আকুল হইয়া উঠেন, কবিতা লেখেন, ও বন্ধু বান্ধবের নিকট চিত্ত-চাঞ্চল্য জানাইয়া আপন প্রণয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করেন। সংক্ষেপে তিনি আধুনিক যুবক দিগের অনেক ভাব ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

আজি তিন দিবস হরিদাসীর স্বামী শ্বশুরালয়ে সমাগত। হরিদাসীর আহ্লাদের পরিসীমা নাই। এই সুখদ নিশিতে দম্পতীদ্বয় কত প্রকার কথা বার্ত্তা কহিতেছিল। দক্ষিণদিকের বাতায়ন উন্মুক্ত। হরিদাসীর মুখখানি হাসি ভরা; একে জ্যোৎস্না রজনী, তায় বসন্তকাল, তায় আবার ঝুর্ ঝুর করিয়া বাতাস বহিতেছিল, বলা বাহুল্য যে আজি হরিদাসীর

এ আনন্দ ধরিতেছিল না। বিশেষতঃ হরিদাসী অতি অল্পদিন মাত্র স্বামী পাইয়াছে, এখন তাহার ইচ্ছা যে ভগবতীকে একদণ্ড চক্ষুর অন্তরাল করে না, কিন্তু আশার পরিতৃপ্তি নাই সততই বলে "নয়ন না তিরপিত ভেল।"

হরিদাসী ভগবতীর দুই স্কন্ধে দুটি হস্ত প্রসারণ করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহার বদন প্রতি চাহিল। ভগবতী মধুর হাস্যসহকারে হরিদাসীর দুই গণ্ডে দুটি হস্ত প্রদান করিয়া সেই সুকুমার অধরে আপন অধর সংযুক্ত করিলেন। হরিদাসীর চক্ষুদ্বয় নিমিলিত হইল, মনে হইল, এ চুম্বনেও পরিতৃপ্তি নাই, ইচ্ছা করে "বৎসরেক থাকি পড়ে প্রত্যেক চুম্বনে।"

ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলেন "হরি! আজ যে তোমার সইকে দেখিনি?"

তখন হরিদাসীর হৃদয়ে কমলার অপূর্ব্ব ছবি উদিত হইল। মনে মনে ঈশ্বরকে বলিল "ভগবান্ দেখিও, যেন অধিনীকে এসুখ হইতে বঞ্চিত করিও না।" ক্রমে আপনার সুখের সহিত কমলার দুঃখের তুলনা আপনা হইতে হৃদয়ে উদয় হইতে লাগিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল।

ভগবতী। তুমি কাঁদ্‌চ?

হরিদাসী। হ্যাঁ।

ভগবতী। কেন?

হরিদাসী। সইয়ের কথা মনে হ'ল আর প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল। সই যখন আমার কাছে তার জীবনের অসারতার কথা প্রকাশ করে দুঃখ করে, তখন প্রাণ ফেটে যায়। বড় কষ্ট হয়। সে দিন কে একজন বাবু সইয়ের বাপকে বিধবা বিবাহ মতে সইয়ের বিয়ে দিতে বলেছিলেন, তাতে তিনি বাবুটির উপর ভারি রাগ করেছিলেন। আহা! সইয়ের বাপ যদি প্যারীর সঙ্গে সইয়ের বিয়ে দিতেন, তা হলে সে বড় সুখী হত। তা তিনি দিবেন কেন, তাঁকে ত ভুগ্‌তে হয় না! আচ্ছা ভাই জিজ্ঞাসা করি পুরুষরা এত স্বার্থপর কেন? তারা স্ত্রী মরার পর বিয়ে করা চুলয় যাগ, স্ত্রী থাক্‌তে কত গণ্ডা বিবাহ করে, তাতে দোষ নেই, কিন্তু একটা কচিমেয়ে যদি কচিবয়সে বিয়ে ক'রে সুখী হয় তা হতে দেবে না।

ভগবতী হাসিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু স্বাপর নই, আমি তোমারর্থ বলে যাচ্চি যে আমি মলে তুমি ফের বিয়ে ক'র।"

হরিদাসী। না ভাই তোমার পায় পড়ি আমায় ও সব ঠাট্টা ক'রনা, আমার ও সকল ভাল লাগে না।

ভগবতী আহ্লাদসহকারে "ভাল লাগেনা" এই কথা বলিয়া আবার তাহার মুখচুম্বন করিলেন এবং বলিলেন "তুমি কি বিধবা বিবাহকে ভাল বল?"

হরিদাসী। সম্পূর্ণ বলি—বিশেষতঃ যারা সইয়ের মত বিধবা।

ভগবতী। এমন দিন হবে যে দিন ভারতে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হবে, কিন্তু তার এখনও বিলম্ব আছে।

হরিদাসী। তবু কত দিন?

ভগবতী। আমাদের নাতিদের আমল থেকে।

হরিদাসী। কিসে?

ভগবতী। আমাদের মত থাক্‌লেও, কর্ত্তৃপক্ষীয়ের মতাভাবে আমরা তা কর্‌তে পারি না, আমাদের ছেলেরা আমাদের চেয়ে সাহস পাবে,—নাতিরা সাহস কর্‌বে। আমরা যে এক টিকিওয়ালা সমাজের দায় ব্যতিব্যস্ত, যতদিন না টিকি গুলো কাটা যাচ্চে, ততদিন আর উপায় নাই।

হরিদাসী। কেন, তুমি সাহস কর না?

ভগবতী। আমি একা কর্‌লে কি হবে।

হরিদাসী কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ভগবতী বলিলেন "কি ভাব্‌চ?"

হরিদাসী। বিধবা বিবাহ ভাল কি মন্দ।

ভগবতী। তোমার কি বোধ হয় ঠিক বল দেখি?

হরিদাসী। আমার ভাই কেমন কেমন ঠেকে, আজ একজনাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে, তাকে সংসারের সর্ব্বস্ব জ্ঞান ক'রে, আবার তাকে ভুলে পর্‌কে ভালবাসায় যেন রাক্ষসের ভাব আসে, স্বর্গের মাধুরী বিরাজ করে না।

ভগবতী। তবে তুমি কেন পুরুষের দোষ দাও, তোমাদের মতেই ত পুরুষ চলে।

হরিদাসী। কিন্তু সইএর কথা স্বতন্ত্র, সই স্বামী কি তা জানে না।

ভগবতী। কোন কাজ ভাগ করে হয় না। হতে গেলে সকলেরই হবে, না হলে কারও হবে না। দেখ হরি, আমারও মতের যেন পরিবর্ত্তন হ'ল এখন যেন মনে হচ্চে বিধবা বিবাহ বাস্তবিকই রাক্ষসী প্রথা। একি আমার প্রাণে সয় যে তুমি আবার আর একজনকে ভালবাসবে, তাকে "প্রাণনাথ" বলবে, আমাকে যেমন সোহাগ যত্ন করতে তাকে তেমনি করবে। কিন্তু আবার ভাবি পুরুষে করে কি করে?

হরিদাসী। তুমি মেয়ে পুরুষ সমান ভাব'?

ভগবতী। ভাবাত উচিত।

হরিদাসী। ছি, তাও কি হয়—পুরুষ বৃক্ষ, নারী লতা,—পুরষ সাগর, নারী ক্ষুদ্রা তটিনী,—পুরুষ চন্দ্র, নারী তারকা মাত্র।—কে বলে পুরুষে নারীতে সমান। লজ্জা আমাদের যখন ভূষণ, সতীত্ব আমাদের যখন প্রাণ, পতিসেবা যখন আমাদের ধর্ম্ম, তখন আবার সমান কিসে? দেবতায় আর পূজুরী বামুনে যদি সমান হয়, তবে তোমায় আমায় সমান, তা না হ'লে নয়।

ভগবতী অবাক হইয়া প্রিয়তমার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, ভাবিলেন "আমাদের লজিক ফিলজফি পড়া ছার, যাহা'র মাথা আছে সে না পড়িয়াও শিখিতে পারে।"

হরিদাসী একটী দীর্ঘনির্শ্বাস ত্যাগ করিল, ভগবতী নিস্তব্ধ হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। সেই নিস্তব্ধ রজনীতে যে দুইটিতে কমলার জন্য রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিলেন, তাহারাও নীরব হইলেন, ঘোর নিস্তব্ধতা মেদিনী গ্রাস করিল।

---

## অষ্টম পরিচ্ছেদ।

### অবলার প্রাণ।

আমাদের চিরদুঃখিনী কমলা দিন দিন প্যারীকে ভাল বাসিতে লাগিল। প্রথমে পিতামাতার ভয়, লোক লজ্জা প্রভৃতি কতই মনে উদয় হইত,

ক্রমে কমলার হৃদয়ে বিবেচনার যে ওতপ্রোত ভাব ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা মন্দিভূত হইল। জোয়ার ভাঁটা গেল, একটানা আরম্ভ হইল; প্যারীর প্রতি ভালবাসাই তখন তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র চিন্তা, ও একমাত্র কল্পনা হইয়া উঠিল। কমলা মনে মনে প্রাণে প্রাণে প্যারীকে প্রাণ দিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করিতে পারিল না। ভালবাসিল, মানসিক আসক্তি জন্মিল, কিন্তু আসক্তির পরিতৃপ্তি হইল না, কেন হইল না?—কারণ তখনও কমলার মানসিক তেজ ছিল, দর্প ছিল, মনের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা ছিল।

সন্ধ্যাকাল, কমলা পূর্ব্ব অভ্যাসের বশবর্ত্তিনী হইয়া আজিও সেই সরোবর-তীরে উপস্থিত। এই প্রফুল্ল যৌবন কালে, কমলা একাকিনী সেই জনশূন্য স্থানে উপস্থিত। একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া একটি নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটি হস্তলিপি বাহির করিল, আপনি মনে মনে পড়িল, তাহা এইরূপ—

১

উপাড়িনু শতদল পরিমল সুবাসিত,
তরুণ অরুণ ছটা তাহে যেন সুরঞ্জিত;
দিন গতে দিননাথ, গেল অস্ত, এল রাত,
শুকাইল সে কমল ছিল যেই সুরভিত—
গেল সে অরুণ আভা গগনেতে নবোদিত।

২

শুষ্ক কমলিনী আমি ভ্রমে পড়ে কেন হায়,
কুমুদিনী ভাবি মরি অবিরত দেখি তায়!
চাঁদের কিরণে কেন, হাসিবেরে সে প্রসূন,
মূর্খ আমি—কমলিনী চায় যে রে দিবাকর,
কমল তপন ধনে, কুমুদেরি শশধর।

আর নাই—কমলা কবিতার এই কয়েক পংক্তি প্যারীর টেবিলের ভিতর পাইয়াছে। কমলা মনে মনে বলিল "প্যারি, কি করিব ভাই, যে বিধি বিড়ম্বনে চিরদুঃখী সে কি পরকে সুখী করিতে পারে? যাহার বিপক্ষে

সমাজ, আত্মীয়বর্গ, অধিক কি ঈশ্বরও খড়্গহস্ত সে কি অপরের মনস্তুষ্টি করিতে পারে? মনে করিতাম, পিতা তাঁহার সাধের কন্যার হয়ত বিবাহ দিবেন, হয়ত আমার আবার বিধবা মতে বিবাহ হবে, হয়ত আমি যারে চাই তারে পাব, কিন্তু আশা বিফল হ'ল, তৃষ্ণাতুরের নয়ন সমীপস্থ জলাশয় মরীচিকায় পরিণত হ'ল। হা ঈশ্বর! তুমি দয়াময় হয়ে তোমার অসংখ্য কন্যার যাতনা স্বচক্ষে দেখ্‌ছ দেব? নাথ! একবার বঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,—দেখিবে, আমার মত কত পতিহীনা যুবতী কেঁদে কেঁদে রুদ্ধকণ্ঠ হচ্চে, কত আত্মহত্যা কর্‌ছে, কলঙ্কের ডালা অনন্যোপায় হয়ে মাথায় কর্‌ছে, কত শত ভ্রূণহত্যা হচ্চে। দয়াময়, তোমার দুহিতার নয়নবারি যদি তুমি না মুছাইবে, তবে আর কে মুছাইবে? প্যারি, কেন তোমায় হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা কর্‌লাম, কেন তোমায় আরাধ্য দেবতা জ্ঞান কর্‌লাম? কপাল বৈগুণ্যে আমি পুড়্‌ছিলাম, না হয় আমিই পুড়্‌তাম, তোমায় কেন পোড়ালাম? ভালবাসিলাম,—কিন্তু ইহাতে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? প্রাণ থাকিতে ত তোমায় হৃদয়ে স্থাপিত করিতে পারিব না। পিতামাতার অনভিমতে তোমায় ত পতিত্বে বরণ কর্‌তে পার্‌ব না, তাঁহাদের সরল মনে ক্লেশ দিয়ে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত তোমার হ'তে পার্‌ব না।"

কমলা নিস্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, পরে বলিল "প্যারি, যদি এতদূর জানি, যদি হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আছে বলে ধারণা আছে, তবে তোমায় ভালবাসি কেন? কেন তোমায় না দেখে থাক্‌তে পারি না, হা ঈশ্বর, এ অবলাকে আরও যন্ত্রনা দেওয়া কি তোমার অভিপ্রেত? তোমার বাসনা তুমিই জান! আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী।"

কমলা অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, এমন সময়ে লতামণ্ডপের ধারে কিসের শব্দ হইল—কমলা চমকিল, দেখিল—প্যারী!

## নবম পরিচ্ছেদ।

### শপথ।

প্যারী স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কমলাও একবার প্যারীর বদন প্রতি চাহিল, চারি চক্ষু পরস্পরে মিলিত হইল। বোধ হইল, সেই চাহনিতে কত কথা, কত ভাব মাখান রহিয়াছে। কমলা একবার মাত্র প্যারীর দিকে চাহিল, চক্ষু আপনা হইতে নামিয়া পড়িল। সহসা যেন তাহাতে প্রবলবেগে জলোচ্ছ্বাস হইল। জলরাশি গণ্ড বহিয়া ধীরে ধীরে ভূমি চুম্বন করিল। কমলা তাহা গোপন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহা পারিল না,—মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তাহা শুকাইল না।

কিছুক্ষণ উভয়ে এইরূপ ভাবে রহিল, পরে প্যারী বলিলেন "কাঁদ্‌ছ কেন ?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

প্যারী। কমলা বল, বল কেন কাঁদ্‌চ ?

কমলা। আমি কেন কাঁদ্‌ছি, তা শুনে কি সুখী হবে ?

প্যারী। সুখী না হতে পারি, কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা পাব।

কমলা। না প্যারী, শুনে কাজ নাই, প্রতিকার করা তোমার সাধ্যায়ত্ত নয়।

প্যারী। আমার সাধ্যায়ত্ত নয় কমলা ?

কমলা নীরব হইয়া রহিল। প্যারী পুনরপি কহিলেন "কমলা, তোমার চক্ষে জল কেন বল ?

কমলা তথাপি তাহার কোন উত্তর দিল না।

প্যারী। কমলা বলিবে না, তবে একটি কথা বল, কাহার কবিতা পাঠ করিতে ছিলে ?

কমলা। তোমার।

প্যারী। তাহাতে এমন কি আছে, যাহাতে তোমার চক্ষে জল আসে।

কমলা। তাহাতে যাহা আছে, তাহা এ জগতে আর কোথাও নাই, আমার জ্ঞানেও নাই।

প্যারী। কমলা! তবে কেন বলিলে যে তোমার ক্লেশের প্রতিকার করা আমার ক্ষমতাধীন নয়?—দেখ কমলা, আমার হৃদয়ের প্রতি কোরে দেখ, তন্ন তন্ন করে দেখ, দেখ্‌বে সেখানে তোমার ছবি ব্যতীত আর কিছুই নাই, দিবানিশি তোমার জন্য যে অসহ্য যাতনা সহ্য করি, তাহা সেই ঈশ্বরই জানেন, কেবল তোমার আশায় বুক বেঁধে এ পর্য্যন্ত জীবিত আছি।

কমলা। তবে তুমি ভ্রমে পতিত হয়েছ।

প্যারী। কেন কমলা?

কমলা। আমি কিরূপে তোমার হব?

প্যারী। আমি ঈশ্বর সাক্ষী করে তোমায় বিবাহ কর্‌ব। সমাজের ভ্রুকুটি পদ তলে বিদলিত করে, তোমায় হৃদয়ে ধারণ করে প্রাণ জুড়াব। আমি যত টুকু লেখা পড়া শিখেছি তাতে এক প্রকারে তোমায় সুখে স্বচ্ছন্দে রাখ্‌তে বোধ হয় কখনই অকৃতকার্য্য হব না।

কমলা। প্যারি! এ কথায় আমি পরিতুষ্ট হলাম না, আমি অন্য সুখের প্রত্যাশিনী নই, কেবল তোমার প্রত্যাশিনী, তোমার ভালবাসার প্রত্যাশিনী, কিন্তু আমি অন্যায় করেছি, অমৃতের পরিবর্ত্তে হৃদয়ে গরল ধারণ করেছি।

প্যারি। গরল কি কমলা?

কমলা। আশার নিষ্ফলতা।

প্যারী। এখনই কি হতাশ হলে?

কমলা। এখনই নয়,—কএক দিন হয়েছি।

প্যারী। কিসে?

কমলা। পিতা বিবাহ দিতে অনিচ্ছুক।

প্যারী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

কমলা পুনরপি বলিল "দেখ প্যারি, আমি যে পিতার অমতে তোমায় বিবাহ কর্‌ব, তাহা পার্‌ব না, সুতরাং আমাদের মনের আশা মনেই রহিয়া গেল। প্যারি, তোমায় অনুরোধ করি—তুমি আমার আশায় আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিও না। তুমি বিবাহ করে সুখী হও, তোমার সুখ দেখেও আমি সুখী হব। ঈশ্বর করুন তোমার সন্তানাদি হউক, আমি তাদের লালন পালন

করে,সকল যন্ত্রণা ভুলে থাক্‌ব। আর আমার উপায় নাই,—আমার কপালে যদি সুখই থাক্‌বে তা হলে আমি বিধবা হব কেন? শুনেছি ঈশ্বর দয়াময়, তাহলে তাঁর এমন কঠোর অভিপ্রায় হতোনা। স্বামীকে যদি আমি চিন্‌তাম্ তা হলে বোধ হয় এ হৃদয়ে তোমার আধিপত্য হতোনা, সেইরূপ ধ্যানেই মন বিভোর থাক্‌তো, তোমায় ভাববার সময় পেতাম না। কিন্তু ঈশ্বরের শাস্তি দেওয়া দেখ! কত পাপ করেছিলাম তাই এত যাতনা পাচ্চি। সে যাই হোক্ তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

প্যারীর চক্ষু অশ্রুবিগলিত হইল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, হৃদয়ে ভয়ানক ভাব ক্রমান্বয়ে ক্রীড়াপর হইল, তিনি অনেক কষ্টে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন "কমলা! প্রাণাধিকে কমলা, তোমার আশা ত্যাগ কর্‌ব? এ প্রাণ থাক্‌তে নয়। তুমি যদি আমায় বিবাহ না করেও সুখে থাক্‌তে পার, তাহলে আমিও পার্‌বো।"

কমলা। প্যারি, অধীর হয়ও না, বিবেচনা করে দেখ যে সংসারে আমার অপেক্ষা রূপে গুণে শতাংশে শ্রেষ্ঠা অনেক রমণী আছেন, তুমি সেইরূপ একটী রমণীকে বিবাহ কর, তাহাতে কালে তুমি আমায় সম্পূর্ণ ভুল্‌তে পার্‌বে, আর আমিও তোমার সুখ দেখে সুখী হব।

প্যারী দুই হস্তে কমলার হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া অস্তগামী সূর্য্যদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কমলা, আমি ঐ সূর্য্যদেবের সমক্ষে শপথ করিতেছি যে যদি কখন বিবাহ করি, তাহা হলে তোমায় কর্‌ব, নতুবা আর কাহারও পাণি-গ্রহণ কর্‌ব না।"

হরিদাসী ঠিক সেই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। সে একটী সুন্দর মালা রচনা করিয়া কমলাকে দেখাইতে আসিতেছিল, সহসা প্যারী ও কমলা উভয়ে করসংলগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান এবং প্যারীকে এইরূপে শপথ করিতে দেখিয়া সেই ফুলের মালাটী তাহাদের হস্তে বাঁধিয়া দিয়া হাসিমুখে বলিল "আমিও এক সাক্ষী।"

প্যারী কিছু অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হরিদাসী আর কোন কথা কহিল না, কমলার বদন প্রতি চাহিল, দেখিল কমলার সেই সরোজ নয়নদ্বয় আরক্তিম হইয়াছে, বদনখানি শুষ্ক হইয়াছে,

কমলার অবস্থা দেখিয়া হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, তাহার সে হাসি খুসী যেন কি মোহ মন্ত্রবলে সহসা কোথায় লুকাইল।

---

## দশম পরিচ্ছেদ।

### বিদায়।

ঘনিষ্ঠতায় ভালবাসার মাখামাখি। সে ঘনিষ্ঠতা কমলা ও প্যারীতে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যদিও কমলা তাহার সতীত্বনিধি প্যারীকে দিবে না বলিয়া স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল, তথাপি ভালবাসার কেমন এক স্বভাব যে তাহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। কত ছলে কত কৌশলে কত সময়ে প্যারীকে দেখিত, সুধু কমলা নহে, প্যারীও কমলাকে দেখিত। একদিন দুদিন করিয়া সাহস বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কমলা প্রথমতঃ দিনে দুই তিনবার প্যারীকে দেখিতে কেমন এক প্রকার লজ্জা বোধ করিত, কিন্তু এখন সে প্রায়ই তাহার কাছে থাকে। মনুষ্য রীতি নীতি দেখিয়া মানব প্রকৃতি স্থির করে, সুতরাং কমলা যদিও মনে মনে জানিত যে সে সম্পূর্ণ সাধ্বী, তাহার চরিত্রে কণামাত্র কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তথাপি লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না, একজন দুজন করিয়া কমলার চরিত্রে সন্দেহ করিতে লাগিল,—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত আরম্ভ হইল।

একদিন কমলার মাতা কমলাকে বলিলেন "মা, তুমিত আর ছোটটী নাই, প্যারীও বালক নয়, এখন দিনরাত একত্রে বেড়ালে লোকে যে নিন্দে কর্‌বে।"

কমলা বুঝিল,—দুই একদিন ঘনিষ্ঠতা কমাইল, কিন্তু সামান্য স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয়, প্রবলবেগ হয় না, সুতরাং আবার ঘনিষ্ঠতা পূর্ব্বমত অপ্রতিহত ভাবে চলিল। কমলার মাতা বুঝিলেন গতিক মন্দ, অধিক বলিতে সাহস হইল না, মনে গোপন করিলেন। শ্যামমোহিনী গোপন করিতে পারেন, হরিদাসী পারে, কিন্তু গ্রামের রামী, বামী, শ্যামী শুনিবে কেন? তাহারা পথে ঘাটে মিটিং আরম্ভ করিল। কত বক্তৃতা হয়, কত কি হয়, কিন্তু উপসংহারে পরস্পরে বলে "পরের কথায় আমাদের কাজ

কি বল।" এইরূপে দিনে দিনে জনরব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ক্রমশঃ কমলার পিতার কাণে একটু আভাস গেল, তিনি প্যারীকে অপরের উদ্দেশে নানা কথা বলিলেন, কিন্তু প্রণয়ের জলন্ত বহ্নি কি সহজে নির্ব্বাপিত হয়? কবি বলেন পাগল ও প্রণয়ী এক, সুতরাং সে কথা প্যারীর মনে দুই এক দিন রহিল মাত্র, পরে উত্তেজনার প্রবল স্রোতে তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল। সে মানসিক উত্তেজনার নিকট, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম. উপকার, তিরস্কার প্রভৃতি সমস্তই অবনত শিরে হারি মানিল।

ক্রমশঃ রামধন কমলাকেও অপর উদ্দেশে তিরস্কার করিলেন, পরে তাহাকেই নানা প্রকার তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন, ভয় প্রদর্শনও হইতে লাগিল। কমলার অশ্রুস্রোতের বেগ, বলা বাহুল্য যে আরও প্রবল হইল। কমলা প্যারীর নিকট আর সেরূপ সতত যায় না, কিন্তু মন ভুলিল না। হৃদয়ের যাতনা ক্রমশঃ প্রবলতর হইয়া উঠিল, আমাদের সাধের কমল দিন দিন শুষ্ক হইতে আরম্ভ হইল।

মনুষ্যের যত প্রকার ব্যাধি আছে তন্মধ্যে মানসিক চিন্তাই অতিশয় প্রবল ও উৎকট। আজি কমলার সেই ব্যাধিই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। কমলা দিনে দিনে শীর্ণা, বিবর্ণা ও [illegible]ষ্ক হইতে লাগিল, আহার নিদ্রায় বিতৃষ্ণা জন্মিল, নয়নবারিই তাহার একমাত্র সহা[illegible]ল হইয়া উঠিল।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

### দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্ভাগ্য কখন একা আইসে না, সুতরাং কমলার ইহাতেই সকল যন্ত্রনার নিবৃত্তি হইল না। ভাবিয়া ভাবিয়া কমলার উৎকট ব্যাধি উপস্থিত হইল। দিনে দিনে উদর বৃদ্ধি হইল,—গর্ভের ন্যায় অনেক লক্ষণ প্রকাশ পাইল। শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, রামধনের মস্তক হেঁট হইল। রামধন প্যারীকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, গ্রামস্থ সকলেও তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে ক্রটী

করিল না। প্যারী কাহারও কোন কথার উত্তর দিলেন না, আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন, বিদায়কালে কমলার সেই কমলবদন আর দেখিতে পাইলেন না, ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ। এতদিন রামধনের গৃহে প্রতিপালিত হইয়া যে তাহা ত্যাগ করিতে হইল, সে দুঃখ তাঁহার হৃদয়ে তৎকালে স্থান পাইল না।

কমলার দুঃখের ইয়ত্বা নাই, একে প্রাণাধিক প্যারীর অদর্শনজনিত দুর্দ্দম যাতনা অহরহ সহ্য করিতে হইবে,—তাহাতে নিদারুণ লোকাপবাদ। কোথায় আসক্তি, কোথায় মিলন, তাহার ঠিকানা নাই, কিন্তু লোকে বলিতেছে কমলা অবৈধ প্রণয়ের বশবর্ত্তিনী হইয়া গর্ভিণী হইয়াছে, কমলা যে ব্যাধিগ্রস্থা তাহা কে বিশ্বাস করিবে? অধিক কি, মনে মনে শ্যামমোহিনীও বিশ্বাস করেন না।

একদিন শ্যামমোহিনী ও কমলা উভয়ে নির্জ্জনে বসিয়া আছেন। শ্যামমোহিনী অনেকক্ষণ স্থির নয়নে কমলার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "কমলা, কি কর্‌লি মা?"

কমলা স্তম্ভিতভাবে কহিল "কেন, কি করেছি মা?"

শ্যামমোহিনী। আমার কাছে লুকুলে আর কি হবে কমলা?

তখন কমলা শ্যামমোহিনীর চরণ ধরিয়া বলিল "মা! তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি, আমি কোন দুষ্কর্ম্ম করিনি। আমি গর্ভবতী নই; ইহা আমার এক ব্যাধি। মা, দুমাস চারমাস পরে লোকে ইহা প্রত্যয় কর্‌বে, তাতে কিছু সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি এখন হ'তে বিশ্বাস কর, তুমি না বিশ্বাস কর্‌লে আর কে কর্‌বে মা? এ লোকাপবাদ কিসে ঘুচ্‌বে মা? আমি কেন জন্মেছিলাম; সুখ কি তাহা জানি না, কিন্তু মা এ হতভাগিনীর কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত যাতনা, দেখ!"

শ্যামমোহিনী তাহার কোন উত্তর না দিয়া সজল নয়নে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কমলা আপন মনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে হারাণী নাপিতানী উপস্থিত। কমলা তাহাকে ঠাকুরণ্‌ দিদি বলিত, সুতরাং সে আসিয়াই বলিল "কি লো নাত্‌নি শুন্‌চি কি?"

কমলা দুঃখের সহিত বলিল "যা শুন্‌চো তাই শুন্‌চো।"

নাপিতানি। তার ভয় কি, একি কেউ টের পাবে।

কমলা। কি টের পাবে?

নাপিতানি। যা হয়েছে।

কমলার বড় দুঃখ হইল, সে কথার কোন উত্তর না করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

নাপিতানী। আমি শুনেছি বলে লজ্জায় কাঁদ্‌ছিস্, তা আমাকে লজ্জা কি? বল্‌তে গেলে কিছু বাকি থাকেনা, কত লোকের কত হ'ল, তা আমি থাক্‌তে কি আর কেউ টের পায়! তা তুই যেমন পাগ্‌লী, আমায় আগে বল্‌তে নেই,—কাল বিকালে আস্‌বো সব ঠিক হয়ে যাবে। চুপ কর্, কাঁদিস্‌নে।

কমলা সরোদনে বলিল "ঠাকরণ্ দিদি, আমার কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস্‌নে, একে বিধাতার ইচ্ছায় বাল-বিধবা, তায় তোবা আপ-নার লোক হয়ে কোথায় দুঃখ প্রকাশ কর্‌বি, না বিদ্রূপ কর্‌ছিস্। নাপিতদিদি, তোর পায়ে পড়ি আমায় ওসব কথা বলিস্ না, ঈশ্বর না করুন, আমার গর্ভ হ'লে তোমায় ডাক্‌ব কেন, তোমার সহায়তা লব কেন? ভ্রূণহত্যা! প্রাণ চম্‌কে উঠে,--তোমায় পূর্ব্বে ভাল মানুষ বলে জান্‌তাম, এখন ঘোর নারীরূপিনী রাক্ষসী বলে জান্‌লাম। নাপিতদিদি এই যে সামান্য অর্থলোভে শত শত ভ্রূণহত্যার কারণ হও, তা একবারও কি মনে হয় না যে মর্‌তে হবে। ঈশ্বরের কাছে জবাব্ দিতে হবে? সে যাই হোগ, এখন তোমার পায়ে পড়ি আমার সুমুখ থেকে যাও, তোমার মুখ দেখে আমার রাগ হচ্ছে।"

নাপিতানী তখন রোষপরবশ হইয়া বলিল "অ্যাঁ, তোর যা মুখে এল তাই বল্‌লি, লেখা পড়া শিখে ধিঙ্গি হয়েছিস্ নাকি? এর বেলা লেখা পড়া নেই, এই হারাণীর পায় পড়্‌তেই হবে। আমি কার্ কি করেছি লা, কার উপকার বই অনুপকার করেছি? তোর মা কত বলেছিল তাই ভাব্‌লুম্ মরুগ্যে একটা ঘর বয়ে যায়, না হয় একটু উপকার করি, ওমা, তায় এত কথা, এই চল্‌লাম।"

কমলা বিস্মিত হইয়া বলিল "মা বলেছেন?"

নাপিতানী কমলার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল "কেউ বলেনি ত আমি আপনি এসেছি, কদিন ঢাক্‌তে পারিস্‌ ঢাক।"

এই কথা বলিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। বলা বাহুল্য যে নাপিতানী পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহারই কাছে কমলার নানা প্রকার নিন্দা এবং গর্ভের সত্যতা সম্বন্ধে বহুবিধ অমোঘ প্রমাণ নির্দ্দেশ করিল। "একে চায় আরে পায়" যে শুনিল সে আর মুচ্‌কি হাসিয়া কমলার প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিল না।

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

### অনুশোচনা।

আজি কমলার দিন আর যায় না, কমলার জন্য শ্যামমোহিনীর মুখ দেখাইবার উপায় নাই, রামধনের হেঁটমুণ্ড। গ্রামস্থ লোকে চক্রান্ত করিতেছে, কমলা রামধনের গৃহে থাকিলে আর কেহ তাঁহাকে লইয়া চলিবে না, আজি রামধনের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! রামধন গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া ভাবিতেছেন "হায় কেন তখন আমার বন্ধুর কথামত কমলার বিবাহ দিই নাই, তাহা হইলে পিতার উপযুক্ত কার্য্যও হইত, আর এরূপে অপদস্থ হইতেও হইত না। বিবাহ না দিয়াও সমাজ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেছে, না হয় কমলার বিবাহ দিয়া, কমলার চক্ষের জল মুছিয়া সমাজ ত্যাগ করিতাম। সমাজই বা ত্যাগ করিতে হইত কেন, আমি বিবাহ দিলে আরও অপরে বিবাহ দিত, কালে তাহাদিগকে লইয়া নূতন সমাজ সৃষ্ট হইত, আমি নূতন সমাজ পাইয়া আবার সুখী হইতাম, না হয় ব্রাহ্ম হইতাম, মূর্খ সমাজ ছাড়িয়া পণ্ডিত সমাজে মিশিতাম। সেখানে সহানুভূতি পাইতাম, সমবেদনার লোক পাইতাম, কিন্তু আমি ঘোর মূর্খ, ঘোর নারকী, জগদীশ্বর অন্ধতার শাস্তি দিতেছেন, আমার স্বার্থপরতার দণ্ড দিতেছেন। আমি যে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে মনে মনে ঘৃণা করিতাম, এখন মনে হইতেছে তাহারাই বিবেকী, তাহারাই

সহৃদয়, কিন্তু আমি কি করিলাম, আমার একমাত্র কন্যা, সাধের কমলার বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহার বিবাহ না দিয়া তাহার মর্ম্মে গুরুতর আঘাত দিয়াছি, তাহাকে দিবানিশি কাঁদাইয়াছি, ঈশ্বর, সেই সর্ব্বশক্তিমান পর-দুঃখ কাতর ঈশ্বর, কেন তাহা সহ্য করিবেন? তিনি আজি তাহার প্রতিশোধ দিতে ক্ষিপ্রহস্ত। এখন আমার উপায় কি? আজি সমাজ ত্যাগ করিব, না আমার প্রাণের দুহিতা কমলাকে ত্যাগ করিব?. আহা ইতর প্রাণীরাও যত্নসহকারে তাহাদের সন্তান সন্ততীকে লালন পালন করে। হায়, আমি কি মনুষ্য হইয়া পশু অপেক্ষাও হীনতর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব? আমার কমলাই ত সংসার, কমলার জন্যই ত সংসার, তবে কমলাকে ত্যাগ করিব কেন? মা কমলা! আমি অম্লান বদনে সমাজ ত্যাগ করিব, কিন্তু তোমায় ত্যাগ করিলে আমি একদণ্ডও বাঁচিব না।"

বৃদ্ধের দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, তিনি চক্ষু মুছিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে বলিলেন, "যদি কন্যার জন্য সমাজ ত্যাগ না করি তাহা হইলে লোকে আমায় কাপুরুষ বলিবে, সকলে আমায় ঘৃণা ও বিদ্রূপ করিবে; কমলা, তুই আমার কন্যা হইয়া আমার এ সকল দুঃখ বুঝিল না, বৃদ্ধ পিতাকে এত ক্লেশ দিতে হয়? পাষাণি! আমি যে তোকে প্রাণ অপেক্ষা ভাল বাসিতাম, এই কি তার প্রতিফল দিলি? আমি যে আমার বন্ধুর সাক্ষাতে দর্প করে বলেছিলাম যে কমলা ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহার বিবাহ কর্‌বার প্রবৃত্তি হবে কেন। কমলা, এই কি তার প্রতিফল?. আমি কি করে তাহার কাছে মুখ দেখাইব? জগদীশ্বর! দয়াময় ঈশ্বর! আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাও।—দেব! আমার এখনি মৃত্যু হউক, তাহা হইলে আমি এ সমস্ত যন্ত্রণা—ঘৃণা হইতে এ জন্মের মত অব্যাহতি পাই।"

রামধন আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, এমন সময়ে তথায় শ্যাম-মোহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

### রামধন ও শ্যামমোহিনী।

শ্যামমোহিনী রামধনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, কিন্তু রামধন ঘোর অন্য-মনস্ক থাকায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, ক্ষণেক পরে শ্যামমোহিনী বলিলেন "এখন আর কাঁদ্‌লে কি হবে?"

রামধন চমকিয়া উঠিলেন, চক্ষু মুছিয়া দেখিলেন শ্যামমোহিনী; বলিলেন "না—কাঁদি নাই।"

শ্যাম। কাঁদ আর না কাঁদ উপায় ত নাই, তখন তোমায় এক-শ বার বলেছি যে কমলার বিবাহ দাও, তার দোষ কি, কচি মেয়ে, স্বামী কি তা জান্‌লে না, এ সোমত্ত বয়সে সব্বাই ভাল থাকে। তোমায় কতবার বলেছি যে কমলার প্যারীর সঙ্গে বিবাহ দাও, তা তখন বল্‌লেন "লোকে নিন্দে করবে?" এখন লোকে নিন্দে কর্‌চে না, যাওনা লোকের মুখে সরা চাপা দাওগে। আপনার হয়ত টের পাও, সে লজ্জার বল্‌তে জানেনা তাই দোষ, বেশ করেছে ভালবেসেছে, তার হবে কি, আমি মেয়ে ছাড়ব নাকি?

রাম। এখন কি করা যাবে?

শ্যাম। কি করতে হবে তুমিই জান, আমার কথা শুনতে ত না করবার করা যেত। ওমা, পাঁচটা নয় সাতটা নয় একটী মেয়ে, তা বাপ্‌ হয়ে তাকে সুখী করতে পারলে না? ধিক্‌ তোমায়!

রাম। এখন কি হবে?

শ্যাম। একঘরে হ'তে হবে আর হবে কি।

রাম। তাই বা কি করে হই।

শ্যাম। ইস্‌—কি করে হও তা বোঝা যাবে।

রাম। গর্ভটা কি সত্য?

শ্যাম। পোড়াকপাল, গর্ভ কেন হবে। আমার কি সেই মেয়ে, তা'র ভালবাসে বটে, আর ভাল বাস্‌লেই কি জাত যায়?

রাম। তবে ভয় কি?

শ্যাম। কে বিশ্বাস কর্‌বে যে গর্ভ মিথ্যা।

রাম। কেন—সকলকে বলা যাগ যে তোমরা আর দিন কতক দেখ, যদি সত্যই গর্ভ হয় তা হলে কমলাকে ত্যাগ কর্‌বো।

শ্যাম। তা ত শুন্‌লে আর কি।

রাম। কেন শুন্‌বে না, এই বিপদ যদি তাদের কারো হ'ত, তা হলে কি আমি শুন্‌তাম না?

শ্যাম। হ্যাঁ, তোমরা শোন্‌বার লোক্‌ই বটে, যখন যার ঠেকে সেই তখন বলে, একবার গলাথেকে কাঁটা নাব্‌লে ত আর মনে থাকে না; সেবারে রায়েদের গোলাপীর বেলায় তুমিও কেমন লোক্‌ তা সকলে জেনেছে।

রামধন আর কোন প্রতিউত্তর দিলেন না, অধোবদন হইয়া বসিয়া রহিলেন! শ্যামমোহিনী রাগভরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

### সিদ্ধান্ত।

সুদিন, দুর্দ্দিন কখন কাহার জন্য চিরকাল তবে আইসে না, সুতরাং কমলার সে ভয়ঙ্কর দিনও এক দিন দুদিন করিয়া অতীত হইতে লাগিল। কিন্তু গ্রামে ভয়ানক গোলযোগ হইতেছে, সকলে রামধনকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছেন। রামধন বুঝিলেন কমলা গর্ভবতী নহে, শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলার গর্ভ হয় নাই, কিন্তু লোকে তাহা বিশ্বাস করিল না।

ঈশ্বরেচ্ছায় কমলার ব্যাধি কমিতে লাগিল, গর্ভলক্ষণের ন্যায় যে সকল বাহ্যিক চিহ্ন দেখা গিয়াছিল, তাহা তিরোধান হইল। রামধন সকলকে বলিলেন "দেখ কমলার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।" লোকে উপহাস করিয়া কহিল "হারাণী বৈদ্য থাকিতে পীড়া আরোগ্যের ভাবনা কি?" রামধনের মস্তক হেঁট হইল, সকলে উচ্চ হাস্য করিয়া কত বিদ্রূপ আরম্ভ করিল, কেহ বা বলিল "এই সময় পুলিসে সংবাদ দাও" ইত্যাদি। রামধনের গ্রামে যে মান সম্ভ্রম ছিল, তাহা একেবারে গেল!

রামধনকে কেহ আর হুঁকা দেয় না, কেহ নিমন্ত্রণ করে না। রামধন প্রতিবৎসর মহামায়ার পূজা করিতেন, এ বৎসর সমস্ত আয়োজন হইল। কিন্তু পুরোহিত পূজা করিলেন না, ক্রমে ধোপা নাপিত পর্য্যন্ত বন্ধ হইল। রামধন অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যাম-মোহিনীকে মনের কথা বলিলেন, শ্যামমোহিনী কমলার জন্য চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে রামধন কমলাকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "মা কমলা, তোমার জন্য আমার মুখ দেখান ভার, সমাজ চক্রে পড়ে আমায় একঘরে হ'তে হচ্চে, আর সহ্য হয় না। মা তুমি অন্য কোথাও বাস করগে, আমি মাসে মাসে তোমার ভরণপোষণের সমস্ত খরচ পত্র দিব।"

তখন কমলার সেই কমল বদন শুকাইল। কমলা রামধনের চরণ-প্রান্তে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিল। বলিল "বাবা তোমার পায়ে ধরে বলছি আমায় ত্যাগ করোনা, এ সংসারে আমার আর কেউ নাই, আমার দাঁড়াবার স্থান নাই, আমায় নিরপরাধে এরূপ ঘোরতর শাস্তি দিও না। কোথায় কোন বিপদে পতিত হ'লে তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাব, সহানুভূতি পাব, না নিরপরাধে তুমি পিতা হ'য়ে আমায় ত্যাগ করতে উদ্যত! বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি যে তুমি আমায় নির্ব্বাসনের কঠোর আজ্ঞা দিচ্চ?"

কমলা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষুজলে হৃদয় ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

রামধন চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন কি কর্‌ব মা, লোকগঞ্জনা যে আর সহ্য হয় না।"

কমলা। বাবা, তোমার যদি এই বিচার হয়, তবে আমি কোথায় যাব বল! আমার যে কোথাও যাবার স্থান নাই তা কি তুমি জাননা?

রামধন। সে জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, আমি তার উপায় করে দেব।

কমলা। আমি যে তোমাদের না দেখে একদণ্ড থাক্‌তে পারি না, আমি তা হ'লে কি করে বাঁচ্‌ব?

রামধন। দিন কতক কষ্ট করতে হবে মা।

তখন অনাথিনী কমলা মনে মনে বলিল "জগদীশ্বর তুমি না দয়াময়, অবলা অসহায়ার প্রতি তোমার এত অত্যাচার? প্যারীকে মনে মনে পবিত্রভাবে ভালবাসার কি এই প্রতিফল!" দেব, ভালবেসেও কতবার মনে মনে কেঁদেছি, ভেবেছি হৃদয়ে এ প্রবৃত্তি কেন?—শুনেছি প্রবৃত্তিরও নাকি তুমি নিয়ন্তা। যদি তাই হয়, তবে এ যাতনা দেওয়া কেন।" কমলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, জ্ঞান অপনোদন হইল। শ্যামমোহিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সেই মর্ম্মভেদি চীৎকার শুনিয়া গ্রামস্থ দুই একজন স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলার প্রিয়সখী হরিদাসীও আসিল, এবং কমলার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া সরোদনে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল।

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

### রমণীর প্রাণ।

অনেক সেবা শুশ্রূষার পর কমলার চৈতন্য হইল। কমলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিল হরিদাসীর ক্রোড়ে শায়িতা রহিয়াছে। কমলা অনেকক্ষণ হরিদাসীর মুখ প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল। হরিদাসীর চক্ষে জল আসিল, কমলাও কাঁদিল।

হরিদাসী কমলার চক্ষু মুছাইয়া কহিল "কাঁদ কেন সই?"

কমলা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কেবল কাঁদিতেই লাগিল। কমলার বাঙ্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, একমাত্র ক্রন্দনই তাহার মনের ভাব সম্যক প্রকারে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই দীন নয়নের সকরুণ ক্রন্দনে কমলা যে ভাব প্রকাশ করিল, সে ভাব সহস্র বাক্যেও প্রকাশ পায় না।

হরিদাসী শ্যামমোহিনীর নিকট সকল কথাই শুনিয়াছিল সুতরাং বলিল "ভয় কি সই, তুমি আমার বাটীতে থাকিবে চল।"

কমলা অনিমেষ নয়নে হরিদাসীর বদন প্রতি চাহিল, চক্ষু জলে উছলিয়া উঠিল কিন্তু কোন কথা কহিল না।

রামধন ও শ্যামমোহিনী হরিদাসীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তাঁহারা

মনে করিলেন এখন কমলা আপাততঃ হরিদাসীর বাটীতে থাকুক, পরে এ হুলস্থুল কিছু কমিলে আবার বাটীতে আনিব। এই পরামর্শই স্থির হইল, কমলা হরিদাসীর গৃহে গেল। কমলা সহসা সৌভাগ্যের ক্ষনিক বিকাশে যে সুখী হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সমাজের ভ্রুকুটি সহজ নহে, বালিকার করুণ উচ্ছ্বাসে সমাজের কঠোর চক্ষে জল আইসে না, বিধবার আর্ত্তনাদে ভ্রূক্ষেপ করে না। সুতরাং উহার হৃদয় গলিল না। গ্রামস্থ লোকের চক্ষু টাটাইল, তাহারা অনাথিনী কমলার সুখে মর্ম্মভেদী দুঃখ পাইল। ক্রমে কুচক্রের বিভীষিকাময় পাশ সৃষ্ট হইল। তাহারা হরিদাসীর মাতাকে বলিল "হয় তোমরা কমলাকে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দাও, নতুবা আমরা তোমায় একঘরে করিব।" হরিদাসীর মাতা বিষম বিপদগ্রস্থা হইলেন, ভাবিলেন "যাহাকে তাহার পিতা মাতা স্বগৃহে রাখিতে পারিল না, তাহাকে আমি রাখি কেন।"

হরিদাসীকে বলিলেন "কমলাকে আপন পথ দেখিতে বল, আমরা তাহাকে গৃহে রাখিয়া দোষের ভাগী হই কেন?"

হরিদাসী কিছুতেই সম্মতা হইল না, অঝোরে কাঁদিতে লাগিল, বলিল "সইকে আমি ফেলিতে পারিব না, যদ্যপি সইকে গৃহে না রাখ, তাহা হইলে আমিও থাকিব না, সইএর যে দশা আমারও সেই দশা হইবে।"

কমলা এই কথা শুনিয়া হরিদাসীকে বলিল "ভাই আমার জন্য কেন তুমি লোক গঞ্জনা সহ্য কর। ঈশ্বর যাহার প্রতি বিমুখ মনুষ্য তাহার কি করিতে পারে?

হরিদাসী তাহা শুনিল না, কমলাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিল, কমলাও কাঁদিল। দুজনে অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। একটী কোমল হৃদয়ের আঘাত আর একটীতে প্রতিঘাত হইল, একটী তরঙ্গ আর একটীতে সজোরে আসিয়া মিলিত হইল, দুইটীই উছলিল।

আমরা বলি হরিদাসি! তোমার হৃদয়েই বন্ধুত্বের বিমল জ্যোতিঃ ছিল, ধন্য রমণী, ধন্য তোমার প্রেম, ধন্য তোমার সৌহার্দ্দ!

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

### আশার শেষ।

হরিদাসী কমলাকে স্বগৃহে রাখিতে অনেক চেষ্টা অনেক যত্ন করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। গ্রামস্থ লোকে তাহাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল, সুতরাং মাতৃগঞ্জনায় হরিদাসীর সঙ্কল্প পূর্ণ হইল না। আমাদের দুঃখিনী কমলা বাতাহত তরণীর ন্যায় আকুল দুঃখ-সাগরে ভাসিতেছিল, অনুকূল স্রোতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কূল পাইয়াছিল, আবার প্রতিকূল স্রোতে তরি ভাসিল, সে আশ্রয় শূন্য হইল। একমাত্র আশ্রয় স্থান হরিদাসীর বাটী, তাহাও তাহাকে ত্যাগ করিতে হইল, আশা গগণে যে ক্ষুদ্র নক্ষত্রটী ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল তাহাও ডুবিল!

যাহাই হউক হরিদাসী কমলাকে যদিও আপন গৃহ হইতে অনন্যোপায় হইয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল বটে, তথাপি একেবারে ত্যাগ করিল না, হরিদাসীর পিতার দূরসম্পর্কীয়া জনৈক বৃদ্ধা গ্রামের প্রান্ত সীমায় বাস করিতেন। হরিদাসী কমলাকে সেই বৃদ্ধার আশ্রয়ে রাখিতে স্থির করিল। কমলা অগত্যা তথায় বাস করিতে গেল, হরিদাসীর একটী বিশ্বাসিনী বৃদ্ধা পরিচারিকা কমলার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইল। হরিদাসী সর্ব্বদা কমলার নিকট যাইত, কত প্রকার সুমধুর বাক্যে আশা দিত। কত প্রকারে সান্ত্বনা করিত।

কমলার নিরাশ হৃদয়ে আবার একটু আশার উদ্রেক হইল। গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইতে কমলার ইচ্ছা ছিল না, যেখানে আজন্ম কাল বাস করিতেছে, সে স্থানের মায়া পরিত্যাগ করা সহজ নহে। গ্রামস্থ অনেক স্ত্রীলোক যাইয়া কমলাকে সান্ত্বনা করে। কমলা তাহাদিগকে দেখিয়াও যেন কত সুখানুভব করে। তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃকই যে অবলা সরলা নিরপরাধিনী কমলার এই দুর্দ্দশা উপস্থিত, তাহা সে তখন বিস্মৃত হয়। এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও গ্রামে বাস করিতে পাইলে পিতামাতাকে দেখিতে পাইবে, পরিচিতা রমণীগণকে দেখিতে পাইবে ইহাই এখন কমলার আনন্দ ও আশা। কিন্তু যখন সমাজের কুচক্র মনে হয়, যখন তাহা-

দের অত্যাচার তাহার মনে পড়ে, তখন আতঙ্কে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। বিদেশে অপরিচিত স্থানে অপরিচিত লোকের সহবাসে কি করিয়া বাস করিতে হয়, তাহা সে জানিত না, কখন যে এরূপ অবস্থায় পতিত হইতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। দেশের, স্বগ্রামের লোক, যাহাদের সহিত শৈশবাবধি কত সহানুভূতি, কত আত্মীয়তা, তাহারাই যখন এত অত্যাচার করিতে উদ্যত, তখন বিদেশে অপরিচিত লোক যে কত আরও অত্যাচারই করিবে, তাহা স্মরণ করিয়া কমলার প্রাণ চমকিয়া উঠিত।

কমলা যখনই একাকিনী থাকিত, তখনই আকুল নয়নে কাঁদিত। প্যারীর জন্যও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, যে প্যারীকে অবিরত দেখিয়াও হৃদয় পরিতৃপ্ত হইত না, সে প্যারীর সাক্ষাৎ আর কখন হইবে কিনা তাহাও সন্দেহ। কমলা এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াও যখন প্যারীর বদন মাধুরী হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিত, তখন সে এই ক্রূর জড়জগতের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইত, সমাজের নিষ্ঠুরতা ভুলিয়া যাইত, তাহার হৃদয়ের দারুণ বেগ যেন প্রশমিত হইয়া শান্তি ও সন্তোষের আলয় হইত।

কমলা প্যারীকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত, সে ভালবাসার বিমল জ্যোতিঃ কমলার মনকে উন্মত্ত করিয়াছিল, এবং যতই প্যারীর কথা হৃদয় অধিকার করিত ততই যেন প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠিত।

কমলা এত ভালবাসিয়াও প্যারীকে আত্মসমর্পণ করিতে পারে নাই। মনে মনে ভালবাসিত, প্রাণে প্রাণে পূজা করিত, একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত; তথাপি প্যারীকে আপন সতীত্ব সমর্পণ করিতে পারে নাই, ধর্ম্ম-ভয়ের প্রবল স্রোতে পাপ লালসা ভাসিয়া গেল! ভারত! তুমি এত দুরবস্থাপন্ন হইয়াছ, তোমার জীবনের সমস্ত সুখের কথা, সুখের দিন বিস্মৃত হইয়াছ; এ দুঃখের দিনে, এ জীবন্ত অবসাদের দিনে তোমার আর শ্লাঘা বা দম্ভ করিবার কিছুই নাই, কেবল ঈশ্বর দয়া করিয়া একটী মাত্র রত্ন রাখিয়াছেন, তাহা ভারতীয় রমণীগণের সতীত্ব। ভারত! হতভাগ্য ভারত! তোমার কাপুরুষ সন্তানগণ তোমার শুভ্রবদনে কালিমা অর্পণ করিয়াছে, কিন্তু তোমার কন্যাগণ এখনও তোমার উজ্জ্বল মুখে কালিমা প্রদান করে নাই। এখনও তাহাদের সতীত্ব

রত্ন তোমায় দেশপূজ্য করিতেছে। রমণীগণ, ধন্য তোমাদের অধ্যবসায়, ধন্য তোমাদের যত্ন, ধন্য তোমাদের ধর্ম্মভয়,—তোমরাই বাঙ্গালির তাপদগ্ধ সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপিণী দেবী!

---

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

### প্রবাস।

যখন মনুষ্যের দুর্দ্দিন উপস্থিত হয়, তখন মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। যাহাদের আমরা পরম আত্মীয় বলিয়া মনে করি, তাঁহারাও আমাদের শত্রু হইয়া দাঁড়ান। সুখের বস্তু সে সময়ে সুখ দানে সমর্থ হয় না, সকলই দুঃখময়, জগৎ শূন্যময়, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি সেই দিকেই দুঃখের বিভীষিকাময় ছবি আমাদের হৃদয়কে অবসাদিত করে। সুখ, তুমি তখন আমাদের নৈকট্য ত্যাগ কর; দুঃখ, আমাদের অযাচিত সঙ্গী হও। মন অবিরত দুঃখের ঘনঘটায় আচ্ছাদিত থাকে, কোন রকমেই সুখ পায় না। আমাদের দুঃখিনী কমলার এই দ্বিতীয় নির্ব্বাসনেও দুঃখের ভীষণ স্রোতের গতির শেষ হইল না, তাহার দুঃখের আরও বৃদ্ধি হইল। যাঁহারা মহা-নগরী কলিকাতায় বাস করেন, হয় ত তাঁহাদের অনেকে পল্লীগ্রামের দলাদলির বিষয় জানেন না। অদ্যাপিও পল্লীগ্রাম সমূহে যে বহুবিধ অত্যাচার হইতেছে, ইহা তাঁহারা অবগত নহেন। এখনও এরূপ অনেক পল্লিগ্রাম আছে, যেস্থানের লোকেরা মনে করিলে অনায়াসে দলবদ্ধ হইয়া এক জনার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে। অভাগিনী কমলার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। পিতা মাতার সহবাস, সেই শৈশব কালের পিত্রালয়,—যাহা সে অমরাবতী বলিয়া জানিত,—তাহা এক্ষণে অনিচ্ছায়, সমাজের দৃঢ় শাসনে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছে। গ্রামের এক প্রান্তভাগে অতি দুঃখে দিনাতিপাত করিতেছিল, ইহাতে লোকে বাদ সাধিতে আরম্ভ করিল। গ্রামস্থ প্রতিবাসিনীরা কমলার দুঃখে সহানুভূতি বা দুঃখ প্রকাশ করিতে মধ্যে মধ্যে সে স্থানেও যাইত, সমাজের দিগ্‌গজ পণ্ডিতবরেরা তাহা ভাল বুঝিলেন না, এ সমস্ত গুরুতর গর্হিত কার্য্য যাহাতে

নিবারিত হয় তাহার চেষ্টা হইতে লাগিল। আপন আপন পরিবারদিগকে নিষেধ করিতে সাহস হইল না, শেষ স্থির হইল, কমলা যাহাতে গ্রামে থাকিতে না পায়! সে থাকিলেই গ্রামস্থ স্ত্রীলোকেরা তাহার নিকট যাইবে, অসতীর সহবাসে অপরের চরিত্র কলঙ্কিত হইবে, ইহাই সমাজের গূঢ় রহস্য! সুতরাং তাহারা একে একে কমলার প্রতি অন্যায় আচরণ আরম্ভ করিল। কমলা দেখিল নিরুপায়, সকলেই তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ হস্ত। অবলা অসহায়া বালিকার আর কে সহায় হইবে? এই অবকাশে বিষাদ তাহার সহিত ঘোরতর সহচারিত্ব স্থাপনা করিল। কমলার পিতা দেখিলেন মহাবিপদ, তখন সমাজবন্ধু রামধন স্থির করিলেন কমলা আপাততঃ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে বাস করুক, পরে যেরূপ হয় করা যাইবে। ধন্য রামধন, ধন্য তোমার পিতৃস্নেহ!

অভাগিনী কমলা অনন্যোপায় হইয়া বিদেশে বাস করিতে চলিল। বিলাসপুর হইতে পাঁচ সাত ক্রোশ দূরে দেবানন্দপুর নামে একটী গ্রাম ছিল, তথায় কমলার দূরসম্পর্কীয় এক মাতামহীর বাস, তাঁহার আর কেহই ছিল না, সুতরাং কমলা সেই খানেই প্রেরিত হইল।

পিতা, মাতা, গ্রাম, বালসখী হরিদাসী ও পরিজনবর্গ ত্যাগ করিতে কমলার যে কত ক্লেশ হইল তাহা সহৃদয় পাঠককে অধিক বলিতে হইবে না। তৎকালে কমলার ক্রন্দন ও বিষাদময়ী মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিচলিত হয়। আজি রামধনের স্নেহের সর্ব্বস্বধন কোথায় যাইতেছে, তাহার সজল মুখমণ্ডল আর কে মুছাইয়া দিবে? কে তাহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিবে? ভারত! তোমার উষরবক্ষে কেন নলিনীর বিকাশ হয়? অধম নীতি-শূন্য সমাজ, কে তোমাকে বিজ্ঞ বলে? আর সংসারী, যে অবলার যাতনা বুঝেনা, কে তাহাকে সংসারাশ্রমে থাকিতে বলে?

---

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

### মনের কথা।

কমলা মাতামহীর গৃহে আশ্রয় পাইল। বৃদ্ধা কমলার মধুমাখা কথায়

তাহাকে ভাল বাসিলেন, তাহাকে আপনার দৌহিত্রীর ন্যায় স্নেহ করিলেন, কিন্তু কমলার হৃদয়ে যে ভীষণ অগ্ন্যুদ্গম হইতেছিল, তাহা মাতামহীর অসীম যত্ন স্নেহ প্রভৃতিতে সান্ত্বনা করিতে পারিল না, শুষ্ক তৃণের ন্যায় তাহা অনলে জ্বলিয়া গেল।

কমলার আহারে বিতৃষ্ণা, স্নানে অনিচ্ছা, পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু কিছুই ভাল লাগে না। সদাই বিষণ্ণ, সদাই বিমর্ষ। কমলার আর সে অপরূপ রূপলাবণ্য নাই, সুবর্ণপ্রভা কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে, দেখিলে বোধ হয় যেন চাঁদকে রাহু গ্রাস করিয়াছেন কমলা কেবল নীরবে নির্জ্জনে ক্রন্দন করে, আর হৃদয় বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে!

প্যারীর বিরহ, পিতামাতার অদর্শন জনিত ক্লেশ কমলার অসহ্য হইল, ননীর হৃদয় গলিতে আরম্ভ হইল। দিনে দিনে কমলার দেহ শুষ্ক হইতে লাগিল, হৃদয় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে ভাঙ্গা বেড়া অতি যত্নে সামান্য উপকরণে আবদ্ধ ছিল, তাহা পুনর্ব্বার ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল। যে তৃণখণ্ড উপকূলে বাধিয়াছিল, তাহা আবার স্রোত মুখে ভাসিল। কমলা জীর্ণা, শীর্ণা ও ভয়ানক রোগগ্রস্থা হইল।

দিনে দিনে কমলার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, বৃদ্ধা মাতামহী কমলার রোগের বৃদ্ধি তাহার শারীরিক অবস্থায় দৈনিক অবনতি উপলব্ধি করিয়া তাহার পিতা মাতাকে সংবাদ দিলেন, রামধন ও তাঁহার স্ত্রী যথাসময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

রামধনের হৃদয় যতই কেন কঠিন হউক না, আজি কমলার অবস্থা দেখিয়া তাহাও বিগলিত হইল। এখন আর কমলার উত্থান শক্তি নাই, কথা কহিতে কষ্ট হয়, জ্বর ত্যাগ হয় না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছে, ডাক্তারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও সাহস দেন না। রামধন বিমর্ষ ও স্তম্ভিত। শ্যাম-মোহিনীর নয়ন হইতে জল আর শুষ্ক হয় না।

সন্ধ্যাকাল, গৃহমধ্যে একটী সামান্য দীপ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কমলা পালঙ্কে শায়িতা, তাহার শিয়রদেশে শ্যামমোহিনী আসীনা। কমলা রোগের যাতনায় অধীরা,—একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা।"

শ্যাম। কেন কমলা?

কমলা কোন কথা কহিল না, শ্যামমোহিনী দেখিলেন কমলার দুই গণ্ড বহিয়া বেগে অশ্রুধারা-বিগলিত হইতেছে। বলিলেন "কমলা! কাঁদ কেন মা?"

কমলা পুনরপি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা।"

শ্যাম। বল কমলা, কি বল্‌ছিলে বল?

কমলা। আর ত আমার সময় অল্প।

শ্যাম। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে।

কমলা। আর কেন মা, আমার অবস্থা দেখে কি বুঝ্‌ছ না? সে যা হোক্ এ সময়ে আমার একটী কথা রাখ।

শ্যামমোহিনী সাশ্রুলোচনে বলিলেন "বল।"

কমলা মাতার দক্ষিণ হাতটী ধরিয়া সজলচক্ষে বলিল "মা একবার—"

কমলার আর কথা বাহির হইল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চক্ষু জলে পূর্ণ হইল।

শ্যামমোহিনী কমলার নয়নজল মুছাইয়া কহিলেন "প্যারীকে দেখিবে?"

কমলা নিরুত্তর।

শ্যাম। আমি এখনি খপর দিচ্চি।

কমলা। কোথায়?

শ্যামমোহিনী শঙ্কটে পড়িলেন, বলিলেন "সে সংবাদ উঁনি জানেন।"

কমলা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আর।"

শ্যাম। কি মা!

কমলা। হরি আর ভগবতীকে আনতে পাঠাও।

শ্যামমোহিনী কমলার বৃদ্ধা মাতামহীকে তাঁহার নিকট বসিতে বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

---

## ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

### শেষ উপায়।

রামধন বহির্ব্বাটিতে বসিয়াছিলেন, শ্যামমোহিনী তাঁহার নিকট গেলেন, রামধন জিজ্ঞাসা করিলেন "কমলা এখন কেমন আছে?"

শ্যামমোহিনী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সেইরূপ।"

রামধন বিমর্ষ হইলেন। শ্যামমোহিনী জিজ্ঞাসিলেন "ডাক্তারে কি বলিল ?"

রামধন। আশা অতি কম।

শ্যামমোহিনীর চক্ষু জলে পূর্ণ হইল, সরোদনে বলিলেন "জগদীশ্বর! জগতে এ হতভাগিনীর কমলা ব্যতীত আর কেহই নাই। দয়াময়! অন্ধের যষ্টি আমার সেই সর্ব্বস্ব ধনের কি হবে নাথ? আমি যে কেবল কমলার চাঁদমুখ দেখেই বেঁচে আছি। হা দেশাচার, হা সমাজ, তুই আমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি, একজন নিরপরাধী অবলার সকল সুখ নষ্ট কর্‌লি। হা ঈশ্বর! আমার এ মর্ম্মভেদী ক্রন্দন কি তোমার চরণতল স্পর্শ কর্‌বে না? দয়াশূন্য, মায়াশূন্য অন্ধ সমাজেব কি চেতনা হবে না?"

রামধন বলিলেন "আর কেঁদনা, এখন আর ত উপায় নাই।"

শ্যাম। কেন উপায় নাই, ঈশ্বর করুন আমার কমলা বাঁচুগ, কোন উপায় হবে না কি?

রামধন তাহার কোন উত্তর দিলেন না, কেবল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন মাত্র।

শ্যাম। এখন এক কাজ কর, কমলা প্যারীকে দেখ্‌বার জন্যে পাগল হয়েছে, যাতে একবার তাকে দেখ্‌তে পায় তা কর, নইলে কমলা আমার বাঁচ্‌বেনা।

রাম। উপায়?

শ্যাম। আমি মেয়ে মানুষ কি উপায় স্থির কর্‌বো, যাতে ভাল হয় তাই কর।

রাম। প্যারী যে কোথায়, তাত জানিনা।

শ্যামমোহিনীর বদন শুষ্ক হইল, বলিলেন "তবে উপায়?

রামধন একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তাইত ভাব্‌চি।"

শ্যাম। দেখ যতদূর পার। কমলা যে আমার বাঁচ্‌বে সে আশা ত নাই, দেখ যদি এ সময়েও তাকে কতকটা সুখী কর্‌তে পার।

রামধন নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

শ্যামমোহিনী আবার বলিলেন "তবে তুমি ঠাওরাও, আমি কমলার কাছে যাই।"

রাম। আচ্ছা।

শ্যাম। হ্যাঁ, আর এক কথা, আমাদের হরিদাসী আর ভগবতীকে আন্‌তে লোক পাঠাও।

রাম। সে বেশি কথা নয়।

শ্যামমোহিনী প্রস্থান করিলেন, রামধন বিমর্ষভাবে অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন "হায় আমি কি মূর্খ, আমি সামাজের ভয়ে আমার ইহ জন্মের সকল সুখই নষ্ট কর্‌লাম। যদি কমলাই না বাঁচে তবে আমার সংসারে কাজ কি? তখন আমি সমাজ নিয়ে কি কর্‌বো? হায় মা কমলা, যদি ঈশ্বর দিন দেন, যদি তুমি আরোগ্য হও, তবে আমি আবার তোমার পিতার ন্যায় কার্য্য কর্‌বো, আমার সকল সাধ পুরাব, নতুবা এই শেষ। মা কমলা, নিশ্চয় জেনো যে তোমার শেষ দিনই আমার জীবনের শেষ দিন হবে, এ দারুণ ব্যথা, এ ভয়ঙ্কর অনুশোচনা আর সহ্য করিব না।"

বৃদ্ধ চক্ষের জল মুছিয়া আবার অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন, "প্যারী চিরদিন "সাধারণী" পাঠ করিতে ভালবাসিত, বোধ হয় এখনও পড়ে, অতএব সাধারণীতেই একটী বিজ্ঞাপন দেওয়া যাউক। ঈশ্বর করুন আমার এই শেষ সময়ে আমার জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে যেন আমার এ সামান্য আশা ফলবতী হয়।"

বৃদ্ধ তাহাই করিলেন, সাধারণীতে এই বিজ্ঞাপনটী পাঠাইলেন ;—

"প্যা—আমার অনুরোধ রাখ, ক—লা মৃতপ্রায়, তোমায় দেখিতে পাগল, দেবানন্দপুরে ক—র মাতামহীর আলয়ে আসিবে। শ্রীরা—ন।"

---

## বিংশতি পরিচ্ছেদ।

### হরিদাসী।

হরিদাসীর শ্বশুরালয় চুঁচুড়া। এখন হরিদাসী স্বামী ভবনে। দিবা প্রায় সার্দ্ধ নয় ঘটিকা,—পূর্ণযৌবনা স্বামীপ্রেমমুগ্ধা হরিদাসী দ্বিতলের বাতায়ন পথ

দিয়া ভাগিরথীর তরঙ্গ ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় দাসী আসিয়া সেই চারু করতলে "সাধারণী" সমর্পণ করিল।

হরিদাসী সাধারণী পাঠ করিতে ভালবাসিত, সুতরাং পত্রিকাখানি হস্তগত হইবামাত্র ঔৎসুক্য সহকারে পাঠ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পাঠ করিয়া রামধন প্রদত্ত বিজ্ঞাপনটী তাহার নয়নপথে পতিত হইল। হরিদাসীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, শরীর অবসন্ন ও কণ্টকিত হইল। হরিদাসী বিজ্ঞাপনটী একবার, দুইবার, তিনবার পড়িল, তথাপি যেন চক্ষের ভ্রম ঘুচেনা। ক্রমে সেই ইন্দিবর নয়নদ্বয় আসারে পূর্ণ হইল, বলিল "ঈশ্বর! দয়াময়! কমলার কি সকল যন্ত্রণার শেষ, এই ভয়ঙ্কর উপায়ে করিতেই স্থির করিয়াছেন? কমলা! প্রাণাধিকা প্রিয়সখী কমলা! আর কি তোমার সেই সুচারু বদন কমল দেখিব না? আর সেই মনোহর বদনের সুধাময়ী বাক্যনিস্রাব কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে না?"

হরিদাসী অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। সেই কমল নয়নযুগল অশ্রুবিমিশ্রনে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যধারণ করিল। এমন সময়ে তথায় ভগবতী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রণয়ণীর চক্ষে জল দেখিয়া যদিও তাঁহার হৃদয় বিকল হইল বটে তথাপি সে সময়েও তিনি তরুণী প্রণয়িনীর সরোজনয়নে, নীরের অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। বলিলেন "কি হয়েছে হরি?"

হরিদাসী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে সেই বিজ্ঞাপনটী দেখাইল।

ভগবতী স্থিরনেত্রে তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন "উপায়?"

হরিদাসী। উপায় ঈশ্বর।

ভগবতী। দেবানন্দপুর এখান হইতে অধিক দূর নয়, আমি কমলাকে একবার দেখে আসি।

হরিদাসী। সুধু তুমি নয়, আমিও যাব।

ভগবতী। উত্তম।

হরিদাসী। দেখ ভাই, বিজ্ঞাপনটী পড়ে অবধি মন যে কতদূর অস্থির হয়েছে তা বলবার নয়। আমি এই মাত্র গঙ্গাবক্ষে তরঙ্গ ক্রীড়া দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলাম, কিন্তু এখন তাহা বিষতুল্য বোধ হচ্ছে। তোমার সহাস্য বদন

দেখলে আমি জগতের স্থায়িত্ব বিস্মৃত হই, কিন্তু এখন সে বদনও আমায় তত মুগ্ধ কচ্চে না। তোমার অভাবে যেমন কুসুমের সৌরভ মনে ধরিত না, আতর গোলাপ অঙ্গ দগ্ধ করিত, মনুষ্যের মধুর সঙ্গীতে মন ভুলিত না, অনন্ত নীলিমাসম্পন্ন আকাশ পানে চাহিতাম, প্রকৃতি যেন হো হো শব্দে আমায় দেখিয়া হাসিত, সে হাসি আমার হৃদয়ের প্রতি স্তরে, প্রতি কোরে প্রতিশব্দিত হইত। একদৃষ্টে—একমনে আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রের প্রতি চাহিয়া থাকিতাম। মনে হইত আমি যদি তারা হইতাম, তাহা হইলে তুমি যেখানেই থাক, তোমায় দেখিতে পাইতাম। যখন বসন্তের মৃদু অনীল আমার অঙ্গে রঙ্গ সহকারে ক্রীড়া করিত, তখন মনে হইত, আমি কেন মলয় সমীরণ হইলাম না, তাহা হইলে পৃথিবীর যাবতীয় সৌরভরাশি বুকে লইয়া বাতায়ন পথে প্রবেশ করিতাম, তোমার শ্রীঅঙ্গে সেই শীতল সৌরভ ঢালিয়া দিতাম, তোমার চঞ্চল নিদ্রা প্রগাঢ় করিতাম। তোমার মিলনে আমার সে সমস্ত আশা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল, সে সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইয়াছিল। কিন্তু আজি আমার কমল'র জন্য কে জানে কেন সেই পূর্ব্বরূপ ভাব সকল ধীরে ধীরে হৃদয় পথে পুনর্ব্বার উদিত হইল। মনে হইতেছে যদি গগনের পাখি হইতাম, তাহা হইলে ছুটিয়া গিয়া কমলাকে দেখিয়া আসিতাম। যদি আকাশের সূর্য্য হইতাম, তাহা হইলে কমলার সেই সংলতাময়ী বদন মাধুরী আমার নয়নপথে পতিত হইত, দেখিয়া আমার হৃদয় তৃপ্ত হইত।

ভগবতী কিয়ৎক্ষণ মুগ্ধের ন্যায় হরিদাসীর সরল সুন্দর প্রফুল্ল মুখপানে চাহিয়া রহিল। যুবতীর অসম প্রণয়ের—প্রীতি সাগরের গভীরতার কথা হৃদয়পটে উদিত হইল, মনে মনে বলিল ইহার কাছে পুরুষের ভালবাসা ছাই। যুবতীর সুললিত বাক্য সুধাপানে ভগবতীর হৃদয় হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য কমলার ছবি অপসৃত হইল। বিমুগ্ধ হৃদয়ে, কত যত্নে, কত আদরে, কত সোহাগে, উদ্ভ্রান্ত চিত্তে, অবশ হৃদয়ে, প্রীতির পূর্ণোচ্ছ্বাসে, সুশীতল চুম্বনে হরিদাসীর মন ভুলাইল।

তখন প্রেমময়ী হরিদাসী কমলা ভুলিল, জগতের স্থায়িত্ব ভুলিল, শিশির-সিক্ত গোলাপের উপর প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি সম্পাতের ন্যায় যুবতীর সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, সে হাসিতে যেন প্রেমাক্ষরে কত ভাব, কত

কথা স্পষ্টরূপে লেখা ছিল—ভগবতী মনে মনে বলিল—"আর কেন, মোহিনীর মোহন হাসিতে ডুবিয়া মরিলে হয়না?"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া হরিদাসীর হস্তে একখানি পত্র দিল, হরিদাসী শশব্যস্তে পত্রখানি খুলিয়া পড়িল, পত্রখানি এইরূপ ;—

মা হরিদাসী!

কমলার আসন্নকাল উপস্থিত। আমার স্নেহময়ী কমলা হয় ত এইবার সমস্ত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইয়া অনন্তনাথের অনন্তাশ্রয়ে যাইবে। চেষ্টার ক্রটী হইতেছে না, কিন্তু এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া দুষ্কর। কমলার একান্ত ইচ্ছা যে এ অন্তিম সময়ে তুমি ও প্যারী আসিয়া অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সহিত সাক্ষাৎ কর।—তোমায় বিশেষ অনুরোধ বৃথা। আমরা আপাততঃ দেবানন্দপুরে আছি।

শুভানুধ্যায়ী—
শ্রীরামধন শর্ম্মা।

হরিদাসী সজলচক্ষে বলিল "আর কেন বিলম্ব কর, শেষ কি কমলাকে দেখিতেও পাইব না!"

ভগবতী। আমি এখনি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।

এই বলিয়া ভগবতী বাবু তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

---

## একবিংশ পরিচ্ছেদ।

### আশার সফলতা।

ভালবাসার যে কি অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা আছে, তাহা যিনি সরল মনে ভাল বাসিয়াছেন, তিনিই জানেন। সেই ভালবাসার মোহিনী মায়ায় হরিদাসীর মন কমলার প্রতি একান্ত আসক্ত! মানব মন শোক, দুঃখ, তাপ সকলই সহ্য করিতে পারে, কিন্তু যখন প্রণয়ীর দর্শন লালসায় উদ্বিগ্ন হয়, তখন তাহা কিছুতেই নিবারিত হয় না,—প্রিয়জন মিলন ব্যতীত তাহার সন্তোষ কিছুতেই হয় না। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার, বসন্তের হৃদয়হারী মধুময় কুসুম সৌরভ আপ্লুত সমীরণ, কুসুমের বিমলানন্দপ্রদ সুগন্ধি, নির্ম্মল নৈশাকাশের মনোহর সুন্দর শোভা, নিথর জাহ্নবীর নিথর

ভাব, অধিক কি পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য্য রাশি যদ্যপি একত্রিত করা যায়, তথাপি সে তাপিত হৃদয়কে মুগ্ধ করিতে,—সান্ত্বনা করিতে সমর্থ হয় না, সেই যে এক অভাব, তাহা সেই বস্তু ভিন্ন অপর কিছুতেই পূরণ হয় না।

সরলপ্রাণা হরিদাসী কমলা বিহনে জগত সংসার অন্ধকার দেখিতেছিল, সেই কোমল স্বর্গতুল্য হৃদয়ে একমাত্র কমলার ছবি অধিকার করিয়াছিল। হরিদাসী কমলাকে দেখিবার জন্য অধীরা হইয়াছিল। ভগবতী ও হরিদাসী দিবা প্রায় সার্দ্ধ তিন ঘটিকা উত্তীর্ণ হইলে দেবানন্দপুরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, কমলা নির্জ্জীববৎ শয্যায় শায়িত রহিয়াছে। হরিদাসী ও ভগবতীকে দেখিয়া কমলার বদন যেন কথঞ্চিৎ প্রভাসম্পন্ন হইল। কমলা সাহ্লাদে হরিদাসীর হস্তধারণ কবিল। হরিদাসী বিস্ময়ান্বিত নয়নে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার সেই ভয়ঙ্কর দৈহিক অবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল।

কমলার শয্যাপার্শ্বে শ্যামমোহিনী উপবিষ্টা ছিলেন, তিনি ভগবতীকে দেখিয়া সরিয়া গেলেন। ভগবতী বলিলেন "কেমন আছ কমলা?"

কমলা একটী মাত্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, কোন উত্তর দিল না, চক্ষে জল আসিল। ভগবতী দেখিলেন অবস্থা অতিশয় মন্দ,—চিকিৎসা সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য বহির্ব্বাটিতে রামধনের নিকট গমন করিলেন।

তখন হরিদাসী বলিল "কেমন আছ সই?"

কমলা। আর কেমন আছি, এখন গেলেই হয়।

হরিদাসী। বালাই, ও কথা কি বল্‌তে আছে?

ঘন মেঘ রাশিতে ক্ষণিক চপলা বিকাশের ন্যায় কমলার নিষ্প্রভবদনে ঈষৎ হাসি প্রতিভাত হইল, বলিল "সই, আমায় বালাই!"

হরিদাসী। কেন তুমি কি? বালাই বলিতে বাধা কি?

কমলা জড়িতস্বরে কহিল "আমি সংসারের কণ্টক—প্রকৃত বালাই।"

হরিদাসী। তুমি সংসারের অমূল্য রত্ন, তোমাব মূল্য কে বুঝিবে?

কমলা। সে যা হোক্ সই, আমার আর বাঁচ্‌বার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই, তোমায় দেখে প্রাণ শীতল হ'ল, আর এক ইচ্ছা আছে—কিন্তু তা ঈশ্বর সফল কর্‌বেন না।

হরিদাসী। ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নাই, প্যারী আস্‌বে বই কি।

কমলার চক্ষে জল আসিল, বলিল "তিনি কি আর এ সংবাদ পাবেন?"

হরিদাসী। কেন পাবেন না, সাধারণীতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

কমলার হৃদয় যেন বসিয়া গেল, বলিল "বিজ্ঞাপন!—লোক পাঠান হয় নাই?"

হরিদাসী। প্যারী কোথায় তাহাত কেহ জানেনা।

কমলা। ঈশ্বর আবার আমায় সুখে মর্‌তে দেবেন, এও কি তাঁর শাস্ত্রে আছে? সই, প্যারীকে আবার আমি দেখিতে পাব, এও কি তুমি বিশ্বাস কর?

কথা কহিতে কহিতে কমলার মুখভাব যেন সহসা পরিবর্ত্তিত হইল। হরিদাসীর ভয় হইল, বলিল "সই বেশি কথা কহিও না, পীড়ার বৃদ্ধি হবে।"

কমলা। না সই, প্যারীর কথা কহিলে আমার বোধ হয় যেন শরীর হইতে সকল রোগ শোক দূর হইতেছে।

এমন সময়ে শ্যামমোহিনী আসিলেন। কমলার কথা থামিল। তিনি অনিমেষলোচনে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

---

## দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

### আশা মিটিল।

কমলার রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর কমলার জীবনের আশা নাই। রাত্রি প্রায় একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, থাকিয়া থাকিয়া কমলার ধমনীর গতিরোধ হইতেছে,—মৃত্যুর সকল চিহ্ন উপস্থিত।—পিপাসা বড় বলবর্ত্তী, চক্ষু শ্রী-হীন, ওষ্ঠ শুষ্ক ও বিকৃত। সোনার কমল যেন নিদাঘ রৌদ্রে বিশুষ্ক। শ্যামমোহিনী বিকল হৃদয়ে কমলার শিয়রদেশে উপবিষ্টা, চক্ষু বাহিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে ঘন ঘন হৃদয়বিদারী দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে।

কমলা শয্যায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, শ্যামমোহিনী তাহাকে বীজন করিতেছেন। কমলা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "মা—"

শ্যামমোহিনী সভীত স্বরে বলিলেন "কেন মা ?"

কমলা। আ—

শ্যাম। কমলা ?

কমলা। মা—কি হ'ল ?

শ্যামমোহিনী বুঝিলেন কমলা প্যারীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে, সুতরাং তাহার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ভয় কি মা।"

কমলা আবার দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। শ্যামমোহিনী বীজন করিতে করিতে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় সজল হইল, এমন সময়ে রামধন ও হরিদাসী প্যারীকে সঙ্গে করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রামধনের বিজ্ঞাপন দেওয়া সফল হইল।

শ্যামমোহিনীর বদন প্রান্তে আনন্দের অপূর্ব্ব চিহ্ন বিকাশ পাইল। কিন্তু শ্যামমোহিনী তাহা কার্য্যে প্রকাশ করিতে পারিলেন না, অথবা আনন্দ প্রকাশের ইহা সময়ও নহে।

শ্যামমোহিনী প্যারীকে বলিলেন "এস বাবা এস, বস।"

প্যারী অবাক্ হইয়া কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে কমলার পূর্ব্ব জ্ঞানের সঞ্চার হইল। সেই দ্যুতিহীন বদন ঈষৎ প্রতিভাপন্ন হইল। সেই জ্যোতিঃহীন নয়ন পুনর্ব্বার স্বল্প জ্যোতিঃবিশিষ্ট হইল। নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপ যেন ক্ষীণ আলোক বিকীর্ণ করিল, কমলার চক্ষু পল্লব ধীরে ধীরে উঠিল, কমলা আবার চাহিয়া দেখিল।

কমলা প্যারীকে দেখিল, কিন্তু প্রকৃত প্যারী বলিয়া তাহার বিশ্বাস হইল না। বিস্ফারিত লোচনে প্যারীর দিকে আবার চাহিল, পুনর্ব্বার কমলা নির্জ্জীব হইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য রোগ, শোক, যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

শ্যামমোহিনী বলিলেন "ষাট্, কেন মা কমলা, অমন কচ্চ কেন ?"

কমলা আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, নয়নযুগল হইতে সবেগে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। প্যারী ধীরে কমলার বাম হস্ত ধারণ করিয়া বসন প্রান্ত দিয়া নয়ন জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "চুপ কর, কাঁদিও না।"

কমলা প্যারীর হস্ত ধারণ করিয়া আবার একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল, বোধ হইল যেন কমলার হৃদয়গত যাতনা আর সেখানে থাকিতে অক্ষম, বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতে উদ্যত।

সেই সময়ে শ্যামমোহিনী সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, রামধনও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। একমাত্র হরিদাসী কমলার পাদদেশে উপবেশন করিয়াছিল,—সে কক্ষ মধ্যে আর কেহই ছিলেন না, তখন কমলা বলিল "প্যারী, আমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই, কিন্তু আজ্ আমার বড় আনন্দ। আজ্ তোমার সেই মুখ, যে মুখ আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের ধ্যান, সেই মুখ দেখিতে দেখিতে মরিব।"

কমলার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, চক্ষু বক্তাভ ও বর্দ্ধিতায়তন বলিয়া বোধ হইল। প্যারী ভীত হইয়া বলিলেন "কমলা।"

কমলা চক্ষু সঙ্কোচ করিয়া কহিল "অ্যাঁ,"—কিন্তু দেখিতে দেখিতে মস্তক ঢলিয়া পড়িল, হস্তপদ ছড়াইয়া পড়িল, নিশ্বাস কষ্টে বহিতে লাগিল। বলিল "জল।"

প্যারী কমলার মুখে জল দিলেন, ক্ষণের পরে আবার বলিতে লাগিল "এ জীবনে যন্ত্রণার সীমা ছিল না, বুঝি ঈশ্বর এত দিনে তাহার শেষ করিলেন। প্যারী, আমি যাই, কিন্তু যদি ঈশ্বর থাকেন, যদি সতীর সতীত্বের মহিমা থাকে, তবে জন্মান্তরে তুমি আমার হইবে। এ আশায় যদি পাপ থাকে,—হোক, কিন্তু তোমার আশা ছাড়িব না। বিধবার পরকে পতি রূপে পাবার আশা মহাপাপ। কিন্তু তার উপায় নাই, আমি স্বামী দেখেনি—স্বামী কি তা জানিনা, আমি জানি তুমিই আমার স্বামী, আমার পরলোকের স্বামী। এজন্মে তোমায় পাবার আমার উপায় নাই—কিন্তু পরজন্মে তুমি আমার আমি তোমার।

কমলা প্যারীর হস্তদ্বয় বক্ষে ধারণ করিল।

প্যারী। ওকি কথা কমলা?

কমলা মৃদু হাসিয়া কহিল "কি কথা ভাই, এত যন্ত্রনা সহ্য করিয়া কি বাঁচিতে সাধ হয়, তুমি কি বাঁচিতে বল?"

প্যারী কাঁদিতে লাগিলেন। কমলা বলিল "আর কেঁদনা, আমার সুখের সময় কান্না কেন?—উঃ! জল।"

প্যারী জল দিলেন, কমলা জলপান করিয়া আবার বলিল "ঈশ্বরের নিকট অকপট চিত্তে অন্তিমকালে এই প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমায় সুখে রাখেন! আর বলি দয়াময়! আমার ন্যায় যেন কোন রমণী ক্লেশ ভোগ না করে।"

কমলা আবার জল চাহিল। প্যারী আবার জল দিলেন, কিন্তু কমলা আর সে জল গলধঃকরণ করিতে পারিল না। চক্ষু স্থির হইয়া আসিল, প্যারী ভীতিবিহ্বল চিত্তে বলিলেন "কমলা!" কমলার চক্ষু নিমিলিত হইয়া আসিল কোন উত্তর দিতে পারিল না। প্যারী কমলার সেই তপনতাপ বিশুষ্ক মৃণা-সম দক্ষিণ কর, ললাটে রক্ষিত করিয়া, আবার ডাকিল "কমলা!" কমলার নেত্র ক্রমে উর্দ্ধদিকাশ্রয় করিল; কিন্তু বদনে মধুর হাস্য বিভাসিত হইতেছে। যাঁহারা মৃত্যু যাতনা স্মরণ করিয়া ভীত হন, তাঁহারা একবার কমলার মৃত্যু দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিবেন যে মৃত্যুরও সুখ আছে। প্যারী কমলার বক্ষে হস্ত দিলেন, দেখিলেন, বক্ষ স্পন্দহীন। নাসিকা মূলে অঙ্গুলি দিয়া দেখিলেন, নিশ্বাস নাই। দেখিতে দেখিতে কে যেন সেই সোনার অঙ্গে কালিমা ঢালিয়া দিল। প্যারী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। শ্যামমোহিনী "মা কমলা কি করলি মা, এ দুঃখিনীকে ফেলে কোথা গেলি মা" বলিয়া আছাড়িয়া ভূমিতলে নিপতিতা হইয়া সংজ্ঞা ভ্রষ্টা হইলেন। প্রেমময়ী হরিদাসী উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল, অশ্রুধারায় বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। রামধন স্তম্ভিতের ন্যায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহি-লেন। প্যারী সোৎসুক নয়নে—বিকল হৃদয়ে কমলার বদন প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মনে করিলেন কমলার হয়ত মোহ হইয়াছে এখনি তাহা তিরোহিত হইবে; কিন্তু প্যারীর সে আশা পূরিল না, কমলা জন্মের মত যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল। সেই কনকলতা জন্মের মত শুষ্ক হইল। প্যারীর আশালতা দলিত হইল। রামধন ও শ্যামমোহিনীর ইহজীবনের একটী মাত্র স্নেহপাশ ছিন্ন হইল। কমলা সমাজের হুহুঙ্কার ও অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তাশ্রয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিল। যেখানে রোগ নাই শোক নাই, জ্বালা নাই যন্ত্রনা নাই, তাড়না নাই অত্যাচার নাই,—কমলা আজি সেই বিচিত্র রাজ্যে যাত্রা করিল। দয়াময়! তুমি অবলার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে কি? কমলার সজল নয়ন দয়া করিয়া মুছাইবে

কি? যে তাপদগ্ধ হৃদয় পিতা মাতা আত্মীয় পরিজন সান্তনা করিতে পারে নাই, শান্তিময়! তোমার অতুল দয়া বিনা আর কিছুতেই তাহা শান্তিলাভ করিতে পারে না। তোমা বিনা আর কে অবলার নয়নজল মুছাইয়া দিবে, কে আর তাহাদিগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে?

সমাপ্ত।

# কুসুম কুমারী।

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

### প্রাণের কথা।

"কুসুম ?"

"কে অঘোর ?" বলিয়া একটী সযৌবনা সুন্দরী ত্রস্ত ভাবে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রশ্নকারী যুবকের হস্ত ধারণ করিলেন। ক্ষণেক যুবকের বদন প্রতি স্থির দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিলেন "এই বুঝি তোমার কাল্‌কে আসা ?"

যুবক ধীরে ধীরে খট্টোপরি যুবতীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং সেই সুচারু করপল্লব ধারণ করিয়া বলিলেন "আস্‌তে পারিনি।"

কুসুম। কেন পারনি ? অঘোর, তুমি কি জাননা যে আমি তোমায় ভাল-বাসি। বেশ্যায় ভাল বাসে না বলে তারা কি ভালবাসতে জানেনা।

অঘোর। সে জন্যে নয়।

কুসুম। তবে কি ?

অঘোর। তুমি ত আমার অবস্থা জান, বল্‌তে কি আমার আস্‌তে বড় লজ্জা করে,—তবে দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হলেই আসি।

কুসুম। আমি ত টাকার প্রয়াসিনী নই, তোমার কাছে টাকা না পেলে চল্‌বে না, এমন অবস্থা ত আমার নয়।

অঘোর। তা বটে, কিন্তু আমার কেমন লজ্জা করে।

কুসুম। লজ্জা কি. এবার যদি পাশ হও, তা হ'লে আর অল্পদিন পরেই ত উকীল হবে, তখন না হয় আমার কিছু দিও। তা হলেই ত হবে।

কুসুম এই বলিয়া মৃদু হাসিয়া অঘোরের বদন প্রতি তাকাইলেন, কিন্তু তাঁহার অধরে সে হাসি দেখা দিল না, তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "সে কপাল আমার নয়, এ পৃথিবীতে আমি একা, আমার সহায় কে আছে ভাই।"

কুসুম। ঈশ্বর আছেন, অঘোর তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করনা?

অঘোর। করি বই কি।

কুসুম। তবে,—তবে তুমি একা কেন ভাই?

যুবতী এই কথাটী বলিয়া ক্ষণেক অঘোর বাবুর বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "দেখ অঘোর তোমায় না দেখ্‌লে মন কেমন করে, কেমন দেখ্‌বার ইচ্ছে হয়, তাই তোমায় অত করে আস্‌তে বলি, ভাই আমাকে কষ্ট দিয়ে কি তোমার সুখ হয়? এ জগতে বেশ্যার তুল্য হতভাগিনী আর কেউ নাই, সেই বেশ্যার জন্য কি তোমার দয়া হয় না? ভালবাসার জন্য, ভালবাসার আশায় বেশ্যা হলাম্, মনে কর্‌লাম, না জানি এতে কি সুখ আছে, কিন্তু আশা মরীচিকায় পরিণত হ'ল—এ পাপের ঘোর প্রায়শ্চিত্ত,—এমন প্রত্যক্ষ শাস্তি ঈশ্বর কাকেও দেন্ নাই!—প্রথমে মনে কর্‌লাম এক জন্‌কে ভালবাস্‌বো, তাকে নিয়ে সুখী হবো, কিন্তু আশার ছলনা হলো, বাসনার পরিতৃপ্তি হলো না, অভাগিনীকে কেউ ভালবাস্‌লেনা, কাকেও ভালবাস্‌তে প্রবৃত্তিও হল না, মনের মত লোক পেলাম না। বেশ্যাকে বঞ্চনা করাই দেখ্‌লাম পুরুষের প্রকৃতি—হতাশ হলাম। তেমন অভাগিনী যদি ভালবাসার উপযুক্ত লোক পায়, তাকে ভালবাস্‌তে না দেওয়া কি ভাল কাজ?"

অঘোর। আমি কি তোমায় ভালবাসিনা?

কুসুম। ভালবাস্‌লে কি না দেখে থাকা যায়?

অঘোর। যার সঙ্গে রোজ দেখা হয় না, তাকে কি ভালবাসা যায় না।

কুসুম। শোন অঘোর, বেশ্যার দুঃখের কথা আবার বলি, আমাদিগকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় শত লোকের মন যোগাতে হয়, যে যেমন, তাকে সেই রূপে সন্তুষ্ট কর্‌তে হয়, সে কেবল অর্থের জন্য, কিন্তু তাতে কি মনের পরিতৃপ্তি আছে? ভাই, তাতে কত যাতনা ভাব দেখি! যে চক্ষু-শূল তার সঙ্গে আমোদ করা যে কি কষ্ট তা তোমায় কি বল্‌বো, আর তুমিই বা কি বুঝ্‌বে। কিন্তু তোমায় পেয়ে সেই অসার তাপদগ্ধ প্রাণে কে যেন শীতলতা দিয়েছে, কে যেন সেইদারুণ জ্বালা কতক নিবারণ করেছে, তাই তোমায়

অত করে দেখ্‌তে চাই—তোমায় দেখ্‌তে আকুল হই,—দেখ্‌লে হৃদয়ে যেন জীবনীশক্তি আসে।

কুসুমের চক্ষু সজল হইল, অঘোর বাবু বলিলেন "না কুসুম আর আমায় লজ্জা দিওনা, আমি রোজ্‌ আস্‌বো।"

কুসুম। আমি ত লজ্জা দেওয়ার কথা বলিনি, আমার দুঃখের কথা বল্‌ছি।

অঘোর বাবু অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে কুসুমের বদন প্রতি তাকাইয়া রহিয়া বলিলেন "আচ্ছা কুসুম, তোমায় একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বল্‌বে?

কুসুম। কি কথা?

অঘোর। বল্‌বে বল?

কুসুম। বল্‌বো।

অঘোর। তুমি কি আমায় রেজেষ্টারি করে টাকা পাঠাও।

কুসুম। কই না।

অঘোর। না সে তুমি, প্রথম দুবার বুঝ্‌তে পারিনি, কিন্তু এবার তোমার হাতের লেখা দেখে বুঝেছি। আমি এ টাকা নেবোনা।

এই বলিয়া ২০ টাকার এক খানি নোট ও পত্র কুসুমের হস্তে দিলেন।

কুসুম। কেন নেবেনা?

অঘোর। প্রাইভেট টুইসন্‌ করে আমার ত এক রকম চলে।

কুসুম। তুমি যে একদিন বলেছিলে যে ছেলে পড়াতে তোমার অনেক সময় নষ্ট হয়।

অঘোর। তাই বুঝি তুমি টাকা পাঠিয়ে দাও?

কুসুম। তা হলেই বা, তুমি উকিল হয়ে কি আমার টাকা শোধ কর্‌তে পার্‌বে না?

অঘোর বাবু আবার ক্ষণেক চিন্তামগ্ন হইলেন। কুসুম তাঁহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিলেন "ভাবো কি?"

অঘোর। তাই ভাব্‌চি।

কুসুম। তুমি আমায় ভালবাসনা।

অঘোর। কেন?

কুসুম। তোমার টাকা থাকলে কি আমি নিতাম না, তবে আমার আছে তুমি নেবেনা কেন? আমি বেশ্যা বলে?

অঘোর। না।

কুসুম। আবার না! তোমার যদি বিবাহ হতো, আর তোমার স্ত্রীর হাতে যদি টাকা থাকতো, তা হলে তোমার দরকারে কি নিতেনা?

অঘোর। তা নিতাম বই কি?

কুসুম। কেন নিতে? নিতে সে তোমার স্ত্রী বলে, সে তোমায় ভালবাসে বলে, আর আমি বেশ্যা, আমি ত ভালবাসতে জানিনা, আমার কাছে নেবে কেন?

কুসুমের চক্ষু সজল হইল। তিনি আত্মসংযত করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পারিলেন না। দুই এক বিন্দু আপনা হইতে সেই ইন্দিবর নিন্দিত নয়ন-প্রান্ত দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অঘোর বাবু চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কুসুম তুমি কাঁদ্‌চো?

কুসুম এবার ভাল করিয়া কাঁদিলেন, ঘাড়টী অল্প বাঁকাইয়া বলিলেন "তুমি ভালবাসনা কেন?"

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

### প্রাণের কার্য্য।

বসন্তের সন্ধ্যাকাল—দক্ষিণে বাতাস সুরু হইয়াছে, কলিকাতার বারবিলাসিনীগণের আর কাহারও বসন্ত-বাহারের বাহার দিতে বাকি নাই, সকলেই আপন আপন মোহন সাজে সাজিয়া পুরুষের নয়ন ঝলসিতে, মন বিকলিত করিতে ত্রুটী করিতেছে না। এমন সময় একটী যুবক একটী গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন, হস্তস্থিত ছড়িটী ঘুরাইতে ঘুরাইতে ধীরে ধীরে উপরে উঠিলেন। একটী কক্ষদ্বার ঠেসান ছিল,—ঠেলিলেন, ঠেলিবামাত্র তাহা খুলিয়া গেল।

কক্ষটী রমণীয় ভাবে সজ্জিত, বড় বড় ছবি, বড় বড় মুকুর গৃহ-ভিত্তির শোভা সম্পাদন করিতেছিল, গৃহতল সুন্দর মখমলের কার্পেটে আচ্ছাদিত।

তদুপরে স্থানে স্থানে নানাবিধ মেহগ্নি শোফা, চেয়ার, আলমারি প্রভৃতি পরিচ্ছন্ন ভাবে সজ্জিত। কক্ষটী বেশ উচ্চ ও প্রশস্ত, তাহার এক পার্শ্বে সুন্দর পিত্তলের খাটে সুন্দর শয্যা শোভা পাইতেছিল। সেই কক্ষ মধ্যে এই সকল শোভার সামগ্রী ব্যতীত আরও একটী নিরুপম শোভার বস্তু ছিল,—সেটী সজীব। সেই গৃহের দক্ষিণ দিকের একটী দ্বারের সম্মুখ ভাগে একটী নিরুপমা সুন্দরী মুকুর সম্মুখে কেশ রচনায় নিযুক্তা ছিলেন। সেই রমণীটীর অল্প পশ্চাদ্দেশে একটী দাসী বসিয়া নানা প্রকার গল্প করিতেছিল। যুবককে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দাসীটী "বাবু আস্‌চেন" বলিয়া উঠিয়া গেল। যুবতী তখন তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী রচনা করিতেছিলেন, চিবুক নিম্নে সুন্দর ভাবে একটী কেশ রজ্জু আবদ্ধ ছিল, তিনি বঙ্কিম গ্রীবায় যুবকের দিকে ফিরিয়া, সেই মোহন অধরে মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন "কে ও, আমার উকীল বাবু যে ?"

যুবক ছড়ি ও চাদর রাখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন "উকিল বাবু আজ-কাল বড় বাবু।

কুসুম। কেন ?

যুবক। কিছু হয় না ত ?

কুসুম। তুমি না আমায় কি কথায় বলেছিলে যে রোম এক দিনে তৈয়ার হয় নাই।

"আমার এ কি রোম রাজ্যের পত্তন নাকি ?" বলিয়া যুবক উচ্চ হাস্য করিয়া খাটের উপর হইতে একটি তাকিয়া পাড়িয়া কেশবিন্যাসকারিণী যুবতীর বাম পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

যুবতী বলিলেন "বাঃ, বেশ শোবার শ্রী।"

যুবক। মন্দ কি ?

যুবতী। ভাল স্বয়ে উপরে শোওনা।

যুবক। তা হলে তোমার মুখখানি ত এমন দেখ্‌তে পাবনা।

যুবতী। তবে শোও।

যুবক মৃদু হাসিয়া কহিলেন "উকিল মানুষ, না বুঝে কি কোন কাজ করি।"

যুবতীরও অধর প্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, তিনি বলিলেন "তা বটেত।"

এমন সময়ে দাসী সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া সট্কার নলটি যুবকের হস্তে দিল। যুবক সটকা সুন্দরীর শ্রীমুখচুম্বন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সুন্দরীর মনোহর রূপ বিভা অনিমেষ লোচনে দেখিতে লাগিলেন,—যেন কেহ কোন অভিনব বস্তু দেখিতেছে। যুবকের চক্ষে যুবতীর সৌন্দর্য্য নূতন নব বলিয়া, তাঁহার সে রূপবিভা দেখিবার ইচ্ছা তত বলবতী হউক বা না হউক, অপরের হয় বটে, কিন্তু আজি যুবক সেই পুরাতনেও যেন নূতন সৌন্দর্য্য, নূতন শোভা দেখিতে লাগিলেন। যুবতীর পরিধেয় একখানি সরু কালাপেড়ে ধুতি, বসনের একপ্রান্ত বক্ষের উপর দিয়া বাহুদ্বয়ের নিম্ন দেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত,—পৃষ্ঠদেশ উন্মুক্ত। বসন্তানীল সেই মনোহর উন্নত বক্ষের বসনপ্রান্ত—যেন ক্রীড়াচ্ছলে, কখন বা উড়াইয়া কখন বা চাপিয়া ধরিয়া সেই সুউন্নত পয়োধরের শোভা দ্বিগুণিত করিতেছিল, তাহাতে আবার বসনাভ্যন্তর হইতে রূপলাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল। যুবক ধূমপান করিতে করিতে বিভোর মনে, উদাস প্রাণে সেই অপরূপ রূপমাধুরী দেখিয়া চক্ষু পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন।

পাঠক, বোধ হয় বলিতে হইবে না, যে ইহাদের এক জন অঘোর বাবু ও অপরা কুসুমকুমারী।

মাথা বাঁধা শেষ হইলে কুসুম উত্তম করিয়া অঙ্গমার্জ্জনা করিলেন এবং একখানি সুন্দর বসন পরিধান করিয়া অঘোরের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। কুসুম তখন কত আহ্লাদে কত সোহাগে কত কথা কহিতে লাগিলেন, শেষে বলিলেন "বাসায় বউকে আননা কেন?"

অঘোর। আপনি খেতে পাইনে তাকে এনে খাওয়াব কি?

কুসুম। আপ্নার চলে ত আর তার কি চল্‌বেনা?

অঘোর। খরচ ত বাড়্‌বে।

কুসুম। কি আর দু শ পাঁচ্‌শ টাকা বাড়্‌বে?

অঘোর। আমার ত বিয়েরই ইচ্ছা ছিল না, তুমিই কেবল জোর্ করে বিয়ে দেওয়ালে বইত নয়। বাস্তবিক সেই পর্য্যন্ত আমার খরচ বেড়েছে, নইলে এত দিন তোমার টাকা গুলো শোধ হতে পার্‌ত।

কুসুম। আমার কিসের টাকা?

অঘোর। সে কি, এদিক ওদিকে প্রায় ৩ হাজার টাকা হবে।

কুসুম। তা হোগ, তাকে আন্‌তেই হবে।

অঘোর। পূজাব এদিকে ত নয়।

কুসুম। হলেই বা।

অঘোর। তার আবার সব বন্দোবস্ত কব্‌তে হবে।

কুসুম। তোমাব ঐ কেমন সব কথা।

কুসুমের বদনে যেন অল্প অভিমানেব চিহ্ন দেখা দিল। অঘোর বাবু বলিলেন "বাগ করলে নাকি?"

কুসুম। কেন কব্‌বোনা।

অঘোব। আচ্ছা তাকে আন্‌লে তোমাব সুখ কি?

কুসুম। তোমায় দেখে আমাব যে সুখ,—তাকে দেখেও সেই সুখ হবে।

অঘোব। তোমাব ভালবাসা আমি বুঝ্‌তে পাব্‌লাম না।

*কুসুম। বেশ্যাব আবাব ভালবাসা কি?*

অঘোর। তোমাব আছে।

কুসুম। তবে আছে,—কিন্তু তুমি ত আমাব ভালবাসনা।

অঘোর। বাসিনে?

কুসুম। ভালবাস্‌লে আব আমার কথা শুন্‌তে না।

অঘোব। কি কথা?

কুসুম ধীবে গম্ভীব ভাবে বলিলেন "বউকে আনা।—কেন, এটা কি উপহাসেব কথা নাকি?"

অঘোর। উপহাস কেন, তাকে না হয় আন্‌ব।

কুসুম। কবে?

অঘোর। এ মাসের এই কটা দিন পরে।

কুসুম। ঠিক্ ত?

অঘোর। ঠিক্।

কুসুম। আব জান?

অঘোব। কি?

কুসুম। কাল্ যে শনিবার।

অঘোর। তার্ কি হবে ?

কুসুম। শ্বশুর বাড়ী যাবেনা।

অঘোর। কাল্ আর যাবনা।

কুসুম। কেন ?

অঘোর। অনেক পাল্কী ভাড়া লাগে।

কুসুম। তোমার না থাকে আমি দেব।

অঘোর। চিরকালই তোমার পয়সা নব ?

কুসুম। নিলেইবা, আমার সবই ত তোমার। আমি তোমার নামে আমার সব বিষয় উইল করেছি, তা জান।

অঘোর বাবু সবিস্ময়ে বলিলেন "কবে ?"

কুসুম। অনেক দিন।

অঘোর। কেন ?

কুসুম। তবে কোম্পানীকে দেব নাকি ?

অঘোর। লোকে বল্‌বে কি ?

কুসুম। লোকের কথায় কি এসে যায়।—ভাব্‌ছ কি ?

অঘোর। তাই ভাব্‌ছি।

কুসুম। আমি বেশ্যা, তাই বেশ্যার সম্পত্তির কথা ভাবছ ?

অঘোর। না।

কুসুম। তবে কি ?

অঘোর। এই এটা সেটা পাঁচ রকম।

কুসুম। এখন সে সব রাখ, বল, যে আমি মলে আমার সমস্ত সম্পত্তি তুমি ভোগ কর্‌বে।

অঘোর। সে কথায় এখন কাজ কি ?

কুসুম। মানুষের মরণ্ বাঁচন্ কে বল্‌তে পারে, তুমি সে কথা না বল্‌লে আমি কখন সুখে মর্‌তে পার্‌ব না।

অঘোর। আচ্ছা তাই হবে।

কুসুম অঘোর বাবুকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিলেন,

তাঁহার সেই স্ফুটনা নয়ন যুগল হইতে সবেগে বারিধারা বহিল, কিন্তু অঘোর বাবু তাহা দেখিতেও পাইলেন না।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

### ভালবাসার বিনিময়।

"তা হবেনা, আমি যেতে দেবনা" বলিয়া একটী স্থিরা সৌদামিনীরূপা ললনা অঘোর বাবুর হস্তধারণ করিলেন।

অঘোর বাবু বলিলেন "ছি গোলাপ, অমন কর্‌তে আছে, আমি এখনি আস্‌ব।"

গোলাপ অঘোর বাবুর স্ত্রী।

গোলাপ। তুমি কেন যাবে?

অঘোর। কেন যাব তাকি তুমি জাননা, আমি তার কাছে কত দূর কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ তা কতবার বল্‌ব।

গোলাপ। তার টাকা কেন ফেলে দাওনা।

অঘোর। সে নেয় কই।

গোলাপ। তা হলে আর তোমার দোষ কি।

অঘোর। আমার দোষ নাই সত্য, কিন্তু সে সব কৃতজ্ঞতা কি ভুলে যাব, আমার অসময়ে সে যদি আমার সহায়তা না কর্‌তো, তা হলে আজ আমার দশা কি হ'ত তা কে বল্‌তে পারে।

গোলাপ। তবে বিয়ে কর্‌লে কেন?

অঘোর। তাতে তোমার দুঃখ কি, কুসুম আমার রাখিতা নয়, আমি তার বাড়িতে দিন রাত পড়ে থাকিনে, কালে ভদ্রে কখনো যাই, তাও অতি অল্প সময়ের জন্য, এতে তোমার দুঃখ কি?

গোলাপ। আমার কেমন সহ্য হয় না।

অঘোর। কিন্তু সহ্য করা কি উচিত নয়?

গোলাপ। মন বোঝেনা।

অঘোর। দেখ গোলাপ, তুমি কুসুমকে চেননা—তার মন বড় উন্নত,

তুমি বাপের বাড়ীতে থাক্‌লে আমি কোন শনিবারে সেখানে না গেলে সে কত রাগ করতো, তোমায় প্রথমবার তাড়াতাড়ি করে আনাবার কারণই সে। আমার তখন আয় অতি সামান্য ছিল, কিন্তু আমার অকুলান ভার তার উপরই ছিল। এখনও যদি কোন দিন সেখানে অধিকক্ষণ থাকি তা হলে সে কত কৌশলে, কত ছলে, আমায় উঠিয়ে দেয়, অধিকক্ষণ থাক্‌লে রাগ করে। কেন করে গোলাপ, পাছে তুমি দুঃখ কর বলে নয় কি? কিন্তু তার কি আমাকে একবার দেখতেও ইচ্ছে হয় না,—আমার কি মধ্যে মধ্যে তাকে একবার দেখাও উচিত নয়?

গোলাপ। তার কাজে দেখি, তোমার কথায় শুনি, কিন্তু তবু সে যে আমার জন্য কেন টান্‌বে তা ত বুঝ্‌তে পারিনা। সে বেশ্যা হোগ আর যেই হোগ, স্ত্রীলোক ত বটে। আমি যখন তোমায় এক দণ্ড তার কাছে যেতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হইনে, তখন সে যে তুমি আমার কাছে থাক্‌লে সুখী হবে, বা হয়, তাত আমার বিশ্বাস হয় না।

অঘোর। সে ত এ পর্য্যন্ত কোন অবিশ্বাসের কাজ করেনি।

গোলাপ। কোন উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে।

অঘোর। কিছু না।

গোলাপ। তবে কেন করে?

অঘোর। তার মন।

গোলাপ। সে মন ত দেবতাদেরও নেই।

অঘোর। সে যাহোক আমি এখন আসি।

গোলাপ। তার আর আমি কি বল্‌বো।

অঘোর। সে এ সব শুন্‌লে কি একটুও দুঃখিত হবে না।

গোলাপ। তা হলেই বা, তা বলে কে এখন চাঁদ পানা মুখ করে আপনার স্বামী তাকে ছেড়ে দেবে।

অঘোর। আমি ছাড়্‌তে বল্‌ছি, না সে কথা হচ্চে।

গোলাপ। তা নয় ত কি, আর তার বাড়ী যাওয়া কি ভাল কাজ। আমার বাপের বাড়ীর কত লোক কত কথা বলে, আমার অার বুঝি দুঃখ হয় না।

গোলাপ বসনাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

অঘোর। গোলাপ কাঁদ্চ?

গোলাপ। কাঁদ্বনা, তার বাড়ী যাওয়া কেন?

অঘোর। তুমি না বুঝ্লে আমি কি করে বোঝাব।

গোলাপ। বোঝা বুঝি কি, তার যদি এত টান তা হলে সে কেন এখানে এসে তোমায় দেখে যায় না।

অঘোর। এখানে আসাটা কি ভাল।

গোলাপ। তার আবার ভাল মন্দ কি?

অঘোর। আচ্ছা তাই যা হয় হবে, আজ আসি।

গোলাপ। আজ বুঝি না গেলেই নয়।

অঘোর। অনেক করে যেতে বলেছে, না গেলে ভাল দেখায় না।

গোলাপ। কিন্তু আর কোন শালি যেতে দেবে। এবার গেলে কিন্তু খুনোখুনি হবে।

অঘোর বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া ধীর পাদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন।

গোলাপ ভ্রুকুটী সহকারে মনে মনে বলিলেন "বেশ্যার আবার যত্ন,—দড়া দড়ি ছিঁড়ে না গেলেই নয়।"

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

### শেষ সাক্ষাৎ।

রাত্রি প্রায় আটটা এমন সময়ে অঘোর বাবু কুসুমের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, কুসুম তখন বিমর্ষভাবে একটী শয্যায় শয়ন করিয়া ছিলেন।

অঘোর বাবু বলিলেন "কুসুম অমন করে শুয়ে কেন?"

কুসুমের অধরপ্রান্তে মৃদু হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে হাসিতে যেন মাধুর্য্য নাই, সে প্রাণহারিণী মোহিনী শক্তি নাই, যেন বিন্দুমাত্র মোহন ভঙ্গি নাই,—তাহা যেন কেমন এক ধারা।

কুসুম একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "কই কিছু নয়, ব'স।"

অঘোর বাবুর আপনা আপনি একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তিনি কুসুমের শিয়রদেশে উপবেশন করিয়া তাঁহার দুইগণ্ডে দুইটী হস্তপ্রদান করিলেন এবং সেই বিষাদ মাখা গোলাপী অধর স্পন্দিত করিয়া বলিলেন "কোন অসুখ করেনি ?"

কুসুম প্রেমভরে কহিলেন "না !"

অঘোর বাবু অনেকক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে সেই সুন্দর অথচ বিষণ্ণ, প্রফুল্ল অথচ ম্লান, বিকশিত অথচ শুষ্ক বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। মনে যেন কত কথা কত পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রাণ যেন কেমন করিয়া উঠিল—তিনি ক্ষণেক পরে বলিলেন "বলনা কি হয়েছে।"

কুসুম। কিছু না।

অঘোর। কিছু না ?

কুসুম। না।

অঘোর। তবে মুখখানি শুক্‌নো কেন ?

কুসুম। তা জানিনে।

অঘোর। চক্ষু দুটী লাল কেন, কেঁদেছিলে কি ?

কুসুম। না।

অঘোর। আমার কাছে লুকুচ্চো।

কুসুম। কই না।

অঘোর বাবু অন্যমনা হইযা কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে আবার কুসুমের দিকে চাহিলেন।

কুসুম এতক্ষণ একদৃষ্টে অঘোরের বদন প্রতি তাকাইয়া ছিলেন, এখন ফিরিলেন। একটী দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, কিন্তু পড়িল না; তাহা অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। কুসুম অল্প পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন, সেই সময়ে দুই এক বিন্দু করিয়া চক্ষু দিয়া বারিধারা বহিল, কিন্তু পাছে অঘোর তাহা দেখিতে পায় বা জানিতে পারে, বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ভাব পরিত্যাগ করিয়া উঠিল বসিলেন,—দাসীকে তামাকু দিতে বলিলেন।

অঘোর বাবু ধূমপান করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মন প্রকৃতিস্থ হইল না। তখন কুসুম নানা কথায় তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অঘোর বাবু কেবল ভাবিতেছিলেন কুসুমের আজ এ ভাব কেন?” কুসুম তখন বলিলেন “ভাব কি?”

অঘোর। তোমারই কথা।

কুসুম। আমার কথা আবার ভাবে, আমাদের মনের স্থির আছে কি?

অঘোর। না কুসুম আমি তোমার এমন ভাব কখন দেখিনি।

কুসুম হাসিয়া বলিলেন “তবে হয় ত আমি মর্‌বো।”

অঘোর বাবু যেন কথাটায় কিছু বিরক্ত হইলেন।

কুসুম তখন উঠিয়া হারমোনিয়ামে সুর দিতে দিতে বলিলেন “বাঁয়াটা নাও।”

অঘোর। আর ভাল লাগেনা।

কুসুম। যদি না বাজাও আমার মাথা খাও।

অঘোর বাবু অগত্যা বাঁয়া লইলেন, তখন সেই মনমোহিনীর কল কণ্ঠ হইতে অপ্সরা বিনিন্দিত মধুর স্বরে এই গানটী বিনিসৃত হইল—

নয়নে নয়নে অতীব যতনে,
রাখি আশা, মন আশা, ভাল বাসি যেই জনে।
বিধি তায় চিরবাদী, তাই কাঁদি নিরবধি,
আশাহীন মনহীন বিকল পরাণে।
কাঁদি তবু থাকি ভাল, ভাবি সেত আছে ভাল,
ভাল দেখি থাকি ভাল, পাই সুখ মনে।
আমি কার কে আমার, ধাঁধাত গেল না আর,
সুধু ভালবাসা সার উদাস পরাণে।

অঘোর। এ যে নূতন গান।

কুসুম। বড় পুরানো।

অঘোর। আমিত শুনিনি।

কুসুম। শুনেছ, মনে নেই।

অঘোর বাবু তখন আবার গানটীকে মনে মনে আবৃত্তি করিলেন, গান শুনিবার সময় তাঁহার মন বড় উদাস হইয়াছিল তিনি গানের কলিতে কলিতে কুসুমের ছিত্র দেখিতে পাইতে ছিলেন, বস্তুতঃ গানটী শুনিবার কালে প্রকৃতই

তাঁহার বড় তন্ময়ত্ব জন্মিয়াছিল। সেই নিবিষ্টতায় দুই একবার তাঁহার তাল ভুল হইয়াছিল, কিন্তু তাহা গায়িকা বা বাদক কাহারও কানে লাগে নাই।

কুসুম হারমোনিয়াম ছাড়িয়া ব্যস্ত ভাবে অঘোর বাবুর নিকট আসিয়া পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন এবং তাঁহার বক্ষে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া ক্ষণেক বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। যেন দেখিয়া আশা মিটেনা, তাহাতে আবার থাকিয়া থাকিয়া অশ্রুনীর উছলিয়া উঠে; কিন্তু অঘোর বাবু তাহা দেখিতে পাইলেন না।

অঘোর বাবু বলিলেন "মদ খাবে?"

কুসুম। খাব।

অঘোর বাবু কুসুমকে মদ দিলেন, আপনিও দুই এক গ্লাস পান করিলেন। কুসুম তখন বলিলেন "আর কেন, রাত হয়েছে। বাড়ি যাও, আমারও ঘুম পাচ্ছে।"

অঘোর। ঘুম পায় নাই আমাকে ওঠাবার চেষ্টা।

কুসুম অনেক কষ্টে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "না।"

অঘোর। না কিসে? এমন সময় কি তুমি রোজ ঘুমোও।

কুসুম। শরীর যে ভাল নয়।

অঘোর। তবে আসি?

কুসুম। এস।

অঘোর বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কিন্তু তাঁহার বদন প্রতি কুসুমের দৃষ্টি স্থিরসংলগ্ন রহিল। তিনি অনিমেষ লোচনে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অঘোর বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন "পাগলের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছ কেন?"

কুসুম বড়কষ্টে একটু হাসিয়া কহিলেন "দেখ্‌ব না?"

অঘোর বাবু পরিহাস করিয়া কহিলেন "তবে সাম্‌নে আরও খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি দেখ।"

কুসুম। হ্যাঁ থাক।

অঘোর বাবু হাসিতে হাসিতে সত্য সত্যই ক্ষণেক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। কুসুম পলকহীন নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অঘোর বাবু কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইলেন। ক্রমে তাঁহার পদ শব্দ অন্তর্হিত হইল। তখন কুসুম উদাস প্রাণে উপাধানে বদন ন্যস্ত করিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। অঘোর বাবুর ফটোটীকে লইয়া অনেকক্ষণ তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, সেটীকে বক্ষে ধারণ করিলেন, চুম্বন করিলেন, তাহার পর উঠিয়া নিবিষ্ট মনে কি লিখিতে বসিলেন, অনেক বার চক্ষু জলে প্লাবিত হইল, কাগজ ভিজিয়া গেল, কুসুম চক্ষের জল মুছিয়া আবার লিখিতে লাগিলেন।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

### সকলের শেষ।

পর দিবস প্রাতঃকালে অঘোর বাবু গাত্রোত্থান করিয়াছেন মাত্র, এমন সময় কুসুম কুমারীর দাসী আসিয়া তাঁহার হস্তে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি কুসুমের লেখা।

গোলাপ পত্র খানি দেখিয়া মনে মনে চটিলেন, বলিলেন "আজ আবার যেতে বলেছে নাকি?"

অঘোর বাবু সে কথার কোন উত্তর না দিয়া নিবিষ্ট মনে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল দিয়া বেগভরে বারি পতিত হইতে লাগিল, তিনি সকল ভুলিয়া বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিলেন।

গোলাপ তখনও কোন ভাবার্থ বুঝেন নাই, সোৎসুক ভাবে বলিলেন "কি হয়েছে?"

অঘোর বাবু তাহার কোন উত্তর না দিয়া পত্র খানি তাঁহার হস্তে দিলেন। গোলাপসুন্দরী কম্পিত কলেবরে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন, পত্র খানি এইরূপ—

প্রাণাধিক অঘোর,

যদ্যপি ঘটনাময়ী নারী জীবন থাকে, তবে তাহা বেশ্যার। এই ক্ষুদ্র হৃদয়

দিয়া আজি অবধি যে কত ঘটনা, কত স্রোত, কত উত্তাল তরঙ্গ বহিয়া গেল তাহার ইয়ত্তা হয় না,—লোকে সকলের যাতনা, সকলের দুঃখ বুঝে, কিন্তু বেশ্যার বুঝেনা, তবে সে কথা বলিয়া কাজ কি ?

লোকে না বুঝিলেও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। লোকে বলে বেশ্যা ভালবাসেনা, ভালবাসিতে জানেনা। পূর্ব্বে আমিও তাহাই ভাবিতাম, কিন্তু হটাৎ তাহার পরিবর্ত্তন হইল, আমি আবার নূতন ঘটনা স্রোতে ভাসিলাম, তাই বলি বেশ্যা বুঝি মনের মত লোক পায়না বলিয়া ভালবাসেনা। নতুবা ভালবাসিতে প্রবৃত্তি নাই কার ? ভালবাসা শূন্য হৃদয় বড় অসার, কে সাধ করিয়া আপনার সাধের প্রাণ অসার করিতে চায় ? সে যাহাই হউক সে কথায় কাজ নাই, এ সময়ে আর হৃদয়ে সে কথা পাড়িব না। তোমায় একটী কথা বলিতে এই পত্রখানি লিখিলাম। অঘোর কিছু মনে করিওনা ভাই, আজি জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় লইতেছি। আমি মনে মনে বুঝিয়াছি যে তুমি তোমার স্ত্রীকে পাইয়া সুখী হইয়াছ, আমি বস্তুতই সে জন্য বড় সুখী, আর তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হইবে বলিয়াই তোমাকে বিবাহ করিতে তত জেদ করিয়াছিলাম। তোমার অতুল ভালবাসা একটী বেশ্যায় বর্ত্তিবে, ইহা আমি ভাল বুঝি নাই।—আমার তৃপ্তি ও তোমার পরিতৃপ্তি ত এক বস্তু নয়, তাই তোমায় বিবাহ করিতে অত জেদ করিতাম।

প্রণয় দুইজনের প্রতি হয় না, তাই আজি আমি বিদায় লইলাম, তোমার সুখ দেখিয়া মরিতেছি ইহাই আমার অনন্ত সুখ। ঈশ্বরের নিকট এই আসন্ন সময়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে তিনি যেন তোমাদের উভয়কে দীর্ঘজীবী করেন, তোমরা উভয়ে যেন অনন্ত প্রণয়সাগরে ভাসিতে থাক। আমি থাকিলে পাছে কখনও তোমাদের মানসিক বিকলতা হয়, সেই জন্য আমি চলিলাম, অন্য কোন কারণে নয়। আর আমিও ত দুর্ব্বলা রমণী, যদি কখন মনে হিংসা হয়, তাহা হইলে সে দুঃখ কি রাখিতে স্থান আছে ?

তুমি যখন এ পত্র পাইবে, তখন আমি নাই জানিবে। রাত্রি একটার সময় এই পত্রখানি দাসীকে কল্য প্রাতে তোমায় দিতে বলিয়া গৃহের অর্গল বন্ধ করিলাম, জলন্ত বিষের বাটি সুধা বলিয়া পান করিলাম। যদ্যপি অন্যায় করিয়া থাকি ক্ষমা করিও, তোমা ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা

করিবার নাই। আর শেষ কথা, আমার বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তোমার, তোমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া এই অভাগিনীর প্রেতাত্মাকে সুখী করিবে। ভগ্নী গোলাপ সুন্দরী আমার গহনা গুলি গ্রহণ করিলে, আমি নিশ্চয় জান যে আমার প্রেতাত্মা নিতান্ত আহ্লাদিত হইবে।

আমায় জন্য দুঃখ করিও না, মিলন আর বিচ্ছেদ জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। সে নিয়মের ব্যভিচার করা মানব সাধ্যাতীত। তাই আজি আমার সমস্ত সুখবাসনা বিসর্জ্জন দিলাম। অনন্ত বিরহে হৃদয় আবদ্ধ করিলাম, যাহা জগতের নিত্য ঘটনা তাহাই ঘটিল মাত্র, ইহার জন্য আবার দুঃখ কি? তবে এ হতভাগিনীকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিলে সুখী হইব তাহাতে সন্দেহ নাই।

তোমার চিরহিতাকাঙ্ক্ষিণী

"কুসুম।"

গোলাপ সজলনয়নে পত্রখানি পাঠান্তর একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমি সয়তানী।" কুসুম, তোমার তুল্য হৃদয়, রমণী মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ। কিন্তু বড় দুঃখ তোমায় ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতে শিখি নাই।"

স্বামীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন "এখনি সেখানে যাও, দেখ যদি এখনও জীবিতা থাকে।"

অঘোর বাবু গমনোদ্যত হইলে আবার বলিলেন "যদি জীবিত থাকে তাহা হইলে আমাকে নিয়ে যেও।"

অঘোর বাবু তাহাতে সম্মত হইয়া চলিয়া গেলেন,—যাইয়া দেখেন গৃহের অর্গল বদ্ধ, অনেক ডাকিলেন—কোন উত্তর নাই, কত কাতর স্বরে ডাকিলেন, উত্তর নাই। তখন সজোরে দ্বারে পদাঘাত করিলেন, কাষ্ঠের দরজা সে বেগ সম্বরণ করিতে পারিল না, খুলিয়া গেল, তিনি শয্যা পার্শ্বে যাইয়া দেখিলেন কুসুম যেন নিদ্রিতা, সরলা পবিত্রা বালিকার ন্যায় পবিত্র নিদ্রায় নিদ্রিতা। সেই কোমল অধরপ্রান্তে হাসির রেখা রহিয়াছে। ধীরে তাহা যেন তখনও সেখানে খেলিয়া বেড়াইতেছে। তাহাতে যেন কত শান্তি, কত শুদ্ধি, কত পবিত্রতা,—কিন্তু সকলই শেষ হইয়াছে। অঘোর

বাবু অনেকক্ষণ সাশ্রুলোচনে সেই প্রাণ শূন্য কায়ার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই মায়াময়ী সংসার যেন অসার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। মনে মনে কত কথা তোলাপাড়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায় সে সকলি বৃথা। কুসুম—যে কুসুম, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত, সে কুসুম আর নাই। জন্মের মত তাহার সকলই শেষ হইয়াছে,—এ সংসারে আর কেহ কখন সে কুসুমকে দেখিবে না—তবে হয় ত স্মৃতি থাকিবে।

---

সমাপ্ত।